

রসকদম্ব

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

ও

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

রসকদম্ব

কবিবল্লভ

বিবচিত

গোহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক ও
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গোহাটী-শাখার ভূতপূৰ্ব সভাপতি
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ
এবং
গোহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক ও
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ গোহাটী শাখার সম্পাদক
শ্রীঅশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ
কর্তৃক সম্পাদিত

২৪৩১ আপার মার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক
প্রকাশিত
বঙ্গাব্দ ১৩৩২

ভূমিকা

মালদহে প্রথম এই পুঁথি পাওয়া যায়। ১৩০৮ সালে ৬রজনীকান্ত চক্রবর্তী ‘প্রদীপ’ পত্রিকায় ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৩০৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় পুনরায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন।

কাব্যংশে ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থখানি উপাদেয়। অধিকন্তু ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট মহাশয়ের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে এই কবির কোন উল্লেখ নাই।* তাঁহার “বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়” গ্রন্থেও এই কাব্যের কোন নিদর্শন উদ্ধৃত হয় নাই। বিশ্বকোষ-কার ১৮শ ভাগের ১২৫ পৃষ্ঠায় এই পুথির অতি সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ দিয়াছেন, ‘গৌরপদ তরঙ্গিণী’-কার রসকদম্ব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (উপক্রমাণকা, পৃঃ ১২০), কিন্তু গ্রন্থ দেখেন নাই; রাধাবল্লভ নাগক পদকর্ত্তা ইহার লেখক, এই মাত্র অনুমান করিয়াছেন।

পুথির পরিচয়

এই “রসকদম্ব” সম্পাদনে আমরা তিনখানি পুথির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ১ম—আমাদের নিকট একখানি পুঁথি আছে। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া অত্র দুই-খানি পুথির পাঠ সহ মিলাইয়া লইয়াছি। এই পুথিখানি শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় মালদহ জেলায় প্রাপ্ত হন। ইহার অক্ষরগুলি অতি পরিষ্কার। লিপিকার শ্লোক-সংখ্যাগুলি আছোপান্ত ঠিকমত দিয়াছেন। পুথির শেষে হস্তলিপির সময় নিরূপণ আছে। এই পুঁথি ১৬৫০ শকে অর্থাৎ ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। সূত্রানু প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা পুঁথি। পাঠান্তরে ও অত্রগ্র এই পুঁথিকে প্রথম পুঁথি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

২য়—সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় পুঁথি। এই গ্রন্থিও শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর বাবু মালদহে সংগ্রহ করেন ও সাহিত্য-পরিষৎকে দান করেন। এই পুথির লিপি তত সুন্দর নহে,

* দীনেশ বাবুর ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’র চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থের শেষে, গ্রন্থমধ্যে অনুলিখিত পুথির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে। এই বিবরণীর ৭ পৃষ্ঠাতে কবিবল্লভের রসকদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। দীনেশ বাবু এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখও দুইটি ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “নরহরি দাস কবির দীক্ষাগুরু।” কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস। পুনশ্চ “কবির জন্মস্থান আমবাড়া গ্রাম।” গ্রামের নাম আরোড়া বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লোক-সংখ্যাগুলি লিখিতে অনেক গোল আছে,—খানিক দূর শ্লোক-সংখ্যাগুলি লিখিয়া, পরে লিপিকার যেন হতাশ হইয়া উঠা আর লেখেন নাই। এই পুথিতে ৪৩৪—৩৬ ও ৪৬৩—৪৭৫ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি নাই। পুথির শেষে লিপিকাল নির্দিষ্ট আছে—১১৬৪ সাল অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, সুতরাং এই পুথিখানিও পুরাতন, প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা। সর্ব্বত্র এই পুথিকে দ্বিতীয় পুথি বলিয়া উল্লেখিত করা হইয়াছে।

বগুড়ার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্মন বি এল মহাশয়ের নিকট খণ্ডিত একখানি পুথি ছিল। ‘রসকদম্ব’ সম্পাদিত হইতেছে শুনিয়া তিনি অল্পগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পুথিখানি সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করেন। আমাদের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলে পর আমরা এই পুথিখানি পাই, সুতরাং ইহার সহিত আন্তোপাস্ত পাঠ মিলাইবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। প্রথম দুইখানি পুথির সাহায্যে আমরা যাহা সম্পাদন করিয়াছিলাম, মোটের উপর তাহা বাচাই করিয়া লইবার জন্য পাঠান্তরের স্থানগুলি এই পুথির সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছি। ইহাতে অনেক দুর্ব্বোধ্য পাঠ সুগম হইয়াছে। মোটের উপর দেখা গেল যে, এই তৃতীয় পুথির পাঠ দ্বিতীয় পুথির পাঠের অনুরূপ। এই তৃতীয় পুথিখানি অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হইল, কাগজ ও লিপির নমুনা দেখিয়া ইহাই প্রতীতি হয়। কাগজ সাদা ও আধুনিক, কিন্তু প্রথম দুইখানি পুথির কাগজ প্রাচীন তুলোটি কাগজ ও হরিতাল মাখান, তৃতীয় পুথিখানির শেষে লিপিকারের নাম দেওয়া আছে, কিন্তু কোন তারিখ দেওয়া নাই। ৩১শ গুলির নাম দেওয়া আছে, কিন্তু শ্লোক বা অধ্যায়ের সংখ্যা দেওয়া নাই; প্রথম অধ্যায়ের মধ্য হইতে পুথির আরম্ভ হইয়াছে ও ১৮শ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আছে। ৩১ পত্রের লিপিকার নোট করিতেছেন যে, “মৈথে তিন পত্র নান্তি ৪৮৪২৫০ এই তিন পত্র।” রসকদম্বের মনোরম অংশ অর্থাৎ হাস্যরস (চতুর্থ অধ্যায়) এই পুথিতে বোমালুম বাদ। গ্রন্থ শেষে লিপিকারের পরিচয় আছে,—

বৈষ্ণবচরণ বন্দি মন্তক উপর।

পঞ্চানন চাকি * লিখে বৈষ্ণব নক্ষর॥

এই সকল ভ্রুটি সত্ত্বেও এই পুথিখানিতে আমাদের বিস্তর সাহায্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার রসকদম্বের একখানা প্রতিলিপি আছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানি দেখিবার সুযোগ আমরা পাই নাই।

পুথিতে আছে “নারী”। কিন্তু চাকি হইবে, যেহেতু ৩৭ পত্রের লিপিকারের আর এক ভণিতা দৃষ্ট হয়—

বৈষ্ণবের চরণ ভাজি দস্তে করি ঘাস।

লিখিলেক গ্রন্থ চাকি পঞ্চানন দাস ॥

পাঠান্তর

মূলে প্রথম পুথির পাঠেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। পাদটীকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুথি হইতে পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। মূলে যেখানে প্রথম পুথির পাঠ অনুসরণ না করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুথির পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, সেখানে বন্ধনী চিহ্নের প্রয়োগ করিয়াছি। সুতরাং মূলে বন্ধনী চিহ্নমধ্যস্থ অংশ অল্প পুথির পাঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে মূলে পাদটীকার প্রথম পুথির পাঠও নির্দেশ করা হইয়াছে। পুথির পাঠ ছাড়া স্বকপোল-কল্পিত পাঠ কোন স্থানে দিই নাই। মাত্র কয়েক স্থলে—যেখানে সকল পুথির পাঠই চুই অথচ সঠিক পাঠ স্বতঃই বুঝা যায়, আমরা পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি। উদাহরণ যথা—অঙ্কুরের = অঙ্কুরের ৬০, অন্নত = উন্নত ৬১, পতকা = পতাকা ৬২, অশ্রসার = অঙ্গসার ৬৩, কটিতে রতন বসনা = কটিতে রতন রশনা ৭২, জখন = জখন ৮৫ ইত্যাদি। এক্ষণে পাঠও হস্তক্ষেপ করিতে অতি অল্প স্থানেই সাহসী হইয়াছি, এবং যেখানে এক্ষণে করিয়াছি, গ্রন্থশেষে টীকায় তাহার উল্লেখ যথাসম্ভব করিয়াছি। সুতরাং পাঠক নিজে বিবেচনা করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারিবেন। ভ্রমোৎসর্গ অনেক পাঠ রহিয়া গিয়াছে, কোন পুথিই পাঠ ঠিক দিতে পারে নাই। সে সকল স্থানে নিজের কোন পাঠ দিতে প্রয়াস করি নাই। এক্ষণে মূলে “বদ্বীং তল্লিখিতম্,” মোটের উপর আমরা যাহা পুথিগুলি হইতে পাইয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছি।

বানান

প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে গিয়া বানানের যে সমস্ত দাঁড়ায়, তাহা বড়ই জটিল। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাসের পদাবলী-সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বানান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের সম্পাদিত এই রসকদম্ব গ্রন্থ সম্বন্ধেও তাহা খাটে। তিনি বলেন, “কোন পুথির বানান রাখিব? সবই যে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সকল পুথির বানানের অনেকটা সমতা দেখিতে পাইতাম, তবে না হয় বুদ্ধিতাম, পূর্বে এক্ষণে বানানই প্রচলিত ছিল। তাহা যখন দেখিলাম না, তখন কাহারও বানান গ্রহণ করা উচিত নহে। হাঁ, যদি চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত কোন পুথি পাইতাম, তবে সাদরে তাহার বানান গ্রহণ করিতাম।”

রসকদম্ব গ্রন্থখানি সাধারণের উপভোগ্য গ্রন্থ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে গ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে বিকট বানান দ্বারা পাঠকে বিভীষিকা প্রদর্শন আমরা আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে করি না। অধিকন্তু রসকদম্ব গ্রন্থের ভাষা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষার মত সাধু ভাষা—উহাতে সংস্কৃতজ শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানি

আজ্ঞাপাস্ত পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে। মনে হইবে, অধিকাংশ সংস্কৃতজ শব্দ, তদনুযায়ী রাখাই কবির অভিপ্রায় ছিল। এই ধারণাবশতঃ যে সমস্ত সংস্কৃতজ শব্দের বানান নানাস্থানে নানা আকারে দেওয়া আছে, আমরা সেইগুলিকে সংস্কৃতানুযায়ী সংস্কার করিয়া দিয়াছি।

কিন্তু বানান এইরূপে সংস্কার করিয়া দিলেও ভাষাতত্ত্ব হিসাবে প্রাচীন বিশেষত্ব যাহা কিছু, তাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। যে সমস্ত সংস্কৃত বা অসংস্কৃত শব্দের প্রায় সর্বত্র একরূপ বানান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন সংস্কার করি নাই। উহা-দিগকে যথাযথই রাখা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—আতি, দিঞা, কেলিতে, আনল, ষোলয়, গোপ্ত, অগোত, ইংসা, নৈরাকার, ক্ষেনা, পাত্ত ইত্যাদি। প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ-বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য অশুদ্ধ বানানও যথাসম্ভব রাখিয়া দিয়াছি। যথা—বোদ্ধ (বুদ্ধ), আলিস্ত্র (আলস্ত্র), জরাসিন্ধু (জরাসন্ধ), বেহার (বিহার), বিন্ধ্য (বিন্ধ্য), নৌতুন (নুতন), অষ্টদশ (অষ্টাদশ), প্রাণপোণে (প্রাণপণে) ইত্যাদি। পুথির বানান সম্বন্ধে টীকাতে কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন বানান-পদ্ধতির অনুসন্ধানের পাঠক তথা হইতে কিছু সংবাদ পাইবেন।

বলা বাস্তব্যে যে প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যাকরণ-বিশেষত্ব ও তদনুরূপ বানান যথাজ্ঞান সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

রসকদম্বের সময় নির্ণয়

কবিরচনায় রসকদম্বের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই। কারণ, গ্রন্থশেষে কবি স্বয়ংই তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—

ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।

বিংশতি অংশক গুরুবার শুভ-অংগে ॥

বিংশতি আদিক পঞ্চদশ শত শক।

তখনে রচিত রসকদম্ব পুস্তক ॥

শুধু শব্দের উল্লেখ থাকিলে কিছু সংশয়ের কারণ থাকিত। কিন্তু কবি বার, নক্ষত্র ইত্যাদি বেরূপ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে শকাব্দটা ঠিক হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গবর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ১৫০০-শকে বাস্তবিকই ‘ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী’ মিলিয়াছে। * অতএব গ্রন্থ রচনার কাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ, ইহা নির্দিষ্টবাদে ধার্য্য হইল। প্রাচীন গ্রন্থের

* গণনায় পাওয়া যায়—১৫০০ শক, এক চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই মার্চ।

রচনাকাল লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গ্রন্থে এইরূপ গোলযোগের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা স্মৃতির বিষয়, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫৩৭ শকে সমাপ্ত হয়। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার ১৭ বৎসর পূর্বে রচিত হয়; স্মৃত্তরাং বৈষ্ণবতত্ত্ব হিসাবে ও প্রাচীন বাদ্বালা ভাষার নমুনাস্বরূপ ইহার মূল্য অনেক।

কবিবল্লভের পরিচয়

সৌভাগ্যক্রমে কবিবল্লভের কিছু পরিচয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থশেষে কবি লিখিয়াছেন,—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা ॥
করতোষাতীর মহাদানের সমীপে।
অয়োড়ী গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে ॥

এই মহাস্থান বগুড়া জেলার একখানি গ্রাম। এটি গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান করিলে কবির সম্বন্ধে আরও কিছু পরিচয় ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে—সে অনুসন্ধান করা সম্ভবসাপেক্ষ।

মুকুট বা মুকুটরায় নামে কবির এক বন্ধু ছিলেন, যাহার প্ররোচনাতেই তিনি এই রসকদম্ব গ্রন্থখানি লিখেন। গ্রন্থের শেষাংশে আছে,—

কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।
সে দাদ মুকুট রায় ভজিল যতনে ॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয় ॥
তাহার উদ্বোধনে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রবোলে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রগণ ॥

এই নরহরিদাস শ্রীধরের প্রসিদ্ধ নরহরি দাস বা সরকার ঠাকুর। কবিবল্লভ ইহাকে ‘প্রেমের ঠাকুর’ বলিয়াছেন। নরোত্তম দাস তদীয় ষাটগতনে ইহাকেই প্রেমের রমণী বলিয়াছেন,—

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরং বি।
চৈতন্যের হাতে ফিরে লইয়া গাগরি ॥

এই নরহরিই চৈতন্য-মঙ্গলরচয়িতা লোচন দাসের গুরু। লোচন দাস তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

শ্রীনরহরি মোর প্রেমভক্তি দাতা।

নরহরি নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন। প্রসিদ্ধি আছে, ইনিই প্রথমে গৌরনীলার পদ রচনা করেন। ইহার গ্রন্থের নাম—ভক্তিচন্দ্রিকাপটল ও ভক্তামৃত অষ্টক। ১৪৬২ শকে অর্থাৎ খ্রীষ্টচতুস্তম তিরোধানের ৫ বৎসর পরে ইহার তিরোভাব হয়।

কবিবল্লভ নরহরি দাসের মুকুট রায় নামক যে শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন তথ্য এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। যাহা হউক, এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, চৈতন্যদেবের এক পুরুষ পরেই কবিবল্লভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যেহেতু খ্রীষ্টচৈতন্যের পারিষদের ভট্টনৈক শিষ্য কবির বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

খ্রীষ্টচৈতন্যদর্শন কবিবল্লভের ভাগ্যে ঘটে নাই। ষটিলে তাহার উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যাইত। রসকদম্ব লিখিবার সময় তাঁহার বয়স কত ছিল, বলা যায় না। যদি ৫০ বৎসর বয়স ছিল ধরা যায়, তবে তাঁহার জন্মশক ১৪৭০ হয় অর্থাৎ তিনি খ্রীষ্টচৈতন্যের তিরোধানের সময় ১৫ বৎসর-বয়স্ক বাগক মাত্র ছিলেন।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোক গুলিতে খ্রীষ্টচৈতন্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।

গ্রন্থের শেষ ভাগে আর একবার চৈতন্যের উল্লেখ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থের আর কোথাপি চৈতন্যের কোন উল্লেখ নাই। অথচ চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বকাহী রসকদম্বের প্রতিপাত্ত বিষয়।

ঐ মঙ্গলাচরণেই কবিবল্লভ, চৈতন্য-পারিষদের মধ্যে নিত্যানন্দ, অধৈত ও গদাধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ও অত্যাশ্চর্য্য ভক্তগণকে উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়াছেন,—

চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব স্নজনে।

তা সভাতে চিত্ত যেন বহে অমৃক্ষণে ॥

অতঃপর নিজের গুরুকে বন্দনা করিয়াছেন,—

শ্রীযুত উদ্ধবদাস জ্ঞানচন্দ্রদাতা।

সে পদকমলে মন রত্নক সর্কথা ॥

এই উদ্ধবদাস কে? পদকল্পতরু নামক পদসংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধব-দাসের অনেকগুলি পদ আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৬ সালের ২য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উদ্ধবদাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই যে, পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাসের পদের মোট সংখ্যা ৯৭। পরিচয় মাত্র এই যে, তিনি রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এই রাধামোহন ঠাকুর মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। অতএব তাঁহার শিষ্য উদ্ধবদাস আমাদের প্রাচীন উদ্ধবদাস হইতে পারেন না।

কিন্তু সতীশবাবুর প্রবন্ধে উদ্ধৃত উদ্ধবদাসের একটি পদই আমাদের কবি গুরু উদ্ধব

দাসের সন্ধান দিতেছে বলিয়া মনে হয়। পদকর্তা উদ্ধবদাসের এক পদের শেষাংশ এই, —

শ্রীঠাকুর মহাশয়, তার যত শাখা হয়,
মুখা কিছু করিয়ে প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারায় চক্রবর্তী
ভক্তিমুক্তি গামিলা নিবাস ॥
রূপ রাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান্
ভক্তিমান্ শ্রীউদ্ধবদাস ॥
শ্রীল রাধাবল্লভ, চাঁদরায় প্রেমার্ণব,
চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ, যার ধন সম্পদ,
নাম গায় এ উদ্ধব দাস ॥

সত্যশ বাবু সন্দেহ করিয়াছেন যে, পদবর্ণিত “ভক্তিমান্ শ্রীউদ্ধবদাস” ও এই পদকর্তা উদ্ধবদাস এক ব্যক্তি নহেন। আনরাও তাহাই বলি। পদবর্ণিত এই উদ্ধবদাস পদকর্তা উদ্ধবদাসের অনেক পূর্ববর্তী ও সম্ভবতঃ ইনিই আমাদের কবিবল্লভের গুরু।

পদবর্ণিত উদ্ধবদাস “শ্রীঠাকুর” মহাশয়ের শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই “ঠাকুর মহাশয়” নরোত্তম ঠাকুরের এক উপাধি। নরোত্তম ঠাকুর ১৫০৪ শকে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজসাহীর অন্তর্গত খেতুরী নামক গ্রামে বাস করিতেন (“বঙ্গভাষার লেখক” ও “বিশ্বকোষ”)। উদ্ধৃত পদেও এই খেতুরীর উল্লেখ আছে। এই খেতুরী উত্তর-বঙ্গে বৈষ্ণবের মহাতীর্থস্থান, এখনও সেখানে বৎসর বৎসর বড় মেলা হয়। আমাদের মনে হয়, ‘শ্রীযুত উদ্ধবদাস’ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিবল্লভ বগুড়া জেলার লোক, দেখিয়াছি। উত্তরবঙ্গবাসীদের প্রধান বৈষ্ণব তীর্থস্থানেও তিনি যাতায়াত করিতেন ও সম্ভবতঃ তত্প্রলক্ষ্যেই ‘শ্রীযুত উদ্ধবদাসের’ সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহার নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এক প্রাচীন উদ্ধবদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি গদাধর শাখার অর্ধভুক্ত ও উদ্ধবদাস নিজের এক প্রশাখা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।

তার উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥

শাখাপ্রষ্ঠে ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।

ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় ।
বল্লভ চৈতন্তদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
ত্ৰীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধবদাস ।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥

* * *
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোসাঁঞর গণ ।
এঁছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥

—বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৯। আদি ১২শ।

এই দুই উদ্ধবদাস অভিন্ন ব্যক্তি হইতেও পারেন। গ্রন্থের শেষে আর একটা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

বুন্দাবনে রূপ সনা ৩ন মহাশয় ।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয় ॥
তাহাতে শুনিল নিতা লীলার আরম্ভ ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব ॥

ইহা হইতে মনে হয়, কবিবল্লভের সহিত বনমালী দাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এই বনমালী দাস অদ্বৈতশাখার উপশাখা-প্রবর্তক বলিয়া চৈতন্তচরিতামৃতে উল্লেখ আছে,—

শ্রীযত্ননন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা ।
তঁাব শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥
* * *
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্তদাস ।
চল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥

—বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৮। আদি, ১২শ।

এই সকল উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ শ্রীচৈতন্তের তিরোধানের এক পুরুষ পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কিছু পরিচয় দিতে আমরা অসমর্থ। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অত্ৰ কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। তিনি নিজে কোন বৈষ্ণব শাখা প্রবর্তন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। ‘কবিবল্লভ’ তাঁহার উপাধি, না নাম, তাহাও আমরা সঠিক বলিতে পারিতেছি না। তবে পিতার নাম যখন রাজবল্লভ, তখন কবিবল্লভ নাম হওয়ারই সম্ভব। পূর্বে উদ্ধৃত চৈতন্তচরিতামৃত হইতে যে পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এক ‘বল্লভের’ উল্লেখ আছে,—

বল্লভ চৈতন্তদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ।

এই বল্লভ উপশাখা-প্রবর্তনিত। আমাদের কবিবল্লভের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। অথচ রসকদম্বের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কবিবল্লভ একটু বিশেষ মতাবলম্বী ছিলেন। চৈতন্যের পরবর্তী ইইয়াও তিনি যেন কেমন একটু পৃথক্ ভাবাপন্ন ছিলেন। এই রসকদম্ব গ্রন্থে তিনি চৈতন্য-মহিমা একেবারে বর্ণনা করেন নাই, অথচ তিনি চৈতন্যকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার বক্তব্য বিষয়। গৌরান্বয়ের কোন বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে নাই। অল্প ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব, যদিও বৈষ্ণবকেই প্রধান বলিতেছেন,—

“শান্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণব প্রধান ॥”

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, কবিবল্লভ হয় ত বা একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। এই জন্তই বোধ হয়, তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত “পদকল্পতরু” গ্রন্থের ৯৩৭ সং পদ সেই বিখ্যাত—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পিরিতি অমু- ভাব বাধানিয়ে

অনুখন নৌতুন হোয় ॥

জন্ম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলু

নয়ন না তিরপিত ভেলা। ইত্যাদি।

এই পদ বিখ্যাপতির কৃত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু পদকল্পতরুতে ভণিতা দেওয়া আছে,—

কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে

মিলয়ে কোটিমে একি।

এই কবিবল্লভ কে? আমাদের কবিবল্লভের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি?

পুনশ্চ, ঐ পদকল্পতরুতেই ‘বল্লভ’ ভণিতায়ুক্ত নিম্নলিখিত-সংখ্যক পদ দেখা যায়,—

৯৭ (বল্লভ দাস), ১০০৬ (বল্লভ দাস), ১০০৭ (বল্লভ দাস), ১০১০ (বল্লভ), ১০১১ (বল্লভ), ১০২০ (বল্লভ), ১০২২ (শ্রীবল্লভ), ১০৬০ (বল্লভ)। ইহাদের সঙ্গে আমাদের

* কবির কোন সম্বন্ধ আছে কি? এই পদগুলি সমস্তই কৃষ্ণবিষয়ক, গৌরাক্ষবিষয়ক নহে। আমাদের কবিবল্লভও গৌরাক্ষভক্তি বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কোন উক্তি করেন নাই, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশবাবু পদকর্তা-দিগের ইতিহাস প্রকাশিত করিলে, এই বল্লভ নামধেয় পদকর্তার বার্তা পাওয়া যাইতে পারে, আশা করি। *

* চৈতন্যসম্প্রদায়ের অষ্ট কবিরাজের মধ্যে একজন কবিরাজের নাম বল্লভদাস। এই পদগুলি

কবিসম্মত কি জাতি ছিলেন, তাহারও কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না। পাঠক-দিগের মধ্যে এই পুরাতন কবি সম্বন্ধে কেহ কিছু তথ্য জানাইলে অনুগ্রহীত হইব।

গ্রন্থ-পরিচয়

সমগ্র গ্রন্থখানি ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়,—

দুইটা সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া, কবি কৃষ্ণমহিমা কীর্তন করিতেছেন।

হেন প্রভুর মহিমা বোলিতে কেবা পারে।

দরিদ্র গৃহস্থ যেন আশা করি মরে ॥

অতঃপর অত্রান্ত চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে বন্দনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম সুন্দরস। আরম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সকলের উল্লেখ করিয়া, কবি দ্বারকানিষ্ঠাণ বর্ণনা করিতেছেন। দ্বারকা ও দ্বারকাবাসীর অতি কবিত্বময় বর্ণনা দ্বারা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম বৈভব রস। দ্বারকার ঐশ্বর্য্য বর্ণন। স্থানে স্থানে বর্ণনা অতিশয় কবিত্বময়। দ্বারকার হস্তীর বর্ণনা যথা,—

অতি মত্ত গজগণ অলসে দোলায়ে ঘন

শুণ্ড যেন সুরীত ভুজঙ্গ।

অবিরত ঝরে মদ চালাইতে নারে পদ

কটাক্ষে নেহালে নিজ অঙ্গ ॥

চলিতে চরণ-ধূলি নিজ শুণ্ডে লয় তুলি

পেলিতে পেলিতে পুন রাখে।

সতত সমর-রস অঙ্গুশের নহে বশ

চলন রহন নিজ সূখে ॥৬০

তাঁহার কৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও অসুধাবনযোগ্য যে, যেমন একাধিক গোবিন্দদাসের পদ এখন বাছিয়া লওয়া যায় না, অসম্ভব নয় যে, সেইরূপ বিভিন্ন “বল্লভ” নামধের পদকর্তাও এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। এই সন্দেহ সত্ত্বেও এই পদগুলির কোন একটা যে আমাদের এই কবিসম্মতকৃত, তাহা বলিতে পারি না।

তথা অখ-বর্ণনা,—

স্বরঙ্গ তুরঙ্গ সব পৃষ্ঠে করি নিজ ধব
নিজ শিরে পতি-শির তাকে ।

প্রসারিঞা নাসা ভাতি শিখিল অধর আতি
গদ গদ স্বরে অন্ন ডাকে ॥

প্রধান চরণ ছুই অগ্নে অগ্নে ভূমি ছুই
আধপদে পুচ্ছ বন্ধ করি ।

উন্নত শ্রবণ দেখি সঘন চঞ্চল আখি
নৃত্য করে মনোরথ পুরি ॥ ৬১

চমকি চমকি ঘন চারি দিকে করে মন
চপল চরিত্রে ঘন খেলে ।

বুঝিঞা পতির মতি অমুক্ষণ করে গতি
পবন জিনিতে চাহে হেলে ॥ ৬২

এই প্রকারে সরোবর ও তরুগুলের বর্ণনাও সুন্দর কবিত্বময় নিখুঁত চিত্র বলিয়া মনে হইবে ।
নাগরী বর্ণনায় কবি পূর্বকবিদিগের প্রথা অনুসারে উপমার ছড়াছড়ি করিয়াছেন ।
সুন্দর ভাষায় সুন্দর উপমা অতীব মধুর বলিয়া বোধ হইবে । উদাহরণ যথা,—

১। বদন মদন ভরে কনক মদন হরে
চান্দ পদ্ম কহন না যায় । ৭০

২। সচল কনক-লতা অচল তড়িত-ঘটা
কিবা সিত ননীর পুতলি । ৭১

৩। বিধির নির্মাণ সীমা মদনবিজয়ী বামা
আপন আপনে মন মোহে । ৭৩

দ্বারকার ষোল শত আট পুরে এই প্রকারের সুন্দরী নাগরী বিরাজমানা ।

চতুর্থ অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম হাস্যরস । এই অধ্যায়েই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রকৃত আশঙ্ক ।
নাগর-নাগিকার নিখুঁত ভাব ও ভঙ্গী অঙ্কনে কবিরসের লেখনী অসীম নিপুণতা প্রদর্শন
করিয়াছে । আরম্ভে কবি দ্বারকার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরীর বর্ণনা দিয়া, নাগিকা রুক্মিণী ও নাগক
ত্রিকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

আসনে দেখিল পতি রুক্মিণী সুন্দরী ।

চামরে ব্যজন করে শত অমুচরী ॥

পতিভাবে মহাদেবী সমুখে দাড়াঞা ।

সখীহস্ত হৈতে লৈল চামর কাড়িঞা ॥৯৭

ও কার্য্যক্ষেত্রে সখীগণকে অস্ত্র পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে পতিসেবার নিযুক্ত হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটু রসিকতা করিবার প্রবৃত্তি হইল। এইখানের হাবগাব কবি বড় সুন্দর ফুটাইয়াছেন,—

নিকটে আনিল দেবী মিষ্ট সম্ভাষণে ।
অঞ্চল ধরিঞা করে বসান আসনে ॥
বাম উরুদেশে শ্রিয়া রাখিঞা শ্রীহরি ।
বাম ভুজমূলে অঙ্গ হেলাঞা সুন্দরী ॥১২
দক্ষিণ শ্রীভূজে তবে বিচুক তুলিঞা ।
কহিল মধুর কিছু ঈষৎ হাসিঞা ॥১০০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“তোমার স্বয়ম্বরকালে কত কত প্রধান নৃপতি আসিয়াছিল, তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন ? সে সকল নৃপতির সহিত তুলনার ত আমি নিতান্ত অপদার্থ—

জাতিকুলহীন আমি জানহ বিশেষে ।
সমুদ্রে বসতি করি তা সভার ত্রাসে ॥১০৩
নৃপতি নহিয়ে আমি নাহি অধিকার ।
নাম বশ কর্ম কেহো না জানে আমার ॥১০৪
অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে ।
না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে ॥১০৫

যাহা হউক, তুমি বরণ করিয়াছ যখন, তখন সে কথা আর নাই বলিলাম। কিন্তু অত বড় রাজার কথা তুমি, এখন চামর-ব্যঞ্জনরূপ হীন কর্ম কেন করিতেছ ?

হেন কর্ম যদ্যপি ষাটিল ভাগ্যদোষে ।
তবে হীন কর্ম তুমি কর কোন রূপে ॥
তুমি আমি সিংহাসনে থাকি অহর্নিশি ।
পরিচর্যা করুক সে সব যত দাসী ॥১০৬

পাঠক কল্পিণী-হরণ ব্যাপার বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা কল্পিণীর প্রতি এই প্রকার উক্তি পরিহাস-বাক্য হইলেও তাহার প্রাণে কিরূপ বাজিয়াছিল বলুন দেখি ? কবি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণের রতন কথা শুনিয়া সুন্দরী ।
কৃষ্ণমুখ নিরখিল লজ্জা ত্যাগ করি ॥১০৮

এই চাহনির অর্থ মর্শ্বজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন। কল্পিণীর প্রাণের ভিতর এই পরিহাস আঘাতে কি ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত বর্ণনা কবি বাদ দেন নাই—

অন্তরে জন্মিল ক্রোধ ভয় অপমান ।
নয়ন কটাক্ষে করে কৃষ্ণমুখ ধ্যান ॥১০৮

কল্পিত আধুনিক দলিতা ফণিনী হইলে নয়ন-কটাক্ষে কৃষ্ণমুখ ধ্যান করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। পুনশ্চ,—

সচল নয়ানে জল সঞ্চারিতে না দে ।

অধর কাঁপিতে পুন রাখে অমুরোধে ॥

দীর্ঘ শ্বাস জন্মে পুন অগ্নে অগ্নে ছাড়ে ।

নানা যুক্তি করে মনে কহিতে না পারে ॥১০৯

কোন বয়সে কবি এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু রসজ্ঞানের পরিচয় তিনি বেশ নিপুণভাবেই দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস মাত্র করিয়াছেন, কল্পিত তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু সতী সাধবীর প্রতি এ বড় কঠোর পরিহাস! কল্পিত হাসিয়া এই পরিহাস উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহা কি পারা যায়?

চাসিতে অধর পুন করে বক্রগতি ।

বিষাদ জন্মিতে পুন করে হাসামতি ॥১১০

কিন্তু চুই শ্রীকৃষ্ণকে ত উত্তর দিতে হইবে? অতএব—

হাস্য আর জন্মনে রাখিঞা ছই ভাব ।

ধৈর্য্য হঞা কহে কিছু সরস প্রস্তাব ॥১১১

কবিরাজের কল্পিত “সরস প্রস্তাব” করিতেছেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বহুমতশ্রের ভ্রমর কিরূপ প্রস্তাব করিতেন, তাহা পাঠক মীমাংসা করিবেন। কল্পিত কৃষ্ণের নিগূঢ় মহিমার উল্লেখ করিয়া আসল উত্তর বাহা দিলেন, তাহা অতি মনোরম—

সংসারী সকলে বাহা যত্ন করি ভজে ।

তোমার সেবক তাহা যত্ন করি ভাজে ॥১১২

শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সেবিকার পক্ষে ইহার বাড়ী উত্তর আর নাই। আরও কহিলেন,—

অবলা চঞ্চলা-জাতি না বুঝিয়ে রীত ।

এ সব নিষ্ঠুর দণ্ড তাহাতে উচিত ॥১১৩

যাকে দাসী জ্ঞান করি না জানিয়া মর্শ্ব ।

তারো শুদ্ধ প্রেমভাবে করে সেবাকর্ম ॥১১৪

এটা অভিমানের স্তম্ভ; কিন্তু কি মধুর ও দাসীদিগের প্রতি কি উদার ভাবের পরিচায়ক! এই দাসীগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিতে চাহেন, আর কল্পিতকে সেবাধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? এই দাসীরাই ভাগ্যবতী। ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের মর্শ্ব বুঝিয়াছে, তাই তিনি দয়া করিয়াছেন, আর,—

আমি দৈবে ভাগ্যহীন তব না বুঝিঞা ॥১১৫

রুস্সিগীর হৃদয় বড়ই আলোড়িত হইয়াছে। তিনি বুঝি আর সামলাইতে পারিলেন না।
রমণী কি এইরূপ আঘাত সহ্য করিতে পারে?

এইরূপে কহিতে কহিতে রূপবতী।

শিথিল অধর গণ্ড অরুণ স্মৃতি ॥

শিথিল দক্ষিণ কর তুলিবারে নায়ে।

হস্ত হৈতে চামর পড়িল। ক্ষিতিলে ॥১১১

রুস্সিগী কি ধাতুতে নিৰ্ম্মিত, তাহা পরমরসিক শ্রীকৃষ্ণ ভালই জানিতেন। অপর মহিষী সত্যভামাকে তিনি এরূপ পরিহাস করিয়া নিশ্চয়ই অল্পে নিষ্কৃতি পাইতেন না। রুস্সিগীর প্রেমভাব কত উচ্চ অঙ্গের, তাহা যে সত্যভামার পার্থিব প্রেমের নিকট স্বর্গমন্দাকিনী, তাহা পাঠক জানেন। গ্রন্থের শেষভাগে কবি আভমানিনী সত্যভামার চিত্রও আঁকিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, তিনি মর্যাদায় রুস্সিগীকে অতুলনীয় করিয়াছেন। রুস্সিগীচরিত্রের অদ্ভুত মহিমা এই যে, পুরাণে ইতিহাসে কোথায়ও এই চরিত্রের কোন হীনতা প্রকাশ পায় নাই। আমাদের কবির বিশ্লেষণে এই চরিত্র আমাদের নিকট আরও মাধুর্যময় হইয়া প্রতিভাত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে রুস্সিগীকে শাস্তনা করিলেন,—

প্রিয়র মনের ভাব বুঝিঞা শ্রীহরি।

সজ্জমে বদন দেখি হাসিলা মাধুরী ॥

ভুজমূলে ভুজ ধরি হৃদয়ে রাখিঞা।

দৃঢ় আলিঙ্গন দিল অন্তর বুঝিঞা ॥ ১২০

অধিকন্তু কহিলেন,—

কেন হে প্রাণের প্রিয়। কর হেন রীত।

গ্রাম্য রমণী হেন না কর চরিত ॥ ১২১

শ্রীকৃষ্ণের এ বড় স্নন্দর স্তোকবাক্য। নারীষ্বে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই রুস্সিগী বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজার কন্যা, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বনিতা, তাঁহার কি সামান্য স্ত্রীলোকের মত অধির হওয়া উচিত? চতুরচূড়ামণির কথাটা স্নন্দর বটে, কিন্তু ভাবুক জন বিচার করিবেন—রুস্সিগী যদি গ্রাম্য রমণী হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ এরূপ পরিহাস করিয়া কোন প্রকার প্রেমের অভিনয় দেখিতে পাইতেন।

এই রুস্সিগী-পরিহাস ব্যাপার কবিবল্লভ শ্রীমত্তাগবত দশম স্কন্ধ, ৬০ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

কহি'চিৎ সুখমাসীনং স্বতন্ত্রস্বং জগদ্বৎকম্।

পতিং পর্য্যচরন্তৈস্ত্রয়ী ব্যজনেন সখীজনেঃ ॥ ১

পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্য্যঙ্কে কশিপুত্রমে।

উপস্তম্বে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্ ॥ ৬

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ ।

তেন বীজয়তী দেবী উপাসাক্ষক জৈশ্বরম্ ॥ ৭

তাং রূপিনীং শ্রিয়মনন্যাগতিং নিরীক্ষ্য

বা লীলয়া ধৃততনোরহরূপরূপা ।

প্রীতঃ স্নগ্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-

বক্তে, লসৎস্মিতমুখাং হরিরাবভাষে ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

রাজপুত্রী'প্সতা ভূপৈলৌকপালবিভূতিভিঃ ।

মহানুভাবৈঃ শ্রীমন্তী রূপোদাৰ্য্যবলোজ্জিতৈঃ ॥ ১০

তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিহা চৈত্বাদীন্ স্নহস্মদান্ ।

দত্তা ভ্রাতা স্বপিতা চ কস্মিন্নো ববৃষেহসমান্ ॥ ১১

রাজভ্যো বিভাতঃ সূত্র সমুদ্রং শরণং গতান্ ।

বলবন্তিঃ কৃতদেষান্ প্রায়স্তক্ত্যানুপাসনান্ ॥ ১২

অস্পষ্টবস্মনাং পুংসামলৌকপথমীযুষাম্ ।

আস্থিতাঃ পদবীং সূত্র প্রায়ঃ সীদন্তি ষোষিতঃ ॥ ১৩

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ ।

তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাত্যা মাং ভজন্তি স্তুমধ্যমে ॥ ১৪

যয়োরাশ্বসমং বিত্তং জনৈশ্বৰ্য্যাকৃতির্ভবঃ ।

তয়োৰ্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাপময়োঃ কচিৎ ॥ ১৫

বৈদৰ্ভ্যোতদবিজ্ঞান স্নাদাদীৰ্যসমীক্ষয়া ।

বৃতা বয়ং শুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুখা ॥ ১৬

অথাঅনোহরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ।

যেন ত্র্যমশিষঃ সত্য ইহামুত্র চ লপ্যসে ॥ ১৭

চৈত্বশাশ্বজরাসন্ধদন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ ।

মম দ্বিষন্তি বামোক্ষ রক্ষী চাপি তবাগ্রজঃ ॥ ১৮

তেষাং বীৰ্য্যমদাকানাং দৃষ্টানাং স্নহস্মদয়ে ।

আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতাম্ ॥ ১৯

উদাসীনা বয়ং নুনং ন দ্র্যপত্যার্থকামুকাঃ ।

আঙ্গলক্যাস্নহে পূর্ণা গেহয়োজ্যেষ্ঠিরক্রিয়াঃ ॥ ২০

এতাবহুজ্জ্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব ।

মন্ত্রমানামবিলেবাৎ তদর্পস্ব উপারমৎ ॥ ২১

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ

প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্বমপ্রিয়ম্ ।

আশ্রত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথু-

শ্চিন্তাং হরন্তাং রুদতী জগাম হ ॥ ২২

পদা স্রজাঃ ন নথারুণশ্রিয়া

ভুবং লিখত্যাশ্রভিরঞ্জনাসিতৈঃ ।

আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুচিভৌ স্তনৌ

তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্রবাক্ ॥ ২৩

তস্যাঃ স্রুহঃ খভয়শোকবিনষ্টবৃদ্ধে-

ইন্তাৎ স্রথাবলয়তো ব্যাজনং পপাত ।

দেহশ্চ বিরুবধিরঃ সহসৈব মুহন্

রন্তেব বায়ুবিহতা শ্রবিকীর্য কেশান্ ॥ ২৪

তদৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রিয়ান্নাঃ প্রেমবন্ধনম্ ।

হাস্যপ্রোঢ়িমজানন্ত্যাঃ কৰুণঃ সোহবকম্পত ॥ ২৫

ইহার পরে ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কল্লিণীকে সাস্তুনা করিলেন ।

প্রমুজ্যাশ্রকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা ।

আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্ অনন্তবিষয়াং সতীম্ ॥ ২৭

তৎপর কৃষ্ণের উক্তির এক শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ।

যন্নর্শনোঁয়তে যামঃ শ্রিয়য়া ভীকু ভামিনি ॥ ৩১

ইহার উত্তরে কল্লিণী অনেকগুলি কথা বলিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার অবসর নাই । ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি রাজাদিগের অপেক্ষা কিসে কম প্রতাপাবিত ? আর তিনি অস্ত্র পতি কেন গ্রহণ করিবেন ? তবে কাহারো করিবে ? “যা তে পদাঙ্কমকরম্মমজিহ্বতী জ্বী ।” তারপর আরও অনেক ভাল ভাল কথা আছে—সতী জ্বীর লক্ষণের অনেক বিবৃতি আছে ।

ভাগবতের এই বর্ণনার সহিত আমাদের কবির বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি ইহা পাঠ করিয়া ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি এই স্থানে ধর্মোপদেষ্টার আসনে না বসিয়া রসিক কবির চক্ষে এই চিত্রটী দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন । ভাগবতের পরিহাস বড়ই কঠোর—“অথাঅনোহমরূপং বৈ ভজস্ব কত্রিয়র্ষভম্ ।” সতী পত্নীকে এরূপ পরিহাস করা চলে না । তাই কবিবল্লভ স্বয়ম্বরকালেরই উল্লেখ করিয়া পরিহাস রচনা করিয়াছেন,—

অবিচারে সে সকল নুপতি ছাড়িলে ।

না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে ॥

ইহাতে যে সরস কল্পনা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । বস্তুতঃ কবি নাগক নাগিকা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ ও কল্লিণীর স্বাভাবিক মাধুর্য রক্ষা করিয়াও তাঁহাদিগকে দেব দেবীরূপে অঙ্কন করিয়াছেন ; ইহা হই বর্ণনা তুলনা করিলেই উপলব্ধি হইবে । আরও অনেক কথার বিশ্লেষণের ভার পাঠকের উপর থাকিল ।

এখন এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ অনুসরণ করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষজাতির হৃৎথের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। এই অংশ কবিত্ব হিসাবে অতি মনোরম, পাঠক স্বয়ং পড়িয়া বুঝিবেন। কবি বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, অনেক স্থানেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পুরুষ জাতির বৃদ্ধকালের হৃৎথের বর্ণনা অতি পরিপাটি—(১৪২ হইতে ১৪৫ শ্লোক দেখ)। বুড়াদিগের প্রতি কবির যেন অতিশয় সহানুভূতি। তিনি কি বুড়া বয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও নিজের কথাই লিখিয়াছিলেন? যে কবি পাঠকের এইরূপ সংশয় জন্মাইতে পারেন, তিনি নিপুণ চিত্রকর বটেন। যুবক পাঠকেরা হাসিবেন না, কবি ভয় দেখাইয়াছেন,—

পুত্রগণ কৰ্ম করে মায়ের বচনে।

তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে ॥ ১৪৬ ॥

ক্লিষ্টা, শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তৃতার একটা চমৎকার পাণ্টা জ্বাব দিলেন—কুলজার ধর্ম। এই বক্তৃতা অতি উপদেশ বস্তু, না পড়িলে বুঝান যাইবে না। হুই চারিটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি। কুলজা জী—

নাগকের প্রিয় যত জানিঞা সন্ধান।

প্রাণপণে সেবা করে তনয় সমান ॥ ১৬১

যে বা যত বোলে তাহা পতিকে না কহে।

তিরঙ্কার পুরস্কার সমভাবে সহে ॥

ভূমিগত নয়ান অন্তরগত কথা।

পতিকর্মে চিন্ত তার প্রেমগত বাথা ॥ ১৬৩

যুক্তিকালে শুদ্ধ মন্ত্রী করণে কিস্করী।

মাতৃমত স্নেহ রতিকালে বেঞ্চা নারী ॥

ধর্মযোগে পত্নী সেই কেলিযোগে সখা।

কেবল পতির বশ করে ধর্ম শিক্ষা ॥ ১৬৪

কুলজা রমণীগণ সর্বদুঃখ সহে।

পতির কপটে মাত্র তমুপ্রাণ দহে ॥

সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা অধীন।

পতিবশ হঞা থাকে ভাবে নহে ভিন্ন ॥ ১৭১

ই বড় প্রমাদ নাথ কহিল তোমায়ে।

কেবল কুলজাগণ জীয়ন্তে হি মরে ॥ ১৭৩

মরিলে মরণ নহে দুঃখ নাহি মানে।

আসক্তি বিৎসেদে জন মরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৭৪

সীতা সাবিত্রীর দেশের আদর্শনারীর চরিত্রের এই অতি সুন্দর বিশ্লেষণ দেখিয়া আমরা

মুগ্ধ হইতে বাধ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিতে গিয়া, সতীত্বের গর্বে গর্বিতা নারীর এই চরম উত্তর শুনিয়া—“অপরাধ হৈল হেন মানিল বিশেষ।”

এই সরস কুস্বর্ণী-পরিহাস-প্রসঙ্গ কবির আসল রসকথার ভূমিকাস্বরূপ। ভূমিকায় কবি ভাষায় ও ভাবে যেরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের অন্ত্রও ততোধিক সরসতার আশ্বাদন করিবার জন্ত পাঠক স্বতঃ লোলুপ হইবেন। আমরা পাঠককে আশ্বাস দিতে পারি, তিনি বঞ্চিত হইবেন না। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, —

তোমার প্রসাদে আমি রসলেশ ধার ॥

তোমার সরসভাবে আমি রসবান্ ।

নিত্য নব তোমার রসের উপাদান ॥ ১৭৫

যে সব আসক্তি রস কহিলে আপনে ।

মনুষ্যশরীরে মাত্র কেহো কেহো জানে ॥ ১৭৬

বাহার। এই রসে রসিক, তাঁহারা রৈবতক গিরিতে বিরাজ করেন। অমনই কুস্বর্ণীর কোতুল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি তথায় যাইবার জন্ত স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন।

অশেষ কোতুক রস আছে ক্ষিতি মাঝে ।

পুরুষের মধ্যে কেহো কেহো মাত্র বুঝে ॥

বিশেষ অবলাগণ লাজভয়বশ ।

দেখিবে কি কাজ তারা নাহি শুনে রস ॥ ১৮০

পতির অধীন পত্নী কিছু নাহি জানে ।

তবে যত দেখে শুনে সব পতিগুণে ॥ ১৮১

আধুনিক পতিগণ কুস্বর্ণীর এই বাক্য শিরোধার্য্য করিলে ভাল হয়। দারুণকে ডাকান হইল, রথ আসিল; শ্রীকৃষ্ণ ও কুস্বর্ণী তাহাতে চড়িয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম প্রেমরস। শেষ অধ্যায়ে রথাধিরূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও কুস্বর্ণীর প্রেমপ্রবণ ভাব—এই অধ্যায়ে স্মৃষ্টকৃত হইয়াছে। এই চিত্র চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য বস্তু। প্রেমময় নায়ক নায়িকা আকাশমার্গে রথে চড়িয়া যাইতেছেন ও পরস্পর পরস্পরের প্রেমভাবে বিভোর হইয়াছেন।

সঘনে বদন চাহে

হাসি হাসি কথা কহে

জন্মাইঞা প্রেমের অঙ্কুরে। ১৮৬

বৈবতকে প্রেমরসে মাতোয়ারা স্ত্রীপুরুষের একটা বর্ণনা, রথে যাইতে যাইতে, শ্রীকৃষ্ণ কল্পিণীকে দিতেছেন ও গুনিয়া কল্পিণী হর্ষিত হইতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত রস। আধুনিক পাঠকের নিকটও ইহা অদ্ভুত লাগিবে; কারণ, এখন শ্রীকৃষ্ণ, কল্পিণীর নিকট পৌরাণিক ভৌগোলিক কাহিনী বিবৃত করিবেন। শত কবিত্ব-শক্তিতেও এরূপ নীরস বস্তু সরস করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কবিরাজ যেরূপে পণ্ডিত লোক ছিলেন ও সমস্ত পুরাণাদি ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই অধ্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাহার ভৌগোলিক বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সৃষ্টিপত্তন কহিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড শব্দকের ডিম্বের মত “শোঁসর গঠন।” সেই ডিম্বের “কঠার” ভিতর অর্দ্ধে ফখানি সলিল। সেই সলিলের ভিতর কুর্শ অবতার বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। সেই কুর্শের উপর অনন্তদেব নিজকণায় বহুমতী ধারণ করিয়া আছেন। সেই ফণার উপর একে একে সাতটা পাতাল—নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত যথাক্রমে ইহাদের নাম—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সূতল, বিতল, অতল। এই নামগুলি পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ও ভাগবত ৫২৪ অধ্যায়ে পাওয়া যায়,—

অতলং বিতলঞ্চৈব সূতলঞ্চ তলাতলম্।

মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততোজ্জৈয়ং রসাতলম্।

ততঃ পাতালমিত্যেবং সপ্ত পাতালসংজ্ঞকাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ ১৫ অধ্যায়ে একটু বিভিন্ন নাম আছে।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমং।

মহাখ্যং সূতলঞ্চাগ্রাং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥

কবিরাজ পদ্মপুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন। নিত্য-ব্রহ্মাবনের বর্ণনার ঋণও পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দেথা যায়। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এই পাতালের উর্দ্ধে—

ভূলোক সপ্তমো পুরী নব অধিকার।*

অর্থাৎ পৃথিবী। তন্মধ্যে সূর্যের পর্বত। ইহার চতুর্দিকে পুনরায় চারি পর্বত—উত্তরে মন্দার (ভাগবত ৫১৭১১ অনুসারে মন্দর), পূর্বে মেরুমন্দার (ভাগবতে—মেরুমন্দর), দক্ষিণে কুমুদ, পশ্চিমে সুপার্ষ। ইহাদের মধ্যে পুনরায় মন্দারের চারি দিকে চারি গিরি—কুসন্ত (ভাগবত ৫১৭২৬ অনুসারে কুশন্ত), বৈকুণ্ঠ, কুরঙ্গ ও কুবর (ভা—কুরর)। মন্দারের উপর নদীর নাম অরুণদা (ভা—৫১৭১৭) ও বনের নাম নন্দন (ভা—৫১৭১৪)। মেরুমন্দারের চারি ধারে চারি পর্বত যথা—ত্রিকূট, ত্রিশিব (ভাগবতে ৫১৭২৬ শিখির),

* সপ্তলোক যথা—ভূভুবঃ স্বর্গহৈশব জনচ্ তপ এব চ। সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্ত পুরীকীৰ্ত্তিতাঃ॥
—অগ্নিপুরাণ।

পতঙ্গ ও রুচক। এই মেরুমন্দারের উপর নদীর নাম জম্বু (ভা—৫।১৭।১২) ও বনের নাম চিত্তরথ (ভা—৫।১৭।১৪)। পুনশ্চ কুমুদের চারি দিকে চারি গিরি—সিতবাস (ভাগবতে শিতিবাস, পদ্মপুরাণে সিতিবাস), কপিল, নিসদ (ভাগবতে নিষধ) ও সম্মাগিরি। ইহার উপরে যে নদী, তাহার নাম পঞ্চধারা ও বনের নাম বৈভ্রয়ত (ভাগবতে ৫।১৭।১৪ বৈভ্রাজক), সুপার্শ্বের চারি দিকে চারি গিরির নাম—বৈহুর্ষা, জারুনিহংস (ভা ৫।১৭।২৬ মতে জারুধিহংস) ঋষভ ও স্নুলাভ (ভাগবতে নাগক)। ইহার উপরে নদীর নাম কাম ও বনের নাম সর্কতোভদ্র।

পাঠক দেখিবেন, গ্রন্থকার এই বিবরণ ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাহা প্রভেদ আছে, উপরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর সৃষ্টিকথন। ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপা যোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মেন (বিষ্ণুপুরাণ ১ম। ৭ অধ্যায় ও ২য়। ১ম অধ্যায়)। প্রিয়ব্রত মর্ত্যলোকে রাজা হন। তিনি যোগবলে রথ ও অশ্ব লাভ করিয়া সূর্য্যের স্তম্ভের প্রদক্ষিণ পরীক্ষার্থ সাত দিন ভ্রমণ করিলেন ও তাঁহার তেজে দিবা রাত্রির ভেদ থাকিল না। তাঁহার রথচক্র কর্তৃক পৃথ্বী খাদিত হইল ও সেই সপ্ত খাদ সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সিন্ধুতে পরিণত হইল (ভা ৫।১।৩০—৩১) এই সপ্তদ্বীপ যথা—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলি (ভা ৫।১।৩২ মতে শাল্মলি) ও পুষ্কর। ভাগবতে এই নামাবলীর একটু বিভিন্ন ক্রম দেওয়া আছে। তথাকার ক্রম যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। এই ক্রমের সার্থকতা আছে; কারণ, কবিরাজ ও ভাগবতকার উভয়েই বলিতেছেন যে, যথাক্রমে “দ্বিগুণ দ্বিগুণ করি দ্বীপের বিস্তার।” ভাগবত ৫।২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সপ্ত সিন্ধু যথা—ক্ষীর, ইক্ষু, মদিরা, ঘৃত, দধি, কষায় ও নির্মল জলযুক্ত সমুদ্র। ভাগবত ৫।১।৩৩ অনুসারে লবণ জল (কষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে ও তৃষ্ণ জল ষষ্ঠ স্থানে আছে। এই প্রভেদও উল্লেখযোগ্য; কারণ, ভাগবত ৫।২০ অধ্যায়ে আছে যে, ঐ সপ্ত সিন্ধু ঐ সপ্ত দ্বীপের পরিধায়ক। কবিরাজ জম্বুদ্বীপকেই লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত বলিয়াছেন (২৩৭)।

অতঃপর “কাশ্যন ভূমির” বর্ণনা (ভা ৫।২০।৩১) ও লোকালোক পর্ব্বতের স্থিতি (ভা ৫। ৩ বিষ্ণু ২।৪) নির্দেশানন্তর, প্রিয়ব্রত সপ্ত পুত্রকে সপ্ত দ্বীপ ভাগ করিয়া দিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। সপ্ত পুত্র,—অগ্নিধ্রু, (ভাগবতে অগ্নীধ্রু, ইক্ষুজিহ্বা (ভাগবতে ইক্ষুজিহ্বা), যজ্ঞবান্ধ, হিরণ্যরেতা, অষ্টবাহ (ভাগবতে ঘৃতপৃষ্ঠ), মেধাতিথি ও অবিহোত্র (ভাগবতে বীতিহোত্র) যথাক্রমে জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলি, পুষ্করদ্বীপ পাইলেন। বিষ্ণু ২।১ অধ্যায়ে নাম ও বিভাগ একটু ভিন্নরূপ আছে।

অগ্নিধ্রু নৃপতি নিজরাজ্য জম্বুদ্বীপকে ৯ভাগ করিয়া ৯ পুত্রকে দান করিলেন। এই ৯ পুত্রের নাম যথা,—ইলাব্রত (ভাগবতে ইলাব্রত), রম্যক, হিরণ্যক, উত্তরকুরু (ভাগবতে কুরু), ভদ্রাস (ভাগবতে ভদ্রাস্থ), কেতুমান, হরিবর্ষ, অজনাভ (ভাগবতে নাভি), কিংপুরুষ। বিষ্ণু ২।১ ও ভা ৫।২ দ্রষ্টব্য। অতঃপর অবশিষ্ট ছয় দ্বীপ বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। ইক্ষুজিহ্বা রাজা

প্লকদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া শিব আদি সপ্ত পুত্রকে দান করিলেন। ইহারা স্বর্গদেবকে পূজা করিতেন। পদ্ম, ভূমিখণ্ডে ১৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য—তথায় শঙ্কর-পূজার কথা লিখিত আছে। এইরূপ অন্যান্য দ্বীপ বিভাগের বর্ণনাতেও অল্পাধিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। যজ্ঞবাল্ক কুশদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া সুরোচন আদি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইহারা চন্দ্রদেবকে পূজা করিতেন। হিরণ্যরেতা ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া বসুদার (পদ্ম—বসুদান) আদি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইহারা অগ্নি দেবকে উপাসনা করিতেন। অষ্টবাল্ক শাকদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া মধুর কুমারাদি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইহারা বরুণকে পূজা করিতেন। মেধাতিথি শাম্বলি দ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া পুরোরবা প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইহারা বায়ুর সেবা করিতেন। অবিহোত্র পুষ্করদ্বীপকে দুই ভাগ করিয়া ধাতক ও মহামতি (পদ্ম—রমণক) নামক দুই পুত্রকে দিলেন। ইহারা ব্রহ্মার সেবা করিতেন। এই বিভাগের ফলে দেখা যায়—“সপ্ত দ্বীপে ষষ্ঠাধিক চল্লিশ কুমার।” ২৬৯।

অতঃপর ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অনন্ত-শমনে বিষ্ণুর ও তাঁহার চরণ-সেবাপরায়ণা কমলার বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্বেতদ্বীপের উল্লেখও পদ্মপুরাণানুসৃত—“স্থানং ভগবতঃ সাক্ষাৎ শ্বেত-দ্বীপ ইতীর্ষ্যতে।” পদ্ম, ভূমিখণ্ড, ১৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এইখানে মর্ত্যলোক অথবা ভূলোক বর্ণনা শেষ হইল। এখন অবশিষ্ট ছয় লোকের যথা ক্রমে বর্ণনা হইতেছে।

ভুবলোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ—এই “ভূলোক শূন্য স্থানে” খেচরগণ বাস করে। স্বর্লোক অথবা সুরলোক সুরমের উপরিভাগে ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মলোক নহে) স্থিত। ইহার অষ্ট দিকে অষ্ট লোকপালের পুরী বর্তমান। বিষ্ণু ২।২ দ্রষ্টব্য—তথায় বিবস্বৎ ও সোম, কবিরাজ-কথিত নৈঋত্য ও ঈশান পরিবর্তে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সুরপুরে গঙ্গা চারি ধারায় বিভক্ত—সীতা, অলকানন্দা (পদ্ম ও বিষ্ণুতে অলকানন্দা), বঙ্গু (পদ্ম—বজ্জু, বিষ্ণু—চক্ষু) ও ভদ্রা। এই সুরলোকে আরও তিন লোক আছে, যথা—সপ্তর্ষিলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক। তদুর্দ্ধে মহর্লোক—এই স্থানে ব্রহ্মভাবে যোগিগণ বাস করেন। তদুর্দ্ধে তপোলোক—তপস্বীরা এই স্থানের অধিকারী। তৎপরে জনলোক—এই স্থানে বৈষ্ণব জন বাস করেন। তদুর্দ্ধে সতালোক—এইখানে পঞ্চ স্থান আছে। যথা—ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, দেবীলোক ও সর্কোপরি গোলোক। গোলোকের বর্ণনা অতি চমৎকার। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

নব নব সূখ সব শরীরে উদয়।

মানসে বিস্তর ভোগ না বুঝি নির্ণয় ॥

রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন।

বিনি পাঠে সর্বশাস্ত্র জানে সর্বজন ॥ ৩০৭

গীত ছন্দে কথা যাতে নৃত্য ছন্দে গতি।

সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি ॥

না ভোগিলে সর্বরস ভোগে সর্বজন
 না দেখিঞা সর্বরূপ করে নিরীক্ষণ ॥ ৩০৯
 না বোলিলে সর্বকথা বুঝে অনুমানে ।
 না শুনিলে সর্বধ্বনি বুঝে সর্বজনে ॥
 না জানিঞা জানে সর্ব না রমিঞা রমে ।
 মনের সকল কৰ্ম পূরে বিনি শ্রমে ॥ ৩১০

এইরূপে নীরস সৃষ্টি-পত্তনের বর্ণনার শেষে কবি একটু সরস ভাব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠকের পক্ষে এই নীরস অব্যায়টি বাদ দিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা দেব কবি পূর্বপ্রথা অনুসারে স্বীয় ধর্মতত্ত্ব গ্রহে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ না করিয়া পাবেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের “শূদ্রপুবাণ” হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই গ্রন্থারম্ভে একটা সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়া আসিয়াছেন। আমাদের কবির বিশেষত্ব এই যে, তিনি রীতিমত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, খুঁটিনাটি বিষয়ে পূর্বের প্রাণে পুরাণে ইত্যাদির অনুসরণ করিয়া, নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার মহা সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম শিখারস। ঋক্বেদী ছহঁটা গ্রন্থ করিলেন, —(১) “কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন,” (২) “পাপ পুণ্য হুৎত্ব স্বত্ব ঘটে কি কারণ।” শ্রীকৃষ্ণ এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কবিবল্লভ পুরাণের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। অনাদি প্রকৃষের স্বরূপ, তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা, পঞ্চভূতের সৃষ্টি, জীবসৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিতে গ্রন্থকার পুরাণ-সম্মত পথ গ্রহণ করিয়াছেন। ভা ২। ৫, ৬, ও ভা ৩। ২৭ অধ্যায় দেখ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ৬ শাস্ত্রীয় মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। ‘জীব যত কৰ্ম করে সে হয় অদৃষ্ট’; কারণ, “এক কৰ্ম চিপ্তে জীব ঘটে অত্র কৰ্ম।” সুতরাং “এ সব জানিব পূর্ব অদৃষ্টের ধর্ম।” কিন্তু জীবই ত কর্তা, নতুবা তাহার পাপ হইবে কেন? কর্তাই যদি হয়, “তবে অদৃষ্ট না থাকে।” সুতরাং কবি বলিতেছেন,—

অতএব জীব কর্তা সর্বথা জানিব ।
 আপন উত্তোগ কৰ্মে অদৃষ্ট সাধিব ॥ ৩৪০

কিন্তু জীব কৰ্মস্বত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার উচিত—“যত কৰ্ম করে তাতে গৈবে উদাসীন।” পরন্তু—

প্রকৃতি স্বভাব এই বিমুখায়া মোহে ।
 অনুরাগ সংসারে বাটায় সর্বদেহে ॥ ৩৪২

অতঃপর কবি ভবস্থত্রের মায়ামোহের স্তম্ভের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে চূড়াক-
ধরূপ রুক্মিণীকে বলিতেছেন,—

দেখিঞা না দেখে জীব জানিঞা না জানে ।
এ সব জানিব বিষ্ণুমায়ায় কারণে ॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রিয়া কহন না যায় ।
দেখিতে শুনিতে কেহো অস্ত নাহি পায় ॥ ৩৪
বিষ্ণুমায়াজড়িত সকল জীবগণ ।
তাহা হনে নিত্য জন্মে সৃষ্টির পত্তন ॥ ৩৫০

অষ্টম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম স্ততিরস । শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই জাগতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই,—

কর্ম্মহুত্র ছাড়িতে যাহার অভিলাষ ।
সে জন বৈরাগ্য মনে করিবে প্রকাশ ॥ ৩৪০
যত কর্ম্ম করে তাতে হৈবে উদাসীন ।
কায়মন বাক্যে তার ধরে ভক্তি চিহ্ন ॥ ৩৪১

কিন্তু এই উদাসীন ও বৈরাগ্য এবং অদ্বৈত, নিগুণ, নিরাকার নিরঞ্জন ভগবানের ধারণা
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণেরই শোভা পায়। সাধারণ লোকে এই “নীরস বৈরাগ্য যোগমতে” চলিবে
কি প্রকারে? তাই রুক্মিণী প্রশ্ন করিতেছেন,—

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ ভাবিতে বিভোর মন
নারী হঞা জানিব কেমনে ।

সাধারণ লোকও এই প্রশ্ন করিবে। তাই রুক্মিণী “সগুণ” শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন
করিয়া বলিতেছেন,—

সম্প্রতি তোমার নাম রূপ গুণ অনুপাম
সদয় সরস প্রেমযোগে ।
স্বভাব অবশ রস তথাচ স্বভাব বশ
সর্বজন ভঞ্জে অনুরাগে ॥ ৩৪২

শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুলি—গোবর্দ্ধন ধারণ, পুরন্দর পরাজয়, ব্রহ্মার মোহন, কালিয়দমন, ইত্যাদি
শুধু কি মায়ায় খেলা? রুক্মিণী ত তাঁহাকে পতি-বুদ্ধিতে কুমারী অবস্থা হইতে চিন্তদান
করিয়া আসিয়াছেন? সহজ পতিজ্ঞানে প্রেমের আরাধনাই রুক্মিণীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে,
দার্শনিক কূট কথা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে চাহে না। তাই তিনি ক্ষুণ্ণভাবে বলিতেছেন,—

তথাপি অধৈর্য্য জাতি নারী হেন অথৈয়াতি
তে কারণে এমত চপল ॥ ৩৪৮

অমনই ভক্তের প্রেমভাবে ভগবান্ গলিয়া গেলেন এবং বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কল্পিণীকে প্রবোধ দিলেন,—

পুরুষ প্রকৃতি যত কহিল অশেষ মত
তুমি আমি সেই ছই জন ।
আমি শিব তুমি শক্তি আমাকে করহ ভক্তি
আপনা পাসর কি কারণ ॥
বিরাট শরীরে কত সৃষ্টি করি নানা মত
অশরীরে স্থখ নাহি পাই ।
তে কারণে প্রেমযোগে ছই অঙ্গ ছই ভাগে
দ্বন্দ্বযোগে আনন্দ বাঢ়াই ॥ ৩৬১

এই বৈত লীলাও সত্য । ভগবানের লীলার অন্ত নাই ।

সৃষ্টি স্থিতি নাশ কৰ্ম্ম সহজে আমার ধৰ্ম্ম
গঠিতে ভাঙ্গিতে করি কেলি ।
আমাতে সভার জন্ম না বুঝে আমার কৰ্ম্ম
রসাবেশে সঘন বিহরি ॥ ৩৬৩

কল্পিণীর সংশয় ঘুচিল । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং,—

কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমলাভে কল্পিণী পুরিল ভাবে
হাসিতে আনন্দে বুঝে নীর ॥ ৩৬৫

নবম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম ভেদরস । ভগবৎতত্ত্বের যে প্রধান প্রশ্ন আমাদের সকলেরই সর্বদা মনে হয়, কল্পিণী এই বার সেই প্রশ্ন করিলেন ।

তোমার স্বজন প্রজা পালহ আপনে ।
তবে অমুগ্রহ ছাড়ি দুঃখ দেহ কেনে ॥
আপনে করহ কৰ্ম্ম জীবে দুঃখ ভোগে ।
এ সকল কুংসিং সৃজিলে কোন যোগে ॥ ৩৬৭

ইহার উত্তর এই যে, জীব ত স্বাধীন, সে যে সকল কৰ্ম্ম করে, তাহারই ফলে নানাবিধ দুঃখের ভাগী হয় ! তাই ভগবান্ বলিতে বাধ্য—“আমার কি দোষ জীব নিজদোষে মরে ॥” ৩৬৮

এই প্রশ্নে কবি শ্রীকৃষ্ণমুখে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, জীবের কৰ্ম্মের একটা চিত্র আঁকিয়াছেন । প্রথমতঃ জীবের গর্ভবাস বর্ণনা । ইহা ভা ৩৩১ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে । অনেক স্থলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় । তৎপরে নরযোনি-প্রাপ্ত জীবের কার্য্যবর্ণনা । কবি মন রাজার ছই পুত্র অহঙ্কার ও বিনয়ের স্তম্ভর রূপক দিয়া এই প্রশ্নক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

দশম অধ্যায় ।

এই অধ্যায়ের নাম শৃঙ্গার রস । নিত্যবৃন্দাবনের বর্ণনা এই অধ্যায়ের বিষয় । কল্পিণী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণয় করিলেন—তুমি স্বয়ং জৈতর, তোমাকেই সকলে ধ্যান করিবে । কিন্তু তুমিও তো দেখি, কাহারও যেন ধ্যান কর । ইহার অর্থ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবৃন্দাবন-তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিলেন । কবিবল্লভ এই তত্ত্বকথা পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । স্থানে স্থানে পদ্মপুরাণের ভাষা পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । যথা,—

গুহ্যতি অধিক গুহ্য নিত্যলীলা কথা ।

তোমা হেন প্রেমপাত্রের কহিব সর্বথা ॥ ৪১৫

পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড,—

গুহ্যদগুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দকারণম্ ।

অত্যদ্ভুতং রহঃস্থানং রহস্তং পরমং পদম্ ॥ ৬৯৬

পুনশ্চ,—

গীত বিনে বচন না কহে কোন জনে ।

নৃত্য গীত বিহনে চলিতে নাহি জানে ॥ ৪০৯

হাস্ত বিনে বদন নীরস নাহি হয় ।

ভঙ্গী বিনে শরীর সহজে নাহি বয় ॥ ৪৬০

পদ্মপুরাণ, যথা—

তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহঃ ।

গতিনাট্যকথালাপং স্মিতবক্তৃং নিরন্তরম্ ॥ ৬৯৬২

পদ্মপুরাণের বর্ণনার অত্যাশ্রয় যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে । বরাহসংহিতাতেও নিত্যবৃন্দাবনের বর্ণনা আছে । ঐ পুথি আমাদের নিকট আছে—অতি ছোট গ্রন্থ । এই গ্রন্থের বর্ণনা হুবহু পদ্মপুরাণের বর্ণনার নকল—শ্লোকগুলি পর্য্যন্ত এক—মাত্র এক আধটা শব্দ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে । কবিবল্লভ এই পুথি দেখিয়াছিলেন কি না, জানি না ; তবে তিনি বরাহসংহিতার নাম অবগত ছিলেন, এইটুকু জানিতে পারা যায় ।

•

রাম ব্রহ্ম বরাহ নারদ রাত্রি কথা ।

তাহা হৈতে ব্যক্ত হৈল অনেক সংহিতা ॥ ৭৬০

এখন নিত্যবৃন্দাবনের বর্ণনার অনুসরণ করা যাউক । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুর বসতিস্থল যথা তথা বটে, কিন্তু বৈকুণ্ঠাদি তন্মধ্যে প্রধান স্থল । এই বৈকুণ্ঠাদিরও আবির্ভাব তিরোভাব ষটে—উহাও নিত্য নহে । তবে নিত্য স্থল কি নাই ? আছে ।

কিন্তু নিত্যস্থান আছে মনের অগম্য ।

সাধারণে কি কাক্স আমাতে বড় রম্য ॥ ৪১৭

ভ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরামৃত্যু ভয় ।

সাধন ক্রীড়ার হেতু নিত্যরূপে রয় ॥ ৪১৮

এই নিত্যস্থলেরই নাম বৃন্দাবন ।

যন্ত্রভেদে স্থান কহি নিত্য বৃন্দাবন ।

ক্ষণার্দ্ধ না ছাড়ে কৃষ্ণ যে রসকানন ॥

অনন্ত শরীরে স্থিতি নিত্যরূপ স্থান ।

কেবল তাহাতে প্রভু কৃষ্ণ হেন নাম ॥ ৪১৯

শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌রূপে এই নিত্যস্থানে বাস করেন, অতঃপর তাহার বর্ণনা আছে ।

কিশোর বয়স তথা সর্বকাল ধরে ।

শৃঙ্গার-বিগ্রহ বিনে অস্ত্র নাহি করে ॥ * ৪২০

এই প্রেমাত্মিনয়ে নায়িকা শ্রীমতী রাধিক' । পদ্ম, পা, ৭০।২

তাহার প্রেমের প্রিয়া প্রাণের বল্লভা ।

রমণীমুকুট-মণি নায়ক-হৃদভা ॥

কিশোরী নাগরী রতি রতসে রসিকা ।

কৃষ্ণ অভিলাষে নাম রঙ্গিনী রাধিকা ॥ † ৪২১

শ্রীকবিবল্লভ আর কোথায়ও রাধার উল্লেখ করেন নাই । শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেমভাব বর্ণন অতি সুন্দর । অতঃপর এই নিত্য-বৃন্দাবনের সংস্থান বর্ণন হইতেছে—ষট্‌কোণ কমল কল্পনা কর । “সমুখের” দলে বৃন্দাদেবী বিরাজমানা । তাহার বামদলে রঙ্গদেবী । দৈশান দিকে স্তম্ভদ্রা দেবী । তার বামে ভদ্রাদেবী । তার বামে রত্নরেখা । তার বামে সেব্যাদেবী । এই ছয় শক্তি ছয় কোণে ছয় পদ্মদলের উপর বিরাজ করেন ।

ষট্‌কোণে বসতি এই প্রধান নায়িকা ।

কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম আনন্দদায়িকা ।

এই ষট্‌কোণ কমলের অণুদেশে বামপাশে “ভূশক্তি সুন্দরী” আছেন ও দক্ষিণ পাশে “শ্রীশক্তি রমণী” বিরাজমানা । “এ দুই আধাররূপে থাকে অমুরাগে ।” এই বর্ণনা পদ্মপুরাণে নাই, পরের বর্ণনা আছে । এই ষট্‌কোণের বাহিরে (“তার বাহে”) পুনরায় অষ্টদলে যথাক্রমে বিরাজমানা—(১) পশ্চিমে (“সমুখে”) ললিতা, (২) বায়ুকোণে শ্রামলা, (৩) উত্তরে শ্রীমতী ধাতা, (৪) দৈশান কোণে প্রিয়প্রিয়া (পদ্ম—হরিপ্রিয়া), (৫) পূর্বে বিশাখা, (৬) অগ্নিকোণে সেব্যা (পদ্ম—শৈব্যা), (৭) দক্ষিণে পদ্মা, (৮) নৈঋতে ভদ্রা (পদ্ম—এই নাম নাই ৭০।৫-৬) ।

* যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোর বয়সাত্মকবিগ্রহম্ । পদ্ম, পা, ৬৯।৮৫

† ভৎপ্রিয়া প্রকৃতিবাত্মা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা । পদ্ম, পা, ৬৯।১১৮

এই অষ্টদলের উপকোণে পুনরায় অষ্টদল, তাহাতেও অষ্ট রামা বিরাজমানা—চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রাবতী (পদ্ম—চন্দ্রা), মদনসুন্দরী, শ্রীম্মাশ্রিয়া (পদ্ম—শ্রীম্মা), মধুমতী, শশিরেখা (পদ্ম—চন্দ্ররেখা), হরিশ্রীম্মা। পদ্ম—পা, ৭০।৮-৯।

অতএব ষোল দলে ষোল সুন্দরী। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পুনরায় এক এক সহস্র অমুচরী। (“অগ্রেসরাস্তথা চাত্তা গোপকন্তাঃ সহস্রশঃ।” পদ্ম, পা, ৭০।১১) এই “ষোলয় সহস্র আদি ষোলয় সুন্দরী” সকলেই কিশোর বয়সী (মনোহরা মুগ্ধবেশাঃ কিশোরী বয়সোজ্জ্বলাঃ—ঐ। ১১) ও “বচন রচনে কৃষ্ণ কণে কণে ভজে” (তদ্রূপহৃদয়াকৃষ্টাস্তদা-শ্লেষসমুৎস্রুকাঃ। ঐ—১২)। ইহার পর কনকরচিত চতুষ্কোণ পীঠ। চারি দ্বারে যথাক্রমে বিরাজমানা—১। পূর্বদ্বারে ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে আজ্ঞাবর্তিনী “রজ্জ্বীগণ”—“পঞ্চাশ সহস্র নারী সমান বয়সী।” তাঁহার বামপার্শ্বে দুই শ্রেণীর নারী বিরাজমানা—(ক) মণ্ডলিনী—৪০,০০০ নারী, (খ) বোধনি ৬২,০০০ নারী। অতএব ত্রিপুরাসুন্দরীর মোট সজ্জিনী ১,৫২,০০০। ১। দক্ষিণদ্বারে ভাবিনী শক্তি। ইহার সজ্জিনী ৪০,০০০ ঐতিকন্তা। ৩। পশ্চিমদ্বারে শ্রামাশক্তি। ইহার সজ্জিনী ৮৮,০০০ যুনির কুমারী। ৪। উত্তরদ্বারে ভৈরবীশক্তি। ইহার সজ্জিনী ১,২০,০০০ বরাজনা। সুতরাং এই চারি দ্বারে মোট নারী চারি লক্ষ। “কৃষ্ণের বিলাস অঙ্গ চারি লক্ষ নারী।” ইহার কৃষ্ণপ্রিয়া হইতে অভিন্ন—“কৃষ্ণপ্রিয়া শরীরে সভার সমর্পণ” ও ইহার সকলেই অহৈতুকী ভক্তিযোগে “ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখে সরস বিহার।” কবিরচিত এইরূপ সঠিক সংখ্যা কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। পদ্ম-পুরাণের বর্ণনা তিনি অমুসরণ করিতেছেন, দেখিতেছি। তাহাতে আছে, ৭০ অধ্যায়,—

তদ্বাহে যোগ-পীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃত ॥ ৩

প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।

ললিতাঙ্গাঃ প্রকৃত্যাংশা মূলপ্রকৃতী রাধিকা ॥ ৪

ইহার পর পূর্বোক্ত ষোড়শ সখীদিগের নামগুলির উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ—

ঐতিকন্তাস্ততো দক্ষে সহস্রাযুতসংযুতাঃ।

জগন্মুখীকৃতাকারী হৃদ্বর্ষিকৃষ্ণলালসাঃ ॥ ১৪

দেবকন্তাস্ততঃ সবে্যে দিবাবেশা রসোজ্জ্বলাঃ।

নানাঐবদন্ধ্যানিপুণাঃ দিব্যভাবভরাষিতাঃ ॥ ১৬

সৌন্দর্যাতিশয়াঢ্যাশ্চ কটাক্ষাতিমনোহরাঃ।

নির্লজ্জাস্তত্র গোবিন্দে তদঙ্গস্পর্শনোৎস্রুকাঃ ॥ ১৭

তস্তাবমথমনসঃ স্মিতসানিহীনীকণাঃ ॥ ১৮

এই বর্ণনায় ত্রিপুরাসুন্দরী ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই ও “শ্রুতিকথা” ও “দেবকথা” ষোড়শ সখীদিগের সহচরী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই সকল রমণীদিগের বর্ণনায় কবিবল্লভ পদ্মপুরাণের ভাষার অনেকটা অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। এই নিত্যবৃন্দাবনে কল্লতরুগণ আছে—“অবিরত সবে তাতে অমৃতের ধার”।

অতঃপর এই নিত্যবৃন্দাবনের “সাবরণ” কথিত হইতেছে। এই সাবরণগুলির সংস্থান হুর্কোধ্য—যথাক্রমে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। এই নিত্যস্থানের চারি দ্বারে চারি সরোবর—পূর্বে প্রবায়ক (সিদ্ধিরসপ্রদায়ক ?), দক্ষিণে “আনন্দবসপ্রদ সরোবর”, পশ্চিমে পুষ্কর (“কাম্যাক বিস্তৃত নাম”), উত্তরে মলয় নিকার।

তৎপরে “ঘোলয় কেশরদলে অষ্টদশ (৭) সঙ্গী।” ইহাদিগের নাম যথা—শ্রীদাম, বসুদাম, কিশ্কর (কিশ্কিনী), বিশাল, বৃষভ, ওজস্বান (ওজস্বী), অর্জুন, সুবল, দেবপ্রস্তু (স্থ), কলাধিত, (কলবিশ্ব), বক্রণ, স্তোককৃষ্ণ, গায়ক, লবঙ্গ, সৈব্য, কুমুদ, জয়ন্ত, ললিত। শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের নাম “শব্দকল্পদ্রুমে” “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ফন্দির প্রথম দ্বাদশটী নাম ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়। নামের প্রভেদ বন্ধনীয় দেখাইয়াছি। অবশিষ্ট ৬টী নাম কোথা হইতে কবি লইয়াছেন, জানি না। পদ্মপুরাণপাতালখণ্ডে ৭ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে মাত্র ৬ জন সখার উল্লেখ আছে—শ্রীদাম, বসুদাম, সুদাম, কিশ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুভদ্র (২০—২২ শ্লোক)। ভাগবত ১০ম। ২২ অধ্যায়ে ১০ জন সখার নাম আছে। যথা—স্তোককৃষ্ণ, অংশ, শ্রীদাম, সুবল, অর্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন, দেবপ্রস্তু, বক্রথপ। অধিকন্তু ষোড়শ কেশরদলে ঘোল জন সখার উল্লেখ না করিয়া কবি অষ্টাদশ সখা কেন কল্পনা করিয়াছেন, বলিতে পারি না। হয় ত “অষ্টদশ” অমূল্যলিপিকারের ভ্রম।

পূর্বোক্ত চারি দ্বারে দুই দুইটি করিয়া স্বর্গরক্ষ আছে যথা,—পূর্বে হরিচন্দন, দক্ষিণে পারিজাত, পশ্চিমে সন্তান ও উত্তরে মন্দার। পদ্মপুরাণে বর্ণিত এই সকল তরুর দিক্ নির্ণয়ের সহিত এ বর্ণনা মিলে না। পদ্ম, পা ৭০। ২৬—৩৯ “তার বাহে” “যুতে যুতে” সবৎসা সুরভি গাভীসকল কৃষ্ণপ্রেমরসে আকুলতরু হইয়া ছন্দ ক্ষরণ করিতেছে। পদ্ম, ৭০। ২৫। “তার বাহে” দক্ষিণে কালিন্দী নদী প্রবাহিত। পদ্ম, ৬৯। ৭৪—৭৭। “তার বাহে” অষ্ট দলে অষ্ট পীঠ। কবির বর্ণনায় তৃতীয় পীঠের নাম দেওয়া নাই ; অগ্রাগুলির নাম যথাক্রমে—মহাপীঠ, শ্রীপুর, সমুদ্রপীঠ, পূর্ণপীঠ, বর্জ্জনপীঠ, আনন্দপীঠ, রতিশার পীঠ। পদ্ম, পা, ৬৯। ২৬-৩৬ শ্লোকে পীঠগুলির অগ্র নাম ও সংস্থান প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহার পরে পুনরায় “অষ্টদশ” (ষোড়শ ?) দল ও প্রত্যেক দলে এক একটি বন। ঘোলটি বনের উল্লেখ আছে, যথা—মধুবন, খদির কানন, অশ্বের মোচন, কালির দগুন, বৎসচারণ, ছয়বন, বহুলা কানন, তালবন, কুমুদবন, কাম কানন, সেতুবন্ধ পীঠ, ভাণ্ডিরক,

ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন ও মহাবন। পদ্মপুরাণে ষোড়শ দলের উল্লেখ আছে, কতকগুলি বনের নামও দেওয়া আছে, কবিবল্লভনির্দিষ্ট সকলগুলি নামের সহিত মিলে না। ৬৯৩৮-৬২ দেখ। ইহার পর কতকগুলি প্রাচীরের উল্লেখ আছে। প্রথম চতুষ্কোণ কনক-প্রাচীরের চারি দ্বারে চারি শক্তি—মূলে এই শক্তিচতুষ্টয়ের নাম পরিষ্কার নহে। “মহামায়া আদি চারি দ্বারে চারি নারী।” ইহারই চারি কোণে যথাক্রমে অবস্থিত চারি দেবতা—গণপতি, পত্নপতি, স্বর্ঘ্য, প্রজাপতি। অতঃপর দ্বিতীয় প্রাচীর। “সমুখে” অর্থাৎ পূর্বে বাহুদেব ঋষ্ট বরাজনা সহিত বিরাজমান; দক্ষিণে বলরাম রেবতী সহিত; পশ্চিমে কামদেব রতি সহ; উত্তরে অনিরুদ্ধ উষা সহ। চারি কোণে স্বর্ঘ্য, অর্থ, কাম, যোক্ষ। পদ্ম, পা, ৭০। ২৭-৪৪ দেখ। পদ্মপুরাণে দিক্‌নির্দেশের পার্থক্য আছে। পুনরায় আর এক প্রাচীর। চারি দ্বারে—মহাবিক্র, মহাক্রদ্র, মহাব্রহ্ম, মহাকাল যথাক্রমে মহালক্ষ্মী, মহাক্রদ্রী, মহাবেদনাতী ও মহাকালী সহ বিরাজমান। চতুর্থ প্রাচীরের চারি দ্বারে—পূর্বে শ্রীরাম জানকী অশোক-কাননে, দক্ষিণে নরসিংহ লক্ষ্মী মাধবী-কাননে, পশ্চিমে বামন কল্পবনে, উত্তরে বরাহ পৃথিবী-সুরদ্রুম-লতাশ্রেণী। এবং রাম (পরশুরাম?) মীন, বৃদ্ধ ও কঙ্কিও “চারি দ্বারে” (চারি কোণে?) স্থিতি করিতেছেন।

পঞ্চম প্রাচীরের চারি দ্বারে ও চারি কোণে গুরু, রক্ত, নীল ও পীতবর্ণধারী চারি চতুর্ভুজ (বিষ্ণু) ও ঐ চারিবর্ণধারিণী চারি লক্ষ্মী। ষষ্ঠ প্রাচীর ক্ষটিক নির্মিত। চারি দ্বারে আছে ‘অনিমা, মহিম’, লঘিমা, প্রাপ্তি, এই চারি সিদ্ধি। অষ্ট সিদ্ধিই প্রসিদ্ধ। কবি চারিটির মাত্র নাম করিয়াছেন। সপ্তম প্রাচীর প্রবাল-নির্মিত। পূর্বে দ্বারে সুরেন্দ্র, শঙ্কর প্রভৃতি সুরগণ; দক্ষিণ দ্বারে মুনীন্দ্রবৃন্দ; পশ্চিম দ্বারে জনকাদি যোগিগণ; উত্তর দ্বারে আত্মরামিগণ।

প্রাচীর-বর্ণনা শেষ হইল। এখন উর্দ্ধে ও অধো কি আছে, তাহার বর্ণনা হইবে। “অগ্র” অন্তরীক্ষে আছেন—গন্ধর্ব্ব, অমরা, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, জনক, সনক, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ইত্যাদি। ইঁহাদিগের “পুলকে পুরিত তল্প সজ্জল লোচন” ও ইঁহার ক্রোধের প্রসাদ ভাবিতেছেন। “উর্দ্ধ” অন্তরীক্ষে বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর বিরাজমান। অধোভাগে অনন্ত বাস করেন। অনন্তের তলে কুর্ঘ, কুর্ঘের তলে স্থির বায়ু। সপ্ত প্রাচীর ও উর্দ্ধ এবং অধো লইয়া নিত্যবৃন্দাবনের নয়টি আবরণ হইল। লঘুভাগবতামৃত, পৃ: ১২৭ দেখ।

এই বৃন্দাবনের বর্ণনাতে কবি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে এইরূপ পর পর স্পষ্ট বর্ণনা নাই। কবি অত্র কোনও পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, কি নিজ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষজ্ঞেরা তাহার অনুসন্ধান করিবেন। আমরা বর্ণনার বিশ্লেষণ মাত্র করিয়াছি।

এই নিত্যস্থান পার্থিব নহে। পার্থিব বস্তু সৃষ্ট হয় ও বিনষ্ট হয়, ইহার সৃষ্টি ও বিনাশ নাই।

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান।
আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাধান।
কিন্তু নিত্যস্থান আছে মনের অগম্য।
সাধারণে কি কাক্স আমাতে বড় রম্য ॥ ৪১৭
হ্রাস বৃদ্ধি নাই তাতে জরা মৃত্যু ভয়।
সাধন-ক্রীড়ার হেতু নিত্যরূপে বয় ॥ ৪১৮

অতএব এই নিত্যস্থান ধ্যান-ধারণার বিষয়। কিন্তু এই নিত্যস্থলকে ‘বৃন্দাবন’
আখ্যা প্রদান করি কেন? *

নিত্যস্থান প্রমাণ গোকুল বৃন্দাবন ॥ ৫২৭

এই প্রমাণ পদ্মপুরাণেরই প্রতিধ্বনি। যথা পাতালখণ্ডে,—

নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতম্ ॥
গোলোকৈকেশ্বর্যং যৎকিঞ্চিৎ গোকুলং তৎ প্রতিষ্ঠতি।
বৈকুণ্ঠবৈভবং যদৈ দ্বারকায়াং প্রকাশিতম্ ॥
স্বস্থানমধিকং নাম ধোয়ং মাথুরমণ্ডলম্।
নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পুর্য্যভাস্তরসংস্থিতম্ ॥ ৬৯৮-১৩।

সাধক সাধনাদ্বারা এই নিত্যস্থানে গমন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। বৈষ্ণবের কৃষ্ণে
মতি হইলে তিনি সাধনাদ্বারা ক্রমে ক্রমে উপরে বর্ণিত দ্বারগুলি লঙ্ঘন করিয়া নিত্যস্থানে
প্রবেশ লাভ করেন।

* শাস্ত্রতত্ত্বানুসন্ধানেচ্ছ পাঠক নিত্যস্থল-তত্ত্ব ও ঐকৃষ্ণের লীলা-তত্ত্বের সবিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতায়ত্তের
শেষাংশে পাইবেন। লঘুভা, পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছে,—

নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।

যমুনাং গোপকন্ধ্যাচ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥ পৃঃ ১৭০

বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস, পার্থিব বৃন্দাবনও নিত্যবস্তু, ঐকৃষ্ণ এখনও তথায় লীলা করিতেছেন। কবিবরপ্রভু পার্থিব
বৃন্দাবনের কথা বলিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নিত্যস্থলের বর্ণনা শেষ করিয়া, এইরূপ নিত্যস্থল যে আছে,
তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন যে, “নিত্যস্থান প্রমাণ গোকুল বৃন্দাবন।” তাহার বর্ণিত নিত্যস্থল যে সাধকের
মানস-রাজ্যের স্থান, তাহাই বরং জোর করিয়া বলিয়াছেন। পরে উদ্ধৃত শ্লোকের পদগুলিতে তাহাই স্পষ্টীকৃত
হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ পাঠক বিচার করিবেন।

তবে ইষ্ট সেবিঞা কৃষ্ণ করে মতি ॥
 তবে তারা যন্ত্রভেদে এই স্থানে লেখে ।
 যে দলে যাহার ইষ্ট সেই দলে রাখে ॥ ৫০৯
 সেই স্থানে যন্ত্র করি ইষ্ট পূজা করে ।
 ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষ উপহারে ॥
 যন্ত্রভেদে যন্ত্র বলে ইষ্টদেব আগে ।
 প্রণাম করিঞা কৃষ্ণ ভক্তিরস মাগে ॥ ৫১০
 এইরূপে করে নিত্য ভক্তির সাধন ।
 অগ্নে অগ্নে দ্বারদল করয়ে লজ্বন ॥ ৫১১

ভক্তিযোগ ভিন্ন এই নিত্যস্থানে প্রবেশ অসাধ্য ।

নিত্যস্থানে করে কৃষ্ণ নিগূঢ় বিহার ।
 কোনো যোগে নহে তথা কাহার সঞ্চার ॥ ৫০৭
 প্রকৃতি শরীর বিনে কেহ নাহি দেখে ।
 প্রেম-ভক্তি বিনে কেহ না জানে তাহাকে ॥ ৫০৮

সুতরাং ব্রজগোপীর ভাব না হইলে কৃষ্ণ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই ।

অহেতুকী আচরণে জ্ঞানি প্রেম লাভ ॥ ৫২৫

অতএব সাধক এই অহৈতুকী ভক্তি লাভের জন্ত—

শক্তিতে আসক্তি করে সখীভাব ধরি ।
 রতি ভিন্ন, ভিন্ন দ্বারে করে নানা কেলি ॥ ৫২৪
 এইরূপে কৃষ্ণরসে আনন্দ বাঢ়ায় ।
 ভাবিতে ভজিতে কৃষ্ণ অমুরাগ পায় ॥ ৫২৫

তখন অল্প দ্বীতে সখীভাবের প্রয়োজন আর থাকে না । সাধক তখন—

মানসে প্রকৃতি হঞা রমায় আপনা ।

এবং এইরূপ সাধকে রাই—

কালযোগে হয় তারা দিব্য বরাজনা ॥ ৫২৬

কৃষ্ণিণী, সত্যভামা প্রভৃতি বরাজনা এই প্রকার সাধনবলেই শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিয়া
 কৃতার্থ হইয়াছিলেন ।

কৃষ্ণিণী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া দেবার্চ্যার কালে কাহাকে ধ্যান
 করেন ? নিত্যবৃন্দাবনের এই বিবরণ দিয়া এখন তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, তিনি
 সেই মধুর মানস রাজ্যেরই ধ্যান করেন ।

দেবার্চ্যার কালে আমি সেই স্থল ভাবি ।

প্রিয়প্রিয় বিহার সঘন মনে সেবি ॥ ৫২৬

একাদশ অধ্যায় ।

এই অধ্যায়ে প্রেমরস বর্ণিত হইতেছে । কৃষ্ণিণী এইবার শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব বৃন্দাবনলীলার বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন । অধুনা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অধিপতি, তাঁহার ষোল হাজার রাজকথা জীর্ণপে বর্তমানা—ইহারা সকলেই তাঁহার প্রতি প্রেমপ্রবণা ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রেম অপেক্ষা বৃন্দাবনের সামান্য গোপীগণের প্রেমের ধ্যান করিয়া এখনও মুখ পান । ইহার অর্থ কি ? বাহ্যক্ষে বৃন্দাবনের গোপীগণ আমাদের নিকট কিরূপ প্রতিভাত হইতে পারেন, অতঃপর কৃষ্ণিণী তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন । বৃন্দাবনের নারীকুল—

প্রিয় কথা নাহি জানে পতি হেন নাহি মানে
নিরবধি গ্রাম্য কথা কহে ।

বৃক্ষমূলে ঘর যার বনপুষ্প অলঙ্কার
সে জন কেমনে তোমা মোহে ॥ ৫৩৩

ইত্যাদি ।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ভিতরেষু কথা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া আমরা মূৰ্খ সমালোচকেরাও এই কথা বলি । কিন্তু কৃষ্ণিণী আমাদের অপেক্ষা কিছু বেশী বুঝিয়াছেন—তিনি “নিত্যস্থান-কেলি বানী” শুনিয়া বুঝিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই গোকুল ঐ নিত্যস্থান তুল্য—“তার তুল্য বাসহ গোকুলে” । কিন্তু এই সন্দেহ কি সহজে মেটে ? তাই তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছেন । এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ “গোপীভাবের” ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

গোপীর নিগূঢ় ভাব কে বুঝে সে হেন লাভ
সাবধানে শুন সূচরিতা ॥

জগতে সম্বন্ধ বশ বেদে কহে নানা মত
সে সব জানিব মনে দঢ় ।

তাহাতে জানিব লাভ পুরুষ প্রকৃতি ভাব
ইহাধিক নাহি আর বড় ॥ ৫৩৫

তারপর গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের বর্ণনা অতি “সুন্দর । ৫৩৬ ও ৫৩৭ ।

গোপীদেব এই যে নিকাম প্রেম, ইহা ব্যভিচার নহে, নেড়া নেড়ীর সম্বন্ধ নহে । এই প্রেম আরাধ্য দেবতার সন্তিত ; ইহার মাধুর্য্য বর্ণনা করা যায় না । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

এ সব সুখের ওর কহিতে শুনিতে মোর
তলুমন প্রাণে দুঃখ ভাব ।

এ সব অপূৰ্ণ ভাষা শুনিতে পরম আশা

শুনিলে বাঢ়য়ে বহু লাভ ॥ ৫৩৮

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ভাবিয়া গোপীগণ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ সেই মন প্রাণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এ হেন প্রেমে মোহিত। কিন্তু নিন্দুকে ভাবিবে, শ্রীকৃষ্ণ লম্পট, তিনি ব্যভিচারকর্তা। তাহা নহে, তিনি কিরূপভাবে গোপীগণের সহিত কেলি করেন, তাহা বলিতেছেন,—

আআরাম রূপ ধরি নানারূপ কেলি করি

খণ্ডনে স্থাপনে কর্তা আমি । *

শিবে কি বিষের তেজে আনলে সকল ভুজে

তেজ বলে কিছু না বাখানি ॥

তাঁই শ্রীকৃষ্ণ অহরহঃ এই অপূৰ্ণ প্রেমের ধ্যান করেন—এ মধু যে একবার আবাদন করিয়াছে, সে কি আর উহা ছাড়িতে পারে?

কবিবল্লভ এই প্রশ্ন ও উত্তর ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তা ১০।৩৩ দ্রষ্টব্য। স্থানে স্থানে একেবারে ভাগবতের ভাষা অনুবাদ করিয়াছেন। নিম্নে দু'একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব বলিতেছেন,—

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীরসাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজো যথা ॥ ২৯

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনশ্চত্যাচরন্মোঢ্যাদ্যথাহরদ্রোক্ষিজং বিষম্ ॥ ৩০

দ্বাদশ অধ্যায় ।

এই অধ্যায়ের নাম শান্তিরস। কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিতে হইলে সাধক কি প্রকার ভজনা করিবে, কল্পিগী অন্তঃপর তাহাই জানিতে চাহিলেন।

সাধকদিগের পক্ষে দুই পথ আছে—(১) প্রবর্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ—অনুরাগ দ্বারা ভজন। (২) নিবর্ত অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গ—বৈরাগ্য দ্বারা ভজন। এই দুই পথকে পুনরায় সরস ও নীরস ভাবের সাধনা বলা যাইতে পারে। প্রথমটী প্রকৃতি ভাবে ভজন, দ্বিতীয়টী পুরুষ ভাবে ভজন। এই দুই পথে ভজনার অনংখ্য ভাব আছে।—“নানা পথে নদী যেন সমুদ্র প্রবেশে”।

নিবর্ত মার্গের ভক্তের চিত্র অন্তঃপর দেওয়া হইতেছে। ইহার প্রথম হইতেই নিজের

অন্তরে বৈরাগ্য বাড়ায়, নিজের যত্ন করে না, “শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি সমভাবে সহে”, কোনরূপে ব্যাকুলচিত্ত হয় না, স্থান অস্থান জ্ঞান নাই; যোগী, অবধূত বা সন্ন্যাসী হইয়া “অনিত্য করিঞা জানে জগত বিলাস, সজীব শরীরে করে নিজ্জীবের ভাব।” মোটের উপর নিবর্ত সাধক সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কিঙ্কর হইয়া অবশেষে মুক্তিপদ পায় এবং—

সে জন পৃথক নহে ঈশ্বরে যোজন।

ঈশ্বর সমান তার কার্য আচরণ ॥ ৫৫০

এই সাধন-পথ অতীব কঠিন। কিন্তু ইহাও সঠিক পথ, সন্দেহ নাই। গৃহী জীবের পক্ষে প্রবর্ত-মার্গই অপেক্ষাকৃত সুলভ, কবিরাজভের মতই তাই। তিনি প্রবর্ত-পথের বর্ণনাই বিশেষ করিয়া দিয়াছেন।

এই পথের সাধক “প্রকৃতি স্বভাব” হয়েন ও “নিরবধি করে তারা অনুরাগ ভাব।” তাঁহার পক্ষে গুরুকরণ অনিবার্য। কিন্তু কিরূপ গুরু গ্রহণ করিতে হইবে?

অকপটে ভাবে গুরু করিবে নির্ণয় ॥

সর্বজনসম্মত জানিবে ভাল মতে।

বিশেষে আপন চিত্ত প্রবেশে বাহাতে ॥ ৫৫৬

কবিরাজভের মতে সাধনমার্গে গুরুগ্রহণ অতি সুবিবেচনার কার্য। যে গুরুর প্রতি অকপট ভক্তি হইবার সম্ভাবনা, তাহাকেই গুরু করিতে হইবে। এইরূপ গুরু গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা আছে। ৫৫৭—৫৬০ দেখ। গুরুর প্রতি এইরূপ ভক্তি সজ্ঞাত হইলে পর শিষ্য তাঁহার নিকট মস্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধন করিবে।

তবে মস্ত্র লঞা কৃষ্ণ ভজে অকপটে।

জনম অবধি থাকে গুরুর নিকটে ॥ ৫৬১

এই গুরুপ্রশংসা শাস্ত্রীয় কথা। আধুনিক গুরু ও শিষ্য উভয়েই পতিত। আধুনিক শিক্ষার প্রকোপে পড়িয়া, আমরা ‘সাম্যের’ মতিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই সনাতন সত্য হইতে অপসৃত হইয়াছি। সে গুরুও আর মিলে না, সে শিষ্যও আর নাই অথচ আধ্যাত্মিক সাধনায় গুরু-শিষ্যের এই মধুর অসাম্যই প্রকৃষ্ট পন্থা; যাঁহারা ইহার আশ্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি ইহাই সমর্থন করিতেছে, শাস্ত্রের বচনও ইহাই উচ্চৈঃশ্বরে বলিতেছে। সে বাহা হটক, কবিরাজভকে অনুসরণ করা যাউক। এক গুরু গ্রহণ করিয়া পরে সেই গুরু তাগ করা যায় কি না? এ বিষয়ে কবিরাজভ শাস্ত্রের উদার মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

যতপি স্তব্ধ রস জনমে তাহার।

তত্ৰ গুরুস্থানে আজ্ঞা লয় পরিহার ॥ ৫৬১

কোনো স্থানে গুরুর আশ্রয় করে সুখে।

অর্থাৎ অল্প গুরুত্ব নিকট যাইয়া সাধন করা যাইতে পারে। পাঠকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, গুরুগ্রহণ বা গুরুত্ব গ্রহণে সাধকের আন্তরিকতা থাকা চাই—সাধন-মার্গে হুজুগে মাতিলে কাজ হয় না, সৌরগোল অবশ্য হইতে পারে।

দ্বাদশ প্রকারে কৃষ্ণের ভজনা করা যাইতে পারে। চারি প্রকার আবাহন—স্বর্ঘ্য, অগ্নি, জল ও ভূমিরূপে। ছয় প্রকার স্থাপন, যথা—দারু, শিলা, ধাতু, তরু, চিত্র, মূল। মনন দুই প্রকার—(১) “যথাকার তথা”, (২) হৃদয়-কমলে। মোট দ্বাদশ প্রকার। পুনশ্চ, কৃষ্ণের দুই লিঙ্গ ভজনা করা যাইতে পারে—১ম মূর্তি। ২য় বৈষ্ণব-সেবন। মূর্তিপূজার চরমোন্নতি ৫৬৫—৫৬৭ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। বহু ভক্তের জীবনে এই প্রকার মূর্তি ভজনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে।

কৃষ্ণলিঙ্গের দ্বিতীয় প্রকার পূজা বৈষ্ণব-শরীরে। “বৈষ্ণব-শরীরে আর করেন ভজন”। এই পথের পথিক যিনি, তিনি কখনও সংসার ত্যাগ করেন না, বাণিজ্যাদি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে কদাচ বিরত হন না, পরিজন পালনে পরাশ্রুত নহেন, সর্বদা লোক-সেবাতে তাঁহার প্রবৃত্তি, তিনি মনে করেন—“জৈশ্বের সকল,” কিন্তু “আপনে উদাসীন,” কৃষ্ণ প্রেমী লোক তাঁহার এই ভাব দেখিয়া “আর্তি করি তার ঘরে যায় সর্বজনে।” মোটের উপর তাঁহার চরিত্র এই,—

কৃষ্ণে মন রাখিঞা বাহিরে ভিন্ন ভাব।

অখণ্ড আনন্দ ভাবে বৈষ্ণব স্বভাব ॥

গৃহস্থ সাধকের লক্ষণই এই। তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম বৈষ্ণবমাত্রের সেবা—“কৃষ্ণের অভিন্ন দেহ বৈষ্ণবেত মানে।” “কৃষ্ণ-দেহে সাধু-দেহে না করয়ে ভেদ,” স্মরণ্য,—

সর্বকাল দুঃখে যত সঞ্চ করে ধন।

বৈষ্ণব অতিথি পাঞা করে সমর্পণ ॥ ৫৮১

এইরূপ নিষ্কাম ভাব হৃদয়ে আনিবার জন্তই গৃহস্থ বৈষ্ণব মহোৎসবাদি করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদিগের সহিত নাম-সংকীর্ণনাদি দ্বারা নিজের প্রেম বৃদ্ধি করেন, ক্রমে তাহার চিত্ত এরূপ নির্মল হয় যে,—

অনুরাগী বৈরাগী ভিক্ষুক হুঃখী স্ত্রী ।

‘তা সভা সেবিতে হয় অধিক কৌতুকী ॥ ৫১২

জীব মাত্রে সভাতে জন্মায় প্রেম লাভ ।

তবে সে জানিব তার অদ্বীন স্বভাব ॥ ৫৮৩

এই গৃহস্থ সাধকেই ভক্তির ও ভজনের শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন। বাঁহারা নরোত্তম ঠাকুর, নরহরি সরকার পভৃতির জীবনী জানেন, তাঁহারা এই চিত্রের যথার্থ উপলব্ধি করিবেন।

জিজ্ঞাসুর মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, বৈষ্ণব সাধক এইরূপ সেবাত্রত

অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রমের ধর্মাদি পালন করিবে কি না। কবিবল্লভ তাহারও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন—বিশেষতঃ গৃহীর পক্ষে—“অকপটে বৈদিক আচরে প্রাণপণে।” (৫৭৭)
ক্রমে এইরূপ সাধক—

প্রকৃতি সমান হঞা করে কার্য্য তাগ ॥ ৫৮৩

অর্থাৎ এখন আর তিনি—

তিরস্বারে পুরস্বারে দুঃখী সুখী নয় ।

দৈর্ঘ্য শাস্তি অক্ৰোধ অক্ষোভ চিত্ত হয় ॥ ৫৮৪

সাধকের এই প্রকৃতি-ভাব তিন প্রকারের হইতে পারে । প্রথম,—

আপনে প্রকৃতি কেহো কৃষ্ণ করে পতি ।

দ্বন্দ্বযোগে উপভোগ করে প্রেম রতি ॥ ৫৮৫

মননে বিলাস করে আনন্দ বেহার ।

স্বয়ং গোপী হঞা করে রসের বিস্তার ॥ ৫৮৬

দ্বিতীয় প্রকারের প্রকৃতিভাব ষষ্ঠা,—

কেহো কেহো ঈশ্বর ঈশ্বরী মনে রাখি ।

বিলাসে দ্বিতীয় ভাব হঞা প্রেমাসখী ॥ ৫৮৭

তৎপর তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতিভাবের কথা । ইহাই কবিবল্লভের মতে শ্রেষ্ঠ । সাধক পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর পদার্থ ও সুন্দর ভাব কল্পনার বলে একত্রিত করিয়া, মনের মধ্যে মূর্ত্তি রচনা করিয়া,—

মনোরম নায়ক নায়িকা করে ভাবে ।

মানস সন্তোষ-যোগে নিত্যরূপে সেবে ॥ ৫৮৮

চাহকে একত্র করি বসায় সন্তোষে ।

দেখে শুনে কৰ্ম্ম করে নিম্নল মানসে ॥

নায়ক নায়িকা স্নেহে সুখী করে অঙ্গ ।

এই রসে বাড়ে তার আনন্দ তরঙ্গ ॥ ৫৮৯

ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণ আনন্দে বিহরে ।

অহেতুকী ভাব কিবা শুনিতে আবরে ॥

এই সে তৃতীয় ভাব ভাবের প্রধান ।

অল্পভাগ্যো নাহি ঘটে এ ভাব সন্ধান ॥ ৫৯০

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভক্ত জয়দেব এই ভাবেই ভাবাধিত হইয়া গীতগোবিন্দ গাহিয়াছেন । বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস এই ভাবেই মোহিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন । প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের সাধনই এই । শেষ কথা ত্রিমূর্ত্তগবদগীতার প্রতিধ্বনি,—

যে জন যেমত ভজে সেই মত লাভ ॥ ৫৯১

“বিশ্বকোষ” গ্রন্থে কবিবল্লভের রসকদম্বের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ আছে। তথায় গ্রন্থপ্রতিপাত্ত বিষয় এইরূপে উল্লেখিত হইয়াছে— “এই গ্রন্থখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।” সম্ভবতঃ বিশ্বকোষকার ১২।১৩ অধ্যায়ের প্রকৃতি ভাবের উপাসনার উপর দৃষ্টি করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কবিবল্লভ সহজিয়া ধর্মের আলোচনা-মাত্র করিবার জন্য এই গ্রন্থ লেখেন নাই সহজিয় পন্থার উল্লেখ প্রসঙ্গত করিয়াছেন। “সহজিয়া” বা “সহজ” শব্দ কবিবল্লভের গ্রন্থে কোথাও নাই, তবে প্রকৃতিভাবে সাধনই যদি সহজিয়া ধর্ম হয়, তবে তাহার উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে। কিন্তু তাই বলিয়া রসকদম্বকে সহজিয়া গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা সমীচীন নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভাবরস। কৃষ্ণাণী প্রশ্ন করিলেন,—

কতেক প্রকারে হয় ভক্তির লক্ষণ ॥

কেমতে আসক্তি জন্মে প্রেমের উদয় ।

সকল কহিঞা নাথ ঘুচাই সংশয় ॥ ৬০২

শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উত্তর দিতেছেন,—

নবধা প্রকারে ঘটে ভক্তির লক্ষণ ॥

শ্রবণ কীর্তন আর স্মরণ সেবন ।

অর্চন বন্দন দাস্ত সখ্য সমর্পণ ॥ ৬০৩

শ্রবণ কীর্তনাদি করিতে করিতে সাধক পরিণামে আত্মসমর্পণ করে ।

পরিণামে করে তারা আত্মসমর্পণ ॥

আত্ম সমর্পণ যদি করে কৃষ্ণদেহে ।

তবে আর স্বতন্ত্র চরিত্র কিছু নহে ॥ ৬০৭

ক্রমে এইরূপ ভাব হয় যে,—

ধর্ম কর্ম সঙ্গতি প্রবেশে কৃষ্ণ অঙ্গে ।

নিরবধি ভ্রমে কৃষ্ণ-আনন্দ-তরঙ্গে ॥ ৬০৮

• এই অবস্থাকে কর্তাকর্মলাভ বলা যাইতে পারে। এই ভাবে প্রণোদিত সাধক তাদাত্মিক ভাবে উপস্থিত হন ; যথা,—

কৃষ্ণের চরিত্র লীলা নিজ দেহে ধরে ।

মনের আনন্দে কৃষ্ণরস ভোগ করে ॥ ৬০৯

যখন যেক্রপ ভাবে সেইরূপ হঞা ।

তাসে নাচে খেলে গায় আনন্দ বাসিঞা ॥ ৬১১

এই ভাব হইলে পর “আসক্তিরস—প্রকৃতি-বিহার” সম্ভব হয়। তাহাও নব প্রকারের ; যথা,—

শ্রুতি, স্মৃতি, মনন, উদ্যোগ, অনুরাগ ।

উৎকর্ষ', সম্ভোগ, পুন চরিত্র বিলাপ ॥

শাস্ত্র আদি নবধা প্রকার প্রীত লেখি ।

ক্রমে ক্রমে উপভোগ করে শিশুসুখী ॥ ৬১৩

শিশুসুখী অর্থাৎ প্রকৃতি-ভাবাপন্ন ভক্ত সাধক এই নবধা প্রকারের পীরিতির মধ্য দিয়া শাস্ত্রভাবে উপনীত হন ; তখন,—

লভ্য অপচয় হেতু না করে সন্ধান ॥

যখন যে ঘটে তারা সুখী সেই রসে ।

নিরমলচিত্ত হঞা সকল বিলসে ॥ ৬১৯

অতঃপর কবি ইহাদের মধ্যে বিরহের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

অষ্ট রস পূর্ণ করে বিরহতরঙ্গে ॥

যাবৎ বিৎসেদ নহে তাগ নহে সঙ্গ ।

তাবৎ না বুঝে কেহো আসক্তি প্রসঙ্গ ॥ ৬২০

কিন্তু বিরহের জন্ত অনুরাগ প্রয়োজন । সুতরাং—

অনুরাগ প্রধান করিঞা সাধুগণ ।

সর্বরসে প্রবেশিতে পারে ধীর জন ॥ ৬২৫

এই অনুরাগ কাহার প্রতি করিতে হইবে? কোনও পার্থিব নায়ক বা নায়িকার প্রতি নহে। সাধক শ্রীকৃষ্ণ-দেহে অনুরাগের দৃষ্টি রাখিবে। ৬২৭ ও ৬২৮। ইহার পরে প্রকৃতি-লক্ষণ কথিত হইতেছে। প্রকৃতি হই প্রকারের—রসিকা ও কামুকা অর্থাৎ কুলজা ও কুলটা। এই দুই প্রকার চরিত্রের বিশ্লেষণ কবি সুন্দরভাবে করিয়াছেন, পাঠক গ্রন্থমধ্যে তাহা পাঠ করিবেন। পুরুষেরাও এই প্রকারের প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণ আরাধনা করিতে পারেন, কবির তাহাই বলা উদ্দেশ্য। যথা কুলটার বর্ণনা শেষ করিয়া বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যার প্রকৃতির ভাব ।

এমত ঘটিলে তবে কুলটা স্বভাব ॥ ৬৩৪

কুলজার বর্ণনা শেষ করিয়া কবির উক্তি,—

এইরূপে কৃষ্ণসুখ কারণে বিহরে ।

আপনার সুখ দুঃখ মনেত না করে ॥

এ সব জানিব শুদ্ধ কুলজার ভাব ।

জন্মে জন্মে ভোগে তারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ ॥ ৬৪৬

পুরুষের এই মত বুদ্ধি লক্ষণ ।

চরিত্র জানিব তার ভজন কারণ ॥ ৬৪৭

শ্রীচৈতন্যের অবতার এই প্রকৃতিরূপে প্রেম আশ্বাদন করিবারই জন্ত । চৈতন্যাবতার-
কারণ-প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-বাক্য যথা,—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ ।

তাহা আশ্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥

নানা যত্ন করি আমি নারি আশ্বাদিতে ।

দে সুখ-মাধুর্য্য ভ্রাণে লোভ বাড়ি চিতে ॥

রস আশ্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।

প্রেমরস আশ্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে ।

তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥—আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ ।

রাধার প্রেমই “সাধ্য-শিরোমণি” । রাধানন্দরায়-সংবাদে শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই স্বীকার
করিয়াছেন ও নিজের সমস্ত জীবনে তাহাই নিজে আচরণ করিয়াছেন । সুতরাং ভক্তকে
প্রকৃতি সাক্ষিতেই চৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন । ভক্তিশাস্ত্রে গোপীভাবই প্রশংসিত
হইয়াছে । ভগবান্ নারদ ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া—তদপি তাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে
পরমব্যাকুলতা—গোপীদিগকেই এই শ্রেষ্ঠ ভক্তির উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন—
অন্ত্যেবমেবম্ । যথা ব্রজগোপিকানাম্ । গোপীদিগের প্রেমকে কাম বলা অসুচিত,—

সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম ।

কামক্ৰীড়া-সাম্যে তাব কহি কাম নাম ॥ —চৈ ৫, মধ্য, ৮ম ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ চৈতন্য-প্রোক্ত ধর্ম্মই আদর্শ করিয়া, তাহারই
ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

প্রাকৃত-কামকেও ধর্ম্মের অঙ্গ করা যায় । কবিবল্লভ অধ্যায়-শেষে তাহাই নির্দেশ
করিয়া বলিতেছেন,—

না রমিঞা রমণী রময়ে ভাবযোগে ।

কেবল ভাবক সেই সর্ব্বরস ভোগে ॥ ৬৫০

সংসারে থাকিঞা লোক যত সুখ ভুঞ্জে ।

তাহাতে ঈশ্বরী লীলা মনেহো না বুঝে ॥ ৬৫১

চতুর্দশ অধ্যায় ।

এই অধ্যায়ের নাম ভজন-রস । কল্পিণী দুইটা প্রশ্ন করিলেন,—(১) অদৈত, অচ্যুত, নিগুণ, নিরাকার ব্রহ্ম কেন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন—“এ মোর বিশ্বয়, জীশ্বর যে হয়, সে কেনে এমত করে ।” (২) এই পরমব্রহ্মের মূর্তি প্রাপ্ত করিয়া সাধুরা কেন পূজা করেন—“মানসে কেনে না ভজে ।” এই দুই প্রশ্নের উত্তরে কবি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন । ভাগবত ২য় । ৫—৭ অধ্যায় ও ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । এই বর্ণনার চূষক এই—ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন । “তেজ ব্রহ্মগণকে” পৃথক্ সৃষ্টি করিয়া সংসার ধর্ম করিতে পাঠাইলেন । তাহার কাতর হইয়া বলিল,—

তুমি স্বধময় অচ্যুত অব্যয়
তোমাকে ছাড়িব কেনে ।
জ্যোতি না দেখিব ধ্বনি না শুনিব
থাকিব কাহার গুণে ॥
শূন্যরূপ তুমি স্থূল হৈব আমি
কেমতে চিহ্নিব তোমা ।
হেন বুঝি মনে নিজ স্থান হনে
উপেক্ষা করিলে আমি ॥ ৬৬৬

ভগবান্ আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, দৈত্যাদিজনিত বিপৎকালে তিনি স্থূলরূপ হইবেন । অতএব ভয় নাই, তেজব্রহ্মগণ নির্ভয়ে সৃষ্টি করিতে থাকুন । সুতরাং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে নিজের মহিমা দেখাইবেন ।

যদি অবতার করিব সংসার
জানিবে সকল লোকে ।
তবে মূর্তি করি প্রতি-বিশ্ব ধরি
পূজিবে অশেষ সুখে ॥ ৬৬৯

এইরূপে ভগবান্ মনুষ্যকে নিজের রূপ দেখাইয়া দিয়া, তাহার ভগবদ্ভক্তির সুযোগ করিয়া দেন । এই ব্রহ্মই ভক্তিপথীরা মূর্তি-পূজা করে ।

ভক্তি-পথী যত তার প্রেমে রত
স্থূল ভাবে মূর্তিযোগে ।
মুক্তি-পথী যেই শূন্য ভাবি সেই
নিরাকার ভাব যোগে ॥ ৬৭০

সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার উপাসনাই সম্ভব । এবং এই দুই মতেরই প্রয়োজন আছে ।

ভক্তি মুক্তিপথ এই ছই মত
 স্থূল শূন্য শত্রু মিত্র ।
 বিবাদ কারণ আমার ভাবন
 জানিবে তবু চরিত্র ॥ ৬৭১

মোটের উপর ভগবান্ আহ্বারুণী ।
 যে পথে যেমন ভাবে অমুক্ষণ
 তাহার সেই প্রমাণ ॥
 যে জন যাহার সে হয় তাহার
 চিন্তিত ভাবিয়া দেখ ।
 কার মন বাক্যে আস্থা করি থাকে
 অবশ্য পাই তাহাক ॥ ৬৭৭

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

এই অধ্যায়ের নাম বীভৎস রস । ইহাতে সংসারের ক্লেশ ও শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে ।
 সংসারী জীব মোহে পতিত হইয়া ভগবান্কে বাদ দিয়াই কর্ম করে । তাই কল্পণী এই
 আচরণে বিন্মত হইয়া প্রস্থ করিতেছেন,—

পরম সুগম পথ জানিঞা স্বরূপ ।
 তবে কেনে সাধন না করে নিত্যরূপ ॥ ৬৮২

সংসারের বশ হইয়া জীব যে সকল আচরণ করে, তাহার বর্ণনা কবি অতি সুন্দর ভাবে
 করিয়াছেন । সংসারে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি না । পত্নী
 পুত্রও আমাদের উপর বিরক্ত । ৬৯০ ও ৬৯১ । সংসারী জীব এইরূপে নির্ধাতিত হইয়াও
 নিজের অহংভাব ছাড়ে না ।

পলে পলে প্রাণ ছাড়ে গোষ্ঠির তাড়নে ।
 তথাপি ঈশ্বর হেন আপনাকে মানে ॥ ৬৯৪
 কুসংসারে করে তার খণ্ড খণ্ড অঙ্গ ।
 তথাপি ছাড়িতে নারে সংসার তরঙ্গ ॥ ৬৯৫

সংসারী জীবের অবস্থা বুঝাইবার জন্ত এই স্থানে সুন্দর একটা রূপক আছে, ৭০০ — ৭০৩
 দেখ । প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই জীব আপনাকে সংসারে জড়াইতেছে । কিন্তু যাহার বুদ্ধি আছে,
 সে কর্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে জড়ায় না ।

ইহাতে উত্তম জন কার্য উপরোধে ।
 কর্মমধ্যে থাকিঞা আপন কর্ম সাধে ॥

সংসারে থাকিঞা করে আলগ বেভার ।

অথচ না হয় বন্ধ করয়ে সংসার ॥৭০৯

ষড়্‌রিপুর তাড়নায় জীব আপনাকে সংসারে জড়ায় । অতঃপর কবি এই ছয় রিপুর কথা বলিতেছেন । প্রত্যেক রিপুর তিন প্রকার বিকার—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত । একটী মাত্র রিপুর এই বিশ্লেষণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । উত্তম লোভ যথা,—

মনে মনে জন্মে নানা স্বাদু উপহার ।

ভক্ষ পরিধান আদি অশেষ বিহার ॥৭১১

মনেত জন্মাঞা ভোগ আপনে বিলসে ।

এ সব উত্তম লোভ জীবদেহে বসে ॥৭১২

মধ্যম লোভ যথা,—

শ্রবণনয়ন যোগে ভোগে সেই জন ।

সে সব মধ্যম লোভ জানিব কারণ ॥৭১২

প্রাকৃত লোভ যথা,—

আপনেহি' সর্বরস ভোগে জিহ্বাযোগে ।

এ সব প্রাকৃত লোভ লোভিগণে ভোগে ॥৭১৩

অন্তান্ত রিপুগণেরও এই প্রকার বিশ্লেষণ আছে, তাহা পাঠক গ্রন্থমধ্যে পাঠ করিবেন । এই রিপুগণকে জয় করিতে পারিলেই সংসারকে জয় করা যায় । ৭২৫, ৭২৬ ।

অনায়াহি সংসারী জীবের প্রধান অন্তরায় । ধর্মজীবনে গুরু প্রতি আস্থা প্রথম কার্য । তাহার অভাবের কথা কবি ৭২৭—৭৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন । গুরুতে ভক্তি না থাকিলে সাধন বিষয়ে হীন গতি হয়, কবি পূর্বেও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (১২শ অধ্যায়) । ঈশ্বর ভজন কি প্রকারে করিব? নানা যুগের যে নানা মত? ইহার উত্তরে কবি বলিতেছেন । সত্য বটে যে,—

নানামত ঈশ্বর ভজন অধিকার ।

অপৌকিক লৌকিক অশেষ ব্যবহার ॥

এক শাস্ত্রে যত ধর্ম করয়ে স্থাপন ।

সেই ধর্ম অশাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন ॥৭৩১

এমত অবস্থায় এরূপ কোন শাস্ত্র গ্রহণ করা উচিত নহে,—

যে মত যে ভেদে স্থাপি খণ্ডাইতে পারি ।

অতএব সর্দ্রশাস্ত্র ধর্ম নাহি করি ॥ ৭৩২

তবে কি গ্রহণ করিব? কবি বলেন,—

যেরূপ ভজনে চিত্ত প্রবেশে প্রথমে ।

সেই ধর্ম আচরণ করিব যতনে ॥ ৭৩৩

সুতরাং কবিবল্লভের মতে যে ধর্ম প্রাণ স্পর্শ করে না, তাহা গ্রহণ করা বৃথা। কিন্তু প্রচলিত ধর্মমার্গ যাহা আছে, তাহার কি মূল্য নাই, তাহা কি গ্রহণযোগ্য নহে? কবি স্বীকার করেন যে, তাহাদেরও মূল্য আছে, “লৌকিক বৈদিক মত ভজিতে সুগম।” তবে তিনি যে মত অমুমোদন করিয়াছেন অর্থাৎ বৈষ্ণব মত, তাহাও দুর্গম নহে, “অথচ বৈষ্ণব মত না হয় দুর্গম।” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ অগ্র ধর্মমতকে হেলা করিতেছেন না। তাঁহার উদার ভাব পাঠক ১২শ অধ্যায়ে দেখিয়াছেন। তবে তিনি বৈষ্ণবমতের প্রশংসা করিতেছেন এই বলিয়া যে, ইহা দুর্গম নহে—বৈষ্ণব মতই যে একমাত্র সত্য ধর্ম, তাহা তিনি কোথাও বলিতেছেন না। পুনশ্চ কবিবল্লভ বৈষ্ণবের কপটতা ও অত্যাচারও স্বীকার করিতেছেন,—

বৈষ্ণবের উপদ্রব বৈষ্ণবে না দেখে।

বৈষ্ণবের উপদ্রবে বৈষ্ণবে সে ঠেকে ॥৭৪৩

আমরা কবিবল্লভের উদারতার প্রশংসা করিতে বাধ্য।

ষোড়শ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম আস্থারস। অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ উপসংহার করিতেছেন—‘আস্থারূপ কৃষ্ণপ্রেম জানিহ সুন্দরি।’ ৭৯৮

কিন্তু রুস্বিগীর প্রশ্নের উত্তর প্রথম ভাগে দিতেছেন। রুস্বিগী প্রশ্ন করিলেন—(১) শ্রীকৃষ্ণ বেদে অগোচর কেন অর্থাৎ মধুর ভাবে সাধনা বেদে নাই কেন? (২) “নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে” অর্থাৎ সাধক উপাত্তকে কোন্ বর্ণী ধ্যান করিবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এক উপাত্ত বলিতেছেন যে, বেদগণ নিজে মধুররস আস্থাদান করিতে না পারিয়া শ্রুতি-কুমারীগণকে এই রস আস্থাদান করিয়া আসিয়া, তাহার তত্ত্ব বলিতে পাঠাইলেন। ইহারা ঐ সাধনা করিয়া আসিলে পর—‘যতনে পুছিল তারা কৃষ্ণ-রস-বাণী।’ কিন্তু লজ্জায় কণ্ঠাগণ—

রতিরস বিবরণ প্রেমের ভরস।

না কহিল কেলি কলা আসক্তি প্রসঙ্গ ॥৭৫৬

সুতরাং বেদে কৃষ্ণ অগোচর রহিলেন। ভাগবতে ১০।৮৭।৪-৪১ শ্রুতিগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের এক স্তোত্র আছে— শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এই রাগানুগ মার্গেব উল্লেখ করিয়া গোস্বামী বলিতেছেন,—

তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ শ্রুতিগণ।

রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ মধ্য, ৮ম।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে যে, এই শ্রুতিগণই গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণোপনিষদে দেখা যায়, মুনিগণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত গোপিকা হইয়াছিলেন। ঐ উপনিষদেই দেখা যায় যে, শ্রুতিগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বথা,—

অষ্টাবষ্টসহস্রে ধ্ব শতাধিক্যাঃ স্ত্রিয়স্তথা ।

ঋতোপনিষদস্তা বৈ ব্রহ্মরূপা ঋচঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবিবল্লভের উপন্যাস প্রাচীন-পরম্পরা-সম্মত । এই মধুর রস জগতে প্রচার হইল কি করিয়া, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

তবে নারদাদি ভক্ত শক্তিবেশ ধরি ।

চিরংকাল দেখিল ভাবিঞা ভক্তি করি ॥ ৭৫৮

পুরুষশরীর পুন ধরিল যখনে ।

সে সব ছাড়িতে তারা নারিল তখনে ॥ ৭৬০

সুতরাং সাধকের প্রকৃতিরূপে উপাসনা করা প্রচার হইল । অতঃপর কৃষ্ণের বর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে । ক্রীড়িতা, মানিনী, বিরহিণী ও অমুরাগিণী ভেদে প্রকৃতিভাবাপন্ন সাধক যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন । এই বর্ণ-বর্ণনার উপসংহার করিয়া কবি লিখিতেছেন,—

বর্ণভেদ জানি যত ভজ্ঞন সঙ্কানে ॥ ৭৭৮

ভাবকের ভাব আর কার্য্য উপরোধে ।

অংশে অংশে প্রভু বিলসেন বর্ণভেদে ॥

এক বিষ্ণু হৈতে হয় নানা অবতার ।

কার্য্যভেদে ধরে নানা রূপের সঞ্চার ॥ ৭৭৯

অবতার-ভেদে বর্ণভেদ শাস্ত্রীয় কথা । যথা—ভা । ১০।৮।১৩,—

আসন্ বর্ণাঙ্গয়ো হস্ত গৃহতোহমুযুগং তমুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

এই প্রকৃতিভাবে উপাসনা লোকের নিকট উপহাসের বস্তু । কবি বলিতেছেন,—

রতিনাম শুনি তারা উপহাসে দহে ।

পুরুষে প্রকৃতিভাব ইহ সত্য নহে ॥ ৭৮৮

কিন্তু কবি নিরপেক্ষ ও উদার —কপট বৈষ্ণবের ব্যবহারেই এই নিন্দা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও তিনি স্বীকার করেন,—

কেহো কেহো বৈষ্ণবের চিহ্ন অঙ্গে ধরে ।

বৈষ্ণবে প্রবিষ্ট হঞা সেই কৰ্ম্ম করে ॥ ৭৮৯

এবং ক্রমশঃ এই কপটীরা বৈষ্ণব-সত্ত্ব প্রবেশ লাভ করিয়া, গোপনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লোকের নিকট বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া বেড়ায় । এই প্রকার মিথ্যাচারীর প্রতি কবির বড়ই ঘৃণা—
“সে সব লোকের স্বস্থ নহে কোনো যোগে,” “এ সকল লোক হইতে শূকর উদ্ভব,” “কপট পরীক্ষা নিন্দা পাষণ্ডের চিহ্ন ।” এত বড় রূঢ় বাক্য কবিবল্লভ আর কোথায়ও প্রয়োগ করেন

নাই। অতঃপর প্রকৃত বৈষ্ণবের আন্তরিকতার ও অনাসক্তির বর্ণনা করিয়া, কবি উপসংহার করিতেছেন,—“জন্মে জন্মে এই রসে রহে যেন চিত।”

সপ্তদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিরস। রুক্মিণীর গ্রন্থ শেষ হইয়াছে, রৈবতক যাত্রাও শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী রৈবতকে পৌছিলে পর, তত্রত্য সকলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং—

কৃষ্ণ আগমন শুনি তথাতে নারদ মুনি

উতরিলা অধিক কৌতুকে। ৮০৭

ইহা হইতেই পারিজাত হরণ উপাখ্যানের সূত্রপাত হইল—শেষ এই কয়েক অধ্যায়ের তাহাই বর্ণনীয় বিষয়। নারদের চিত্র অতি সুন্দর।

শ্রীভূজে কচ্ছপী বীণা কেবল সঙ্গীত চিহ্ন

কণ্ঠে নহে সুরের বিৎসেদ।

তাল সঙ্ক রাগ যত মূর্ত্তিমন্তু অবিরত

মতি গতি করে অতি ভেদ ॥ ৮০৮

চলিতে না চলে ঘন রহিতে না রহে পুন

কহিতে কহিতে নাহি পারে।

ক্লেণে গায় ক্লেণে হাসে ক্লেণে গদগদ ভাষে

নয়নে সলিল বহে ধারে ॥ ৮০৯

ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদের অসামান্য সন্মান করিলেন।

কর যুগ ষোড় করি সম্মুখে দাঁড়ায় হরি

আনন্দে কুশল জিজ্ঞাসিল ॥ ৮১১

অতঃপর ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই জনে কথোপকথন হইল, তাহা পাঠক গ্রন্থমধ্যে গাড়িবেন। তখন,—

শুনিক্রঃ কৃষ্ণের বাণী বাহু পাসরিলা মুনি

ক্লেণে কান্দে ক্লেণে কহে হাসে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভীতরস। দেবর্ষি নারদ সংসারী মনুষ্যের অশেষবিধ পাপ কষ্টের বর্ণনা করিতেছেন। ক্রমে এই সকল পাপের শাস্তিরও বর্ণনা করিতেছেন। নরক-বর্ণনায় আছে,—

রেত রক্ত কণ্টক অমেধ্য কুণ্ড আদি।

চৌরাশী সহস্র কুণ্ড ভোগে নিরবধি ॥

তার মধ্যে চৌরাশী নরক মুখ্য লেখি। ৫৬৮

ভাগবত ৫।২৬।৭ কেবল ২৮ নরকের নাম আছে। ঐ অধ্যায়ের শেষে পুনরায় “সহস্র সহস্র” নরকের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মটৈব, প্রকৃতিখণ্ডে ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে নরককুণ্ডের বর্ণনা আছে—
উহার সংখ্যা ৮৬। আমাদের কবি ৮৪ সংখ্যা লিখিয়াছেন। নরকের ভীতিপ্রদ বর্ণনার শেষে
নারদ বলিতেছেন,—

এ সব ভোগের পাপ ভোগে পাপিগণে।

সেই পাপ ক্ষয় হয় তোমাকে স্মরণে ॥

এখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমনের কারণ বলিতেছেন,—

সংপ্রতি অমরাবতী গিঞাছিল আমি।

পুরন্দর তুলিল আমার হেন জানি ॥

ইন্দ্রদেব পারিজাত পুষ্প দিয়া তুষ্ট করিলেন। নিকাম ঋষি ভোগ বিলাসের এই পুষ্প লইয়া
কি করিবেন? তাই—

এমত আশ্চর্য্য পুষ্প অস্ত্রেক না দিহু।

তোমার চরণপদ্ম পূজিতে আনিহু ॥

তাহা গ্রহণ করিয়া “সে পুষ্প দিলেন কৃষ্ণ কুন্তীণীর মাথে।” কোন্দলের বীজ বপন হইল।

উনবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম বিশ্বয়রস। সাধারণে জানে যে, চৈকিবাহন দেবর্ষি নারদ কলহ
বাধাটতে সিদ্ধহস্ত। কবিও তাহার ব্যতায় করেন নাই। তবে মাত্র এই প্রভেদ করিয়াছেন
যে, নারদ ইচ্ছা করিয়া কোন্দল বাধাইতেছেন না—কোন্দল বাধিয়া যাইত, তিনি কি করিবেন?
শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত উপহার দিয়া নারদ ঋষি নিজেকে এতই কৃতার্থ মনে করিলেন যে, যদিও
গমনকালে কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে তুলিয়া
গেলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পাগল ঋষি যাইতে যাইতে “অকস্মাৎ” ষারকার সমীপবর্তী
হইলেন। এমনই তাঁহার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে। তাঁহার ষোল সহস্র নারী শ্রীকৃষ্ণ-
বিচ্ছেদ কেমন করিয়া সহিতোছেন? তাই এই অধ্যায়ের নাম “বিশ্বয়রস”। নারদ ভাবিতে
লাগিলেন,—

এ সব সুন্দরী রাজার কুমারী

রূপে গুণে পূর্ণদেহা।

পাঞা কৃষ্ণ পতি বাঢ়াঞা আরতি

নিত্য ভোগে নব লেহা ॥ ৮৭১

সে সব আনন্দ সঙ্গে স্থানন্দ

রসবতে গেলা স্বামী।

এখন কি রসে পুরমধ্যে বসে
 অবশ্র দেখিব আমি ॥ ৮৭২
 অতএব পরীক্ষার জন্ত নারদ পুরপ্রবেশ করিলেন । দেখিলেন,—
 নৃত্য গীত সুখ অধিক কোতুক
 সভার পীরিতি অঙ্গ ।
 রোগ শোক ভয় কারোনাহি হয়
 সভাতে প্রেমতরঙ্গ ॥ ৮৭৩
 পীরিতি আরতি সভাতে উৎপতি
 অঙ্গ নহে অবসাদ ।
 গোবিন্দ কীর্তন গায় অমূল্য
 মানিঞা কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ ৮৭৪
 কৃষ্ণ বিনেও এত প্রেম বর্তমান ! নারদ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন,—
 দেখি মহাশয় মানিল বিস্ময়
 না বুঝে রসের ভেদ ॥ ৮৭৪

বিংশতি অধ্যায় ।

এই অধ্যায়ের নাম করুণ রস । দেবর্ষি সত্যভামার পুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । অত্র পুরে না গিয়া সত্যভামার পুরে কেন গেলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই । সত্যভামা ঋষিকে অভ্যর্থনা করিলেন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । নারদ দেখিলেন,—

কৃষ্ণ গেলা রয়বতে সত্যভামা এথা ।

অন্তরে না দেখি কিছু বিরহের ব্যথা ॥

তখন সত্যভামার প্রেম পরীক্ষা করিতে মুনিবরের ইচ্ছা হইল,—

সহজে কন্দলপ্রিয় নারদ স্মৃতি ।

কন্দলের ছলে বুঝে আসক্তির গতি ॥

অতএব তিনি পারিজাত দান ব্যাপার বিবৃত করিলেন । একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন,—

শুক্ল কলেবর ধরি জটাতার শিরে ।

সে পুষ্প পড়িলে লোকে হাসিবে আমারে ॥

তাই তিনি সে পুষ্প শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা কক্ষিণীকে দিলেন । তারপর কোন্দল-বাজ কোন্দল ভাল করিয়া বাধাইবার জন্ত বলিলেন,—

ধন্য ধন্য ধরনী বিদর্ভ রাজ্য যাতে ।

ধন্য ধন্য বিদর্ভ ভীষ্মক রাজ্য তাতে ॥ ৮৯০

ধন্ত ভীষ্মক যাতে রুক্ষিণী উৎপত্তি ।
 ধন্ত সে রুক্ষিণী যার কৃষ্ণ হেন পতি ॥
 ধন্ত সেই পতি যার নিত্য নব ভাব ।
 ধন্ত সেই ভাব যাতে জন্মে প্রেমলাভ ॥ ৮২১
 ধন্ত সেই কৃষ্ণ যার রুক্ষিণী স্তন্দরী ।
 ধন্ত ধন্ত প্রেম যার বচন মাধুরী ॥
 ধন্ত সেই প্রেম যাতে না হয় বিৎসেদ ।
 ধন্ত বিৎসেদরস যাতে নহে ভেদ ॥ ৮২২

এই বর্ণনার যে ফল প্রত্যাশা করা যায়, তাহাই হইল । সত্যভামার ভাব বর্ণনা অতি চমৎকার ।

নারদে কহিলা যদি প্রেমরসকথা ।
 শুনিতে শুনিতে দেবীর জনমিল ব্যথা ।
 সতিনীতে পতিপ্রেম শুনিঞা বিশেষে ।
 অন্তরে জন্মিল কল্প ক্রোধ ভীতরসে ॥ ৮২৩
 হাসিতে হাসিতে গণ্ডে কাঁপিল প্রথমে ।
 অধরে শুষ্ক নীর সঞ্চারে লোচনে ॥
 নম্রমুখী হঞা ভুজ তাহার শিথিল ।
 প্রতাপে বসনবন্ধ চরকি পড়িল ॥ ৮২৪
 পদনখে ক্ষিতি লেখে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।
 পাসরিল সর্বকর্ষ মনের বিলাস ॥ ৮২৫
 অলসে পুরিল তনু রহিতে না পারে ।
 রহিতে রহিতে পুন ক্ষিতিতলে পড়ে ॥ ৮২৬

কবি গভীর মনস্তত্ত্ববিৎ ছিলেন, রুক্ষিণী-পরিহাসব্যাপারে তাহা দেখাইয়াছি । নায়িকার ভাবভঙ্গী বর্ণনে কবি সিদ্ধহস্ত সন্দেহ নাই । এই রসকদম্ব গ্রন্থ কাব্য্যাংশেও অতি শ্রেষ্ঠ । সত্যভামা বুদ্ধিতা হইলে, স্ত্রুচেতনী নামক সখী এক অদ্ভুত উপায়ে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন ।

সন্তে মেলি কৃষ্ণনিন্দা করহ বিশেষে ॥
 ক্রোধ হিংসা দম্বকথা শুনিঞা বৈরাগ ।
 ছাড়িঞা বিরহব্যথা হৈবে অমুরাগ ॥
 যাহা প্রতি ক্রোধ হিংসা জনমে অন্তরে ।
 তার নিন্দা শুনিলেহি আনন্দ আবরে ॥ ৯০৭

এই কন্দির কল ফলিল। সত্যভামা চেতনা পাইলেন। “কৃষ্ণানন্দা প্রসঙ্গে রাখিল তার
অঙ্গ।” নারদ দেখিলেন, এ কি ঈশ্বরে কি করিয়া বসিয়াছেন। তিনি প্রমাদ গণিলেন,—

মনে চিন্তে মুনিবর এ বড় প্রমাদ।

কেনে হেন জন্মাইল আসক্তির বাদ ॥ ২১৭

তিনি বিরহের জ্বালা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিক প্রমাদ উপস্থিত,—

যেমত বিরহ দেখি কৃষ্ণপ্রিয়া-দেহে।

ইহাধিক মরণ অধিক কিছূ নহে ॥ ২১৮

তিনি নিম্নে দোষ দিতে লাগিলেন—কেন এ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—

প্রাকৃত চরিত্র ভাবে না বুঝিল মর্ম্ম।

তে কারণে অবিচারে করিল কুকর্ম্ম ॥

সত্যভামা গ্রাম্য নায়িকা হইলে ক্রোধাগারে যাইতেন, এরূপ প্রাণ-সঙ্কট মুচ্ছার পড়িতেন না, কবির ইহা বলাই উদ্দেশ্য। সাধারণ রমণী সপত্নী-হিংসার ক্রোধোন্মত্তা হইয়া যাহা করে, সত্যভামা হিংসার বশবর্ত্তিনী হইলেও ঠিক তাহাই করিলেন না। কবি ইতর-জনোচিত ও ভদ্রজনোচিত ব্যবহারের একটা পার্থক্য দেখাইতে সর্ব্বত্র চেষ্টা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, পাঠক কল্পিণী সত্যভামার চরিত্রগত পার্থক্য অসম্ভব করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কবির তুলিকায় দুই চিত্রই উজ্জ্বল হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণে যোচিত্র আমরা পাই। তিনি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কল্পিণী সত্যভামাকে প্রেমিকার আদর্শরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণে সত্যভামাকে যেরূপ অভিমানিনী, কোন্দলপরায়ণা, গ্রাম্যতা-দোষে ছুটা মনে করেন, কবি তাহা অপেক্ষা অনেক উদারভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্রাঙ্কনে মনে হয়, যেন আধুনিক কবি নবীন সেনের সত্য-ভামা-চরিত্র এই পুরাতন কবির তুলিকাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তখন নারদ নিজের অপরাধ বুঝিয়া অন্তরীক্ষ-পথে আবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, কল্পিণী ও নারদ সহ অবিলম্বে দ্বারকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কল্পিণীকে নিজ পুরীতে রাখিয়া, সত্যভামার মন্দিরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ “সখীবেশে” চামর লইয়া সত্যভামার সেবা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণঅঙ্গপ্রাণ পাশে দেবী সুচরিতা।

চঞ্চল হইল চিত্ত নৈবারিল বাথা ॥ ২২০

চমকি চমকি দেবী চার চারি দিগে।

নয়ান মেলিতে নারে কৃষ্ণ অঙ্গুরাগে ॥ ২২৪

পাঠক সত্যভামার একান্ত প্রেমভাব লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু মুখে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে ঠাট্টা করিলেন।

সত্যভামা বোলে সখি কহ সত্য কথা ।

কাক্সণীর পতি কিবা প্রবেশিল এথা ॥ ৯২৪

কবির এ ইঙ্গিতটুকুর অর্থ অতি সুন্দর। সত্যভামার যে সপত্নী-হিংসা জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি লুকাইতে চাহেন না। এই ক্ষুদ্র কথাটী না থাকিলে যেন সত্যভামার চরিত্র অন্ধন স্বাভাবিক হইত না। কবি নিপুণ বটেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে ক্রোড়ে লইলেন ও—

অপরাধ ক্ষেমািল অনেক যতনে ।

প্রেম জন্মাইল অতি ভাব আচরণে ॥ ৯২৭

শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত আনিয়া দিবেন বলিলেন ।

এক পুষ্প দিল আমি কাক্সণীর তরে ।

শত পুষ্প দিব আমি তোমার গোচরে ॥

পারিজাত-হরণ ব্যাপারের এই প্রকারে যুজ্ঞপাত হইল। ভাগবতের সহিত এই বৃত্তান্তের মিল নাই। ভা ১০.মা.৫১ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার রাজা নরকাসুর ও ভগদত্তকে পরাভূত করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা অপহৃত ইন্দ্রজননীর দুই কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছত্র উদ্ধার করিলেন ও তাহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া সত্যভামার সাধ হইল যে, তিনি নিজপুরীতে উহা রোপণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন ও ফলে দেবতাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল ও তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৫ম। ৩০-৩১ অধ্যায়ের বর্ণনাও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ কুণ্ডলাদি প্রত্যর্পণ-কালে স্বর্গের পারিজাত হরণ করেন ও দেবতাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হরিবংশের উপাখ্যান কিছু পৃথক্ ও আমাদের কবি তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। এই বর্ণনা যথা—কুণ্ডলাদি প্রত্যর্পণ জন্ত স্বর্গে গমন করিয়া, সেই কার্য সাধনান্তর শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়াই তাহা “উৎপাট্যারোপয়ামাস বিষ্ণুং গরুড়োপরি।” যুদ্ধাদি কিছুই হইল না, ইন্দ্রদেব বর অমুগ্ধীত হইলেন।

শ্রদ্ধা বৈ দেবাজন্তু কৰ্ম্ম কৃষ্ণস্ত তত্তদা ।

অনুমেনে মহানাহুঃ কৃতকর্মেতি চাত্রবীং ॥ (হরিবংশ, বিষ্ণু ৬৫, অঃ) ।

এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ “কাক্সণীয়া সহিতো দেব্যা যযৌ রৈবতকং নৃপ ॥” কাক্সণীর সহিত রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নারদ আসিলেন ও পারিজাত পুষ্প দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা পার্শ্বস্থ কাক্সণী দেবীকে দিলেন। নারদ পারিজাত-মহিমা কৌতুহল করিলেন ও কাক্সণীর সোভাগ্যের কথা বর্ণনা করিলেন। ‘কর্ণাকর্ণি’ এই ব্যাপার অবগত হইয়া শ্রীমতী সত্যভামা ‘ক্রোধাঘ্নিতা ক্রোধাঘ্নং বিবিক্তং বিবেশ’। শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিমাই রৈবতকে গিয়াছিল। আমাদের কবি এইটুকু পরিবর্তন করিয়া সত্যভামাকে ধারকান্তেই রাখিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে স্থিত সত্যভামার পুরীতে উপস্থিত

হইয়া, মানিনী জীর মানাপনোদানার্থ অত্যাশ্চর্য্য অনেক বক্তৃতা করিলেন। সত্যভামারও একটা বক্তৃতা আছে। আমাদিগের কবি মধুর রসপ্রদর্শনেচ্ছ; এ সকল অনাবশ্যক বাক্যজাল একেবারে বাদ দিয়া চিত্রটি অধিকতর কবিত্বময় করিয়াছেন। সত্যভামা পারিজাতের কথা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ স্বীকার করিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি পারিজাততরু তাঁহার পুরীতে স্থাপন করিয়া দিবেন। অথচ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পারিজাততরু পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন। পুরাণের বর্ণনার সামঞ্জস্য বড়ই কঠিন সমস্যা। (হরি, ঐ, ৬৬-৬৭)।

একবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম বীররস। শ্রীকৃষ্ণের সতিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা ও নারদ সহ গরুড়ে চড়িয়া স্বর্গে গমন করিয়া, ইন্দ্রের নিকট নারদকে দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। হরিবংশেও নারদের এই দৌত্যের উল্লেখ আছে (ঐ ৬৮—৭০ অঃ)। কিন্তু তথায় স্বর্গগমনের পূর্বেই এই দৌত্য সম্পাদিত হইয়াছিল দেখা যায়। নারদ ইন্দ্রের সম্মুখানে উপস্থিত হইলেন ও ইন্দ্রের পূজা লাভ করিয়া মনে ভাবিলেন, ইন্দ্রের একবার পরীক্ষা করা যাউক।

মনে ভাবে মুনিবর, ইন্দ্র সুরপতি।

কৃষ্ণ প্রতি ইহার কেমন আছে মতি ॥ ১৩৩

তৎপরে আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন ও কোন্‌লটি ভাল করিয়া বাধাইবার জন্ত বলিলেন,—

তুমি যেন দিবে তরু ইহা সভে জানে।

তথাপি আইল উপরোধের কারণে ॥ ১৩৪

অবশ্য ইন্দ্রের মহাক্রোধ উপাস্থ হইল ও—

এত বলি শচী সঙ্গে চড়ি ঐরাবতে।

সর্বদেব াঙ্গ চলে অস্ত্র লঞা হাতে ॥ ১৪২

এ রহস্ত বড় মন্দ নহে। মহিষী সহিত যুদ্ধে গমন। শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়েই “শক্তি”বিহীন হইয়া যুদ্ধে ঝাইতে চাহেন না। নারদ ভাবিলেন, তাই ত, দেখিতেছি,—

‘ইন্দ্র যেন জন হৈলা বিষয়ের বশ। ১৪৩

এখন দেখি,—

বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ সঙ্কণ ধরে।

জানিব কেমন রস ইহার অস্তরে ॥ ১৪৪

অতরাং মুনিবর কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করিলেন যে, তিনি অনেক করিয়া ইন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তবুও ইন্দ্র পারিজাতদানে সন্মত হইলেন না, বরং অনেক কটু কথা বলিয়াছেন,—

যদি ভঙ্গ দিও। তুমি না যাবে সম্বর ।

তবে মহাযুদ্ধ সে করিবে পুরন্দর ॥

আজি যত রীত আমি দেখিল তাহার ।

সে সব বোলিতে নহে উচিত আমার ॥ ৯৪৭

শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ স্বর্গপ্রবেশ করিলেন । যুদ্ধ আরম্ভ হইল । দেবর্ষি নারদের কার্য শেষ হইল, তিনি অন্তর্হিত হইলেন,—

সংগ্রাম আরম্ভ দেখি নারদ স্তম্ভিত ।

অন্তর্দ্বান করিঞা চলিলা শীঘ্রগতি ॥ ৯৪২

এই কোন্দল সৃষ্টি করিয়া নারদ ঋষি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন ; যথা,—

মনে চিন্তে নারদ দেহের ভাবরস ।

ঈশ্বরের দেহ যোগে হয় কর্মবশ ॥

সাক্ষাতেহি ভগবান্ পূর্ণ অবতার ।

তথাপিহৌ দেহযোগে ক্রোধের সঞ্চার ॥ ৯৪৩

অতএব এ সকল ঈশ্বর বিলাস ।

গুণে বদ্ধ হঞা করে গুণের প্রকাশ ॥

যুদ্ধের বর্ণনার বিশেষত্ব কিছু নাই । কুদ্ভিবাস কানীরাংদাস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এখানেও তাহাই । একা গরুড়ের তেজেই অমরকুল অস্থির হইলেন । ইন্দ্র হারিয়া পলাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ পারিজাততরু উপাড়িয়া আনিয়া স্বারকাতে সত্যভামার দ্বারে স্থাপন করিলেন ।

পারিজাতহরণ উপাখ্যান হরিবংশ, ষষ্টিপর্ব, ৬৫—৭৫ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে । কবি এই বর্ণনাকেই উপজীব্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই । পবন পারিজাত হরণই গ্রন্থের নিবন্ধ নহে, সূত্রাং তিনি ইহার বিস্তার করেন নাই । অনেক স্থলে তিনি নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য কিছু কিছু পার্গক্যও করিয়াছেন । হরিবংশে উল্লেখ আছে যে, যখন নারদের দৌত্য নিফল হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সাতাকি প্রভৃতি বীরগণ সমভিবাচারে স্বর্গে গমন করিলেন—সত্যভামা ও শচীর কোন উল্লেখ নাই । কুন্তিগী ও সত্যভামার প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য, তাই এই পারিজাতহরণ প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ অনন্তপ্রেম-ময়, তিনি সকলকেই সমান প্রেম দান করেন, তিনি কাহাকেও ছোট বড় করেন না, যে তাঁহার পোমে মাতোয়ারা হইতে পারে, তাহাকেই তিনি সম্পূর্ণ প্রেম দান করেন, শ্রেষ্ঠ দীক্ষা দান করেন, শেষ অধ্যায়ের তাহাই বর্ণনীয় বিষয় ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

দীক্ষারস । এখন সত্যভামা সতী কৃষ্ণের প্রেমের পরীক্ষা করিয়া মতি স্থির করিয়াছেন ।
এখন আর তাঁহার চিন্তে কোন মলিনতা নাই ।

কৃষ্ণস্নেহ লাজ কৃপা বিৎসেদের ভয় ।

জানিল মানিল সতী সৌভাগ্য নিশ্চয় ॥ ২৬৫

সত্যভামা কৃষ্ণিণীর নিকট কথিত নিত্যবৃন্দাবনের বিবরণ শুনিতে চাহিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিলেন ও সত্যভামা কৃষ্ণিণীকে একত্রিত করিয়া,—

বাম উরে কৃষ্ণিণী দক্ষিণে সত্যভামা ।

বৃন্দাবন-কথায় তুখিল দুই রামা ॥

নিত্যস্থলকথা সত্যভামাকে কহিলা ।

দুহাকে কিশোররসে মত্ত শিখাইলা ॥ ২৬৮

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বকথার চূষক করিয়া দিয়া কবি গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন,—

জপ তপ দান ধর্ম ত্রয় উপবাস ।

তীর্থ মূর্ত্তিসেবা কিবা ভ্রমণ বিলাস ॥

জীবে দয়া কৃষ্ণে ভাব বৈষ্ণবে সেবন ।

ইহাধিক নাহি আর নিদান ভজন ॥ ২৭৬

পত্নী প্রতি যত প্রেম করে কামিগণ ।

সেই প্রেম করিলে সে লভে প্রেমধন ॥

পুত্র প্রতি যত স্নেহ করয়ে জননী ।

সেই স্নেহ কৃষ্ণে হৈলে ভজন বাথানি ॥ ২৭৭

পিতৃতুল্য জানিঞা সতত আজ্ঞা বহে

মাতৃজ্ঞান করিঞা সে ভক্তিরসে রহে ॥

রাজতুল্য করিঞা সতত বাসে ভীত ।

কৃপণের ধনতুল্য যত্ন করে নিত্য ॥ ২৭৮

চোরতুল্য হঞা করে প্রবেশ সন্ধান ।

ধনী তুল্য হঞা করে প্রেম উপাদান ॥

এই মত নানা যত্নে ভাব দঢ় করে ।

যাটি দণ্ড নিষ্ঠাভাবে তবে সে আবরে ॥ ২৭৯

বৈষ্ণবধর্মের এই সারকথা কবি কোথায় পাইলেন ? ইহা তাঁহার স্বকপোল-রচিত নহে,
শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত ধর্মই এই । তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে যে সকল গুণ তথ্য দান
করিয়াছিলেন, কবি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

কলিযুগে চৈতন্ত সরস অবতার ।
 নিজগুণ সঙ্গে কৈল প্রেমের বিস্তার ॥ ৯৮২
 আনন্দে পুরিঞা প্রেম বিচার না কৈল ।
 গোপ্তরস চরিত্র সভাকে জানাইল ॥
 তবে সে মহাস্তম্ভগণ প্রেমে চিত্ত দিঞা ।
 ঘরে ঘরে বিভজিল যতন করিঞা ॥ ৯৮৩

কবি স্বয়ং এই রস কিরূপে আশ্বাদন করিবার সুযোগ পাইলেন, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয় ।
 বনমালিন্দাস স্থানে কহিল নিশ্চয় ॥
 তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ ।
 পয়ারে লেখিল তব্ব সরসকদম্ব ॥ ৯৮৪

অতএব কবি চৈতন্ত ঋষিত গুঢ় তত্ত্বই উপজীব্য করিয়া তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।
 তিনি চৈতন্তসম্প্রদায়েরই একজন সেবক । পুনরপি বলিতেছেন,—

ঈশ্বর চৈতন্ত প্রেমভক্তিরসধাম ।
 ভবহুঃখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম ॥ ৯৯০
 অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয় ।
 জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয় ॥
 নিজগুণ ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম ।
 তাহার প্রসাদে হৈল সংসার স্তম্ভান ॥ ৯৯০

চৈতন্ত-পারিষদেরা সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, চৈতন্তের
 অন্তর্দ্বানের পরে ভাষাতে এই সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয় । এই সকল ভাষা-গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন-
 দাসের চৈতন্তভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃত ও লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল
 গ্রন্থই সর্বাঙ্গেক্ষে পুরাতন । ইহাদিগের মধ্যে চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ “রসকদম্বের” পরে রচিত
 (১৫৩৭ শক ।) * কবিরাজের গ্রন্থে অপর দুইখানি পুরাতন গ্রন্থের কোন উল্লেখ নাই ।

* চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । প্রচলিত মত এই যে, ১৫৩৭ শকে গ্রন্থ-
 সমাপ্তি হয় । গ্রন্থশেষে যে তারিখ-নিরূপণ-শ্লোক আছে, তাহার প্রচলিত পাঠ (যথা বঙ্গবাসী সংস্করণে) এই—
 “শাকে সিন্ধুবাণেশো শ্রীমদ্বৃন্দাবনাস্তরে ।” ইহা হইতে তারিখ পাওয়া যায় ১৫৩৭ । দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা
 ও সাহিত্যে” (৪র্থ সংস্করণ) এই তারিখই গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু অধুনা ঐ সময়-নিরূপণ-শ্লোকের অন্তর্বিধ পাঠ
 আবিষ্কৃত হইয়াছে । “বঙ্গীর কবি, অম্বষ্ঠ ধণ্ড” গ্রন্থে দেখা যায় যে, হারাদন দত্ত ভক্তিनिधि কর্তৃক
 বিষ্ণুপুরাভূক্ত রাইপুর গ্রন্থভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত চৈতন্তচরিতামৃত পুথিতে এই সমাপ্তি-শ্লোকের পাঠ—
 “শাক্য-বিন্দু-বাণেশো জ্যেষ্ঠে বৃন্দাবনাস্তরে ।” এই পাঠ অনুসারে তারিখ পাওয়া যায় ১৫০৩ শক ।
 কথিত আছে যে, কবিরাজ গোষ্ঠারী ১৫০৪ শকে দেহ ত্যাগ করেন । সুতরাং এই ১৫০৩ শক তারিখই গ্রহণ-
 যোগ্য । এই মতে কবিরাজের “রসকদম্ব” গ্রন্থ চৈতন্ত-চরিতামৃতের পূর্ববর্তী গ্রন্থ প্রমাণ হয় না । সে বাহা

চৈতন্যভাগবত ১৪৫৭ শকে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, এইরূপ শুনা যায়। লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ চৌদ্দ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করেন। অতএব উহার রচনাকাল ১৪৫৯ শক ধরা যাইতে পারে। কবিবল্লভের গ্রন্থে এই দুই বৈষ্ণব-গ্রন্থের কোন প্রকার ক্ষীণ উল্লেখও নাই। ইহার এক কারণ এই মাত্র হইতে পারে যে, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল, এই উভয় গ্রন্থই ঐতিহ্যের জীবনী ও লীলার পরিচায়ক, তৎপ্রস্থ নহে; সুতরাং কবিবল্লভ এই দুই গ্রন্থ হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে সম্ভব যে, কবিবল্লভ যে সময়ে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে এই দুই গ্রন্থ সাধারণে তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। পাঠক মনে রাখিবেন যে, “রসকদম্বের” শেষে তারিখ দেওয়া আছে যে, ১৫২০ শকে গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছিল। কবি কবে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কবি “ভাবায়” কেন গ্রন্থ লিখিলেন, তাহার মাত্র এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন,—“প্রাকৃতে লেখিল রস সর্বজীব লাগি।” ৯৯২ এই প্রকার কৈফিয়ৎ তুলসীদাসও স্বীয় ভাষা রামায়ণ সম্বন্ধে দিয়াছেন। কবির উপজীব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।

পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ ॥

সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।

প্রাকৃতে লেখিল রস সর্বজীব লাগি ॥ ৯৯২

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত “রসকদম্বের” কি সম্বন্ধ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা বিবেচ্য এই, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কোন গ্রন্থের নাম? শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা নামক প্রাচীন গ্রন্থের কথা জানি না। আধুনিক এক গ্রন্থ আছে— তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা বটে—হারাধন দত্ত ভক্তিনিধিকর্তৃক রচিত। Catalogus Catalogorum ১২৫ পৃঃ এক কৃষ্ণসংহিতা পুথির (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নহে) উল্লেখ আছে, কিন্তু সে পুথিতে কি আছে এবং তাহা প্রাচীন কি না, জানিবার কোন সুযোগ হয় নাই। আমাদের মনে হয়, কবিবল্লভ ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থমাত্রকেই সংহিতা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পুরোক্ত এক শ্লোকে আছে,—

রাম ব্রহ্ম বরাহ নারদ রাজিকথা।

তাহা হইতে ব্যক্ত হৈল অনেক সংহিতা ॥ ৭৬০

এই শ্লোকে সংহিতা শব্দের অর্থ সংগ্রহগ্রন্থ, যেহেতু নারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থকে সংহিতা আখ্যায় সাধারণতঃ অভিহিত করা হয় না। * পুনশ্চ সংহিতা ও সংগ্রহ শব্দ একার্থ-

হউক, রসকদম্ব চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রায় সমকালবর্তী বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে এবং তদনুসারে এই কবির গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অশঙ্কিত নহে।

* রাম-সংহিতা গ্রন্থ আছে কি? ব্রহ্ম-সংহিতা নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে—ইহা ঐতিহ্য দাক্ষিণাত্য হইতে

বোধকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা, —“সংগ্রহ সংহিতা যোগে ভাবকে জানিবে।” ৭৬।
সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবিবল্লভ সংহিতা শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মনু
প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র ও ঋক্ যজু ইত্যাদি বেদসমূহকেই সংহিতা বলার নিয়ম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-
সংহিতা নামক কোনও প্রাচীন গ্রন্থের অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত, আমরা এই মাত্র
বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য যে, কবিবল্লভ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থসমষ্টিকেই
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষিত হইবে যে, এই রসকদম্ব গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত
বা বিষ্ণুপুরাণ বা পদ্মপুরাণের নাম সহ কোথায়ও উল্লেখ নাই, অথচ এই সকল গ্রন্থ হইতেই
কবিবল্লভ ভূরি ভূরি মসলা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থসমষ্টিকেই শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, এই-
রূপই আমাদেরিগের ধারণা।

রসকদম্ব নামকরণ।

কবিবল্লভ তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন রসকদম্ব অর্থাৎ রসের গুচ্ছ। কিন্তু অলঙ্কার
শাস্ত্রে যে নব রসের উল্লেখ আছে, তাহার গুচ্ছ তিনি বাঁধেন নাই। আলঙ্কারিক শৃঙ্গার, বীর,
করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস এ শাস্ত্ররস উদাহৃত করিবার জন্ত তিনি গ্রন্থ লেখেন
নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসের নাম দিয়া অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন।
এই রসের নামগুলি যথাক্রমে—আদি, সূত্র, বৈভব, হাস্য, প্রেম, অদ্ভুত, শিক্ষা, স্তুতি, ভেদ,
শৃঙ্গার, প্রেম, শাস্তি, ভাব, বীভৎস, আস্থা, ভক্তি, ভীত, বিষ্ময়, করুণ, বীর, দীক্ষা। লক্ষিত
হইবে যে, আলঙ্কারিক সঙ্কারিভাবগুলির গণনা করিয়াও কবিবল্লভের রসের নামগুলি মিলে না।
কবিবল্লভ প্রেমরস দুই অধ্যায়ের শীর্ষে দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ
করিয়াছেন আদিরস, অথচ আলঙ্কারিক আদিরসের কোন সম্পর্কই ঐ অধ্যায়ে নাই। সুতরাং
দেখা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ আলঙ্কারিক অর্থে এই রসগুলির নাম ব্যবহার করেন নাই।
বস্তুতঃ তিনি অধ্যায়ের বিষয়ের ইঙ্গিত করিবার জন্তই এক একটা নাম ব্যবহার করিয়াছেন ;
যথা—যে অধ্যায়ে দ্বারকার বৈভব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার শীর্ষে লিখিয়াছেন—বৈভবরস।
আরম্ভের অধ্যায়ের নাম আরম্ভজ্ঞাপক আদিশব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার সর্বত্র
বুঝিতে হইবে। উপরের অধ্যায় বিবরণে এইরূপেই নামকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছি, পাঠক লক্ষ্য
করিবেন।

আনিয়াছিলেন ও শ্রীজীব গোস্বামী ইহার টীকা লিখিয়াছিলেন। বরাহসংহিতাও আছে, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।
কিন্তু রামসংহিতা নামক কোন গ্রন্থের উল্লেখ দেখি নাই। রামতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাবলীই কি রাম-সংহিতা নামে
বুঝাইতেছে না—যথা অধ্যাক্স-রামায়ণান্তর্গত রামগীতা অথবা ঐ প্রকার অন্ত গ্রন্থ?

সুপ্তিত কবিবল্লভ এইরূপ অশাস্ত্রীয় ভাবে “রস” শব্দ ব্যবহার কেন করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অধ্যায়ের একটা নামকরণ করিতে হয়, তাই তিনি এই নূতন উপায়ে নামকরণ করিলেন। তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিতে হয় বটে।

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন,—“কবিবল্লভের রসকদম্ব গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে যদুনন্দনের বিদগ্ধ-মাধব নাটকের অনুবাদ রসকদম্ব নামধেয় গ্রন্থের গ্রন্থ সুপরিচিত নহে। কোষকার কবিবল্লভের গ্রন্থের ভিতরের পাতা উন্টান নাই মনে হয়, নতুবা এরূপ কথা লিখিতেন না। যদুনন্দনের গ্রন্থ ও কবিবল্লভের গ্রন্থের নাম মাত্র এক, বিষয়ের কোন সদৃশ্য নাই। কবিবল্লভের গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাঙ্গীর কথোপকথনে তাহা বিবৃত করিয়াছেন, অপর পক্ষে যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলার বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কবিবল্লভ লিখিয়াছেন ধর্মশাস্ত্র, যদুনন্দন লিখিয়াছেন গল্প।

উপসংহার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আনুকূলে এই প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমে গ্রন্থের অর্থসাহায্যে ইহা প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমাদের শাখা-পরিষদের অর্থবল নাই, সুতরাং গ্রন্থের রূপাভিচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অবশেষে হতাশ হইয়া মূল-পরিষদের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ মূল-পরিষদের উৎসাহী কর্মী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ প্রভৃতি মহাশয়গণ এই প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ শুনিয়া, মূল-পরিষৎ হইতেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করেন। এই জন্ত পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমরা অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্থ। বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র আমাদের তিন জন ভূতপূর্ব ছাত্রের উল্লেখ এই স্থানে করা কর্তব্য। শ্রীমান্ রমণীমোহন বসু বি এ গোহাটী কলেজে ছাত্রাবস্থাতে পুথির পাঠ মিলাইবার কার্যে অনেক পরিশ্রম করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত এম এ অতিশয় উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থের ভাষার টীকা সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ কয়েকটি ছকোঁধ্য স্থানের পাঠ-মীমাংসা তাঁহার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের নির্ণয় করা অসম্ভব হইত। আমাদের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধুনা সহকর্মী সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীমান্ শ্রীনাথ চক্রবর্তী এম এ মহাশয়ও ঐ টীকা সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাকৃতের সহিত তুলনা মূলক টীকা লেখা আমাদের বিজ্ঞাতে কুলাইত বলিয়া মনে হয় না। তিন জন উৎসাহী যুবক উত্তরোত্তর জ্ঞানমার্গে উন্নতি লাভ করুন, ভগবৎসমীপে এই কামনা করিতেছি।

বঙ্গবাসী সাহিত্যমোদী ও ধর্মতত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করিলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

গোহাটী-শাখা-পরিষৎ।

চৈত্র, ১৩৩১

{

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

রসকদম্বের বিষয়-সূচি

অধ্যায়	রস	ছন্দ	রাগ	শ্লোকসংখ্যা
১ম	আদি	পয়ার	আহির	১—২৫
২য়	সূত্র	ঐ	ললিত	২৬— ৫৫
৩য়	বৈভব	দীর্ঘ	পঠমঞ্জরী	৫৬—৭৫
৪র্থ	হাস্য	পয়ার	রামকেলি	৭৬—১৮৫
৫ম	প্রেম	দীর্ঘ		১৮৬-- ১৯৫
৬ষ্ঠ	অদ্ভুত	পয়ার	সুহৃই	১৯৬—৩১৫
৭ম	শিক্ষা	ঐ	মল্লার	৩১৬—৩৫০
৮ম	স্তুতি	দীর্ঘ		৩৫১—৩৬৫
৯ম	ভেদ	পয়ার	বড়ারি	৩৬৬—৪১০
১০ম	শৃঙ্গার	ঐ		৪১১—৫৩০
১১শ	প্রেম	দীর্ঘ	আশোয়ারি	৫৩১—৫৪০
১২শ	শান্তি	পয়ার	পাহাড়িয়া	৫৪১—৬০০
১৩শ	ভাব	ঐ	সারঙ্গ	৬০১—৬৫৫
১৪শ	ভজন	কুন্দ	বিলোয়ার	৬৫৬—৬৮০
১৫শ	বীভৎস	পয়ার	বসন্ত	৬৮১—৭৪৫
১৬শ	আস্থা	ঐ	নটরাগ	৭৪৬— ৮০৪
১৭শ	ভক্ত	দীর্ঘ	গান্ধার	৮০৫—৮১৯
১৮শ	ভীত	পয়ার	ভাটিয়া	৮২০—৮৬৪
১৯শ	বিস্ময়	কুন্দ	ওড়ি	৮৬৫— ৮৭৪
২০শ	করুণ	পয়ার	কানাড়া	৮৭৫—৯২৯
২১শ	বীর	ঐ	গৌরী	৯৩০—৯৬৪
২২শ	দীক্ষা	ঐ	কেদার	৯৬৫—১০৭

দ্রষ্টব্য— গ্রন্থশেষে কবি লিখিতেছেন,—

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর ।

দুই শতাব্দিক ছয় অযুত অক্ষর ॥

উপরের সূচী হইতে দৃষ্ট হইবে যে,—

$$৭০ \text{ দীর্ঘ ছন্দ} \times ১০৪ \text{ অক্ষর} = ৭২৮০ \text{ অক্ষর}$$

$$৩৫ \text{ কুন্দ ছন্দ} \times ৮০ \text{ " } = ২৮০০ \text{ "}$$

$$৮৯৫ \text{ পয়ার} \times ৫৬ \text{ " } = ৫০১২০ \text{ "}$$

$$\text{মোট— } ৬০২০০ \text{ "}$$



রসকদম্ব

প্রথম পৃষ্ঠা, প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা।

রসকদম্ব

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ।

চুতা পুষ্পময়ী শিখগুরুচিরাবয়ংসি চ বিশ্বাধরৈ
কৈশোরঞ্চ বক্ষণাননয়নো কন্দর্পদৃষ্ট প্রভো ।
রমাং রত্নময়ং বপুষ্ট বসনং হেমপ্রভং
বৃন্দারণ্যে কলানিধের্ব্বিজয়তে ক্রীড়াসরাসোৎসবঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং রমাং মধুভ্রতং ।
নবারসকদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লবঃ ॥

(প্রথমে আদিরস)

আহির রাগ

জয় জয় নাগর শেখর রস গুরু ।	রসনা নর্তক করি সে নাম আবেশে ^১
অজাচক জাচক পুরক ^২ করতরু ॥	শ্রবণ পূর্ণিত করে সেই নাম ^২ যশে ॥৩॥
প্রেমরস ভক্তি ^৩ দানে শুদ্ধ মহাশয় ।	সে তনু প্রসাদ ভ্রাণে নাসিকা তুষিব ।
দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয় ॥ ১ ॥	প্রণাম কারণে নিজ শির নিজোজিব ॥
নিজ নামে অসীম পল্লব ^৪ বিস্তারিল ।	সে পদ কমলে করি মন মধুকর ।
নিজগুণ কুসুম কীর্তন প্রকাশিল ॥	ভূজযুগ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর ॥ ৪ ॥
প্রেমনাম ফল দিঞা অখিল তুষিল ^৫ ।	চরণ করিঞা অধ দেখি তার লোকে ^৬ ।
আতি শাস্ত হঞা প্রভু জীব নিস্তারিল ^৭ ॥২॥	নিজ দেহে ^৮ নিজোজি ^৯ ধণ্ডিও ভবশোকে ^{১০}
হেন প্রভুর ^{১১} রূপ করি নয়ান ^{১২} গোতলি ^{১৩} ॥	যার গুণ ভাবি ভব অজের বৈভব ^{১৪} ।
হৃদয়ে বাঞ্ছিব গুণ প্রেমের স্ততলি ॥	শ্রুতি স্মৃতি সঘনে বাথানে অনুভব ॥ ৫ ॥

১। এই মঙ্গলাচরণ “বন্দুস্তে ভগ্নিখিতম্” ।

২। তৃতীয় পুথির সংজ্ঞা । ১ম পুথিতে আছে
“প্রথমে পয়ার ছন্দ” । ৩। পুরুষ । ২য় পুথি । অতঃপর
২য় পুথি বুঝাইলে কোন উল্লেখ থাকিবে না । ৪। প্রেম
ভক্তিরস । ৫। নিজনাম অসিমল সব । ৬। তুষিকা ।
৭। জীব নিস্তারিল প্রভু অতি শাস্ত হঞা । ৮। প্রভু ।
৯। নয়ন । ১০। পুতলি ।

নারদ তন্তুর গুরু সহস্রবদনে ।

জনম গোঙায় এক চরিত্র মৌননে^{১৫} ॥

১। আবাস	২। সেহি গুণ ।	৩। লোক ।
৪। দেহ ।	৫। নিজোজিব	৬। ৩২য় ।
৭। শোক ।	৮। বিভব ।	৯। স্তবনে ।

হেন প্রভুর^১ মহিমা বোলিতে কেবা পারে^২ ।
 দরিদ্র গৃহস্থ^৩ যেন আশা করি মরে^৪ ॥ ৬ ॥
 জীবের যোগ্যতা এহি জানিব বিশেষে ।
 যেন তেন মতে দিবা রাখে কৃষ্ণরসে ॥
 কহিতে শুনিতে মাত্র করিব অভ্যাস ।
 ভাগ্যবশে আচরণ যে হয় প্রকাশ ॥ ৭ ॥
 সুজনসঙ্গতি যদি কৃষ্ণ কথা^৫ কহে ।
 কলিমল আনল লীতল রস দহে^৬ ॥
 কন্ঠেত সাহস করি ঈশ্বরের বলে ।
 প্রভুর বলে সিদ্ধ যেন লংঘিল বানরে ॥ ৮ ॥
 অসাহসে কৃষ্ণকথা না কহিলে দোষ ।
 আপনে জলিঞা^৭ করে আপন সন্তোষ ॥
 তবে যত কৃষ্ণরসে রসিকসকল ।
 নানাবেশে বাস করে ধরণীমণ্ডল ॥ ৯ ॥
 উত্তম মধ্যম স্বত যে করে জলনা^৮ ।
 সাধুগণ করে তাতে সরস করনা ॥
 সেই সাধুগণ মনে করিঞা ভরোসা ।
 বুদ্ধি অহুমানে কহি কৃষ্ণগুণ ভাষা^৯ ॥ ১০ ॥
 মধুহারী কীট পুষ্পে আসক্তি না করে^{১০} ।
 যথা যথা মধু পায় তথা তথা হরে^{১১} ॥
 উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতি শক্তি ।
 মনুষ্য শরীরে এই বুদ্ধি তিন জাতি^{১২} ॥ ১১ ॥
 উত্তমে না লয় দোষ গুণ মাত্র ভোগে ।
 শম্বুক ছাড়িঞা হংস সুখী পদ্মযোগে^{১৩} ॥

১। প্রভু। ২। কহিতে কেবা পারে। ৩। গৃহস্থে।

৪। মাত্র। ৫। সুজন সঙ্গতি কৃষ্ণকথা শুনে কহে।

৬। কলিমল অমল লীতল বনে বহে। ৭। জলিঞা।

৮। করিয়ে রচনা। ৯। সেই সাধুগণ...গুণভাষা। ১০।

পুথিতে নাই। ১১। মধুপান করে। ১২। যথা তথা

থাকে পুষ্প তাহার উপরে। ১৩। উত্তম...জাতি। এই

দুই চরণ ২য় পুথিতে নাই। ১৪। উত্তমে...যোগ। ২য়

পুথিতে নাই।

দোষ গুণ সমভাব মধ্যম বিচারে ।
 সর্বদ্রব্য মূল্য যেন বণিকের ঘরে ॥ ১২ ॥
 দোষে দুঃখ গুণে সুখ^{১৪} ক্ষণেক প্রকাশে ।
 পল্লব ছাড়িঞা উট কণ্টক বিলসে ॥
 অতএব ভাবরস^{১৫} সুদৃঢ় জানিব ।
 ভাব হৈতে প্রেমযোগে সুকর্ম সাধিব ॥ ১৩ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি অভিন্নস্বভাব ।
 অত্যাগ্রে সকলে করে সর্বদেহে ভাব ॥
 ভাব হৈতে পৃথক বুদ্ধি যেবা জনে করে^{১৬} ।
 মস্তক ভূষিঞা^{১৭} ঘেন শরীর প্রহারে ॥ ১৪ ॥
 শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী ।
 পসার সাজিঞা তারা লেয় ভক্তিমণি^{১৮} ॥
 প্রণাম করিঞা কহি পণ্ডিতচরণে ।
 কৃষ্ণের প্রসাদ গুণ স্থাপিব যতনে ॥ ১৫ ॥
 হীনের পরশে গল্প নাহে অপবিত্র ।
 কবি দোষে ছুসী^{১৯} নাহে কৃষ্ণের চরিত্র ॥
 শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী ।
 ভক্তি মূল্য দিঞা তারা কিনে ভক্তিমণি ॥ ১৬ ॥
 দুয়ারে দুয়ারে লঞা সাধুগণ ফিরে ।
 আর্তিমূল্য যাচিঞা বিকায় প্রীতি ঘরে ॥
 দরিদ্র অবল খঞ্জ অন্ধ লীন জনে ।
 শ্রদ্ধা পণে সেই^{২০} ভক্তি কিনে বিনিধনে ॥ ১৭ ॥
 তিক্ত মিষ্ট কটু কষা ক্ষার অন্ন নহে^{২১} ।
 নিত্য নিত্য নব স্বাদ জন্মে নর^{২২} দেহে ॥
 রাজ্যে নিবারে নায়ে না পোড়ে আনলে ।
 জ্ঞাতিগণে না হিংসয়ে^{২৩} না দেখে তঙ্করে^{২৪} ॥

১। দোষে সুখ গুণে দুখ। ২। ভাব সব।

৩। ইহাতে পৃথক বুদ্ধি যেহি জন করে।

৪। ভূষিঞা। ৫। শ্রীকৃষ্ণ.....মণি।

৬। পুথিতে এই দুই চরণ এই স্থানে নাই। ১৬

গোকে শেব দুই চরণস্বরূপ আছে। ৬। দুই।

৭। সেই। ৮। তিক্ত কটু কষা ক্ষার অন্ন নহে।

৯। নিজ। ১০। নাহি হিংসে। ১১। নালা তঙ্করে।

নাড়িতে বহিতে কিছু নহে পরিশ্রম ।
বিহ্লাইতে^১ অক্ষর^২ ভোগিতে অনুপাম ॥১৮॥
অনার্যাসে হেন দ্রব্য পাঞা^৩ সর্বজনে ।
অচৈতন্ত^৪ চারায় আলিস্ত^৫ অভিমানে ॥
চৈতন্তে করুক নিত্য চৈতন্ত সঞ্চয় ।
নিত্যানন্দ^৬ আনন্দ করুক অতিশয় ॥১৯॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত^৭ যেন করে প্রেম সঙ্গ ।

গদাধর ধারা^৮ যেন রসের তরঙ্গ ॥
চৈতন্তের প্রিয়^৯ যত বৈষ্ণব সৃজনে ।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষেপে ॥২০॥
শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞানচক্ষুদাত্ত ।
সে পদকমলে মন^{১০} রত্নক সর্বথা ॥
জন্মে জন্মে এই^{১১} মাত্র লভুক প্রসাদ ।
যাহা হৈতে^{১২} খণ্ডে ঘোর সংসারবিবাদ ॥২১॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস^{১৩} কদম্ব ॥
চতুর্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্বন্ধ^{১৪} ॥২২॥
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক^{১৫} সকলে ।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ॥
গুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি ।
অস্তুরে প্রবেশ তবে না হয়ে মাধুরী ॥২৩॥
অল্প অক্ষরে অর্প অনেক সন্ধান ।
পূর্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান ॥
তে কারণে দঢ়াঞা কহিল নিজ মনে ।
• পূর্বপক্ষ যে করে সন্ধান সেই জানে^{১৬} ॥২৪॥

গ্রাম্যকথা^১ হেন মতি ছাড় সর্বজনে ।
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে ॥
হাস্ত অমুরাগ শাস্তি শৃঙ্গার আলাপ ।
যে রসে রসিক যেই সেই করে ভাব^২ ॥
ভক্তিরস অবশ্য লভিবে কৃষ্ণ গুণে ।
শ্রীকবিবল্লভে কহে ধরিঞা চরণে ॥২৫॥

প্রথম অধ্যায়

(দ্বিতীয়ে) সূত্ররস

(ললিত রাগ)

জয় জয় বসুদেব সূত নারায়ণ ।
হরিতে অবনীভার হাপরে জনম ॥
কৌতুকে করিলা বাস দৈবকীউদরে ।
প্রেম বাঢ়াইলা নন্দ যশোদার ঘরে ॥২৬॥
পূতনা মারিঞা কৈল শকটভঞ্জন ।
ভৃগাবর্ত যমল অর্জুন বিমোচন ॥
জননী (বিস্মিত) কৈলা মৃত্তিকাভক্ষেণ^১ ।
ধেনুবংশা রাখিতে^২ শিখিলা দিনে দিনে ॥২৭॥
নক অব^৩ নিপাতিঞা ব্রহ্মার মোহন ।
বৎস ধেনুক দৈত্য প্রলম্ব মরণ^৪ ॥
কালি নাগ দমিয়া আনল কৈল পান ।
বরুণ আলায়ে কৈলা নন্দ পরিব্রাণ ॥২৮॥
গোপীগণ বসন হরিঞা কৈল কেলি ।
যজ্ঞপত্নীগণ তোষে অন্ন ভিক্ষা করি ॥
গোবর্দ্ধন ধরিঞা রাখিল গোপ^৫ কুল ।
অল্ল অল্ল দৈতাগণ করিলা নির্মূল ॥২৯॥

১। বিলাইতে। ২। অরায়। ৩। পায়।
৪। অচৈতন্তে। ৫। আলিস্তে। ৬। নিত্যানন্দে।
৭। অদ্বৈতে। ৮। গদাধরে ধরে। ৯। ভক্ত।
১০। চিত্ত। ১১। এহি। ১২। তাথে হনে।
১৩। সরস। ১৪। মধ্যম নির্বন্ধ। ১৫। গ্রাহক।
১৬। তে কারণে...জানে। দ্বিতীয় পুথিতে এই দুই
চরণ নাই।

১। আত্ম অস্তে। ২। হাস্ত...ভাব—দ্বিতীয় পুথিতে
নাই। ৩। বিস্মিত।—১ম পুথি। বিস্মৃতা—৩য় পুথি।
৪। গ্রহণে। ৫। পালিতে। ৬। কথো।
৭। বকা অঘা। ৮। বৎসক প্রলম্বদৈত্য ধেনুক মরণ।
৯। যজ্ঞকুল। ২য়। ৩য় পুথির এই স্থানের পাঠ যথা—
গোবর্দ্ধন ধরিয়া রাখিলা ব্রজপুরী।
সকল গোপীগণের প্রাণ লৈলা হরি ॥

নিগূঢ় পরম প্রেম গোপিকার সঙ্গে ।
 আদিত্য বিবরিণী ভোগে নানা রঙ্গে ॥
 সুদর্শন শঙ্খচূড় বৃষাসুর কেশি ।
 বোম আদি খলগণ সকল বিনাশি ॥৩০ ॥
 মথুরা প্রবেশ কৈল রাজার আদেশে ।
 কুবজীর কুজ আর রজক বিনাশে ॥
 যজ্ঞনাশ ধনুকভঙ্গ পুরী দরশন ।
 প্রথমে হরিলো কুবলয়ের জীবন ॥৩১ ॥
 চাণুর মুষ্টিক আদি মলগণ মারি ।
 মঞ্চত মারিলা কংস নৃপতি কেশরী ॥
 বসুদেব দৈবকীর বন্ধ বিমোচন ।
 উগ্রসেন রাজা করি তোমারে নিজগণ ॥৩২ ॥
 আশ্বাসবচনে নন্দ পাঠাইলা ঘরে ।
 যজ্ঞহত লঞা শাস্ত্র পঢ়িলা বিস্তরে ॥
 গুরুপুত্র আনি দিলা যমালয় হনে ।
 সর্বক্ষণ কৈলা নিজ গুণের পালনে ॥৩৩ ॥
 শাস্তি বীর করণ শৃঙ্গার যোগে রস ।
 নানা রসে জগজন পুরিল মানস ॥
 অস্তি প্রাপ্তি নামে দুই কংসের মহিষী ।
 জরাসিন্ধু পিতা স্থানে নিবেদিল আসি ॥৩৪ ॥
 জরাসিন্ধু সহায় সকল নৃপগণ ।
 শত্রুভাবে যুদ্ধিয়া মরিল সর্বজন ॥
 তেঁইশ অক্ষোহিনী সেনা যুদ্ধে প্রতিবার ।
 জরাসিন্ধু বিনে মরে সকল ভূপাল ॥৩৫ ॥
 সপ্তদশ বার যদি হারিলে নৃপতি ১ ।
 পুনরপি যুদ্ধহেতু সাজিলা কুমতি ২ ॥
 পূর্বদিগে জরাসিন্ধু বেড়িল সমরে ।
 পশ্চিমে বেড়িল কালযবন প্রথরে ॥৩৬ ॥

১। মথুরা গমন ভবে। ২। লইল। ৩। পঢ়িল
 সকল। ৪। যোগে। ৫। নানা কৰ্ম জগজনের।
 ৬। জনে জনে। ৭। সংগ্রামে। ৮। যুদ্ধিতে
 ৯। বলরাম।

প্রমাদ দেখিঞা ১, কৃষ্ণ গেলা দ্বারাবতী ।
 নিজগণ সঙ্গে তথা করিলা বসতি ॥
 যবন বিনাশ কৈল মুচকুন্দের যোগে ।
 শ্রীরাম রেবতী বিভা আদি অমুরাগে ॥৩৭ ॥
 কৃষ্ণ পাণিগ্রহণ কল্মষী জাম্বুবতী ।
 সত্যভামা কালিন্দী লক্ষ্মণা লঘজিতি ॥
 মিত্রবৃন্দা ভদ্রা এহি অষ্ট বরাজনা ২ ।
 রূপগুণ রসবেশ ৩ আতি অমুপামা ॥৩৮ ॥ -
 যোলায় সহস্র কথা পরম সুন্দরী ।
 নরক মারিঞা বিভা করিলা শ্রীহরি ॥
 পুত্র ৪ কামদেব রতি তাহার রমণী ।
 পৌত্র অনিরুদ্ধ উষা তাহার ঘরণী ॥৩৯ ॥
 গদগাম্বু আদি পুত্র পৌত্র কত দেখে ।
 কৃষ্ণ গুণ সমরূপ বলবুদ্ধি লেখে ॥
 উগ্রসেন মাতামহ পাটের ৫ নৃপতি ।
 অগ্রজ সরণ বলভদ্র মন্তমতি ॥৪০ ॥
 অক্রুর সাতাকি আদি সভার পণ্ডিত ৬ ।
 প্রিয়সখা অর্জুন অথগু যার প্রীত ৭ ॥
 শতধন্য কৃতবর্ণা আদি বীরগণ ।
 সত্রাজিত আদি যত কুটুম্ব স্বজন ॥৪১ ॥
 গোপ্ত ৮ রসে প্রিয়সখা উদ্ধব সুমতি ।
 নিগূঢ় প্রেমের রস ৯ যার অঙ্গে স্থিতি ।
 যদুবংশ বিষ্ণুবংশ বৃদ্ধ গুরুজন ।
 কত কত নিজ লোক আশ্রিত্য ব্রাহ্মণ ॥৪২ ॥
 সুরগণ নিরবধি তাতে ১০ করে স্থিতি ।
 প্রণত কনকরে থাকে অহনিশিপতি ॥
 প্রতি জীব জিহ্বাতে বসতি সরস্বতী ।
 প্রতি ঘরে মাতৃরূপে লক্ষ্মীর বসতি ১১ ॥৪৩ ॥

১। গনিঞা। ২। যুগ্ম অষ্ট রামা। ৩। বশ-
 রসে। ৪। পুত্রকামদেব...বুদ্ধি লেখে—এই চারি
 চরণ দ্বিতীয় পুথিতে নাই। তৃতীয় পুথিতে আছে।
 ৫। রাজ্যের। ৬। মাতৃ হৃপতি। ৭। গুপ্ত।
 ৮। কথা। ৯। তথা। ১০। দ্বিতীয় পুথিতে
 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয়।

সর্বদেহে কাম বসে মূর্তিমন্ত হঞা ।
 প্রতি^১অঙ্গে ক্ষমা শাস্তি ধর্ম্য নীতি দয়া ॥
 বরুণ পবন বসে কহে বৃহস্পতি ।
 নারদ তম্বুর গায় নাচে উমাপতি^২ ॥৪৪॥
 প্রথম প্রহরে লোক দানধর্ম্যে থাকি ।
 দ্বিতীয় প্রহরে লোক রাজকার্য্যে^৩স্থখী ॥
 তৃতীয় প্রহরে বেশ বেহার শয়ন ।
 চতুর্থ প্রহরে পুন রাজদরশন ॥৪৫॥
 সন্ধ্যাবোগে অশ্বরী কিন্নরী বিভাধরী ।
 সূবেশে^৪পঞ্চম গায় করে কামকৌল ॥
 (রাজনবপুরপথে)^৫নগর প্রান্তরে ।
 হাসিতে নাচিতে তারা বিচারণা করে ॥৪৬॥
 সর্বনিশি রসকলা ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে ।
 পরিশ্রমে শ্রম নহে কাহার শরীরে ॥
 সভার সমান রস সন্তে রস সহে^৬ ।
 বিনয়^৭পণ্ডিত কেহো অহঙ্কৃত নহে ॥৪৭॥
 রূপ গুণ রস^৮বেশ অন্তরে বাখানি ।
 ভিন্ন জন অগ্রেতে অপনাহীন মানি^৯ ॥
 নিত্য নিত্য বাড়ে স্থখ রসের অঙ্কুরে ।
 ক্রোধের জনমভূমি নাহি সেই পুরে ॥৪৮॥
 সমুদ্রতরঙ্গগতি অতিশয় নহে ।
 শীতল স্নগন্ধি বিনে বায়ু নাহি বহে ॥
 কিরণ হরিঞা রবি রহে শাস্তি^{১০}গতি ।
 পূর্ণিমা সমান স্থখ জানে প্রতি রাত্তি ॥৪৯॥
 দিবস শীতল নিশি^{১১}নহে অন্ধকার ।
 • কেতকী পরাগ তুল্য^{১২}ধূলির সঞ্চার ॥

বীতে দুর্লভ যতেক বস্তু^১আছে ।
 দ্বারকা নগরে তাহা কেহ নাহি পুছে ॥৫০॥
 কন্দল বিরোধ^২কথা কেহো নাহি জানে ।
 কেবল আসক্তিরস বসে সর্বজনে ॥
 অত্নত্নে সভার মন সন্তেহি^৩বিহরে ।
 কি করে কি ভুঞ্জে কেহ লখিতে^৪না পারে ॥৫১॥
 শোক তাপ জরা ব্যাধি নাহি কোনো দেহে ।
 রাজদণ্ড অকাল মরণ কারো^৫নহে ॥
 হিংসারস দ্রোহী^৬কর্ম্ম কেহো নাহি জানে ।
 যাহাতে সম্বন্ধ ঘেট সেই তাহা মানে^৭ ॥৫২॥
 এইরূপে^৮দ্বারকার অদ্বুত চরিত্র ।
 কহিতে নারেন ব্রহ্মা যার গুণ রীত ॥
 দ্বারকার বৈভব বর্ষিতে কেবা^৯চায় ।
 এক অংশ বর্ষিতে হি শত জন্ম যায় ॥৫৩॥
 কি আর কহিব কথা বৈষ্ণবসমাজে ।
 কৃষ্ণের বেহার স্থল^{১০}অত্ন কিবা কাজে ॥
 বেদব্যাসে শাস্ত্রযোগে বর্ণিল চরিত ।
 সংহিতা সকলে কিছু^{১১}করিল বিদিত ॥ ৫৪ ॥
 সেই ধ্বনি শুনিঞা কহিল সাধুগণ ।
 তাহাতে যে শুনিলাঙ করিল রচন^{১২} ॥
 প্রতিপদ ভাবিঞা ভাবকে ভোগে রস^{১৩} ।
 শ্রীকবিবল্লভে কহে পুরাহ মানস ॥ ৫৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

১। সর্ব। ২। শরীপতি। ৩। ধর্ম্যে।
 ৪। স্থরসে। ৫। দ্বিতীয় পুথির পাঠ। বাজন নপুর
 পঞ্চ। ৬। পুথি ও ৩য় পুথি। ৬। সভাঞি সভার
 রস সন্তে রস কহে। ৭। বিনএ। ৮। যশ।
 ৯। আপন হীন জানি। ১০। শাস্তগতি। ১১। গতি।
 ১২। লক্ষে।

১। গুণ। ২। বিবস। ৩। সর্বত্র। ৪। বুঝিতে।
 ৫। কভো। ৬। সংসারে শত্রুহ। ৭। যাতে যে
 সমুদ্র তারা সেইরস মানে। ৮। এহি মত। ৯। যেবা।
 ১০। ঈশ্বর বিহারস্থান। ১১। কথা। ১২। তাতে
 যে শুনিল তাহা করিল জ্ঞান। ১৩। প্রতিপদ ভাবক
 পুরিয়া পুররস। ২য়। প্রতিপদে ভাব ভাবিয়া সার
 রস। ৩য়।

(তৃতীয়ে) বৈভব রস

(পঠমঞ্জরী রাগ)

জয় জয় দ্বারাবতী অদ্ভুত চরিত্র অতি
সিদ্ধগর্ভে পুরীর নিৰ্ম্মাণ ।

পূৰ্বে কুশস্থলী নামা ত্রিভুবনে অমুপামা
কেবা জানে তাহার প্রমাণ ॥

শুনিঞা গরুড় মুখে কৃষ্ণ তথা গেলা স্থখে
যাতে বিশ্বকৰ্ম্মা কর্ম্ম শেষ ।

রজতে রচিত মহী কাঞ্চনে খচিত তহি
নানা ধাতু চরিত্র বিশেষ ॥ ৫৬ ॥

কত কত অদ্ভুত মরকত মণিযুত
গড়গণ পরশে গগন^১ ।

দ্বাদশ বোজন জুড়ি প্রমাণ প্রসর পুরী
বালমল বালকে কিরণ ॥

(পুরার দুয়ার যত)^২ প্রবাল রতন যুত
সুন্দর সিন্দূর^৩ বর শিরে ।

মুকুতা প্রবালঝারা বরে সিত বস্ত্রধারা
বিরাজিত চঞ্চল চামরে ॥ ৫৭ ॥

মণ্যে কত শত শত রজত রচিত^৪ পথ
অগোর চন্দন বহে ধীরে^৫ ।

ফটিকে^৬ রচিত বেদি অমূল্যরতন নিধি
মণিগণ প্রদীপ বিহরে ॥

অমূল্য^৭ স্তম্ভের জ্যোতি প্রতিবিস্ম নানা রীতি
খেতরক্ত নীল পীত দেখি ।

বিচিত্র সোপান ছটা অলঙ্কিত রূপ বটা
চাহিতে চমকি চলে আখি ॥ ৫৮ ॥

১। জড়িত। ২। গড়গণ গহন গগনে। ২য়। গড় লাগি
আছয়ে গগনে। ৩য়। ৩। প্রথম পুথির পাঠ—পুর
বিহু আর যত। ৩য়—প্রবীণ দুয়ার যত। ৪। শিখর।
৫। রতন- জড়িত। ৬। আগর চন্দনে বহে ধারা।
৭। ফটিকে। ৮। অমল।

পট্টবাসে ইন্দ্রজাল চামরে ছাওনি চাল

তাতে শুক ময়ূর বিহরে ।

হেমঘট জলে পূরি প্রীতি চালে)^১ সারি সারি
ধবল^২ পতাকা ধ্বজ উড়ে ॥

(নব লক্ষ পুর শোভা সুর মুনি মন লোভা)^৩
অধিক অধিক রূপ লেখি ।

ইন্দ্র নীল মণি ময় দীপ্ত করে অতিশয়
সূর্য্যের কিরণ নাহি দেখি ॥ ৫৯ ॥

অতি মত্ত গজগণ অলসে দোলয়ে ঘন
শুণ্ডে ঘন সুরীত^৪ ভুজঙ্গ ।

অবিরত বরে^৫ মদ চালাইতে নায়ে পদ
কটাক্ষে নেহালে নিজ অঙ্গ ॥

চলিতে চরণধূলি^৬ নিজ শুণ্ডে লয় তুলি
পেলিতে পেলিতে পুন রাখে ।

সতত সমর রস অক্ষুশের নহে বশ
চলন রচন নিজ স্থখে ॥ ৬০ ॥

সুরঙ্গ তুরঙ্গ সব পুষ্টে করি নিজ ধব
নিজ শিরে পতিশির ঢাকে ।

প্রসারিঞা নাসাভাতি শিখিল অধর আতি
গদ গদ স্বরে অঙ্গ ডাকে

প্রধান চরণ ছই অঙ্গে অঙ্গে ভূমি ছই
আধ পদে পুচ্ছ বন্ধ করি ।

উন্নত শ্রবণ দেখি সঘন চঞ্চল আখি
নৃত্য করে মনোরথ পুরি ॥ ৬১ ॥

চমকি চমকি ঘন চারিদিকে করে মন
চপল চরিত্রে ঘন খেলে^৭ ।

১। ঘরে। প্রথম পুথির পাঠ। চালে—৩য়।
২। ভোরণ। ৩। নবলক্ষ পুরশোভে, সুর মুনি কণি
লোভে। প্রথম পুথি। ২য় পুথির পাঠ শু ৩য় পুথির
পাঠ এক। ৪। তুরিত।—২য়। তুরিত। ৩য়।
৫। শ্রবে। ২য়। ধরে। ৩য়। ৬। চরণে চালার
ধূলি। ২য়। চরণে চালারা ধূলি। ৩য়। ৭। চপল-
চরিত্র নেন ঘনে। ২য়। তৃতীয় পুথির পাঠ অধমের
জায়।

বুঝিঞা পতির মতি অলুক্ষণ করে গতি চন্দন^১ কদম্বতরু মন্দির সন্তান^২ চাক
 পবন জিনিতে চাহে হেলে ॥ ফলে ফুলে পল্লব দোলিত ।
 হরগজহংসরথ উড়ি পড়ে শত শত কপোত কোকিল শুক নিজমদে উনমত্ত
 চামর পতাকা ধ্বজ সাজে । মন্দ মধু বোলে চারি তিত
 কণক রতন মণি মুকুতা প্রবাল ধনি^৩ মাধবী মালতী জাতি চম্পক লবঙ্গ যুতি
 দশ দিগে স্বরূপ বিরাজে ॥ ৬২ ॥ কত কত কুসুম সুগন্ধ ॥
 দিশু করে বীরভাগ নিত্য নব অনুরাগ মাতল ভ্রমর সব ঝঙ্কারে মদনরব
 প্রতি অঙ্গে যোগ্য অলঙ্কার । ভ্রমরী সহিতে করে^৪ ধ্বন্দ্ব ॥ ৬৬ ॥
 মদন জিনিঞা^৫ গর্ভ কেশরী জিনিঞা দর্প নিশি দিশি অবিরত মধুপানে উনমত্ত
 সাজনি কাচনি অস্ত্র সার ॥ পাখাযুগ পসারিতে নারে ।
 হৃন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ ঢাক ঢোল ভেরু বঙ্ক শরীরে পরাগময় অবশ চরণ ছুই^৬
 ডম্ফ করতাল ভাল সাজে । পড়িতে পড়িতে নাহি পড়ে ॥
 কুমারী কিশোর যথা রত্নাব উপাঙ্গ তথা নগরে নাগরীগণ সমবেশী সর্বজন
 পিণাক মুহুরি বীণা বাজে ॥ ৬৩ ॥ যৌবন নাগছাড়ে কার অঙ্গ ।
 পাখোআজ মন্দিরা বাশি সুবর মণ্ডল কাঁসি কুটিল সুক্কর কেশ ভুবনমোহন বেশ
 কবিলাস কিল্পর প্রধান । অঙ্গে অঙ্গে রসের তরঙ্গ ॥ ৬৭ ॥
 সরস পঞ্চম মেলি করে কত কামকেলি শলীসম পদনথ উপরে জাবকরেথ
 চলিতে রহিতে করে ঠান ॥ অঙ্গুলি স্ততনু দীর্ঘ শোভে ।
 সরোবর নিরমল বিমল তরল জল রামরস্তা উরুগুরু বিপুল নিতম্ব চাক
 আধার পর্যন্ত চলে আখি । জঘন সঘন মন লোভে ॥
 ফটিকে রচিত ঘাট চৌদিগে কনকহাট সুকটি নটন ক্ষীণ ত্রিবলী বলিত ভিন্ন
 কুন্তযোগে বিহরে সুমুখী ॥ ৬৪ ॥ বিনি নীবি বসন ধিলসে ।
 নীতল সমীর ধীর তরঙ্গ রঞ্জিত নীর কনককটোর^৭ কুচ কপট কঠিন উচ্চ
 কুমুদ কমল ঘন দোলে । (মান যোগে^৮ চিবুক পরশে ॥ ৬৮ ॥
 হংস চক্রবাক রবে উড়ি পড়ে স্থান করে (উজ্জল)^৯ কটকহীন মৃগাল স্বভাছ চিহ্ন
 পাখা পসারিঞা ঘন চলে ॥ চম্পককলিকা কিবা তাহে ।
 কেহো ভুবে কেহো ভাসে আগে পাছে যায় রোষে^{১০} চলিতে অঙ্গুলিদাম ধরে নানা বর্ণধাম
 তরঙ্গ সঙ্গতি করে মেলি । উজ্জল কনক বর্ণ দেহে ॥
 পত্নী^{১১} অঙ্গে পাখাধরি মুদিত নয়ান করি
 চঞ্চুযোগে করে কাম^{১২} কেলি ॥ ৬৫ ॥

১। কড় নাহি দেখি শুনি। ২য় ও ৩য়। ২। মোহিয়া
 ৩। ধার রসে। ২য় ও ৩য়। ৪। পতি। ৫। রস।

১। চম্পক। ২। শান্তিক। ৩। সংহতি তার।
 ৪। জয়। ২য় ও ৩য়। ৫। কঠোর। ৬। মনযোগে।
 প্রথম পুথি। মানবেগে। ৩য়। ৭। মৃগাল। ১ম ও ৩য়।

নাসিকার অধে যত অঙ্গ দেখি নানা মত চরণে মঞ্জীর বাজে স্থপট্ট বুধুকী সাজে
 লোমলেশ নাহি (কক্ষ)¹ বিনে। দিব্যবাসে বিবিধ রচনা ॥৭২॥
 উদর বালির ভূমে তৃণাকুর নাহি জানে অগন্ধি অগোর ধূলি কুসুম পরাগ তুলি
 স্জজন বতনে নাহি চিহ্নে ॥ ৬৯। কেশরে ধূসরতমু শোহে।
 বদন মদনভরে কনক সদন হরে (বিধির নির্মাণসীমা)² মদনবিজয়ী বামা
 চান্দ পদ্ম কহন না যায়। আপন আপনে মন মোহে ॥
 অধরে প্রবাল শোভা দশন মুকুতা লোভা³ কে জানে কেমন রীতি বিচিত্র অদ্ভুত গতি⁴
 ললিত অলকাবলী ধায় ॥ চলিতে রহিতে⁵ নাহি জানে।
 খঞ্জন গঞ্জন কজ নয়ন সরসপুঞ্জ যে দেখে সে ধনিমুখ তাতে বত হুঃখ স্মৃথ
 শৌসরে চাহিতে কেহো নাহে। সেইজন তাহাতে প্রধান⁶ ॥৭৩॥
 সরস মধুর হাসে অমিয়া মধুর ভাষে বেশ বিলসিয়া কাম কয়েত কুসুম দাম⁷
 হেলায়ে মুনির মন হরে। ৭০ ॥ নানা কেলি করে ঋতু⁸ সঙ্গে।
 সচল কনকলতা অচল তড়িত বটা বসন্ত আশ্রয় করি ষড় ঋতু অধিকারী
 কিবা (সিত)⁹ ননীর পুতলি। মঘন বিলসে নিজ অঙ্গে¹⁰ ॥
 প্রধান (রতন)⁹ মণি কভু নাহি দেখি শুনি যখন সে ঋতুভোগ ভোগিতে যাহার যোগ
 অমল শরীরে বলমলি ॥ সেই ঋতু তাহাতে উদয়।
 চিকুরে কুসুম মাল সিন্দূর তিলক ভাল কিবা চন্দ্র সূর্য্যগতি কিবা দিবা কিবা রাত্রি
 কজ্জলে উজ্জল হুই আখি। কেহো কিছু না বুঝে নির্গমⁱ ॥৭৪॥
 চন্দন চর্চিত মাঝে কপোলে কুসুম সাজে কোতুকে দ্বারকাপতি অতিস্মৃথে করে গতি
 রক্তরাগে অধিক² কোতুকী ॥৭১॥ যোলয় সহস্র অষ্ট পুরে।
 নামাপুটে রত্ন লোভা উপরে মুকুতা শোভা সভাকে করিয়া বশ সভাতে সমান রস
 (কুণ্ডলে শ্রবণ গণ্ড সাজে)³। সর্বজন মানস বিহরে ॥
 কষুকে মুক্তাহার বেড়ি বেড়ি কতধার রোগ শোক জরা ভয় অকালেত নাহি হয়
 কুচয়গে অরুণ বিরাজে ॥ কৃষ্ণ ভাবে পূর্ণ নিজ জন⁴।
 কেয়ূর কঙ্কণ শঙ্খ অঙ্গদ অঙ্গুরী বন্ধ শ্রীকবিরাজে কয় অখণ্ড আনন্দ ময়
 কটিতে রতন রশনা। সাবধানে শুন সর্বজন⁵ ॥৭৫॥
 তৃতীয় অধ্যায়।

১। বক্ষ। ১ম। কোন। ৩য়। ২। আভা। ৩। লীল
 ১ম। পীত। ৩য়। ৪। রজত। ১ম। ৫। অঙ্গনে রঞ্জন।
 ২য় ও ৩য়। ৬। অধর। ৭। প্রবণে কুণ্ডল গণ্ড
 সাজে ১ম।

১। বিবিধ নির্মাণ সীমা। ১ম ও ৩য়। ২। চরিত্র
 অদ্ভুত আতি ৩। বুলিতে বুলিতে ৪। প্রমাণ। ৫।
 বাণ। ৬। রতি। ২য়। পতি। ৩য়। ৭। কতরঙ্গে।
 ২য়। নিত্যরঙ্গে। ৩য়। ৮। নিশ্চয়। ৯। কৃষ্ণরসে
 ১০। সাধুগণ।

চতুর্থে হাস্তরস

(রামকেলি)

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র ধারকার পতি ।
 ত্রিজগতে রসরাশি ভোগে প্রেমরতি^১ ॥
 নবলক্ষ পুরবর বিচিত্র নগরী ।
 তার মধ্যে যোলয় সহস্র অষ্ট পুরী ॥ ৭৬ ॥
 তাহাতে প্রধান অষ্ট পুরীর নির্মাণ ।
 তাহাতে রুক্মিণী পুরী সভাতে প্রধান ॥
 সেই পুরে কেবল প্রধান এক বর ।
 বিচিত্র নির্মাণ বিধি বৃদ্ধি অগোচর ॥ ৭৭ ॥
 প্রধান^২ কনক বেদি শৌসর সুছন্দ ।
 ফটকের স্তম্ভ তাহে শত ধারা বহু ॥
 রত্ন মণি ধাতুগণ চালের (পস্তন)^৩ ।
 (প্রবাল)^৪ মুকুতা ঝারা সোপান গঠন ॥ ৭৮ ॥
 নির্মল^৫ চামরে শোভে চালের ছাওনি ।
 কনক সলিল (ঘট)^৬ পল্লব দোলনী ।
 গৃহ মধ্যে রতন আসন অদভূত ।
 জলফেণতুল্য শুক ফণিমণিযুত ॥ ৭৯ ॥
 অনন্তের ফণা তুল্য পরম উজ্জ্বল ।
 দেখিতে কঠিন বড় পরশে কোমল ॥
 বিচিত্র গঠন হেম কনকপুতলি ।
 চৌদিকে পরম শোভা করে ঝলমলি ॥ ৮০ ॥
 দিব্য বাসে আংসাদিত কুম্ভে রচিত ।
 অগোরচন্দন পঙ্ক পরাগ মণ্ডিত^৭ ॥
 বৃন্দান্ত মদন যত নিগূঢ় চরিত ।
 অমুরাগে মূর্ত্তিভেদে সঘন উদিত ॥ ৮১ ॥
 সিংহাসনে বিরাজিত কুম্ভ (মহাশয়)^৮ ।
 শত অমুরী সেবা করে অতিশয় ॥

রসাবেশে^১ রুক্মিণী পরম রূপবতী ।
 ত্রিজগতে অমুরাগা পতিপ্রতি মতি^২ ॥ ৮২ ॥
 নির্মল বদনে শোভে (সু)দীর্ঘ লোচন ।
 (কপোলে অলকাবলী)^৩ ঝলকে কিরণ ॥
 নাসা তিলফুল দন্ত দাড়িষের বীজ ।
 কিঞ্চিৎ মধুর হাসে মোহে মনসিজ ॥ ৮৩ ॥
 ভুরু কামচাপ শ্রুতি দুর্লভ উপমা ।
 বিধুফল অধর চিবুক হই সীমা ॥
 (কপাল কপোল)^৪ গগুণ কণ্ঠ পরোধর ।
 সুবলিত ললিত দোলিত যুগ কর ॥ ৮৪ ॥
 ত্রিবলী বলিত কটি অতিশয় ক্ষীণা ।
 জঙ্ঘয়ুগ জবন সঘন ভিন্ন চিহ্ন ॥
 পদনখে শোভে কত^৫ চন্দ্র পাতি পাতি ।
 চরণ চাপিতে যেন অরণের কাণ্ডি ॥ ৮৫ ॥
 পটুবাশে বিরাজিত^৬ কুম্ভে রঞ্জিত ।
 নিজরূপে^৭ কত মণি রতনে গঞ্জিত ॥
 সুদীর্ঘ চামর^৮ কেশে মুকুতার ঝারা ।
 মুকুট (কিরীট)^৯ শোভে বহুমূল্য হীর^{১০} ॥ ৮৬ ॥
 ঝলমলি ঝলকে কুণ্ডল মণিময় ।
 সিন্দূর কজ্জলে ভাল নয়ন যুগল^{১১} ॥
 কেশর কুম্ভে শোভে^{১২} গণ্ডে পত্রাবলী ।
 (কর্পূর তাম্বুলরাগে)^{১৩} অধর বাঙ্গুলি ॥ ৮৭ ॥
 শ্রবণে কুণ্ডলমণি কণ্ঠে বিরাজিতা ।
 বিচিত্র কনক হার^{১৪} সঘন দোলিতা ॥
 চন্দনে চর্চিত কুচ কুম্ভের মালা ।
 কেয়ুর কঙ্কণ করে করে কত থেলা ॥ ৮৮ ॥

১। গতি। ২। অমুরাগ। ৩। ছাওনি। ৪। পুষ্টি।
 ৫। প্রধান। ৬। পুষ্টি। ৭। ঘট। ৮। ঘটে। ৯।
 পুষ্টি। ১০। রঞ্জিত। ১১। দাময়। ১২। পুষ্টি।

১। রসাবেশে। ২। রূপগুণ গতি। ৩। কপালে
 অলকাবলী। ৪। পুষ্টি। ৫। কপালে কপাল। ৬।
 পুষ্টি। ৭। যেন। ৮। বিনিহিত। ৯। তেজে।
 ১০। চাঁচর। ১১। কিরীট। ১২। পুষ্টি। ১৩। প্রবা-
 লের ধারা। ১৪। সিন্দূর অঙ্গনে ভাল নয়নে গুণয়।
 ১৫। হরক কেশের শোভা। ১৬। কর্পূর জাম্বলে
 রাগ। ১৭। পুষ্টি। ১৮। কনকমঞ্জরী হার।

রত্নমণি তাতে তুরি নিরবধি দোলে ।
 কটিতে কনক কিঙ্কণী ঘন রোলে ॥
 শিজিত মঞ্জীর রঞ্জে কজ পদযুগে ।
 করযুগে অঙ্গুরী অঙ্গুলি অঙ্গুরাগে ॥ ৮৯ ॥
 বেশ বিলাসিঞা দেবী মন্দ মধুর হাসে ।
 মধুর গমনে গেলা প্রাণপতির পাশে ॥
 আসনে দেখিল পতি রাজরাজেশ্বর ।
 নিমিঞা মদন কোট বদন স্তম্ভর ॥ ৯০ ॥
 কিবা চক্রে কিবা লিল (?) মুখপদ্ম-রাজে ।
 চকোরনয়ন কিবা ভ্রমর বিরাজে ॥
 ভুরু কামধনু কিবা ভ্রমরের পাথা ।
 কিবা অলি কিবা (চিত্র) ১ ললিত অলক ॥ ৯১ ॥
 কিবা (শুক) ২ চকু কিবা তিলফুল নাসা ।
 প্রবাল বাজুলি কিবা অধর প্রকাশ ॥
 দাড়িধের বীজ কিবা দন্তমুক্তাপাতি ।
 কিবা মুখ কিবা মধু হাতের সুরগতি ॥ ৯২ ॥
 কিবা করিগুণ্ড কিবা সুভূজ যুগল ।
 কিবা অলি সিংহ মাথা ক্রীণ কটি সার ॥
 রামরস্তা উরু গুরু স্তম্ভের গঠন ।
 কিবা নখচক্রেপাতি রতনদর্শন ॥ ৯৩ ॥
 কনক নপুর বর চরণে দোলিত ।
 কটিতে পীত (পট্ট) ৩ বসনে জড়িত ॥
 কোমলভূষণ মণি বনমালা দোলে ৪ ।
 নানা ধাতু রত্নহার ৫ হৃদয় বিলোলে ॥ ৯৪ ॥
 (অঙ্গুরী সজ্জা করে কেয়ুর কঙ্কণ) ৬ ।
 কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড অঁত স্তম্ভোভন ॥
 অগৌর চন্দনগন্ধে অঙ্গ বিভূষিত ।
 ললাটে তিলক কত ভুবন মোহিত ॥ ৯৫ ॥

মকুট কিরীট শোভা দিব্য মণিবরে ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ৭ করে ॥
 কণ্ঠে দুই কণ্ঠে চারি ভুজের বিলাস ।
 নির্ণয় করিতে নারি যে হয় প্রকাশ ॥ ৯৬ ॥
 আসনে দেখিল পতি কঙ্কণী স্তম্ভরী ।
 চামরে ব্যজন করে শত অঙ্গুরী ॥
 পতিভাবে মহাদেবী সমুখে দাড়িঞা ।
 সখী হস্ত হৈতে ৮ লৈল চামর-কাড়িয়া ৯ ৥ ৯৭ ॥
 কার্য্য ছলে পাঠাইলা অঙ্গুরীগণ ।
 পতিসেবা করে দেবী নিয়োজিয়া মন ॥
 কঙ্কণীর অধিকার লপিয়া ১০ ত্রীপতি ।
 পরিহাস বাড়াইতে দৃঢ় কৈল মতি ১১ ॥ ৯৮ ॥
 নিকটে আনিল দেবী মিত্র সম্ভাষণে ।
 অঞ্চল ধরিয়া করে বসান আসনে ॥
 বাম উরুদেশে প্রিয়া রাখিঞা ক্রীহরি ।
 বাম ভুজ মূলে অঙ্গ হেলাঞা স্তম্ভরী ১২ ॥ ৯৯ ॥
 দক্ষিণ ত্রীভূজে তবে চিবুক তুলিঞা ।
 কহিল মধুর কিছু ঈষৎ হাসিঞা ॥
 শুন চক্রেমুখি কিছু কহিব তোমাগে ।
 বুঝিয়া উত্তর ১৩ পুন কহিবে আমারে ॥ ১০০ ॥
 যে কালে ভীষক রাজা রচিল স্বয়ংবর ।
 তখনে একত্র হৈলা নৃপতিমণ্ডল ॥
 সে সব নৃপতিগণ চিরদিন ধরি ।
 তোমাকে বাঞ্ছিলে তারা পত্নীবৃদ্ধি করি ॥ ১০১ ॥
 তাহাতে তোমার পিতা ভ্রাতৃবন্ধ ১৪ গণে ।
 শিশুপালে বর করি বরিল যতনে ॥
 ইচ্ছা চক্রে সম নৃপ ছাড়িলা কি দোষে ।
 আমাকে বরিলে তুমি কোন অভিলাষে ॥ ১০২ ॥
 সে সব নৃপতি বলবুদ্ধিধনবান ।
 কোন অংশে নহি আমি তাহার সমান ॥

১। অঙ্গ মনোহর। ২। পদযুগ। ৩। চকোর
 ভ্রমর কিবা নয়ন বিরাজে। ৪। চক্রে ১ম পুথি।
 ৫। তাহে। ৬। রাস ১ম পুথি। ৭। গলে।
 ৮। মণি। ৯। অঙ্গুলে অঙ্গুরী করে কনক কঙ্কণ।
 ১০ম পুথি।

১। দিব্য। ২। সখী হাতে হনে।
 বুঝিয়া। ৩। উচিত। ৪। গোষ্ঠী

জাতি কুল হীন আমি জানিহ বিশেষে ।
 সমুদ্রে বসতি করি তা সভার জায়ে ॥ ১০৩ ॥
 নৃপতি নহিয়ে আমি নাহি অধিকার ।
 নাম যশ কৰ্ম কেহো না জানে আমার ॥
 (ধনী কে)¹ না ভয়ে আমা দেখি অকিঞ্চন ।
 না বুঝিঞা আমাকে বরিলে অকারণ ॥ ১০৪ ॥
 কুটুম্বিতা ছায় যুদ্ধ (মিত্রতা)² চরিত ।
 সমান সমান জনে কর্তব্য উচিত ॥
 অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে ।
 না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে ॥ ১০৫ ॥
 হেন কৰ্ম যতপি ঘটিল ভাগ্যদোষে³ ।
 তবে হীন কৰ্ম তুমি কর কোন রসে ॥
 তুমি আমি সিংহাসনে থাকি অহিনিশি ।
 পরিচর্যা করুক সে⁴ সব যত দাসী ॥ ১০৬ ॥
 উর্বরী সেনকা জিনি তোমার কিস্করী ।
 সৰ্ব্ব সেবা করুক⁵ সে সব অমুচরী ॥
 আপনাকে অন্ন জ্ঞান কর কি কারণে ।
 এ সকল হীন কৰ্ম ছাড় আজি হেনে ॥ ১০৭ ॥
 কৃষ্ণের রক্তস কথা শুনিঞা সুন্দরী ।
 কৃষ্ণমুখ নিরখিল লজ্জা তাগ করি ॥
 অন্তরে জন্মিল ক্রোধ ভয় অপমান ।
 নয়ানকটাক্ষে করে কৃষ্ণমুখ ধ্যান ॥ ১০৮ ॥
 সচল⁶ নয়ানে জল সঞ্চারিতে না দে ।
 অধর কাঁপিতে পুন রাখে অমুরোধে⁷ ॥
 দীর্ঘশ্বাস জন্মে পুন অঙ্গে অঙ্গে চাড়ে ।
 নানা যুক্তি করে মনে কহিতে না পারে ॥ ১০৯ ॥
 হাসিতে অধর পুন করে বজ্রগতি ।
 নিষাদ জন্মিতে পুন করে হস্ত মতি ॥
 হস্ত আর ক্রন্দন রাখিঞা হুই ভাব ।
 দৈর্ঘ্য হ এগা কহে কিছু সরস প্রস্তাব ॥ ১১০ ॥

ভাল ভাল প্রভু তুমি কহ প্রিয়⁸ কথা ।
 তুমি যে কহিলে নাথ সে নহে অতথা ॥
 অন্নজনে কে জানিবে হেন কথার ভেদ ।
 যেন তেন মতে কহ সেহো ব্রহ্মবেদ ॥ ১১১ ॥
 যখন যে কহ তার স্বভাব জানিঞা ।
 নিরবধি শ্রুতি শ্রুতি থাকে বাথানিঞা ॥
 সহস্রেক শাখা বেদ না পার জানিতে ।
 আমি সে অবলা নারী জানিব কেমতে ॥ ১১২ ॥
 জাতি কুল করি তোমার কোন বস্তু জ্ঞান ।
 সমুদ্রের হ্রদে কর বসতি সন্ধান ॥
 নৃপতি হবেন কেনে জড়িত সংসার ।
 নাম যশ কৰ্ম কেবা জানিবে তোমার ॥ ১১৩ ॥
 ধনী নে (?) লভিবে তোমা কোন ভাগ্য বশে ।
 অকিঞ্চনের প্রিয় তুমি প্রেম ভক্তিরসে ॥
 বিধির বিধাতা তুমি পূজোর পূজিত ।
 সৰ্বজনপ্রিয় তুমি কর সৰ্বহিত ॥ ১১৪ ॥
 কাহার সমান তুমি কে জানিবে মৰ্ম ॥
 কুপুরুষে কি জানিবে তোমার যশ⁹ কৰ্ম ॥
 সংসারী সকলে যাহা যত্ন করি ভজে ।
 তোমার সেবক তাহা যত্ন করি তাজে ॥ ১১৫ ॥
 ভাগ্যবশে ঘটিল তোমার পদলাভ ।
 না বুঝিঞা তোমা প্রতি করি পতিভাব ॥
 আমি সে তোমার যোগ্য হেন বাসি মনে ।
 তোমার আজ্ঞার হেতু বসি সিংহাসনে ॥ ১১৬ ॥
 অধিকারে চামর পরিঞা সেবা করি ।
 দাসীজ্ঞানে তোমার চরণে মন ধরি
 অবলা চঞ্চল জাতি না বুঝিয়েⁱ রীতি ।
 এ সব নিষ্ঠুর দণ্ড তাহাতে উচিত ॥ ১১৭ ॥
 যাকে দাসী জ্ঞান করি না জানিরা মৰ্ম ।
 তারি শুদ্ধ প্রেমভাবে করে সেবা কৰ্ম ॥

১। ধুনীয়ে। ২। মিত্রতা।
 ৩। পুথি। ৪। দৈববশে। ৫। করিব এ।
 ৬। করিব। ৭। সজল। ৮। উপরোধে।

১। সভা। ২। রস
 ৩। সেই যত্নে তাজে।
 ৪। নাহি জানি।

নির্মল চরিত্র দেখি তাকে কর দয়া
আমি দৈবে ভাগ্যহীন তব্ব না জানিঞা ॥১১৮॥
এইরূপে কহিতে কহিতে রূপবতী ।
শিখিল' অধর গণ্ড অরুণ সুগতি ॥
শিখিল দক্ষিণ কর তুলিবারে নায়ে ।
হস্ত হৈতে' চামর পড়িলা ক্ষিতি তলে ॥১১৯॥
প্রিয়র মনের ভাব বুঝিঞা শ্রীহরি ।
সঙ্গমে বদন দেখি হাসিলা মাধুরী ॥
ভুজমূলে ভুজ ধরি হৃদয়ে রাখিঞা ।
দ্রুত আলিঙ্গন দিল অন্তর বুঝিঞা ॥ ১২০ ॥
গণ্ডে গণ্ডে কপোলে কপোলে পরশিল ।
নয়ানে নয়ানে ঘন যতনে রমিল ॥
মনোরথে কৈল কামকেলি আচরণ ।
সরসে রভসে কৈল মনের মার্জ্জন ॥ ১২১ ॥
নানা মতে গোবিন্দ রচিঞা কামকেলি ।
রমণী তুষিলা কিছু কহে বনমালী ॥
কেনে হে প্রাণের প্রিয়া কর হেন রীত ।
গ্রাম্যরমণী হেন না কর চরিত ॥ ১২২ ॥
সহজে পুরুষ জাতি জগতের মাঝে ।
অভিমানে জন্ম যায় দুঃখ ভয় লাঞ্জে ॥
প্রথমে অজ্ঞান থাকে অনেক দিবস ।
বুদ্ধিলেশ জন্মিলে হি' জন্মে নারীরস ॥ ১২৩ ॥
অহনিশি মনঃকথা বিভার' কারণে ।
নানা দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে দিনে দিনে' ॥
সর্ব কার্য্য' ছাড়িঞা বিবাহ করে আগে ।
গৃহপুত্র (পরিষ্কার)' করে অমুরাগে ॥ ১২৪ ॥
নবীন রমণীগণ নাহি জানে রস ।
ক্ষণমাত্রে কোন যোগে' নহে পতিবশ ॥

সর্বসঙ্গে হোসে খেলে থাকে নানা স্ত্রুথে ।
স্বামীকে' দেখিলে মাত্র রহে অধোমুখে ॥১২৫॥
কন্দল পীরিতি কথা সর্বসঙ্গে কহে ।
পতি কিছু জিজ্ঞাসিলে মৌন' হৈয়া রহে ॥
সহজে পুরুষ নব নারীর কারণে ।
দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে ক্ষণক্ষণে' ॥১২৬॥
গৃহ মধ্যে থাকে (পত্নী)' ধৈর্য্য কথা কহে ।
কোন ছলে তার পতি আজিনাতে রহে ॥
দেখিতে না পায় ততু চাহে চারি দিগে ।
না শুনে বচন ততু' কর্ণপাতি থাকে ॥ ১২৭ ॥
(বাজ লক্ষ কার) 'সঙ্গে দীর্ঘ কথা কহে ।
কারণে রহিত ততু নানা ছলে রহে ॥
বৃদ্ধা দাসা শিশু দাস পত্নী সঙ্গে থাকে ।
যত্ন করি তার কথা পুছে তা সভাকে ॥১২৮॥
যথা তথা ভাল দ্রব্য পায় কোন মতে ।
আপনে না (ভোগে)' দেয় তার সখীর হাতে ॥
সখী যদি পতিদ্রব্য হেন তাকে কহে ।
হস্তে হৌ না ছোয় তাহা নয়ানে না চাহে ॥১২৯॥
মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত মানে' কণ্টক কুসুমে ।
অন্ত স্থলে' চলে সখীবচন না মানে' ॥
স্ত্রুথে স্বামী নানা বেশ রচিয়া আপনে ।
যেখানে দেখিতে পায় রহে সেই' খানে ॥১৩০॥
দৈবযোগে পতি যদি দেখে সেই নারী ।
নয়ান পুতলি ঢাকে বিষম করি' ॥
এই মত দিবস পর্য্যন্ত তথা' ফিরে ।
রজনী হইতে বাঞ্ছা নিরবধি করে ॥ ১৩১ ॥
সন্ধ্যাযোগ বুঝিঞা সঙ্করে কিছু ভুঞ্জে ।
নিদ্রাছল কারণে আপনে শয্যা রচে ॥

১। পতিকে। ২। মলিন। ৩। রাত্রি দিনে।

৪। পতি। ৫। পুথি। ৬। বাজলক্ষ করে।

৭। খায়। ৮। পুথি। ৯। বাসে। ১০। খানে।

১১। শুনে। ১২। সে হি। ১৩। বিষম করি ঢাকে

নয়ানপুতলি। ১৪। দুঃখে।

১। কল্পিত। ২। হাতে হনে। ৩। বিবাহ।

৪। রাত্রিদিনে। ৫। ধর্ম। ৬। পুরস্কার।

৭। পুথি। ৮। অংশে।

তার নারী প্রবোধিঞা আনে দাসীগণ ।
 শয্যাতে বসিয়া করে বিমুখে শয়ন ॥ ১৩২ ॥
 নিজভুজে শির তার হৃদয় বিলাস ।
 জাগিতে হৌ নিদ্রাছলে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥
 পতি যদি পত্নীঅঙ্গে নিজ (কর)^১ চালে ।
 তার কর ধরি তবে তৃণবৎ পেলে ॥ ১৩৩ ॥
 নিজ ভুজ কিরাইতে যদি ইৎসা করে ।
 পাষণ অধিক তবে নাড়িতে না পারে ॥
 বসনে শরীর ঢাকে না পড়ে চন্দন ।
 মুখ মেলি নাহি করে তাবুল ভক্ষণ ॥ ১৩৪ ॥
 অশ্রু বিনে কান্দে যদি অতিশয় পুছে ।
 অজস্র জন্মায় যাহা আপনে না বুঝে ॥
 মুখ নিরখিতে পুন চাপে দুই আঁখি ।
 পরিহাস কথা শুনি হয় বক্রমুখী ॥ ১৩৫ ॥
 ভাব বুঝি পতি যদি^২ দূর হঞা রয় ।
 উঠিঞা পলাবে হেন মনে করে ভয় ॥
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কখন শয়ন ।
 অন্ন মাত্র নিদ্রা সর্বরাত্রি জাগরণ ॥ ১৩৬ ॥
 এই হুঃখে চিরদিন করে নানা রীতি ।
 কাল পাঞা নানা যোগে জন্মায় স্মৃতি ॥
 বোবন অঙ্কুর দেখি নায়ক সকলে ।
 রতিরস সকল শিখায় তার তরে^৩ ॥ ১৩৭ ॥
 বক্রকথা হান্তগতি লোচন ইঙ্গিত ।
 পতিতে শিখিঞা হয় আপনে পণ্ডিত ॥
 জানিলে অধিক তার শতগুণ রচে ।
 পাছে সেই পতি তার মরম না বুঝে ॥ ১৩৮ ॥
 এক কহে আর (করে)^৪ আর থাকে মনে ।
 নায়কের চিন্তে শঙ্কা বাড়ে দিনে দিনে ॥
 তবে পতিব্রতা ধর্ম শিখায় তাহাকে ।
 ক্রমে ক্রমে থাকে^৫ রসে রতি স্নেহে ॥ ১৩৯ ॥

১। অঙ্গ। ১ম পুথি। ২। কিছু। ৩। জানায়
 তা সম্বন্ধে। ৪। শুনে। ১ম পুথি। ৫। লঞা।

(গোপ্ত)^১ রূপে গৃহ করে বিরল সন্ধান ।
 আশ্রয় স্থানে করে নিত্য (সাবধান)^২ ॥
 মনে মনে চিন্তে তবে^৩ অপত্য সঞ্চয় ।
 অপত্য অধিক তার যৌবনের ক্ষয় ॥ ১৪০ ॥
 অপত্য জন্মিলে হয় স্বতন্ত্র গৃহিণী ।
 অহঙ্কারে নিত্যরূপে বোলে কটুবানী ॥
 শিশুহেতু^৪ স্নেহ করে পতিকে নিরসে ।
 যত ইৎসা করে^৫ তাহা স্বতন্ত্র বিলসে ॥ ১৪১ ॥
 তার পতি নিত্য ধন^৬ উপার্জন করে ।
 নানা স্নেহে যুবতী পালিঞা থাকে ঘরে ॥
 বৃদ্ধ হৈলে পতি তার হয় অভাজন ।
 নিরবধি সহে পত্নী পুত্রের তর্জন^৭ ॥ ১৪২ ॥
 ধাত্তের বায়স (খেদে)^৮ গাভীর সেবা করে ।
 শিশুপুত্র (দৌহিত্র)^৯ পালিঞা থাকে ঘরে ॥
 পত্নীপুত্র বোলে বৃদ্ধ জীয়ে অকারণ ।
 সকলে বাঞ্ছয়ে সদা বৃদ্ধের মরণ^{১০} ॥ ১৪৩ ॥
 অস্বস্থ অবল দেখি সবে মন্দ বোলে ।
 না মরে কারণ (সবে নিত্য তিরস্করে)^{১১} ॥
 স্মৃতিতে না হয় তার ভক্ষণ^{১২} শয়ন ।
 মরণ অধিক হুঃখ বৃদ্ধের জীবন ॥ ১৪৪ ॥
 বৃদ্ধ মৈলে তার নারী^{১৩} বোলে পুত্রস্থানে ।
 অন্ন বায়ে তার কর্ম^{১৪} কর সমাধানে ॥
 সে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস ।
 ক্রন্দন অস্বস্থ না করিহ ধন^{১৫} নাশ ॥ ১৪৫ ॥
 পুত্রগণ কর্ম করে মায়ের বচনে ।
 তা সত্তার এই গতি^{১৬} হয় কালক্রমে ॥

১। গোপ। ১ম পুথি। ২। সমাধান। ৩ম পুথি।
 ৩। তার। ৪। ভাবে। ৫। যত মনে পড়ে।
 ৬। অর্থ। ৭। অহনিশি সহে পুত্র পত্নীর গঞ্জন।
 ৮। রাখে। ১ম পুথি। ৯। দৌহিত্র। ১০। সকলে
 মেলি বাঞ্ছা তাহার মরণ। ১১। তবে সবে তিরস্করে। ১২ম
 ১২। ভোজন। ১৩। পত্নী। ১৪। অর্থে মৃত কাঁধ্য।
 ১৫। অর্থ। ১৬। রূপ।

এই মত সৰ্ব্ব কাল পুরুষের হুঃখ ।
 কণে কণে চিত্তা বিনে কভু নহে সুখ ।
 স্নানায়ক নাগরের এই সুবিলাস ।
 প্রেমযোগে কথা ছলে করে পরিহাস ॥
 পরিহাস কথা কভু^১ প্রেম বিনে নহে ।
 প্রেম জনমিলে পুন সংসার না দহে ॥ ১৪৭ ॥
 সংসার বস্ত্রণা যদি না ঠেকে শরীরে ।
 তবে ধর্ম কর্ম পথ পারে জানিবারে ॥
 ধর্ম জানিলে জন্মে নির্মল ব্যবহার ।
 জন্ম মৃত্যু হেতু তবে ক্ষতি নহে তার ॥ ১৪৮ ॥
 জন্ম মৃত্যু হেতু যদি সঙ্কোচ না বাড়ে ।
 তবে সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥
 পরিহাস হেতু প্রিয়া কহিল তোমারে ।
 প্রেমযোগে এত হুঃখ বলিলে আনারে ॥ ১৪৯ ॥
 তোমার আলাপে আমি (বাসি বড়)^২ লাভ
 না বুঝিঞা আমাকে করিলে ভিন্ন ভাব ॥
 কৃষ্ণের বিস্তার কথা শুনিয়া কুঞ্জিনী ।
 স্তম্ভ করিয়া অঙ্গ কহে প্রিয় বাণী ॥ ১৫০ ॥
 শুন হে জীবননাথ মোর নিবেদন ।
 সৰ্ব্ব রস কলাতত্ত্ব তুমি পরায়ণ^৩ ॥
 পুরুষের হুঃখ আর নারী অনুরোগে ।
 সংসারী গৃহস্থগণ এইরূপে ভোগে ॥ ১৫১ ॥
 কিন্তু তাতে রসিক (নারক)^৪ সুপুরুষে ।
 অঙ্গুর জন্মিলে মাত্র সিঞ্জে প্রেমধরসে ॥
 অকুমারী নারী স্নানায়ক কথা শুনি ।
 মনে মনে আপনা আপনে দত্ত মানি ॥ ১৫২ ॥
 পতিকথা শুনি অন্তমনা হঞা থাকে^৫ ।
 বালিকা সংহতি খেলে কর্ণ সেই দিকে ॥
 পতি হেতু দেবপুজা করে নিরন্তর ।
 যে দেব যখন দেখে তাতে চাচে বর ॥ ১৫৩ ॥

বিভা হৈলে মাত্র চিত্ত পতিতে সঞ্চরে ।
 সমুখে না দেখে রূপ নিরঞ্জে^১ অন্তরে^২ ॥
 আতি যত্নে দিন কত না বোলে বচন ।
 কর্ণপাতি শুনে তার মধুর জাষণ ॥ ১৫৪ ॥
 নম্রমুখী সূচরিতা জন্মে কিছু হাস^৩ ।
 মনে মনে চাহে নব^৪ পতির সন্তান ॥
 স্নানায়কে যখন অঞ্চল ধরি আনে ।
 ইৎসায়ে না আইসে কর পরশ কারণে ॥ ১৫৫ ॥
 করে ধরি পতি যদি বসায় আসনে ।
 (আসনে না আসে উরে বসিবার মনে^৫) ॥
 উরে বসাইয়া^৬ যদি কিছু পুছে ছলে ।
 নিরীক্ষণ হেতু তবে কিছুই না বোলে ॥ ১৫৬ ॥
 চিবুক ধরিঞা যদি হাস্ত হেতু ভাবে^৭ ।
 চূষন কারণে তবে কিছু নাই হাসে^৮ ॥
 বদন চুষ্ণিঞা যদি করে কামকেলি ।
 আলিঙ্গন হেতু তবে ধরয়ে কাচুলি ॥ ১৫৭ ॥
 কাচুলি খসাইয়া যদি করে আলিঙ্গন ।
 রতি উপরোধে উরু চাপে ঘনে ঘন ॥
 নাগরেক উপরোধ জন্মাইয়া কুমারী ।
 ক্রমে ক্রমে বোলে কিছু বচন মাধুরী ॥ ১৫৮ ॥
 চুষ আলিঙ্গন রতি সুরস বেহারে ।
 নির অঙ্গ সমর্পিয়া পতিসেবা করে ॥
 যৌবন জন্মিলে মাত্র করে যত কর্ম ।
 কে বল নারকহেতু কুলজার ধর্ম ॥ ১৫৯ ॥
 অঙ্গের মার্জ্জন করে পছে অলঙ্কার ।
 নানা গন্ধ মাল্যে রচে রূপের পসার ॥
 স্বামীকে যোজিঞা^৯ করে তাহার সন্তোষ ।
 পতি বিনে এ সকল মানে মহাদোষ ॥ ১৬০ ॥

১। কটাক্ষে নেহারে। ২। চন্দ্রমুখী সচকিতা

উপজে হাস। ৩। নারী। ৪। আসনে না উঠে তবে

বসিবার মনে। ৫। মধুর। ৬। উত্তম বসায়।

৭। রহে। ৮। কিছুই না কহে। ৯। পুজিয়া।

১। বড় বাসি। ২। ম পুথি। ৩। রসিকশেখর।

৪। তোমাকে গোচর। ৫। নাপর। ৬। ম পুথি।

৭। কথো দূর দিয়া থাকে।

নারকের প্রিয় যত জানিঞা সন্ধান ।
 প্রাণপোণে^১ সেবা করে তনয়^২ সমান ॥
 শিষ্ট ছুই দাস দাসী সবে প্রাণপোণে ।
 জলপান না করে দেখিলে গুরুজনে ॥ ১৬১ ॥
 চণ্ডকথা নাহি কহে স্বতন্ত্রে^৩ নাহি বসে ।
 চলিতে চরণশব্দ না করে বিশেষে ॥
 কঙ্কণ নুপুর শব্দ যত্ন করি রাখে ।
 (নাটীগীত রূপ কিছু মনেহ না দেখে)^৪ ॥ ১৬২ ॥
 যেবা যত বোলে তাহা পতিকে না কহে ।
 তিরস্কার পুরস্কার সমভাব সহে ॥
 ভূমিগত নয়ান অন্তরগত কথা ।
 পতিকর্ণে চিত্ত তার প্রেমগত ব্যথা ॥ ১৬৩ ॥
 যুক্তিকালে গুরু মন্ত্রী করণে^৫ কিঙ্করী ।
 মাতৃমত স্নেহ রতিকালে বেশ্যানারী^৬ ।
 ধর্মযোগে পত্নী সেই কেলিযোগে সখা^৭ ।
 কেবল পতির বশ করে ধর্ম শিকা ॥ ১৬৪ ॥
 হান্তরস প্রেমকথা নিরবধি কহে ।
 অন্তরে পরশ রস হেতু তহু দহে ॥
 না কহে অধৈর্য্য^৮ কথা না হয় বিদিত ।
 ভাবে মাত্র ব্যক্ত করে সহজ চরিত ॥ ১৬৫ ॥
 রতি উপরোধ নাহি পরশে অধীন ।
 এ সব জানিব সব কুলজারি চিহ্ন ॥
 সকল ইঞ্জির ভোগ করে নানা ভেদে ।
 তারমধ্যে রতি রস (আসক্তি)^৯ বিরোধে ॥ ১৬৬ ॥
 পূর্বপ্রেম থাকে যদি রতির^{১০} অন্তরে ।
 হান্তরস অজুরাগ লেশ নাহি^{১১} ছাড়ে ॥

সর্বত্র রাখিঞা ভাব ভোগ করে রতি ।
 তবে সে জানিব তার নির্মল (আসক্তি)^১ ॥ ১৬৭ ॥
 নহে যদি রতি হেতু নানা যোগ^২ কহে ।
 (ব হে)^৩ হো অধৈর্য্যতহু অন্তরে হো দহে ॥
 যেন তেন মতে তার চিত্ত আবারিঞা ।
 রতিভোগ করে মন মদনে মোহিঞা ॥ ১৬৮ ॥
 রতিশেষে তাহার আলস্য আগমন ।
 তবে ভুজ শিখিলি অধর কম্পন^৪ ॥
 তবে রস আর্তিকাথা সকল পাসরে ।
 নিজার কারণে তবে নানাতঙ্গী করে^৫ ॥ ১৬৯ ॥
 কোন ছলে করে তবে বিমুখে শয়ন ।
 এ সকল প্রীত কার্য্য কারণ ভজন ॥
 নিম্নল আসক্তি যার সেই ভাগ্যবান ।
 সেই জন জানে সর্বরসের সন্ধান ॥ ১৭০ ॥
 কুলজা রমণীগণ সর্ব হুঃখ সহে ।
 পতির কপটে মাত্র তহু প্রাণ দহে ॥
 সকল ইঞ্জিরগণ করিঞা অধীন ।
 পতিরবশ হঞা থাকে ভাবে নহে ভিন্ন ॥ ১৭১ ॥
 তিরস্কার প্রহার নারকে যত করে ।
 কার্য্য বিচারিঞা সব সহিবারে পারে ॥
 কিন্তু হাস্যরস ভঙ্গ চিহ্ন নাহি দেখি ।
 তথাচ অন্তরে ছাড়ে বাহ্যে করে স্তম্ভী ॥ ১৭২ ॥
 অধিক আদর করে কহে প্রিয়বাণী ।
 বৃক্ষমূল কাটিঞা পল্লবে সিঞ্জে পানি ।
 ই বড় প্রমাদ নাথ কহিল তোমারে ।
 কেবল কুলজাগণ জীয়াস্তে হিঁ মরে ॥ ১৭৩ ॥
 মরিলে মরণ নহে হুঃখ নাহি^৬ মানে ।
 আসক্তি^৭ বিৎসেদ জন মরে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১। শব্দা বিনে। ২। নারক। ৩। সমুখে।
 ৪। নাট্য গীত রূপ রঙ্গ নয়নে না দেখে। ৫ম
 পুথি। ৫। কার্য্যকালে গুরুমতি কারণে। ৬।
 মাতৃমত স্নেহ রীতি। ৭। ধর্মকালে পত্নী সে হি
 প্রেমযোগে সখা। ৮। অধর্ম। ৯। আসক্তি।
 ১০। সম্ভোগ। ১১। ধরে।

১। আসক্তি ১ম পুথি। ২। কর্দে। ৩। কার্য্যে।
 ৪। তবে ভুজ শিখিলি অবল আলিঙ্গন। ৫। গলা-
 ভঙ্গ ধরে। ৬। সহি। ৭। আসক্তি ১ম পুথি।

কল্পিত বচন শুনিঞা হৃদীকেশ ।
 অপরাধ হৈল হেন মানিল বিশেষ ॥ ১৭৪ ॥
 কৃষ্ণ বোলে কি কহিব প্রাণের (ঈশ্বরী) *
 তোমার প্রসাদে আমি রস লেশ ধরি ॥
 তোমার সরসভাবে আমি রসবান্ ।
 নিত্য নব তোমার রসের উপাদান ॥ ১৭৫ ॥
 যে সব আসক্তি রস কহিলে আপনে,
 মনুষ্যশরীরে মাত্র কেহো কেহো জানে ।
 অমুরাগ অমুরাগী যাহার ভজন ।
 নির্মল আসক্তি ভাব বুঝে সেইজন ॥ ১৭৬ ॥
 রসবতনামে গিরি উত্তরে প্রধান ।
 ভুবনমোহন সেই অদ্ভুত নির্মাণ ॥
 রসিক অমরগণ তাতে করে স্থিতি ।
 তাহাতে প্রচার মাত্র নির্মল আসক্তি ॥ ১৭৭ ॥
 সে সব কৌতুক কথা কহিতে না পারি ।
 সাধারণ জন নহে তার অধিকারী ॥
 কৃষ্ণ মুখ বচনে কল্পিত হরযিতা ।
 উপরোধ জন্মাঞা কহিল সুরচিতা ॥ ১৭৮ ॥
 শুন শুন প্রাণনাথ রসিকশেখর ।
 কেমনে দেখিব সেই গিরি মনোহর ॥
 শরীরের কার্য এই নিত্য দেখি শুনি ।
 স্বামী প্রসাদে মাত্র শুদ্ধ প্রেম জানি ॥ ১৭৯ ॥
 অশেষ কৌতুকরস আছে ক্ষিতিমাবে ।
 পুরুষের মধ্যে কেহো* কেহো মাত্র বুঝে ।
 বিশেষ অবলাগণ লাজ ভয়ে বশ ।
 দেখিবে কি কাজ* তারা নাহি শুনে রস ॥ ১৮০ ॥
 পতির অধীন পত্নী কিছু নাহি জানে ।
 তবে যত দেখে শুনে সব পতির গুণে ॥
 কল্পিত অমুরাগে প্রভু ভগবান্ ।
 আদেশিয়া দারকে আনিলা রথখান ॥ ১৮১ ॥

১। হৃদয়ী। ২। এ হি পুরুষত জনেকত
 ৩। দেখিব কিরূপে ।

মেঘপুষ্প বলাহক শৈব স্ত্রীয়ে ।
 গরুড়াক্ষন রথ চারি আশে শোভে ॥
 তার মধ্যে রত্নমণি মন্দির স্তম্বর ।
 উপরে সঘন উড়ে পতাকা চামর ॥ ১৮২ ॥
 কল্পিত সহিত কৃষ্ণ রথের চড়িলা ।
 মণিময় সিংহাসনে আনন্দে বসিলা ॥
 রসাবেশে চর চর সজল নয়ান ।
 হুহু হুহু নিরীক্ষণ করয়ে সঘন ॥ ১৮৩ ॥
 কিছুই না বুঝে কেহো আসক্তির ভাবে* ।
 যে অঙ্গ পরশ করে সেই অঙ্গ দ্রবে ॥
 কৃষ্ণ আঙা লৈঞা তবে দারক স্তুতি ।
 উত্তরে চলায় রথ আতি শীঘ্রগতি ॥ ১৮৪ ॥
 দারকা ছাড়িঞা রথ উঠিলা আকাশে ।
 সমুদ্র লংঘিঞা চলে* ধরনী উদ্দেশে ।
 হেন কৃষ্ণকথা রস মধুর ভাষন ।
 কহে কবিবল্লভ শুন সর্বজন ॥ ১৮৫ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

পঞ্চমে প্রেমরস

দীর্ঘ ছন্দ ।

জয় জয় হৃদীকেশ কেবল রসিকবেশ
 কল্পিত রাখিয়া বাম উরে ।
 সঘনে বদন চাহে হাসি হাসি কথা কহে
 জন্মাইঞা প্রেমের অকুরে ॥

১। দ্বিতীয় পুথিতেও পাঠ হুহু—যথ,
 গরুড় নহেন কর চারি আশে শোভে ।
 তৃতীয় পুথির পাঠ ১ম পুথির স্থায় ।

২। হুহু হুহু অবিরত করে নিরীক্ষণ । ৩। আসক্তি
 দভাবে উড়িল উড়ে

তুমি প্রিয়া প্রাণেশ্বরী	রূপগুণ অধিকারী	গলে নানা ফুলমালা	অগৌর চন্দন ধূলা
প্রেমরসে শরীর জড়িতা ।		মাখিঞা সঘন করে ঠান ॥	
যাতে নাহি অনুবাগ	সে কি বুঝে অমুরাগ	পুরুষ করিয়া বশ	তাহে করে পতিরস
মিথ্যা ভোগে সে জন মোহিতা ॥ ১৮৬ ॥		কেশ আধ আধ করি বাজে ।	
তোমাকে সংহতি করি	চলিব প্রধান গিরি	কপালে সেন্দূর দেগি উজ্জ্বল কঙ্কালে আখি	
যাতে প্রেম রসের জনম ।		বিষু জিনি অপর (সুছান্দে) ^১ ॥ ১৯০ ॥	
অম্বর কিয়র যত	চারণ খেচর ভূত	স্বকণ্ঠে কনকহার	করেত কঙ্কণ সার
কেলি করে জানিঞা মরম ॥		কটিতটে পট্টবস্ত্র ^২ সাজে ।	
সিন্ধু বিজ্ঞাধর যক্ষ	গুহক গন্ধক দক্ষ	বলিত কিঙ্কিনী সব	মন্দ মন্দ করে রব
বিরলে অমরগণ বসে ।		চরণে মঞ্জীর ধীর বাজে ॥	
পুরুষে রমণগতি	রমণী পুরুষভাতি	কনক কটোর চুই	হৃদয় উপব খুই
মদন উন্মত্ত সেই রসে ॥ ১৮৭ ॥		কুচ বুদ্ধি করি আৎসাদিঞা ।	
যতনে ^৩ রমণীকূলে	কুণ্ডল বাঁকিঞা ভালে	বসনে শরীর ঢাকে	নয়মুখী হুঞা থাকে
তাহে শোভে নানা পুষ্পমালা ।		গতি আঁত মন্দ সচকিঞা ॥ ১৯১ ॥	
মুক্তা প্রবাল ঝুরি	শোভা করে সারি সারি	কুসুম গেণ্ডুরা করে	কেহো বা চামর ধরে
অঙ্গে যেন সৌদামিনী ^৪ খেলা ॥		হাস্তরস রমণী অপার ^৫ ।	
ঝলকে অলকাপাতি	বিচিত্র কপাল ভারি	পতিকে করিঞা বশ	সাধিল ভর্জুকাস
চন্দন তিলক দীর্ঘ ^৬ সাজে ।		মুখে করে অশেষ বেহার ॥	
নাসা তিলফুল তুগ,	দশন মুক্তামূল	এ সব চরিত্র কথা	দেখিবে শুনিবে তথা
হাস্তরসে পীযুষ বিভজে ॥ ১৮৮ ॥		তরুকূলে নানা ফুল ধরে ।	
কেশরে কপোলভাগ	তাঁধুলে অধররাগ	স্বরূপ কুসুমগন্ধ	অবিরত মকরন্দ
কণ্ঠে মণি ধাতু রত্নহার ।		পান করে মত্ত মধুকরে ॥ ১৯২ ॥	
অঙ্গদ বলয়া করে	অঙ্গুলে অঙ্গুরী ধরে	লতায় জড়িত মধু	পান করে সুরবধু
কটিতটে বসন বিহার ॥		নৃত্য গীত আতি বিলসিতা ।	
মুখর নুপুর পদে	গতি করে অতি মদে	সকল রমণী মেলি	সুরস পঞ্চম কেলি
ক্ষীণ কটি বসনে আটনি ^৭ ।		যন্ত্রনাতে সঘন ^৮ মোহিতা ॥	
সকল পুরুষ বাল্য	পয়োধর ভিন্ন চিহ্ন	শুনিঞা কৃষ্ণের কথা	ক্লিষ্টা হরিষচিত্তা
তাহে দিব্য বাসে শুবক্ষণি ^৯ (?) ॥ ১৮৯ ॥		আনন্দে ^{১০} কহেন প্রিয় বাণী ।	
সরসে অলস তনু	বাম করে ফুলধনু		
দক্ষিণে কুসুমশর বাণ ।			

১। নয়ন অঙ্গনে লিখি। ২। হুচান্দে। ৩।

১। যতেক। ২য় ও ৩য়। ২। তড়িতের। ৩। ভালে।

৪। আটনি। ৫। সুরকুন। ২য়। সুবন্ধন। ৩য়।

পুণি। ৩। পাটপট্ট। ৪। আকার। ২য়।

সবার। ৩য়। ৫। চন্দ্রনাথে সকল। ৬। ব্যাকুলে।

এমত কোতুক রীত শুনিঞা (ভুলিল)¹ চিত
 সঙ্করে দেখিলে সুখ মানি ॥ ১২৩ ॥
 যেখানে² তোমার প্রীতি সে দেহে³ সভার হিত
 সেইরূপ গুণ সুখ সামা ।
 সেহ দ্বাং সেই পত্র সেই সে সভার রম্য
 কেবা জানে তাহার মর্মহমা ॥
 কৃষ্ণগীর বাক্য রীতি কৃষ্ণ দিলা অমৃত
 দারুণে ডাকায় রথখান ।
 চঞ্চল চপল বাজি আপন বিক্রমে সাজি
 নৃত্যাবেশে করিল পয়ান ॥ ১২৪ ॥
 চমকে প্রফুল্ল আখি কর্ণধূগ উদ্ধ দেখি
 আতি শায়গতি পদ পোলে ।
 পবন জিনিঞা রঙ্গে সারথির মতি সঙ্গে
 সমুদ্র তরিল আতি হেলে ॥
 হেন সুখে রথমাঝে কৃষ্ণগী গোবিন্দ সাজে
 নানা কথা রতন বিহরে ।
 শ্রীকাববল্লভে কথ্য সুকৃতি রসিকচয়
 কৃষ্ণরসে পূরহ অন্তরে ॥ ১২৫ ॥
 ১২৫ম অধ্যায় ।

মণ্ডে অঙ্কুর রস

। সুহই রাগ ।

জয় জয় ব্রহ্মাণ্ডনারক দামোদর ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অখণ্ডকলেবর ॥
 সমুদ্র ধরণী দেখি কৃষ্ণগী সুন্দরী ।
 কৃষ্ণকে পুছিলা কিছু বচনমাধুরী ॥ ১২৬ ॥
 গুন গুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন ।
 পক্ষীত ধরণী সিদ্ধ কতেক গণন ॥
 উর্দ্ধে অধে কত লোক বসে কত জাতি ।
 কাহার উপরে এই ধরণীর স্থিতি ॥ ১২৭ ॥

১। ভুলল। ২। সে বোলে। ৩। সে দৈবে।
 ৪। ও ৩য়। ৫। গণন।

জলস্থল কতদূর ধরণী প্রমাণ ।
 কহিবে সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান ॥
 কৃষ্ণগীর বচন শুনিঞা নারায়ণ ।
 কহিব সকল প্রিয়া তাতে দেহ মন ॥ ১২৮ ॥
 বেদ হনে মুনিগণ ধ্বনি জানে মাত্র ।
 তা সভার কথাতে জন্মিল স্মৃতিশাস্ত্র ॥
 সুর নর ফণি সেই শাস্ত্র ধ্বংস করে ।
 তাতে যে গুনিল তাহা কহিব তোমারে ॥ ১২৯ ॥
 চিরদিনে কহিতে না পারি এই কথা ।
 সংক্ষেপে কহিব কিছু গুন সূচরিতা ॥
 শম্বকের ডিম্ব যেন ব্রহ্মাণ্ড রচন ।
 দীর্ঘ পরিসরে অণু শৌসর গঠন ॥ ২০০ ॥
 কঠার ভিতরে আধ সলিল আধার ।
 তাহার উপরে বিষ্ণু কুর্শ অবতার ॥
 তাহার উপরে শোভা অনন্ত মূরতি ।
 নিজ ফণা আধারে রাখিল বহুমতী¹ ॥ ২০১ ॥
 অষ্ট গজ দশনে অনন্ত দণ্ড ধরে ।
 সপ্তম পাতাল সেই ফণার উপরে ॥
 ষষ্ঠে রসাতল নাম পঞ্চমে মহাতল ।
 তলাতল চতুর্থে তৃতীয়ে স্তল ॥ ২০২ ॥
 দ্বিতীয়ে বিতল নাম অতল প্রথম ।
 এই সপ্ত পাতালে বসতি ভূজঙ্গম ॥
 নাগলোক বৈসে তথা দিবা রূপধারী² ।
 স্বর্গের অধিক পুরী কি বর্ণিতে পারি ॥ ২০৩ ॥
 ভূলোক সপ্তমো পূর নর অধিকার ।
 পৃথিবী তাহার নাম মনুষ্য প্রচার ॥
 স্থির বায়ু আধারে সকল লোক বসে ।
 অহুপাম সুখ ভোগ পৃথিবী বিলসে ॥ ২০৪ ॥

১। সব ক্ষিতি। ২। মূর্তিধরি। ২য়। এইস্থানে
 ৩য় পৃথিবী পাঠে হুসঙ্গত অর্থ হয়,—

নানা লোক বৈসে তথা দিব্যমূর্তি ধরি ।
 স্বর্গের অধিক স্থখ কি বর্ণিতে পারি ॥

তার মধ্যে স্নমের পর্বত মনোহরে ।
 কাঞ্চনে নির্মিত গিরি অতি শোভা করে ॥
 চৌরাশি সহস্র উর্দ্ধ প্রহরপ্রমাণ ।
 মন বুদ্ধি অগোচর গিরির নির্মাণ ॥ ২০৫ ॥
 বোলয় সহস্র দণ্ড ধরণী ভিতর ।
 অষ্টাদশ সহস্র প্রহর পরিসর ॥
 বত্রিশ সহস্র শিরে প্রহর বিস্তার ।
 ধুস্তর কুসুম যেন অতি শোভাকার ॥ ২০৬ ॥
 উত্তরে মন্দার মেরু মন্দার পূরবে ।
 দক্ষিণে কুমুদ নাম পর্বত স্বরূপে ॥
 পশ্চিমে সুপার্ব্য গিরি অতি রম্য দেখি ।
 দশ দশ প্রহর প্রহর দীর্ঘ লেখি ॥ ২০৭ ॥
 সে চারি পর্বত ধরে স্নমেরু কাকালি ।
 স্নমেরু ঠেকনা তঞা আছে চারি গিরি ॥
 মন্দার পর্বত বেড়ি চারি মহীধর ।
 'কুসুম বৈকুণ্ঠ আর কুরঙ্গ কুবর' ॥ ২০৮ ॥
 দুই দুই সহস্র প্রহর দীর্ঘ লেখি ।
 মন্দার পর্বত ধরে আতি শক্তি দেখি ॥
 মন্দাব উপরে বৃক্ষ আশ্রয় মনোহর ।
 দীর্ঘ একাদশ শত পথ পরিসর ॥ ২০৯ ॥
 আশ্রয়সে অরুণদা নামে নদী বহে ।
 বৃক্ষের সমীপে ঢঙ্ক সরোবর রহে ॥
 চৌদিকে নন্দনবন অতি শোভা করে ।
 ভুবনগল্লভ সেই মন্দার স্নন্দরে ॥ ২১০ ॥
 পূর্বে মেরু মন্দার (পর্বত মনোহর)
 উত্তরের ক্রমে সেই দীর্ঘ পরিসর ॥
 ত্রিকুট ত্রিশির আর পতঙ্গকচকে ।
 এ চারি পর্বত মেরু ধরিল মন্তকে ॥ ২১১ ॥

জম্বুনামে বৃক্ষ মেরু মন্দার উত্তরে ।
 যার নামে জম্বুদ্বীপ বিদিত সংসারে ॥
 গজপ্রায় ফলরসে জম্বুনদী বহে ।
 কর্দমে কাঞ্চন যার স্রবণের দহে ॥ ২১২ ॥
 মধু সরোবর তাতে চিত্ররথ বন ।
 আর যত যত আছে কি তার গণন ॥
 দক্ষিণে কুমুদ কটি চারিজনে ধরি ।
 সিতবাস কপিল নিসদ সজ্জাগিরি ॥ ২১৩ ॥
 কুমুদ কদম্বতরু পঞ্চধারা নদী ।
 বৈভ্রত বনে ইক্ষুসরোবর নিধি ॥
 পশ্চিমে সুপার্ব্য তলে চারি গিবি শোভে ।
 বৈভ্রগা জাকর্ণি হংস ঋষভ শূলাভে ॥ ২১৪ ॥
 বটতরু কামনদ স্বাহ সরোবর ।
 বিখ্যাত সর্বতোভদ্র বন মনোহর ॥
 এইরূপে পৃথিবীর অনাদি গঠন ।
 তবে আর কহিব পূর্বের বিবরণ ॥ ২১৫ ॥
 পূর্বকালে কৈল ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন ।
 জন্মাইলা মানসে অনেক পুত্রগণ ॥
 যত যত ব্রহ্মার মানসপুত্র হয় ।
 জন্মিলে সংসারকন্ড কিছুই না লয় ॥ ২১৬ ॥
 ইন্দ্রিয় অধীন নহে মুক্ত হঞা বলে ।
 ব্রহ্মার আজ্ঞায়ে কেহো সৃষ্টি নাহি করে ॥
 সৃষ্টি কন্ড দেখি তারা বন্দী হেন বাসে ।
 না হয় ব্রহ্মার বশ স্বতন্ত্র বিলাসে ॥ ২১৭ ॥
 মানসে জন্মাইলা সৃষ্টি স্তম্ভ নাহি মানে ।
 তবে শক্তি প্রকাশিল সৃষ্টিব কাৰণে ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু হৈল ব্রহ্মার কুমার ।
 শতকপা কথা হৈল মানসী পাচাব ॥ ২১৮ ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু যদি প্রকৃতি দেখিল ।
 সেইক্ষণে প্রকৃতিতে চিত্ত আবারণ ॥

১। সুপার্ব্য। ২। বর। ৩য়। কুরঙ্গবর। ৩য়।

৩। নীল করি। ৪। একাদশ শত পথ প্রহর দীঘল।

৫। উত্তম শোভা করে। ১ম পৃথি।

১। উপরে। ২। সুরাশ্রয় দেখে। ৩। এই
 পোক ২য় পৃথিতে নাই। ৪। স্রবণ ভাল।

ব্রহ্মার আজ্ঞায় তবে শতরূপা সহৈ ।
 করিল মৈথুনস্থটি পরম উৎসাহে ॥২১৯॥
 শিবশক্তি মৈথুনে জন্মিল সৃষ্টিভার ।
 শতরূপা যোনিযোগে গর্ভের সঞ্চার ॥
 প্রিয়ব্রত, করিষ্ঠ উত্তানপাদ নামে ।
 স্বায়ম্ভুর দুই পুত্র জন্মিল প্রথমে ॥২২০॥
 তার পাছে পুত্র কণ্ঠা কত কত হৈল ।
 নানা মত জীব কত শরীরে জন্মিল ॥
 মর্ত্যালোকে অধিকার^১ প্রিয়ব্রত রাজা ।
 যার বলে অমর অন্তরে করে পূজা ॥২২১॥
 মহাতেজ দম্ভ ধরে নৃপতি প্রচণ্ড ।
 তপস্শার ফলে ভোগ কৈল রাজাখণ্ড ॥
 স্নমেক বেড়িঞা সূর্য্য করে প্রদক্ষিণ ।
 সপ্তষোড়া এক চাকা ভ্রমে বাত্রিদিন ॥২২২॥
 যে দিগে সূর্য্যের গতি দিবা সেই দিগে ।
 সূর্য্য বিনে রাত্রি হয় অন্ধকাব যোগে ॥
 তবে প্রিয়ব্রত রাজা চিস্তিল অন্তরে ।
 রাত্রি বিনে দিবা কেনে না হয় সংসাবে ॥২৩॥
 সূর্য্যের সমান রাজা মহাতেজ ধরে ।
 তে কারণে রথ ষোড়া কৈল যোগবলে^২ ॥
 ধরণীতে চাকা রাখি রথ পেদাইল ।
 স্নমেক দক্ষিণে রাখি রথ ফিরাইল ॥২২৪॥
 স্নমেকর দুই দিগে দুই তেজ ফিরে ।
 রাত্রি দিবা তঞা তবে সংসার বিহরে ॥
 প্রিয়ব্রত তেজবলে শাস্ত্রগতি ভরে ।
 চাকা তল গেল পৃথ্বী টল মল করে ॥২২৫॥
 তবে পুন রথচক্র দূরেত রাখিল^৩ ।
 তাহার দ্বিতীয় তবে তথ্যে জন্মিল^৪ ॥

দিবসেক সেইখানে চাকা নহি চলে ।
 তথা হৈতে চাকা তুলি পেলাইল দূরে ॥২২৬॥
 ছলক্ষ প্রহর গর্ত সেখানে হইল ।
 তাহার দ্বিগুণ তবে তৃতীয়ে জন্মিল ॥
 এইরূপে সপ্ত দিন ভ্রমিল নৃপতি ।
 যার তেজে কেহো না জানিল দিব্যরাতি ॥২২৭॥
 দিব্যরাতি ভেদ বিনে প্রমাণ না হয় ।
 তাহা দেখি সুরগণ চিস্তে অতিশয় ॥
 তবে দেবগণ গেলা প্রিয়ব্রত পাশে ।
 কহিল অনেক মত মনের বিলাসে ॥২২৮॥
 তুমি রাজা মহাবল ব্রহ্মতেজ ধব ।
 তুমি কেনে অল্পভ্রমে^১ তেন কর্ম কর ॥
 রাত্রি দিবা ভেদ বিনে প্রমাণ না হয় ।
 অধিকার হাস বুদ্ধি না বুঝি নির্ণয় ॥২২৯॥
 দেবের বিশ্রাম নহে না জন্মে অদৃষ্ট ।
 বিশেষ না জন্মে এই সংসারের সৃষ্ট ॥
 পৃথিবী সহিতে নারে এ সকল ভার ।
 দুই তেজে নষ্ট হৈল অপণ্ড সংসার ॥২৩০॥
 সাতদিনে অর্দেক পদণী গেল নাশ ।
 কোথাতে রাখিঞা রথ করিবে প্রকাশ ॥
 সকল করিতে পার নিজ বল তেজে^২ ।
 ব্রহ্মার নিবন্ধ কেনে আপনে হরিবে^৩ ॥২৩১॥
 জ্বায়ে^৪ দহিলে লোক বীজ নাহি জন্মে ।
 সত্ত্বের করত ধৈর্য্য হেন চণ্ড কশ্মে ॥
 সুরগণ এচনে নৃপতি শাস্ত্র হৈল ।
 তুষ্ট হঞা দেবগণে আশীর্বাদ কৈল ॥২৩২॥
 গোলোকের সুরভি (স্তবিগা)^৫ নিল তথা ।
 সপ্তধারে সপ্তরস প্রসবিল মাতা ॥

১। মর্ত্যালোক অধিকারী ২। বথচাকা কৈল
 নিজবলে। ২য় ও ৩য়। ৩। সেই চক্র দূরে ফিরাইল।
 ৪। লক্ষ প্রহর গর্ত সেখানে জন্মিল।

১। তবে কেনে অল্পভ্রমে। ২। তেজশক্তি-
 গুণে। ২য় ও ৩য়। ৩। হরিবে আপনে। ৪। জ্বালায়।
 ২য় ও ৩য়। ৫। তরিয়। ১ম পুষ্টি। স্তবিত্যে। ৩য়।

প্রথম ব্রহ্মদেব মাতা দিলা স্তনধার ।
 ক্ষীররসে পূর্ণ কৈলা প্রথম আধার ॥২৩৩॥
 দ্বিতীয়ে পূর্ণিত কৈল মিষ্ট ইক্ষুরসে ।
 তৃতীয়ে মদিরা রসে^১ পূর্ণিল হরিষে ॥
 চতুর্থ আধার তবে যতে^২ পূর্ণ কৈল ।
 পঞ্চমেত অন্ন দধি খন্দক পূর্ণিল^৩ ॥২৩৪॥
 যথেষ্ট কষায় চুপ্প করিল পূর্ণিত ।
 সপ্তমে নির্মূল জল বাখিল নিশ্চিত ॥
 একরূপে সপ্ত ব্রহ্ম পরিপূর্ণ কৈল ।
 স্রবণে সিন্ধু ছেন নাম নিয়োজিল ॥২৩৫॥
 রাজা নেনারিঞা স্রবণ গেলা ঘবে ।
 ভ্রমণে রাজা করে ধর্ম নৃপবরে ॥
 সপ্তচাকা আধাতে সমুদ্র সপ্ত তৈল ।
 তাব মধ্যে মধ্যে সপ্ত দ্বীপ নিবমিল ॥২৩৬॥
 স্রমেক সম্পত্তি^৪ সঙ্গে জন্ম দ্বীপ দেখি ।
 লক্ষেক প্রহর দ্বীপ^৫ অধিকার দেখি ॥
 মণ্ডল আকার দ্বীপ পবন শোভিত ।
 লবণ সমুদ্র তার চৌদিগে বেষ্টিত ॥২৩৭॥
 দ্বিগুণ দ্বিগুণ করি দ্বীপের বিস্তার ।
 দ্বিতীয়েত প্রক্ষদ্বীপ বলয়া আকার ॥
 তৃতীয়েত কুশদ্বীপ জগতে বিখ্যাত ।
 ক্রৌঞ্চ নামে দ্বীপ এসে চতুর্থে সূভাতি^৬ ॥২৪॥
 পঞ্চমেত শাকদ্বীপ পরম সুন্দর ।
 যথেষ্ট শাল্মলী দ্বীপ সপ্তমে পুষ্কর ॥
 এষ্ট সপ্ত দ্বীপ শোভে ধবণী গুসার ।
 সিন্ধু মধ্যে মধ্যে যেন বলয়া আকার ॥২৩৯॥
 সপ্ত দ্বীপে সমুদ্রে যতেক ভূমি লেখি ।
 তাহার সমান ভূমি কাঞ্চনের দেখি ॥

চৌদিগে কাঞ্চনভূমি মহাতেজ ধরে ।
 যথা গেলে আপনা চক্ষিতে কেহো নায়ে ॥২৪০॥
 শ্বেত রক্ত নীল আদি নানা বর্ণ রাখি ।
 তেজে প্রবেশিঞা সব পীত মাত্র দেখি ॥
 শব্দ মাত্র জানি সর্বপ্রাণীর নিধন ।
 কেবল অমরগণ ক্রীড়ার আলায় ॥২৪১॥
 বাহ্যেত মানসোত্তর নাম মহীধর ।
 বলয়া আকার উচ্চ লক্ষেক প্রহর ॥
 পূর্নদিকে ইন্দ্রপুরী নামে দেবধানী ।
 দক্ষিণে যমের পুরী নাম সঞ্জামিনী ॥২৪২॥
 পশ্চিমে বরুণ পুরী^৭ লোচনী নগরী ।
 উত্তরে চন্দ্রের পুরী নামে বিভাবরী ॥
 চারিদিগে পুরী সেট মহীধর^৮ শিরে ।
 স্বর্গের তুরঙ্গ ঢাকা সে পর্বতে ফিরে ॥২৪৩॥
 তার বাহে লোকালোক নানো মহীধর ।
 বলয়া আকার সেট^৯ চৌদিকে শোঁসর ॥
 ভুবনৈব চতুর্থে তার অধিকার ।
 উদ্ধে ত্রয়োদশ কোটি পথের বিস্তার ॥২৪৪॥
 স্বর্গ অগ্নি কিরণে উজ্জল কভু নয়^{১০} ।
 ঘোর অন্ধকার বিনে দীপ্ত নাহি হয়^{১১} ॥
 তার বাহে অন্ধকূটা^{১২} পর্বত সংহতি ।
 বিষ্ণুশঙ্ক^{১৩} বিনে তথা কারো নাহি গতি ॥২৪৫॥
 মন্তালোকে বাস কবে মনুষ্য সকলে ।
 প্রহর পঞ্চাশকোটি দীর্ঘ পরিসবে ॥
 সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে প্রিয়ব্রত রাজা ।
 (জনহ)^{১৪} পর্যাং তেহো কৈল বিষ্ণুপূজা ॥২৪৬॥
 অন্তকালে স্বর্গলোকে করিলা বসতি ।
 তার বংশে সপ্তপুত্র হৈলা দ্বীপপতি ॥

১। কটু। ২য় ও ৩য়। ২। চতুর্থ আধাবে
 তিত্ত যত। ৩। অন্নরসে পঞ্চম খন্দক আবিল।
 ৪। সম্পত্তি। ৫। গর্ত। ৬। সুভাতি।

১। বকপু নিষ। ২। মহীধর। ৩। সেহো।
 ৪। লয়। ৫ম পুথি। কভো উজ্জল নহে। ২য় পুথি।
 ৫। মুক্ত কভো নহে। ৬। অন্ধকূটা। ২য়।
 অন্ধ কূটা। ৭য়। ৮। নন্দী। ৯। আকস্ম। ১০ম পুথি।

অগ্নিধ্রু^১ প্রধান পুত্র জম্বুদ্বীপে রাজা ।
 প্রজ্বদ্বীপে ইক্ষুজিহ্বা^২ কৈল ব্রহ্মপুত্রা ॥২৪৭॥
 কুশদ্বীপে যজ্ঞবাহু^৩ করে অধিকার ।
 ক্রৌঞ্চ^৪ চিরগ্যারেতা ধর্ম্য^৫ (অবতার^৬) ॥
 শাকদ্বীপে অষ্টবাহু^৭ পরম স্তমতি ।
 প্রধান (শাল্লী^৮) দ্বীপে রাজা মেধাতিথি ॥২৪৮॥
 সপ্তমে পুষ্কর দ্বীপে অবিহোত্র^৯ রাজা ।
 ক্ষীরোদ সাগর ধোণে কৈল বিষ্ণুপূজা ॥
 চিরকাল রাজা কৈল^{১০} সে সব নৃপতি ।
 পুত্রগণে বিবর্তিত^{১১} দিল সব ক্ষিতি ॥২৪৯॥
 জম্বুদ্বীপে অগ্নিধ্রু^{১২} নৃপতি মহাশয় ।
 তার বংশে জনমিল শতেক তনয় ॥
 নবপুত্র হৈল তার মহাযোগেশ্বর ।
 একাশি তনয় হৈল ধর্ম্যেত^{১৩} তৎপর ॥২৫০॥
 এক পুত্র হৈল তার সর্বগুণে^{১৪} রতি ।
 আর নব জন হৈল নবভাগপতি ॥
 বৃদ্ধ রাজা জম্বুদ্বীপ নব ভাগ কৈল।
 মর্যাদা^{১৫} পর্বত তার মধ্যা নিয়োজিল^{১৬} ॥২৫১॥
 স্রমেক উত্তর ভাগে কৈল নীল^{১৭} গিরি ।
 তই দিগে সমুদ্র পর্য্যন্ত সীমা করি ॥
 প্রহর সহস্র দশ উচ্চ মহীধব ।
 শ্বেত নামে গিরি কৈল তাহার উত্তর ॥২৫২॥
 তাহার উত্তরে শৃঙ্গবান্ মহাগিবি ।
 দীর্ঘ আকার সেই সমুদ্র সীমা করি ॥
 স্রমেক দক্ষিণ ভাগে নিষধ পর্বত ।
 তাহার দক্ষিণে শ্রমকটের মহত্ত্ব ॥২৫৩॥

তাহার দক্ষিণে সীমা হিমালয় গিরি ।
 উত্তর প্রমাণ সেহো পরিমাণ করি ॥
 স্রমেক পশ্চিমে মালাবানের মহিমা ।
 নীল আর নিষধ পর্য্যন্ত তার সীমা ॥২৫৪॥
 স্রমেকর পূর্বে গন্ধমাদন স্রসার ।
 মালাবান প্রমাণে সীমানা^{১৮} করি তার ॥
 সীমাকূপে ভিন্ন ভিন্ন অহুমান লেখি ।
 তথাচ শোঁসর পথ প্রতি অংশে^{১৯} দেখি ॥২৫৫॥
 এইরূপে জম্বুদ্বীপ নবভাগ কৈল ।
 ইলাব্রত নামে পুত্র মধ্যভাগে দিল ॥
 তাহার উত্তর ভাগে রম্যক নৃপতি ।
 তাহার উত্তরে হিরণ্যয় মহামতি ॥২৫৬॥
 উত্তরে উত্তরকুরু সিদ্ধতীরে বাস ।
 স্রমেক পশ্চিম ভাগে বসতি ভদ্রাস^{২০} ॥
 মেরুপূর্ব অংশ কেতুমান মহামতি ।
 স্রমেক দক্ষিণভাগে হরিবর্ষ^{২১} পতি ॥২৫৭॥
 তাহার দক্ষিণে অক্ষনাভের সমাজ ।
 তাহার দক্ষিণ ভাগে কিং পুরুষরাজ ॥
 হিমালয় সীমা করি সমুদ্র পরীক্ষা ।
 ভারতভূমি করি জগতে যার আখ্যা ॥২৫৮॥
 এই নব পুত্র তার পালে নব ভাগ ।
 বিষ্ণুদেব পূজিতে সভার অনুরাগ ॥
 তনে প্রজ্বদ্বীপে ছিল ইক্ষুজিহ্বা রাজা ।
 তেহো সপ্তভাগ করি বাটি^{২২} দিল প্রজা ॥২৫৯॥
 ক্ষীরসিন্ধু ইক্ষুসিন্ধু পর্যাণ্ড প্রমাণ ।
 সীমাকূপে (কৈল সাত পুরীর নির্মাণ^{২৩}) ॥
 পর্বত নৃপতি নাম যতেক আছিল ।
 পুস্তক বিস্তার^{২৪} হয় তাহা না লিখিল ॥২৬০॥

১। অগ্নিধ্রু। ২। অবধার। ৩। যজ্ঞবাহু। ৪। ক্রৌঞ্চ। ৫। ধর্ম্য। ৬। অবতার। ৭। অষ্টবাহু। ৮। শাল্লী। ৯। অবিহোত্র। ১০। চিরকাল ভোগ কবে। ১১। অগ্নিধ্রু। ১২। কপ্তেত। ১৩। সর্বগুণে। ১৪। মর্যাদা। ১৫। পুখি। ১৬। মর্যাদা। ১৭। পুখি। ১৮। মধ্য। ১৯। অংশ। ২০। ভদ্রাস। ২১। হরিবর্ষ। ২২। শত পুত্র। ২৩। আনিয়া। ২৪। বাটিয়া। ২৫। দিল সব পর্বত স্থান। ২৬। পুখি। ২৭। বাটল্য।

১। প্রমাণ। ২। অংশে প্রতিভাগে। ৩। ভদ্রাখ। ৪। হরিবর্ষ। ৫। শত পুত্র আনিয়া বাটিয়া। ৬। দিল সব পর্বত স্থান। ৭। পুখি। ৮। বাটল্য।

মণিকূট আদি করি সপ্ত মহীধর ।
 পূর্বক্রমে উচ্চ দশ সহস্র প্রহর ॥
 শিব আদি সপ্তপুত্রে সপ্ত অংশ^১ ভোগে ।
 সূর্যদেব সেবে তারা নানা অমুরাগে^২ ॥২৬১॥
 তবে কুশদ্বীপে ছিল যজ্ঞবাহু রাজা ।
 তেহো সপ্ত ভাগ^৩ কৈল আপনার প্রজা ॥
 সুরস^৪ পর্বত আদি কৈল সাত গিরি ।
 ইক্ষু সুরা পর্য্যন্ত প্রমাণ তাহা করি ॥২৬২॥
 সুরোচন আদি সপ্ত কুমার সবলে ।
 চন্দ্রদেব সেবি সপ্তভাগ ভোগ করে ॥
 ক্রোধ দ্বীপে আছিল হিরণ্যরেতা নামে ।
 তেহো সপ্তঅংশ কৈলা আপন ভুবনে ॥২৬৩॥
 বক্র^৫-আদি সপ্তগিরি সুন্দর মহিমা ।
 সুরা সর্পি সমুদ্র পর্য্যন্ত তার সীমা ॥
 বজ্র^৬দার-আদি সপ্ত প্রচণ্ড কুমার ।
 অগ্নিদেব সেবিএগা তাহার অধিকার ॥২৬৪॥
 শাকদ্বীপে (অষ্টবাহু)^৭ সপ্ত গিরি দিল ।
 যুত দধি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিরচিল ॥
 বর্দ্ধমান^৮ আদি কৈল সপ্ত মহীধর ।
 মধুর কুমার আদি সপ্ত নরবর ॥২৬৫॥
 সপ্ত নরপতি এই^৯ ভোগে সপ্ত অংশ ।
 বরুণ সেবিএগা থাকে নৃপতির বংশ ॥
 প্রধান (শাকালী)^{১০} দ্বীপে গরুড়ের স্থিতি ।
 মেঘাতিথি রাজা কৈল সপ্ত অংশ ক্ষিতি ॥২৬৬॥
 ক্রৈশান পর্বত আদি কৈল সপ্ত গিরি ।
 দধি দুগ্ধ সমুদ্র পর্য্যন্ত সীমা করি ॥
 পুরোরবা আদি সপ্ত অংশে সপ্ত রাজা^{১১} ।
 বায়ুদেব সেবিএগা পালিল সর্বপ্রজা ॥২৬৭॥

সপ্তমে পুষ্করদ্বীপে অবিহোত্র^১ পতি ।
 তার পুত্র দুই মাত্র জন্মিল স্মৃতি ॥
 দ্বীপ মধ্যে গিরি দিল বলয়া আকার ।
 পর্বত মানস নাম বিদিত^২ তাহার ॥২৬৮॥
 দুগ্ধসিন্ধু কূলে কৈল ধাতক নৃপতি ।
 জলসিন্ধু কূলে বাস কৈল মহামতি^৩ ॥
 ব্রহ্মা দেব সেবিএগা তাহার অধিকার ।
 সপ্তদ্বীপে ষষ্ঠাধিক চল্লিশ কুমার ॥২৬৯॥
 পুত্রসব রাজা করি বৃদ্ধ নৃপগণ ।
 স্বর্গে বাস কৈল তারা তেজিএগা ভুবন ॥
 ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপের মহিমা ।
 কাহিতে কহন নহে তার রূপসীমা^৪ ॥২৭০॥
 রত্নমণিমণ্ডপ অধিক ধরে ধাম ।
 বিষ্ণু অংশ আপনে অনন্ত ধরে নাম ॥
 নিজদেহে বিষ্ণুশয্যা রচিত সুন্দর ।
 সহস্র মস্তকে কণা ধরণী উপর^৫ ॥২৭১॥
 প্রতি ফণা উপরে মুকুট^৬ এক মণি ।
 সূর্য্য অগ্নি অধিক তাহার তেজস্বানি^৭ ॥
 অনন্ত শরীরে^৮ শয্যা বিষ্ণুর শয়ন ।
 নবীন নীরদ শ্রাম রূপ সুরশোভন ॥২৭২॥
 মুকুট কিরীটী^৯ মালা কুণ্ডল শোভিত ।
 দিব্য দিব্য রত্নমণি মাণিকে রচিত^{১০} ॥
 কপোল উপরে শোভে অলকার পাঁতি^{১১} ।
 প্রসন্ন কপালে দীর্ঘ তিলক স্তম্ভাতি ॥২৭৩॥
 চিত্রসম ভূকয়ুগ মুদিত নয়ান ।
 বিচিত্র নাসিকা রক্ত অধর শোভন ॥

১। ভাগ। ২। কর্মযোগে। ৩। অংশ।
 ৪। সুবল। ৫। বজ্র। ৬। বহুদান। ৭। যুত-
 পুটে। ৮। মপুখি। পৃষ্ঠবাহু। ২য়। ৮। গন্ধমালা।
 ৯। তারা। ১০। শাখলি। ১ম পুখি। ১১। পুজব
 করিয়া দিল সপ্ত অংশে রাজা।

১। আবিহোত্র। ২। বিখ্যাতি। ৩। দধিসিন্ধু
 কূলে দিল রমণক মহামতি। ৪। রূপগুণ সীমা।
 ৫। সহস্র বদনে ফণা ধরিল উপর। ৬। মুকুট। ১ম
 পুখি। মুকুটে। ২য় পুখি। ৭। তেজ তাহার
 বাখানি। ৮। বীরের। ৯। কিরীট। ১০। অঙ্গ
 বিরচিত। ১১। কপাল উপরে শোভা মুক্তার পাঁতি।

অন্ন অন্ন খাসে' গগু মন্দ মন্দ দৌলে ।
 মুদিত নয়ান শোভে রচিত কপালে' ॥২৭৪॥
 দুই অংস চিবুক দেখিতে স্নানলিত ।
 কর্ণযুগে মকর কুণ্ডল স্নানোভিত' ।
 দীর্ঘগ্রীবে বিরাজিত অম্বুপাম হার ।
 উচ্চবক্ষে সুন্দর কোমল মণি সার ॥২৭৫॥
 অজ্ঞানুল্লিখিত ভুজ চারি মনোহর' ।
 অঙ্গদ বলয়া কত রত্ন মণিবর' ॥
 'বামভূজে শির পুন কর বক্ষ দেশে ।
 দক্ষিণ যুগল' জাহ্নু পর্য্যন্ত বিশেষে ॥২৭৬॥
 কটি স্তনে ব্রহ্মহুত্র দিব্য পীতবাস ।
 বিচিত্রনুপুর' বর চরণে বিলাস' ॥
 নাভিপদ্মে চতুর্ভূজ যোগরূপে বসে ।
 আত্মরূপে মহেশ্বর হৃদয়ে বিলসে ॥২৭৭॥
 চন্দ্রস্বর্গ্য স্থিতি করে এ দুই লোচনে ।
 নিদ্রারূপে মহামায়া বসে আদরণে ॥
 সেখানে কমলা পদ্ম' আসন উপরে ।
 নিজ উরু মধ্যে' বিষ্ণুপদসগ মরে ॥২৭৮॥
 (পতি)' বাম জাহ্নুতে রাখিঞা বাম করে
 দক্ষিণ শ্রীভুজ রাখে অঙ্গুলি উপরে ॥
 তপ্তহেম জিনি দেবী প্রথম যৌবনী ।
 নানা অভরণ' যুত বিচিত্র ভূষণী ॥২৭৯॥
 পতি গতি মতি প্রাণে আনন্দে বিহ্বলা' ।
 নিদ্রিত শরীরে করে জাগরণ খেলা ॥
 লক্ষ্মী নারায়ণ সেই খেতদ্বীপে বসে ।
 ধবণীর রক্ষা হেতু আনন্দে বিলসে ॥২৮০॥

১। হাসে। ২। মুদিত বরনে শোভে বলিত
 কপোলে। ৩। বিলোলিত। ৪। চারি ভুজ অদভূত।
 ৫। করে রত্ন মণিযুত। ৬। শ্রীভুজ। ৭। নুপুর।
 ৮। যুগ চরণে বিলাস। ৯। পদ্মা।
 ১০। দেশে। ১১। পঙ্ক। ১২। অত-
 রণ। ১৩। বিভোলা।

যখন অসুররণে দহে সুরগণে ।
 তখন সেখানে সুরে করে আরাধনে ॥
 এইরূপে মর্ত্যলোকে সৃষ্টের মহিমা' ।
 আর কত কহিব অনন্তরূপ' সীমা ॥২৮১॥
 ভূলোক' শূন্য স্থানে পৈতলোক বসে ।
 কেবল খেচরগণ তাহাতে বিলসে ॥
 সুরলোক সূর্য্যের পরি' ব্রহ্মার নগর ।
 দীর্ঘ পরিসরে দশ সহস্র প্রহর ॥২৮২॥
 ব্রহ্মপুরের কি কহিব মহিমা বিস্তার ।
 অষ্টদিগে বাস করে অষ্ট লোকপাল ॥
 পূর্বদিগে নগরী অমবাবতী নাম ।
 ইন্দ্রের বসতি বন নন্দন সুধাম ॥২৮৩॥
 অগ্নিকোণে অগ্নি বসে শমন দক্ষিণে ।
 নৈঋতে নৈঋত' বসে বরুণ পশ্চিমে ॥
 বায়ুকোণে বায়ু বসে কুবের উত্তরে ।
 ঐশাণ্যে ঈশানপুরী অতি মনোহরে ॥২৮৪॥
 বৈকুণ্ঠ হইতে' গঙ্গা পড়ে সুরপুরে' ।
 চারিদিগে চারি নাম নদী চরণে বলে ॥
 পূর্বে সীতা দক্ষিণে অলকানন্দা নাম ।
 পশ্চিমে উত্তরে বসুভদ্রা' অম্বুপাম ॥২৮৫॥
 সূর্য্যের শৃঙ্গ মাঝে শৃঙ্গ নাহি অন্ত ।
 সর্বদেব বসে তথা যত ভাগ্যমন্ত' ॥
 সুরলোক ভিতরে তিন (লোকের') বসতি ।
 সপ্তঋষি লোক আর চন্দ্রলোক স্থিতি ॥২৮৬॥
 তাহার উপরে প্রব লোকের সঞ্চার ।
 এই তিন জানিব সুরলোক অধিকার ॥
 তবে মহর্লোক ব্রহ্মভাবন বিহার' ।
 ব্রহ্মভাবে যোগিগণ তাহাতে সঞ্চার ॥২৮৭॥

১। এহি কপে খেতদ্বীপে অনন্ত মহিমা। ২। বিস্তা-
 রিব রূপগুণ। ৩। সুরলোক। ৪। গিরি। ৫। নৈরত।
 ৬। নৈঋত। ৭। বন। ৮। হন। ৯। ব্রহ্মপুরে।
 ১০। বসুভদ্রা। ১১। জগত ভাগ্যমন্ত। ১২। শিলের (?)
 ১৩। পুণি। ১৪। বোহার। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

৮৫৬৮ ৭. ২৩২৬-৬৭

তপালোকে সকল তপস্বী অধিকারী ।
 কন্ঠ সৰল বৈসে সেই কন্ঠপূরী^১ ॥
 জনলোকে সকল বৈষ্ণব জন^২ বসে ।
 ভক্তির সাধন করি কৌতুকে বিলসে ॥২৮৮॥
 সত্যলোকে অন্তর্গত আছে পঞ্চ স্থান ।
 তাহাতে জানিব নিতা সুখের নিদান ॥
 ব্রহ্মলোকে বসতি ব্রহ্মার নিজপুরী ।
 তার পরে বিষ্ণুলোক^৩ বৈকুণ্ঠনগরী ॥২৮৯॥
 বৈকুণ্ঠের অধে যত যত লোক আছে^৪ ।
 বৈকুণ্ঠ অধীন হইয়া সকল বিলসে ॥
 রত্নমণিনির্মিত নগর মনোহর ।
 সুগন্ধি (শীতল)^৫ জলে পূর্ণ^৬ সরোবর ॥২৯০॥
 রাত্রি দিন ভেদ নাই (সকল)^৭ প্রকাশ ।
 হংস চক্রবাক করে অশেষ বিলাস ॥
 স্বাহ জলে অবিরত বহে সর্ব নদী ।
 মুগগণ চতুর্ভুজ পক্ষ চতুর্দাঁ ॥২৯১॥
 বিষ্ণুময় সর্বলোক চতুর্ভুজ ধরে ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে^৮ ।
 মণিময় মুকুট কিরীট বিরাজিত^৯ ।
 মকর কুণ্ডল গণ্ডে^{১০} সভাব দোলিত ॥২৯২॥
 রাজীবলোচনমুগ শ্রামকলেবর^{১১} ।
 তথাতে অচিহ্ন দেখি ঈশ্বরকিঙ্কর ॥
 বাজ্রাকল্লতরু তথা পুষ্প অমলিন ॥
 অবিরত সুগন্ধি আমোদ রাত্রিদিন ॥২৯৩॥
 কোকিল গায়ন তথা করে^{১২} নানা গতি ।

ভ্রমরে সঞ্চরে তথা^{১৩} তাল সঞ্চরিত ॥

১। কন্ঠ যশ করে তথা বসে দিবা পুরী ।
 ২। গণ। ৩। পুরী। ৪। বসে। ৫। কারুণ্য।
 ৬। পূর্ণ। ৭। স্বাহ। ৮। কল। ৯। পুণি।
 ৮। শোভে দিবা করে। ১০। মণিময় বস্ত্রকে
 বিরাজিত। ১০। কর্ণে। ১১। মনোহর। ১২। যাতে
 কহে। ১৩। গায় নানা গীত। ১৩। ১৩। শুদ্ধ।
 ২৩। ভ্রমরা বাক্যে সুগন্ধ সঞ্চরিত। ১৩।

শারী শুক শ্লোক পড়ে পুষ্পতরু কুলে^১ ।
 অনুক্ষণ নৃত্য করে মধুর^২ সকলে ॥২৯৪॥
 দ্বারী জয় বিজয় সনক আদি মনি ।
 স্বরস্বতী কথা কহে নানা রসধ্বনি^৩ ॥
 রোগ শোক জরা ব্যাধি^৪ দুঃখ তাপহীন ।
 অখণ্ড (আনন্দে)^৫ ভেদ নাহি রাত্রিদিন ॥২৯৫॥
 বৈকুণ্ঠনগরে সুখ কেবল বিচিত্র ।
 দেখিলে প্রতীত মাত্র সে সব চরিত্র ॥
 রসিক পরমানন্দ বিষ্ণু অধিকারী ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম^৬ চতুর্ভুজধারী ॥২৯৬॥
 মুকুট কুণ্ডল হার কোমল ভূষণ ।
 গলে বনমালা বক্ষে শ্রীবৎসলক্ষণ ॥
 অঙ্গদ বলয়া করে কেয়ুর শোভিত ।
 কটিতে ব্রহ্মহুত্র^৭ বাস ধরে পীত ॥২৯৭॥
 কটিতে (রশনা)^৮ পদে নুপুরযুগলে ।
 ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন চরণের তলে^৯ ॥
 রত্নসিংহাসনে বিষ্ণু আনন্দে (বিহরে)^{১০} ।
 বাম অংশে লক্ষ্মী দেবী তিলেক না ছাড়ে ॥২৯৮॥
 মুকুট কিরীট হার কঙ্কণ কিশিণী^{১১} ।
 বিষ্ণু (সম বেশ বরে)^{১২} আভি(সুভাগিনী)^{১৩} ॥
 অঙ্গে অঙ্গে আসক্তি বিভজে ক্ষণে ক্ষণে ।
 কিবা কাল অকাল একো হি না জানে ॥২৯৯॥
 ধ্বজ (ছত্র)^{১৪} চামর পতাকা প্রতি ধরে ।
 রত্নমণি মুক্তা হীরাদিক শোভা করে^{১৫} ॥

১। আল পুষ্পকুলে। ২। মধুর। ৩। স্বরস্বতী কহে
 তথা নানা গুণ ধ্বনি। ৪। জোড় ভয় ভ্রম ভ্রম।
 ৫। আখণ্ড। ৬। পুণি ৭। শ্রাম মনোহর রূপ। ৮।
 ত্রিবলৌবলিত কটি। ৮। বসন। ৯। ধ্বজবজ্র আদি চিহ্ন
 ধরে পদতলে। ১০। বেহারে। ১১। পুণি। ১২। মুকুট
 কুণ্ডল হার কনককিশিণী। ১৩। রূপে সমবেশ। ১৪।
 সুভাগিনী। ১৫। পুণি। ১৬। তৃতীয় পুণি। ১৭। চক্র।
 ১৮। পুণি। ১৯। রত্ন মণি। ২০। বাচ্য তেজ ধরে

(দিব্য জীব শব্দ কাল)¹ সর্ব মূর্তিমান্ ।
 কেবল বিষ্ণুব তথা বৈভব নিদান ॥৩০০॥
 যতেক আছেয়ে সূখ বৈকুণ্ঠ মাঝারে ।
 কহিতে কহন নহে সে সব বিস্তারে ॥
 বৈকুণ্ঠ উপরে শিবলোকের নিম্মাণ ।
 মহেশের কেলিকলা যাতে উপাদান ॥৩০১॥
 শৈবলোক বৈসে তথা শব্দতেজরূপে ।
 মূর্তি² রূপে দেহ ধরে আনন্দস্বরূপে ॥
 তাহার উপরে দেবী³ লোকের মহত্ত্ব ।
 প্রকৃতির বেতার নিদান রসতত্ত্ব ॥ ৩০২ ॥
 শাক্ত লোক বৈসে⁴ তথা প্রকৃতির বেশে ।
 শক্তিকে প্রদান⁵ করি শিব অঙ্গে বসে ॥
 সর্বোপরি গোলোক (সুরতি)⁶ অধিকারী ।
 গোলোকের রূপ গুণ কি বর্ণিতে পারি ॥৩০৩॥
 রত্নমণি⁷ ভূমি তাতে⁸ খুলি⁹ চিন্তামণি ;
 পরশে রচিত বেদি পথ¹⁰ অনুমানি ॥
 মণিময় গৃহ শুদ্ধ কাঞ্চনে রচিত ।
 সর্বধাতু কোমল স্নগন্ধি নানা রীতি ॥৩০৪॥
 সরোবরের নীর সব অমৃত¹¹ সমান ।
 মধু পরিপূর্ণ হৃৎগা নদীর নিম্মাণ ॥
 জলযোগে সঘন বিতরে দেবহংস ।
 সর্বসুখ মূর্তিমান্ ভোগে¹² নানা অংশ ॥৩০৫॥
 সর্ববৃক্ষ কল্লক্রম নানা গুণ ধরে ।
 ফল ফুল নকরন্দ গন্ধে শোভা করে ॥
 অযাচক যাচক কাহাক¹³ নাহি জানে ।
 বাঞ্ছা বিনে পূর্ণ করে নানা রস দানে ॥৩০৬॥

নব নব সূখ সব শরীরে উদয় ।
 মানসে বিস্তর¹ ভোগ না বুঝি নির্ণয় ॥
 রমণী রসিক যাতে² অথগু যৌবন ।
 বিনি পাঠে সর্বশাস্ত্র³ জানে সর্বজন ॥৩০৭॥
 প্রেমরস সূখরস মূর্তিমন্ত⁴ দেখি ।
 অথগু আনন্দ সর্বজীব মহাসুখী ॥
 কার্য্য বিনে করণ⁵ সর্বত্র উপাদান ।
 স্বাহুগন্ধ রূপবতী⁶ সর্বমূর্তিমান্ ॥ ৩০৮ ॥
 গীতছন্দে কথা যাতে নৃত্যছন্দে গতি ।
 সহজকথনে যাতে বেদের উৎপত্তি ॥
 না ভোগিলে সর্ব রস ভোগে সর্বজন ।
 না দেখিঞা⁷ সর্ব রূপ করে নিরীক্ষণ ॥৩০৯॥
 না বোলিলে সর্ব কথা বুঝে অনুমানে ।
 না শুনিলে সর্ব ধ্বনি বুঝে⁸ সর্ব জনে ॥
 না জানিঞা⁹ জানে সর্ব না রমিঞা রমে ।
 মনের সকল কন্ম পূরে বিনি শ্রমে ॥৩১০॥
 গোলোকের রীতি অতি¹⁰ অসীম উপমা ।
 কোটি কোটি অনন্তে কাহিতে নাবে সীমা ॥
 অপে রসাতল আর গোলোক উপরে ।
 প্রহর পঞ্চাশ¹¹ কোটি উদ্ধ পথ ধরে ॥ ৩১১ ॥
 সত্য আদি চারি যুগে এক যুগ লেখি ।
 হেন একান্তরি যুগ ইন্দ্রভোগ দেখি ॥
 চৌদ্দ ইন্দ্রের পাত ত্রয়¹² ব্রহ্মার দিবসে ।
 তবে ব্রহ্মা নিদ্রা গেলে সৃষ্টির বিনাশে ॥ ৩১২ ॥
 ব্রহ্মার চৈতন্য হয় দশ শত যুগে ।
 পুনরপি সৃষ্টি ত্রয়¹³ ব্রহ্মা অনুরাগে ॥

১। ঐব জীব শব্দ কাল। ১ম পুষ্ক। দিব্য জীব
 সর্বকাল। (৩য়)। ২। যুক্ত। ৩। দেব। ৪। শক্তিলোক
 গতি। ৫। প্রকাশ। ৬। ১ম। ৭।
 রত্নময়। ৮। তাতে। ৯। ব। ১০। পদ্ম। ১১।
 ক্ষীণেন। ১২। মূর্তিমন্ত ভোগ। ১৩। কাহাকে।

১। দত্তর। ২। রমণী রসিক। তাতে। ৩। তত্ত্ব।
 ৪। সব মূর্তিময়। ৫। কারণ। ৬। স্বাদ গন্ধ রূপ
 রতি। ৭। দেখিয়া তো। ৮। শুনে। ৯। যত।
 ১০। দশ। ১১। চতুর্দশ ইন্দ্রপাত। ১২। জয়ে।

এই^১রূপে তিন শত ষাটি দিন হয় ।
 তবে সে বৎসর হেন জানিব^২ নির্ণয় ॥ ৩১৩ ॥
 শতেক বৎসর থাকে ব্রহ্মার প্রকাশ ।
 ব্রহ্মার নিপাতে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ॥
 সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ হয় শেষে ।
 সৰ্ব্ব যুক্ত হুণ্ডা কবে ঈশ্বর প্রবেশে ॥ ৩১৪ ॥
 এ সব অনেক কথা ব্রহ্মাণ্ডের গতি ।
 সংক্ষেপে कहিল শুন পতিব্রতা সতি^৩ ॥
 কৃষ্ণের বচনে সুখী কল্লিণী সুনন্দী ।
 শ্রীকবিরসে কহে চরিত্রমাধুরী ॥ ৩১৫ ॥
 ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সপ্তমে শিক্ষারস

(মল্লার রাগ) ॥

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া পরম রমণী ।
 পুনরপি কৃষ্ণস্থানে গিঞ্জামিল ধনী ॥
 কহ কহ প্রাণনাথ ই^৪ বড় নিম্ময় ।
 এমত ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড কাহা হৈতে^৫ হয় ॥ ৩১৬ ॥
 কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন ।
 পুনরপি সৃষ্টি নাশ^৬ হয় কি কারণ ॥
 যখন জনমে জীব আদিসৃষ্টিকালে ।
 তখন জন্মিঞা কর্ম্য করে কাব বলে ॥ ৩১৭ ॥
 পাপ পুণ্য দুঃখ স্তম্ভ ষটে কি কারণ ।
 কৃপা করি কহ নাথ সব বিবরণ ॥
 পূর্বে নাহি পাপ পুণ্য অদৃষ্ট না ধবে ।
 তবে কেনে দুঃখ স্তম্ভ জীবকে আঁবরে^৭ ॥ ৩১৮ ॥

১। এহি। ২। করিব।

৩। ইমব অনেক কথা कहিল সংক্ষেপে।

বিস্তার করিতে কত কতিব স্বরূপে ॥

৪। এ। ৫। কাহে হনে। ৬। সৃষ্টি।

৭। ২য় পুণিতে শেষ দুই চরণ প্রথম দুই চরণ ও প্রথম দুই চরণ শেষ দুই চরণ-রূপে লিখিত আছে।

কল্লিণীর প্রিয় বাক্য শুনিঞা শ্রীপতি ।
 পুনরপি কহেন আনন্দ পাঞা মতি ॥
 অনাদি পুরুষ বসে^১ আদি নারায়ণ ।
 মূর্ত্তিমাত্র জ্যোতিরূপে জানিব কারণ ॥ ৩১৯ ॥
 কারণস্বরূপ পনি আব্রহ্ম পরমান্ব ।
 গিবয় লইতে পারে রূপ শব্দ অন্ত^২ ॥
 নিরঞ্জন রূপেত স্বরূপ^৩ ব্যবহাৰ ।
 লইতে না পারি তেজ বোলি নৈরাকার^৪ ॥ ৩২০ ॥
 আকার^৫ স্বরূপ হুগ্য সূন্দর^৬ মূর্ত্তি ।
 তেজ যোগে দেখি যেন মণ্ডল আকৃতি ॥
 সদ্গুণ^৭ নিশ্চল চই জানিব^৮ তাহাতে ।
 শিব শক্তি ভিন্ন চিহ্ন না পারি জানিতে ॥ ৩২১ ॥
 লিঙ্গরূপ শিব যোনি প্রকৃতিস্বরূপ ।
 তেজময় পুরুষ প্রকৃতি শব্দরূপ^৯ ।
 অখণ্ড অদ্বৈত সেই^{১০} নিত্য অবতার ।
 তাকে কে জানিবে সেই^{১১} সভার আধার ॥ ৩২২ ॥
 আদি অন্ত নাহি যাব জানি সূক্ষ্মরূপে ।
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাহার লোমকূপে ॥
 সৃষ্টি করিবারে ইংসা^{১২} করে যেই ক্ষণে ।
 সেই ক্ষণে প্রকৃতি পৃথক তাহা^{১৩} হনে ॥ ৩২৩ ॥
 প্রকৃতি পৃথক হৈলে আদি শিব জন্মে ।
 নাত্বুদ্ধি কবি তেহো^{১৪} জিজ্ঞাসা যোগে বমে ॥
 তবে সত্ত্ব রজ তম গুণের উৎপত্তি ।
 সেই সেই রূপে তিন সঞ্চারে প্রকৃতি ॥ ৩২৪ ॥
 রজ গুণে ব্রহ্মা নামে^{১৫} রক্তবর্ণ ধরে ।
 জনমিঞা চাবি মখে নিত্য স্ততি কদে ॥

১। স্বরূপে বসে।

২। আকার স্বরূপধনি আব্রহ্ম পতঙ্গ।

বিষয় লইতে নারৈ রূপ শব্দ অন্ত।

৩। শিবরূপে পুরুষ। ৪। নিরাকার। ৫। আকারে।

৬। রূপে। ৭। সদ্গুণ। ৮। বসতি। ৯। আনন্দ

দেহি। ১০। তাহে কে জানিব সেই। ১১। মতি।

১২। গাথো। ১৩। তাহে। ১৪। বকানাম।

ব্রহ্মাণী স্বরূপ^১ তথা শক্তির সঞ্চার ।
 তাহা হনে সৃষ্টি জন্মে অশেষ প্রকার ॥ ৩২৫ ॥
 পঞ্চভূতে ঈশ্বরের ব্রহ্মাণ্ড রচিত ।
 পৃথ্বী জল তেজ বায়ু আকাশ নির্মিত ॥
 চন্দ্ররক্ত মাংস বসে^২ অস্থি মজ্জা বীৰ্য্যে ।
 ব্রহ্মার ইৎসায়ে জীব বসে গুণ তেজে^৩ ॥ ৩২৬ ॥
 জলস্থল জীবজন্তু আকাশ সঞ্চারে ।
 অজ্ঞান সজ্ঞান কত রূপ কলেবরে ॥
 চতুস্পদ অপদ দ্বিপদ বহুপদে ।
 সমভাভে সমান রস ইঞ্জিয় সম্পদে ॥ ৩২৭ ॥
 আহার মৈথুন নিদ্রা লোভ মোহ ভয় ।
 সমভাবে করে সর্ব শরীরে উদয় ॥
 সর্বদেহে পুরুষ প্রকৃতি করে রতি ।
 তাহা হনে^৪ নিত্য নিত্য জীবের উৎপত্তি ॥ ৩২৮ ॥
 সত্ত্বগুণে শ্রামবর্ণ^৫ বিষ্ণু অবতার ।
 লক্ষ্মীমূর্ত্তি হঞা শক্তি সেবা^৬ করে তার ॥
 চতুর্ভূজে করে নিত্য প্রজার পালন ।
 নানা রসে জীবের সন্তোষ করে মন ॥ ৩২৯ ॥
 তিক্ত মিষ্ট কটু কষা ক্ষার অম্ল^৭ যোগে ।
 প্রথমে জীবের স্মৃথ^৮ এই ছয় ভোগে ॥
 রূপ গন্ধ ধ্বনি হাস্য পরম সন্তোষে ।
 দ্বিতীয়ে পরম স্মৃথ^৯ এ সকল রসে ॥ ৩৩০ ॥
 পত্নী পুত্র গৃহ পুত্র অর্থ অধিকারে ।
 তৃতীয়ে পরম স্মৃথ এ সব^{১০} প্রকারে ॥
 জন্ম মাত্রে জানে জীব নরণ না জানে ।
 এ সব সন্তোষ জীব^{১১} করে সত্ত্বগুণে ॥ ৩৩১ ॥

তমগুণে গুরুরূপ^১ রুদ্র পঞ্চানন ।
 দুর্গাক্রমে শক্তি তথা বসে অনুক্ষণ ॥
 শোক তাপ হুঃখ দিঞা জীব প্রাণ হরে ।
 হিংসার^২ কারণে রুদ্র অবতার করে^৩ ॥ ৩৩২ ॥
 এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে সৃষ্টি বসে ।
 প্রধান অমর নর ফণি লোক শেষে ॥
 অমরার পতি ইন্দ্র স্বর্গে অধিকার ।
 কুবের বরুণ আদি অষ্ট লোকপাল ॥ ৩৩৩ ॥
 চন্দ্রসূর্য্য গমনে দিবস রাত্রি হয় ।
 মুনি ঋষি যোগী সিদ্ধা অশেষ নির্ণয় ॥
 ঈশ্বর ইৎসায়ে সৃষ্টি জন্মে নানা ভেদ ।
 ত্রাণহেতু নানা ধর্ম নিয়োজিল বেদ ॥ ৩৩৪ ॥
 জাতি ধর্ম^৪ নানাধর্ম বেদে আরোপিত^৫ ।
 মনুষ্যশরীরে ধর্ম এ সব উচিত^৬ ॥
 জপ তপ ত্যাগ শৌচ শাস্তি দয়া ধর্ম ।
 পরদ্রোহ গুরুভক্তি অকপট কর্ম ॥ ৩৩৫ ॥
 অদ্রোহী অক্রোধ করে আশ্রিতপালন ।
 ঈশ্বর আজ্ঞায়ে ধর্ম বেদের স্থাপন^৭ ॥
 পরহিংসা পরদার ধনে^৮ লোভ করে ।
 অস্তায় বিক্রয়^৯ ক্রোশ নিরবধি ধরে ॥ ৩৩৬ ॥
 অতিথি না সেবে প্রিয় বচন না কহে ।
 দেব পিতৃ^{১০} না সেবে গুরুতে বশ নহে ॥
 বেদপথ ছাড়িঞা আপনে স্থাপে ধর্ম ।
 এ সকল নানামত^{১১} পাতকীর কর্ম ॥ ৩৩৭ ॥
 অহঙ্কারে কর্তা হঞা জীব কর্ম করে^{১২} ।
 ঈশ্বরে না ঠেকে কিছু হুঃখ পায় মুঢ়ে ॥
 বেদপথে ঈশ্বর বুঝায় সব সৃষ্ট ।
 জীব যত কর্ম করে সে হয় অদৃষ্ট ॥ ৩৩৮ ॥

১। ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপে। ২য়। ব্রহ্মাণীরূপে। ৩য়।

২। রস। ৩। জন্মে সপ্ত ধাতু তেজে।

৪। তাতে হনে। ৫। রূপে। ৬। ভক্তি। ৭। অম্ল।

৮। ভোগ। ৯। তুষ্ট। ১০। সন্তোষ জীব সে

সব। ১১। দেহে।

১। বর্ণ। ২। সংহার। ৩। ধরে। ৪। ভেদে।

৫। আরোপিত। ৬। রচিত। ৭। ধর্মপরায়ণ। ৮। পর

নিষ্ঠা পরধন দারে। ৯। বিক্রয়। ১০। দ্বিজ। ১১।

এইরূপে নানা মতে। ১২। হয় জীবক আবারে।

এক কৰ্ম চিন্তে জীব ঘটে অস্ত কৰ্ম ।
 এ সব জানিব পূৰ্ব অদৃষ্টের ধৰ্ম ।
 আপনে নহিলে কৰ্ত্তা পাপ নাহি ঠেকে ।
 কৰ্ত্তা হঞা থাকে তবে অদৃষ্ট না থাকে ॥৩৩৯॥
 অতএব জীব কৰ্ত্তা সৰ্ব্বথা^১ জানিব ।
 আপন উদ্যোগ কৰ্মে অদৃষ্ট সাধিব ॥
 কৰ্ম্মমুহুত ছাড়িতে^২ বাহার অভিল্য ।
 সে জন বৈরাগ্য মনে করিবে প্রকাশ ॥৩৪০॥
 যত কৰ্ম্ম করে তাতে হৈবে উদাসীন ।
 কায়মনবাক্যে তার^৩ ধরে ভক্তিচিহ্ন ॥
 কিন্তু পাপ পুণ্য বিনে জীব মুক্ত নয়^৪ ।
 তবে সৃষ্টির চরিত্র কিছুই না লয়^৫ ॥৩৪১॥
 সৰ্বদেহে^৬ আত্মরূপে ঈশ্বর বিলসে ।
 গঠে ভাঙ্গে নিত্যরূপে মনের হরিষে ॥
 প্রকৃতি স্বভাব এই বিষ্ণুমায়া মোহে ।
 অনুরাগ সংসারে^৭ বাঢ়ায় সৰ্বদেহে ॥ ৩৪২॥
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমানে ।
 আপনাকে আপনে^৮ অধীন হেন জানে ॥
 যথাতে বসতি তাকে বোলে নিঃপুৰী ।
 যাহাকে রমণ করে তাকে বোলে নারী ॥৩৪৩॥
 যাতে অন্ন^৯ পায় তাকে বোলয়ে ঈশ্বর ।
 যাকে অন্ন দেয় তাকে বোলয়ে কিঙ্কর ॥
 গোপ্তে পাপ কৈলে বোলে কেহো না জানিল ।
 গ্রামান্তরে গেলে বোলে সঙ্কট তরিল ॥ ৩৪৪॥
 অদৃষ্টে ঘটিলে কৰ্ম্ম আপনা প্রশংসে ।
 দৈবযোগে ধন পাঞা ধনৌ হেন বাসে ॥
 বীৰ্য্য হনে জনমে^{১০} তাহাকে বোলে পুত্র ।
 এইরূপে সংসারী বাঢ়ায় ভবমুহুত ॥৩৪৫॥

মায়া মোহে আবরিঞা না বুঝে মরম ।
 মিথ্যা কার্য্যে সত্য বোলে^১ কেবল ভরম ।
 জানিঞা ঈশ্বর ভক্তি^২ কেহো নাহি করে ।
 প্রাণ যদি যায় তত্ৰু^৩ ভবস্নেহে মরে^৪ ॥ ৩৪৬॥
 প্রথমে না থাকে গৃহ ধন পত্নী পুত্র ।
 আপন উদ্যোগে ঘটে^৫ এই ভবমুহুত ॥
 কাল পাঞা পন পত্নী পুত্রের বিনাশ ।
 শোকে মাত্র জীর্ণ হয় মূৰ্খ মতি নাশ ॥৩৪৭॥
 পিতৃ পিতামহ পূৰ্বে কোটি^৬ পিতৃগণে ।
 জন্মিয়া জীবন তারা দিলে কালক্রমে ॥
 এই মত বুদ্ধিমানের পরেহো জানিবে ।
 পুত্র পৌত্র আদি পরে অনেক^৭ মরিবে ॥৩৪৮॥
 দেখিঞা না দেখে জীব জানিঞা না জানে ।
 এ সব জানিব বিষ্ণুমায়া^৮ কারণে ॥
 ঈশ্বরচরিত্র প্রিয়া কহন না যায় ।
 দেখিতে শুনিতে কেহো অস্ত নাহি পায় ॥৩৪৯॥
 বিষ্ণুমায়া জড়িত সকল জীবগণ^৯ ।
 তাহা হনে নিত্য জন্মে^{১০} সৃষ্টির পতন ॥
 সংক্ষেপে কহিল সতি বেদমুখে শুনি ।
 শ্রীকবিবল্লভে কহে চরিত্র সুধ্বনি ॥৩৫০॥
 সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টমে স্তুতিরস

জয় জয় প্রাণনাথ কল্পিনী জুড়িয়া হাত
 কহে নিজ (প্রিয়)^১ বিদ্যামানে ॥
 ঈশ্বরচরিত্র যত কহিলে অশেষ মত
 তাহে চিত্ত^২ নহে সমাধানে ॥

১। অবশ্য। ২। চিন্তিতে। ৩। তারা। ৪। মুক্তময়।
 ৫। কিছুই নাহি হয়। ৬। সৰ্বজীবে। ৭। অনুরাগে
 সংসার। ৮। ভিন্ন দেহে আপন। ৯। অর্থ।
 ১০। যে জন্মে।

১। বাসে। ২। কৰ্ম্ম। ৩। প্রাণে ছাড়ি তত্ৰু বৈভব-
 স্নেহে মরে। ৪। জন্মে। ৫। আদি পূৰ্ব্ব। ৬। অসংখ্য।
 ৭। মায়ায় 'মোহিত' হঞা থাকে জীবগণ।
 ৮। হয় সব। ৯। বোলে মধুরস্বাপী।
 ১০। প্রিয়া। ১১ পুথি। প্রভু। ৩য়। ১১। মোর।

অশেষ নিশ্চয় মন নৈরাকার^১ নিরঞ্জন কিন্তু তাথে নারদাদি ভক্তগণ নিরবধি
 বেদমুখে ইহ^২ কথা শুনি । তোমার নিশ্চল যশ গায় ।
 এ সব^৩ লইতে ভেদ মনেত উপজে খেদ সকল তপস্বী মেলি জপ তপ যোগ ছাড়ি
 আপনা চঞ্চল হেন মানি ॥৩৫১॥ প্রেমরস সন্ধনে ধিয়ায় ॥
 অদৃষ্ট অশ্রুত কথা দেখিতে শুনিতে ব্যথা আপন সহজ যশ^৪ কহিতে নিগূঢ় রস
 নিরস বৈরাগ্যযোগ মতে । যদি মোকে দাসীবুদ্ধি ধর ॥
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ ভাবিতে বিভোর^৫ মন কে তুমি কোথাতে স্থিতি কোন ভাবে সুখ^৬ মতি
 নারী হঞা জানিব কেমনে ॥ কপট ভাঙ্গিয়া স্থির কর ॥৩৫২॥
 সম্প্রতি তোমার নাম রূপগুণ অমুপাম কুমারিকা কাল হনে ভাব কৈলু প্রাণপোনে
 সদয় সরস প্রেম যোগে^৭ । বিপ্র দিঞা পত্র পাঠাইলু ।
 স্বভাব (অবশ)^৮ রস তথাচ স্বভাব বশ কুলজা^৯ স্বভাব ধরি পতি হেন মতি^{১০} করি ।
 সর্বজন ভঞ্জে অমুরাগে ॥৩৫৩॥ আজ্ঞা বিনে রথত চড়িলু ॥
 গোবর্দ্ধন ধর হেলে^{১১} দৈত্যগণ^{১২} বিনাশিলে যুদ্ধে মৈল বীরগণ^{১৩} সহোদর বিড়ম্বন
 যদি বোলো এই দেহশক্তি । তাতে মোর না জন্মিল খেদ ।
 তবে কেনে গর্গ যুনি পুরন্দর সুরমণি না জানিঞা^{১৪} কাল ব্যথা যাচিঞা কহিলু কথা
 জানিঞা করিল নানা^{১৫} ভক্তি ॥ কোন দোষে কর মোকে ভেদ ॥ ৩৫৬ ॥
 ব্রহ্মার মোহনকালে কতকোটিমূর্তি^{১৬} হৈলে যদি বোলো নারী কন্ম সহজে^{১৭} কুলজা ধর্ম
 যদি বোলো কুহক বেহার^{১৮} । কোন যোগে তাহা না করিলে ।
 তবে কেনে চতুর্শুখ নিবেদিঞা নিজহুঃখ সে সব তোমার গুণে আহাৰ্য্য^{১৯} না কৈলু মনে
 অপরাধ মানিল অপার ॥৩৫৭॥ অমুরাগে সকল ভরিলে ॥
 দমিলে পল্লব কালি দাবানল পান করি ইন্দ্রিয় প্রধান মন হরিলে সে হেন ধন
 যদি বোলো মস্তকের সাধন । আজ্ঞা বিনে^{২০} কি করিতে পারি ।
 তবে কেনে^{২১} নাগনারী স্তব কৈলে কোপছাড়ি কুলটা কুলজা রীতি না বুঝিঞা কোনো^{২২} গতি
 পদচিহ্ন ধরে কি কারণ ॥ তোমার ইৎসারে কন্ম করি ॥ ৩৫৭ ॥
 লক্ষে লক্ষে^{২৩} ব্রজবালা সঙ্গে কৈলে নানাখেলা^{২৪} কি আমি কহিব কত সর্বভাবে তুমি রত
 যদি বোলো দেবের প্রসাদে । অন্তর্যামী জানিবে সকল ।
 তবে কেনে ব্রহ্ম ঋষি অমর আকাশে আসি^{২৫} তথাপি অধৈর্য্য জাতি নারী হেন অথৈয়াতি
 পত্নী সঙ্গে ছিলা অতি সাধে ॥ ৩৫৮ ॥ তে কারণে এমত চপল ॥

১। নিরাকার । ২। বেদপথে যেহ । ৩। সে সব ।
 ৪। ভাবিয়া বিরল । ৫। সদায় সরস প্রেম জাগে ।
 ৬। অবশ । ৭। পুণ্ডি । ৮। গিরি লৈলে । ৯। কত
 দৈত্য । ১০। কত । ১১। কোটি কোটি । ১২। ব্যবহার ।
 ১৩। সুর । ১৪। কোটি কোটি । ১৫। কামকলা । ১৬। বসি ।

১। রস । ২। স্তব । ৩। কুলটা । ৪। স্নেহ মনে ।
 ৫। নিজগণ । ৬। মানিঞা । ৭। সহজ ।
 ৮। আহাৰ্য্য । ৯। যোগে । ১০। কোহি ।

শুনিলো রুজ্বলী^১ বাণী হাসিঞা^২ পুকষমণি
পুন পুন প্রাণপ্রিয়া চাহে ।

সরস মধুর বোলে মন সহে অঙ্গ^৩ দোলে
প্রাণ পোড়ে অনুরাগদাহে ॥ ৩৫৮ ॥

চুষ আলিঙ্গন দান দিতে বাসি অঙ্গ জ্ঞান
পদ পরশিতে করি^৪ সাধ ।

শরীর জীবন মন কৈল সর্ব সমর্পণ
তথাপি হৌ না বাসে প্রসাদ ॥

সজল লোচনপাশে শিখিল অধর হাসে
ভাবে^৫ চর চর শ্রাম অঙ্গ ।

কহিব করিব যত পাসরিল^৬ বুজি কত
উথলিল রসের তরঙ্গ ॥ ৩৫৯ ॥

প্রেম লজ্জা অনুরাগে ভয় ভক্তি সমভাবে^৭
অপরাধ বাসিঞা আপনে ।

দেখিতে দেখিল লয়^৮ শুনিতে পরম ভয়
হাস্তযোগে তুষিল বচনে ॥

কৃষ্ণ বোলে শুন ধনি যে কিছু কহিলে তুমি
সেই কথা কহিব তোমারে ।

তুমি লক্ষ্মীরূপা হেন আপনাকে নাহি জান
তবে কেনে দোষহ আমারে ॥ ৩৬০ ॥

পুরুষ প্রকৃতি যত কহিল অশেষ মত
তুমি আমি সেই দুইজন ।

আমি শিব তুমি শক্তি আমাকে করহ ভক্তি
আপনা পাসর^৯ কি কারণ ॥

বিরাট শরীরে কত^{১০} সৃষ্টি করি নানা মত
অশরীরে সুখ নাহি পাই ।

তে কারণে প্রেমযোগে দুই অঙ্গ দুই ভাগে
দ্বন্দ্ব যোগে আনন্দ বাঢ়াই ॥ ৩৬১ ॥

বৈকুণ্ঠবসতি আমি লক্ষ্মীরূপা তথা তুমি
শ্বেতবীপে কমলা শ্রীহরি ।

রাম সীতারূপ ধরি বিরহ বিস্তার করি
নিদানে আসক্তি কেলি করি ॥

যথাতে আমার স্থিতি তথাতে তোমার গতি
অঙ্গ ভব পুরন্দর ঘরে^১ ।

শশধর দিনকর অমর অনুর নর
তুমি আমি সর্ব কলেবরে ॥ ৩৬২ ॥

অপ্সর কিন্নর নর সিদ্ধ মুনি ফণিধর
স্বাবর জন্ম যত দেখি ।

হয় নয় স্থূল শূত্র রোগ শোক পাপপুণ্য
আমা বিনে সত্য নাহি লেখি^২ ॥

সৃষ্টি স্থিতি নাশ কৰ্ম সহজে আমার ধর্ম^৩
গঠিতে ভাজিতে করি কেলি ।

আমাতে সভার জন্ম না বুঝে আমার মর্ম
রসাবেশে সঘন বিহরি ॥ ৩৬৩ ॥

মৎস্য কুর্ম আদি করি নানা নাম^৪ অঙ্গ ধরি
যুগভেদে বেদ প্রকাশিঞা ।

সাধু (পরিব্রাজ)^৫ করি চুফতিত পাপ হরি
সুখে থাকি (ধর্ম নিরূপিঞা)^৬ ॥

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যত অহনিশি ভাবে কত
জানিঞা না জানে বেদ চারি ।

নাম গুণ সঙ্গীর্জন^৭ যত যত করি কৰ্ম
আমি হো করিতে তাহা নারি^৮ ॥ ৩৬৪ ॥

এইরূপে কহি হরি প্রিয়াভূজ ভূজে ধরি
বক্ষে তুলি দিলা আলিঙ্গন ।

কপালে কপোল দণ্ড চিবুক অধর গণ্ড
চুষিঞা করিলা শাস্তি^৯ মন ॥

১। হৃদয়ী। ২। হাসিত। ৩। মন মনে তহু। ৪। করে
৫। রসে। ৬। বিশ্বরিল। ৭। ভাগে। ৮। দেখিলে
দেখিল নয়। ৯। আপনা না চিহ্ন। ১০। যত।

১। ঘরে। ২। দেখি। ৩। আমার সহজ
ধর্ম। ৪। রূপে। ৫। প্রতিকার। ৬। পুথি।
৬। বেদ প্রকাশিঞা। ৭। পুথি। ৮। কহিতে
নাহি পারি। ৯। শাস্ত।

কৃষ্ণকৃষ্ণ প্রেমলাভে কল্পিলী (পূরিল)^১ ভাবে

হাসিতে (আনন্দ বুঝে নীর)^২ ।

শ্রীকবিরাজে কহে এক তত্ত্ব দুই দেহে

অন্তোন্তে হৃদার মন স্থির ॥ ৩৬৫ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

নবমে ভেদরস

(বড়ারী রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া ভীষ্মকহুহিতা ।

অকপটে পতিস্থানে কহে সূচরিতা ॥

কৃপা করি সকল (কহিবে)^৩ মহাশয় ।

পুনরপি জিজ্ঞাসিব উচিত যে হয় ॥ ৩৬৬ ॥

তোমার সৃজন প্রজা পালহ আপনে ।

তবে অমুগ্রহ ছাড়ি হুঃখ দেহ কেনে ॥

আপনে করহ কর্ম জীবে হুঃখ ভোগে ।

এ সকল কুৎসিৎ^৪ সৃজিলে কোন যোগে ॥ ৩৬৭ ॥

কল্পিলীর বচন শুনিঞা দামোদর^৫ ।

হাসিঞা কহিল কিছু মধুর উত্তর ॥

শুনহে প্রাণের প্রিয়া কহিব তোমারে ।

আমার কি দোষজীব নিজ দোষে মরে^৬ ॥ ৩৬৮ ॥

শক্তিযোনি যোগে জীব উর্মের (?) বিকাশে ।

শিবযোগে বার্ষ্য করে তাহাতে প্রবেশে ॥

(রেত)^৭ রক্ত একত্র স্থলন^৮ রূপ লেখি ।

পঞ্চ রাত্রি বহি কিছু বৃদ্ধ হেন দেখি ॥ ৩৬৯ ॥

১। পূরিল। ২। আনন্দ বুঝে নীর।

৩। কহিলে। ৪। কুন্নীত। ৫। বচনে পুন কহিল দ্বন্দ্বের।

৬। দ্বিতীয় পুথিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চরণ নাই।

৭। যেত। ৮। তৃতীয় পুথিতে এই পঙ্-

ক্তির পাঠ যথা,—

“রেত রক্তে এক এক নানারূপ দেখি।”

৮। কল্প

দশ দিনে হয় পুন বদরীপ্রমাণ^১ ।

ত্রিদশ^২ দিবসে হয় দীর্ঘ নিরমাণ ॥

তিন মাস বহি হয়^৩ জীবের আকার ।

ক্রমে ক্রমে নখ লোম জনমে তাহার ॥ ৩৭০ ॥

যটচক্র কমল ভেদ শরীরে জনমে^৪ ।

যেত^৫ পৌত ধ্রুং রক্ত গুরু কৃষ্ণ বর্ণে ॥

(ক) বেদ বিত্ত দীর্ঘ (?) সূর্য্য ষোড়শ দ্বিদলে

শুভ লিঙ্গ নাভি বক্ষ কণ্ঠ ভূজ^৬ স্থলে ॥ ৩৭১ ॥

অধে কুণ্ডলিনী বসে উর্দ্ধে সদাশিব^৭ ।

সুসুম্না নাড়িতে গাথা কহিল সংক্ষেপে ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে চিন্ময়ী সহস্রদলে বসে ।

গুরুবর্ণে আত্মরূপে হৃদয়ে^৮ বিলসে ॥ ৩৭২ ॥

বাহান্তরি সহস্র নাড়ি শরীরে নির্মাণ ।

তার মধ্যে দশ নাড়ি জানিব প্রধান ॥

ইঙ্গলা পিঙ্গলা সুসুম্নার^৯ সঙ্গে বসে ।

দশ দ্বারে মন প্রাণ সঞ্চরে বাতাসে ॥ ৩৭৩ ॥

প্রাণের সঞ্চার দেহে হয় পঞ্চ মাসে ।

অধোমুখে দশ মাস উদরেত বসে ॥

জননী ভোজন রস নাড়িতে সঞ্চরে ।

সেই রসে জীয়ে জীব^{১০} সমুদ্রজঠরে ॥ ৩৭৪ ॥

শত শত জন্মকথা পড়ে নিজ মনে ।

যুগপত^{১১} এক পল আপনাকে মান^{১২} ॥

যতেক যন্ত্রণা আছে জগতমাঝার ।

গর্ভবাস অধিক যন্ত্রণা নাহি আর ॥ ৩৭৫ ॥

১। বদর সমান।

২। ত্রিংশতি।

৩। ত্রিমাস রহিলে দেখি। ৪। ষটচক্র কমল

শরীরেত জন্মে। ৫। হেম। ৬। তৃতীয়।

৭। ভূজ। ৮। উর্দ্ধে সদাশিব বসে (কণ্ঠে?)

(ক) ৩য় পুথির পাঠ—

“বেদবিভূ দিগ সূর্য্য ষোড়শাদি দলে।”

৮। আনন্দে। ৯। ইড়া আর পিঙ্গলা সুসুম্না।

১০। হুঃখ। ১১। যুগসম। ১২। জানে।

গর্ভে থাকি নানা হুংখ উপভোগ করে ।
 মনে আর্তিনাদ করি পলে পলে মরে ॥
 ভূমিগত হয় দশ মাসের অন্তরে ।
 সংসার দেখিলে হুংখ সকল পাসরে ॥ ৩৭৬ ॥
 তবে মহামায়া জীবের চিত্ত আরোপিঞা^১ ।
 উনবিংশ অংশে দেয় অঙ্গ বিবর্জিঞা^২ ॥
 তিত্ত মিষ্ট করু কষা ক্ষার আশ্রয় যোগে ।
 জিহ্বা বদ্ধ করে সেই ষড়রস ভোগে ॥ ৩৭৭ ॥
 স্নদৃষ্টে কুদৃষ্টে করে নয়ান চঞ্চল ।
 স্নজ্ঞাণে কুজ্ঞাণে করে নাসিকা বিকল ॥
 তিরস্কারে পুরস্কারে শ্রবণ নিপাতে ।
 (স্পরণশে কুপরণশে)^৩ চন্দ্রকে আঘাতে ॥ ৩৭৮ ॥
 রতিহুংখে স্নখে করে লিঙ্গের তাড়ন ।
 কক্ষ বাত পিত্তে করে কর্ণ আভরণ ॥
 সঙ্গ^৪ ভেদে বুদ্ধি জন্মে সঙ্গি^৫ ধর্ম করে ।
 বেদে যে কহিল তাহা কিছুই না ধরে ॥ ৩৭৯ ॥
 লোভ হেতু পতঙ্গ প্রদৌপে ছাড়ে প্রাণ ।
 শাবকের মোহে পক্ষি পাশে নহে ত্রাণ ॥
 কামভোগে মত্ত হস্তী বন্দী কারাগারে ।
 ক্রোধহেতু চণ্ডসিংহ^৬ কুপে পশি মরে ॥ ৩৮০ ॥
 অহঙ্কারে নির্জ্ঞান কুপেত পড়ে মীন ।
 হিংসারে কুকুর যুদ্ধ^৭ করে রাত্রিদিন ॥
 এ সকল অনর্থ বসতি জীব সঙ্গে ।
 নিত্য নিত্য করে তারা কুরীত তরঙ্গে ॥ ৩৮১ ॥
 জীবের শরীরে এই লেখি রাজ্যখণ্ড ।
 মন নামে রাজা তাতে চঞ্চল প্রচণ্ড ॥
 রাজ্যে থাকি করে নানা দেশেত সঞ্চারণ ।
 কোনো কার্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার ॥ ৩৮২ ॥

সর্বস্থানে গতি করে চরিত্র^১ অজুত ।
 অহঙ্কার বিনয় তাহার দুই সূত ॥
 জ্যোষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার সবল তরঙ্গী ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ তার সঙ্গী ॥ ৩৮৩ ॥
 কনিষ্ঠ (বিনয়)^২ নাম অবল কুমার ।
 শান্তি দয়া ক্ষমা ধর্ম সঙ্গতি^৩ তাহার ॥
 গিত্তভূমি লইতে হুহার অভিলাষ ।
 নিত্য নিত্য করে দুহে বিবাদ প্রকাশ ॥ ৩৮৪ ॥
 কেহো কারো বশ নহে অস্ত্রোত্ত কন্দলে ।
 পিতার দ্বন্দ্ব^৪ দুহে কাকো না নিবारे ॥
 দুই সহোদরে যুদ্ধ দেখে দুইগণে ।
 সেনাপতি সেনাপতি যুদ্ধে দুই^৫ জনে ॥ ৩৮৫ ॥
 অহঙ্কারের সৈন্ত লোভ পরম সবল ।
 তাহার সঙ্গতি নিত্য ত্যাগের কন্দল ॥
 মোহ সঙ্গে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ ।
 কামে ধর্ম^৬ হিংসারস নাহি অবসাদ ॥ ৩৮৬ ॥
 শান্তিগণে সতত আঘাতে মহাক্রোধ ।
 সমতা^৭ হিংসারে করে পরম বিরোধ ॥
 মদ সঙ্গে ধৈর্যগণে নিত্য করে রণ ।
 দস্ত সঙ্গে মহাযুদ্ধ করে স্নেহগণ^৮ ॥ ৩৮৭ ॥
 এইমত অস্ত্রোত্তে বাটার যুদ্ধ কার্য ।
 যোজন প্রবল হয় সেই লয় রাজ্য ॥
 যতপি বিনয় জিনে চণ্ড অহঙ্কারে ।
 আপন সমান তবে^৯ না দেখে সংসারে ॥ ৩৮৮ ॥
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ আশ্রয় পাত্রগণ ।
 তা সবার চিত্ত রক্ষা করে সর্বক্ষণ ॥
 পরবিত্ত দার ভূমি হিংসে অতিশয় ।
 অশেষ অবিধি^{১০} করে মনে নাহি ভয় ॥ ৩৮৯ ॥

১। আবরিঞা। ২। বিভজিয়া। ৩। স্পৃহণে
 কুপুরুষে। ৪। পুথি ও ৩য় পুথি। ৫। অঙ্গ।
 ৬। অঙ্গি। ৭। শিবা। ৮। বুদ্ধি।

১। নুপতি। ২। ভনয়। ৩। পুথি। বিনয়। ৪।
 ৩। সংহতি। ৫। জনে। ৬। কামধর্মে। ৭। হুমতি।
 ৮। শান্তিগণ। ৯। কাকো। ১০। অবিধি।

অন্তরে নির্মল কৰ্ম নিরবধি হিংসে ।
 আপনে অবিধি কৈলে আপনা প্রশংসে ॥
 পিতামাতা অনাদর অন্নবস্ত্র দানে ।
 বেদে পূৰ্ণপক্ষ করে বিস্তার কারণে ॥৩৯০॥
 আশ্রম বিনাশ করে মন্ত্রণার ছলে ।
 আশ্রিত না পালে নিজ অধিকার বলে ॥
 নিজবুদ্ধি প্রকাশিঞা^১ গুরুকে আঘাতে ।
 শিখাইলে না শিখে সঞ্চরে ভিন্নপথে ॥৩৯১॥
 অলৌকিক দেখিঞা^২ বৈষ্ণবগণ হিংসে ।
 ধন জন ঘোবন অন্তরে^৩ উপহাসে ॥
 বিধির নিষেধ যত^৪ কিছুই না মানে ।
 বস্ত্র কৰ্ম করে তাহা আপনে বাধানে^৫ ॥৩৯২॥
 অগ্রভাব^৬ অগ্রায় করিতে মাত্র চিত্ত ।
 এইরূপে (অশিষ্ট)^৭ চরিত্র করে নিত্য ॥
 তার অন্নভোগিগণ^৮ প্রশংসে তাহাকে ।
 তবে আর অতিরেক^৯ পাপকৰ্মে থাকে ॥৩৯৩॥
 প্রথমে পালিঞা পণ্ড^{১০} মাংস সঞ্চ করে ।
 সে পণ্ড কাটিঞা খায় দৈব যজ্ঞ ছলে ॥
 পরম সন্তোষ পায়^{১১} একাকী ভোজনে ।
 মিষ্ট দ্রব্যে অধিক জঞ্জাল নাহি মানে^{১২} ॥৩৯৪॥
 সৃজনের গতি দেখি নানা ভঙ্গী^{১৩} করে ।
 হুংখিত অতিথ পাঞা পরিহাসে মারে ॥
 তার পরিবার গৃহ ধন কথা পুছে ।
 উত্তরে উত্তর দিলে ক্রোধ করে পাছে ॥৩৯৫॥
 নিজগুণ পরদোষ নিত্য কহে শুনে ।
 অজন্ম জন্মাঞা^{১৪} সভা হাসায় যতনে ॥
 এইরূপে সংসারী ছাড়িঞা পরিণাম ।
 অন্ন অধিকারে করে নির্বুদ্ধের^{১৫} কাম ॥৩৯৬॥

১। প্রকটিঞা। ২। কারণে। ৩। ধনরূপ
 ঘোবনে অন্তরে। ৪। কথা। ৫। শুদ্ধ হেন জানে।
 ৬। অব্যভার। ৭। কনিষ্ঠ। ৮। পুথি।
 ৮। ভোজিগণ। ৯। তার অতিরেক আর। ১০। জন্ত।
 ১১। কেবল সন্তোষ থাকে। ১২। আনে। ১৩। ভঙ্গ।
 ১৪। জন্মিয়া। ১৫। আত্মবোধের। ১৬। কুবুদ্ধির। ১৭।

অহঙ্কারে আপনাকে মানে^১ অধিকারী ।
 আপন প্রশংসাহেতু আপনা পাসরি ॥
 অর্থ সঞ্চ করে রাজদণ্ডের কারণে ।
 রূপ সঞ্চ করে পরনারীর ঘোহনে^২ ॥৩৯৭॥
 গুণ সঞ্চ করে ভিন্ন জনকে জিনিতে ।
 শাস্ত্রেত অভ্যাস করে ধন উপার্জিতে ॥
 (দেবকৰ্ম)^৩ করে সব প্রতিষ্ঠা কারণে ।
 অপযশ ভয়হেতু পোষে গুরুজনে ॥৩৯৮॥
 সিংহ সম সৰ্ব্বকৰ্মে হয় অধিকারী ।
 মুখে বোলে ঈশ্বর ইচ্ছায়^৪ কৰ্ম করি ॥
 ভাল কৰ্ম কৈলে বোলে আপন পৌরব ।
 মন্দ^৫ কৰ্মে বোলে আমি ঈশ্বরের বশ ॥৩৯৯॥
 এই কৰ্মে পাপ জন্মে জীবের শরীরে ।
 যে কিছু জন্মায় জীব সেই ভোগ করে ॥
 সংসার তরিতে পারে যে শুদ্ধ শরীরে ।
 হেন গুণ নষ্ট করে (চণ্ড)^৬ অহঙ্কারে ॥৪০০॥
 অহঙ্কারের বশ হয় যেই যেই জন ।
 অবশ্য তাহাকে^৭ যটে প্রমাদ লক্ষণ ॥
 অহঙ্কার নির্জিঞা^৮ বিনয় যদি বসে ।
 তবে দেহ পূর্ণ করে নানা ধর্মরসে^৯ ॥৪০১॥
 অর্থশক্তি বিনে হো সভাকে বশ করে ।
 বিনয়ে সকল কৰ্ম সাধিবারে পারে ॥
 শান্তরসে^{১০} হয় তার শরীর^{১১} কোমল ।
 নিজদোষ পরগুণ দেখে নিরন্তর ॥৪০২॥
 সভার শরীরে করে নির্মল আসক্তি ।
 সৎক জন্মাঞা করে সভাতে^{১২} পীরিত ॥

১। বাসে। ২। রমণে। ৩। বেদকৰ্ম।
 ৪। দেবকর্ম। ৫। ৩য়। ৬। ইংসারে। ৭। পাপ।
 ৮। অষ্ট। ৯। পুথি। ১০। তাহাতে। ১১। জিনিয়া।
 ১২। ইহার পর ২য় পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি আছে,—
 প্রথমে হি দেখে সর্ব জনকে প্রবীণ ।
 তবে সে আপনে হয় সভার অধীশ ॥
 তৃতীয় পুথিতেও এই দুই পংক্তি আছে। ১০। শান্তি-
 রসে। ১১। অন্তর। ১২। নির্মল।

নিজদ্রব্যে পরদ্রব্যে হয় পরিচয় ।
 সুকর্ম বিকর্ম বৃক্ষ লভ্য অপচয় ॥৪০৩॥
 দানধর্ম বিষ্ণুপূজা বৈষ্ণব সেবন ।
 অশেষ প্রকারে করে ভক্তি উপার্কন ॥
 সর্বত্র আলগ হঞা বসয়ে সংসারে ।
 লীলায়ে সকল কর্ম সাধিবারে পারে ২ ॥৪০৪॥
 দেহ রাজ্য মন রাজ্য বৃদ্ধ কলেবরে ।
 যে পুত্র সবল হয় তার সঙ্গে চলে ॥
 না করে নিবেদন আজ্ঞা করে সম দয়া ।
 আপনে হিঁ করে কার্য পুত্র আজ্ঞা লঞা ৩ ॥৪০৫॥
 আপন উত্তোগে জীব মন বশ করে ।
 মন বশ কৈলে সর্ব ইন্দ্রিয় নিবारे ॥
 সকল ইন্দ্রিয় বোগে দুঃখ সুখ ভোগে ।
 সুখে আমি দেখি শুনি থাকি আশ্রয়োগে ৪ ॥৪০৬॥
 আমি যদি সর্বকর্মে সভাকে নিবারি ।
 তবে আর সৃষ্টি আমি করিতে না পারি ॥
 আমা হৈতে হয় সর্ব জীবের জনম ।
 তথাপি আমার কেহ না জানে মরম ৫ ॥৪০৭॥
 আগুণে আগুণ শিখা যেন না মিলায় ।
 আমা হৈতে নিঃসরিলে প্রবেশ না পায় ॥
 আমার ইংসারে হয় সভার (নিঃসার) ৬ ।
 আপনার সাধনে প্রবেশে পুনর্বার ৭ ॥৪০৮॥
 কৃষ্ণকর্ম সাধিতে না দেখি আদি অন্ত ।
 শক্তি অনুমানে সাধে কার্য বুদ্ধিমন্ত ৮ ॥
 আকাশে উড়য়ে পক্ষ অনন্ত প্রচুর ৯ ॥
 যার যত শক্তি তারা উঠে ততদূর ১০ ॥৪০৯॥
 এইরূপে শক্তিক্রমে নিজ কর্ম করে ১১ ।
 মনের প্রবোধ তারা পায় ১২ বত দূরে ॥

১। বিপ্র। ২য়। বিষ্ণু। ৩য়। ২। ধর্ম ছাড়িবার
 পারে। ২য়। লীলায় সংসার কর্ম জিনিবারে পারে।
 ৩য়। ৩। গণ। ৪। হৈলে। ৫। ধর্ম। ৬। কর্ম।
 ৭। আজ্ঞা হইল। ৮। নিস্তার। ১ম পুথি। ৯। অনুক্রমে।
 ১০। অনন্ত আকাশে পক্ষী উড়য়ে প্রচুর। ২য় ও
 ৩য়। ১১। এইরূপে স্বক্ৰমে আপনে কর্ম করে।
 ১২। তার জন্মে।

যত জিজ্ঞাসিলে ধনি সকল कहিল ।
 ঐকবিবলভে কিছু সংক্ষেপে রচিল ॥৪১০॥
 নবম অধ্যায় ॥

দশমে শৃঙ্গাররস

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী সুন্দরী ।
 পুনরপি পতি প্রতি कहিলা মাধুরী ॥
 শুন প্রাণনাথ আজি পরম (বিবরণ) ১ ।
 নিগূঢ় চরিত্রতত্ত্ব করিবে গোচর ২ ॥৪১১॥
 যতেক कहিলে নাথ সভার চরিত্র ৩ ।
 এ সকল সাধুগণে অবশ্য বিদিত ॥
 তুমি সে জৈশ্বর সর্বজননের আধার ।
 তোমার সমান কিছু সাধা নাহি আর ৪ ॥৪১২॥
 তাতে মোর মনেত বিষয় এক বড় ।
 (দেবার্চনার ছলে তুমি কাকে ধ্যান কর) ৫ ॥
 দেব দেবেশ্বর নিত্য ভাবয়ে তোমায়ে ।
 হেন তুমি ভাবহ অর্চহ কার তরে ৬ ॥৪১৩॥
 তোমা জিজ্ঞাসিতে চাহো চিরদিন ধরি ।
 এ মোর বিষয় প্রভু ছিড় কৃপা করি ॥
 রুক্মিণীর কথা শুনি রসিকশেখর ।
 রসাবেশে অবশ সরস কলেবর ৭ ॥৪১৪॥
 নিগূঢ় প্রেমের কথা পড়িল সৌরভ ।
 অজ ভব পাসরিঞা কহে বিবরণ ॥
 কৃষ্ণ বোলেন প্রিয়া তোমার প্রসাদে ।
 कहিব পরম তত্ত্ব প্রেম উপরোধে ৮ ॥৪১৫॥
 গুহ্যতী অধিক গুহ্য নিত্যলীলা কথা ।
 তোমা হেন প্রেমপাত্রে कहিব সর্বথা ॥
 বিষ্ণুর বসতিস্থল যথা তথা জানি ।
 কাণাত্তরে সকল প্রলয় হেন মানি ৯ ॥৪১৬॥

১। বিরল। ১ম পুথি। ২। স্বভাব চরিত্র।
 ১ম ও ২য়। ৩য় পুথির পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ৩। ১ম
 পুথিতে “দেব চোর” আছে। ৩য় পুথি—দেবার্চনার
 কালেত কাহাকে ধ্যান কর। ৪। ছিড়। ৫। বত
 বত।

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান ।
 আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাধান ॥
 কিন্তু নিত্য স্থান আছে মনের আগম্য ।
 সাধারণে কি কাজ আমাতে বড়^১ রম্য ॥৪১৭॥
 হাস বুদ্ধি নাহি তাতে জরা মৃত্যুভয় ।
 সাধন ক্রীড়ার তেতু নিত্য রূপে রয় ॥
 এসব নিগূঢ় কথা গুণ কর্ত্ত্ব ভেদ ।
 সর্বকাল সেবা করি না বুঝিল বেদ^২ ॥৪১৮॥
 যজ্ঞভেদে স্থান কহি নিত্য বৃন্দাবন ।
 ক্ষেপার্কি না ছাড়ে কৃষ্ণ যে রসকানন^৩ ॥
 অনন্ত শরীরে স্থিতি নিত্য রূপ^৪ স্থান ।
 কেবল তাহাতে প্রভু^৫ কৃষ্ণ হেন নাম ॥৪১৯॥
 কিশোর বয়স তথা সর্বকাল ধরে ।
 শৃঙ্গার বিগ্রহ বিনে অস্ত্র নাহি করে ॥
 কুটিল কুণ্ডল আখ ললাটে বন্ধন ।
 কদম্বকুসুম মালে^৬ চূড়ার সাধন ॥৪২০॥
 তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ করে ঝলমলি ।
 চৌদিকে চঞ্চল দোলে লবঙ্গের^৭ সুরি ॥
 ঝলকে^৮ তিলক দীর্ঘ অলকা কপালে^৯ ।
 ভুরুতলে সজলনয়ানে^{১০} নৃত্য করে ॥৪২১॥
 সঘন (হাসিত) 'মুখ চমকে দশন ।
 সুরঙ্গ অধর গুষ্ঠ নাসিকা মোহন ॥
 কর্ণে নব মঞ্জরী বিচিত্র ঘন দোলে ।
 উচ্চবক্ষে শোভা করে মালতীর মালে ॥৪২২॥
 স্বেত রক্ত নীল পীত যোগে অষ্ট বর্ণ ।
 বৈজয়ন্তী নামে মালা শোভে জাহ্নবম ॥
 দীর্ঘগ্রীবে কেতকী পরাগ সুরঞ্জিত ।
 সুরঙ্গ লবঙ্গ^{১২} খোপা পৃষ্ঠে স্নদোলিত^{১৩} ॥৪২৩

অজাহ্নলম্বিত ভুজে পুষ্প অলঙ্কার ।
 নাগেশ্বর কেশরে বলয়াযুগ সার ॥
 কটিতে পীতবাস চম্পক রশনা ।
 ধটির অঞ্চল পদ উপরে দোলনা ॥৪২৪॥
 রাতুল চরণোপরি স্নমজীর দোলে ।
 করতলে (মুরলী)^১ সঙ্গীত সার বোলে ॥
 স্নগন্ধি চন্দনে অঙ্গ বিরাজিত চারু ।
 নটবর নাগর শেখর রস^২ গুরু ॥৪২৫॥
 তাহার প্রেমের প্রিয়া প্রাণের বল্লভা^৩ ।
 রমণী মুকুটমণি নায়ক হৃদ্রভা ॥
 কিশোরী নাগরী রতি রভসে রসিকা ।
 কৃষ্ণ অভিলাষে নাম রঞ্জিনী রাধিকা ॥৪২৬॥
 শুদ্ধ হেম তহু কিবা কনক কেতকী ।
 নাগেশ্বর কেশরে অধিক শোভা দেখি ॥
 পরশে নবনী কিবা শিরীষ মালতী ।
 অলখিত^৪ রূপ নহে নয়নের গতি ॥৪২৭॥
 কুঞ্চিত সুবেশ কেশ কপালে টালনি^৫ ।
 তাহার উপরে শিখী শিখণ্ড সাজনি ॥
 গুলাল লালতী মালা বেড়ি বেড়ি সাজে ।
 অরুণ তিলক ভাল চন্দনের মাঝে ॥৪২৮॥
 ভুরু পরে অপরে কেশর ভুরু ভাল ।
 অঞ্জে রঞ্জন কঞ্জ খঞ্জন নয়ান ॥
 শ্রবণে^৬ স্পন্দিতাবলী বিচিত্র লেখন ।
 নিরুপম নাসা গণ্ড বলিত গঠন ॥৪২৯॥
 দাড়িম্ব কুসুম কিবা অধর প্রবাল ।
 দশন মুকুতা কিবা তড়িতের মাল ॥
 শ্রুতিযুগে কুসুমস্তবক লবাকুরে ।
 কর্ণে মালতীর দাম^৭ বনমালা দোলে ॥৪৩০॥
 কেশুর কঙ্কণ করে কুসুমে রচিত ।
 পুষ্পমালা জাদ^৮ খোপা সঘন দোলিত ॥

১। প্রতি। ২। সর্বকাল স্তুতি করি সেবা করে বেদ। ৩। যে সব কারণ। ৪। ব্রহ্মরূপে। ৫। জ্ঞান। ৬। দোলে। ৭। রঙ্গনের। ৮। কনকে। ৯। অলঙ্কার মালা। ১০। নয়ান। ১১। হাসিত। ১২। মুখ। ১৩। পাটের। ১৪। পৃষ্ঠে দোলিত।

১। মুরলী। ২। মুখি: করে বেণু গুনি। ৩। ২। রতি। ৪। হৃদ্রভা। ৫। ১ম মুখি—অলখিত। ২য় মুখি—অলখিত। ৬। আর ভুরু ভাল। ইহার পরে ২য় পুথিতে চারি পংক্তি নাই। ৩য় পুথিতে আছে। পাঠভেদ যথা—গুলাব...তিলক হুতা...কেশররূপ। ৭। কপোলে। ৮। মালা। ৯। পুষ্পজাদহার।

নিতম্ব রঞ্জিত নীল পট্ট^১ পরিধান ।
 মুখর নুপুর রব চরণে প্রধান ॥৪৩১॥
 সরাগ পরাগ তহু ধূসর কেশরে ।
 অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ ধরে ॥
 করে ধরি মুররী অধরতলে রাখি ।
 সরস পঞ্চম ধ্বনি বোলায় সুমুখী ॥৪৩২॥
 বেশ রস বয়েস শৌসর ছই অঙ্গ ।
 গতি মতি পীরিত আরতি সম অঙ্গ^২ ॥
 ত্রিভঙ্গ ছহার অঙ্গ^৩ ছহে বংলী পুরে ।
 নৃত্য গীতামোদে ছহে ছহা লাগি রুরে ॥৪৩৩॥
 শব্দ রস পরিরম্ভ অলস চুধন ।
 প্রত্যঙ্গে ছহার তহু হাঁহাতে যোজন ॥
 কনক কিঞ্জঙ্ক যেন^৪ মখোর আসন ।
 নির্মল ফটিকে যেন বর্ণ সুশোভন ॥৪৩৪॥
 তথা ছই রূপে বসে রভসে বিহরে ।
 সেখানে জানিব মোক্ষ পশ্চিম দ্বারে ॥
 কেশ বেশ ষট্‌কোণে সেই কমলের দলে ।
 রমণী পুরুষে^৫ তারা কৃষ্ণ সেবা করে ॥৪৩৫॥
 সমুখের দলে বসে বন্দা দেবী রামা^৬ ।
 শব্দরূপা মূর্তি রতি আতি কৃষ্ণপ্রেমা ॥
 তার বামে রঙ্গদেবী পরমসুন্দরী ।
 ঐশাণ্ডে সুভদ্রাদেবী রূপঅধিকারী ॥৪৩৬॥
 তার বামে ভদ্রাদেবী রসমূর্তিবতী ।
 তার বামে রত্নরেখা গন্ধময়ী সতী ॥
 তার বামে সেব্যা^৭ দেবী ভোগিনী^৮ সুন্দরী ।
 মূর্তিময়ী ছয় শক্তি রূপ^৯ অধিকারী ॥৪৩৭॥
 ষট্‌কোণে বসতি এই প্রধান নারিক।
 কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম আনন্দদায়িকা ॥

তার তলে বাম পাশে ভূশক্তি সুন্দরী ।
 স্নিগ্ধ^{১০} হর্ষাদলশ্রামা দিব্যবেশধারী ॥৪৩৮॥
 কৃষ্ণগীত^{১১} রস গানে বীণাযন্ত্র ধরে ।
 সর্বাঙ্গ শিখিল কৃষ্ণপ্রেম রস^{১২} ভরে ॥
 শব্দাদি বিষয় চিত্ত^{১৩} কৃষ্ণেতে আর্পিতা ।
 কৃষ্ণের বজ্রভা^{১৪} ধৈর্য্য চরিত্রে পণ্ডিতা ॥৪৩৯॥
 ষট্‌কোণে দক্ষিণভাগে শ্রীশক্তি রমণী ।
 দিব্যবেশ বাস আতি নোতুন^{১৫} যৌবনী ॥
 কুচের অক্ষুর তহু ননীর পুতলি ।
 ক্ষীণ কটি উরু গুরু বিচিত্র ত্রিবলী ॥৪৪০॥
 শুদ্ধ হেম জিনি তহু দিব্য রূপ শোভা ।
 কায়মনবচনে সঘনে করে সেবা ॥
 এ ছই আধাররূপে থাকে অমুরাগে ।
 তার বাহে^{১৬} অষ্টদল শোভা অষ্টভাগে ॥৪৪১॥
 সমুখে ললিতা (দেবী)^{১৭} শ্রামলা বায়বো ।
 উত্তরে শ্রীমতী ধন্বা অমুরক্ষণ সেবে ॥
 প্রিয়প্রিয়া ঐশাণ্ডে বিশাখা পূর্বদিকে ।
 অগ্নিকোণে সেব্যা^{১৮} পদ্মা সুদক্ষিণ ভাগে ॥৪৪২॥
 নৈঋতে বসতি ভদ্রা সেবে প্রাণপতি ।
 কৃষ্ণ অঙ্গে ইন্দ্রিয় যোজিয়া করে স্থিতি ।
 (উপকোণে)^{১৯} অষ্টদলে শোভে অষ্ট রামা ।
 চাক্র চন্দ্রাবলী আর চিত্ররেখা নামা ॥৪৪৩॥
 চন্দ্রাবতী মদনসুন্দরী প্রিয়া প্রিয়া^{২০} ।
 মধুবতী শলীরেখা শোভে হরিপ্রিয়া ॥
 বোলয় দলেতে শোভে বোলয় সুন্দরী ।
 একো^{২১} জন সঙ্গতি সহস্র অমুচরী ॥৪৪৪॥
 প্রিয় গোপী বোলয় সহস্র পতি রঞ্জে ।
 কাঞ্চন গজন কারো রূপ তেজপুঞ্জ ॥

১। শীত পাট। ২। রঙ্গ। ৩। তহু। ৪। হেম।
 ৫। রূপে। ৬। বন্দাবতী নাম।
 ৭। সত্যা। ৮। ভগিনী। ৯। গুণ।

১০। সিন্ধু। ১১। গুণ। ১২। কথ। ১৩। সব।
 ১৪। দুর্ভা। ১৫। নোতুন। ১৬। রাজো (?)।
 ১৭। দেব্যা। ১৮। পুথি। ১৯। সৈব্যা। ২০। তপ
 কোণে। ২১। পুথি। ২২। পুন প্রিয়া। ২৩। এখো।

কিশোর বয়েসী রূপে কোটি কাম জিনে ।
 রত্ন মণি যুক্তামালা ভূষিত চন্দনে ॥৪৪৫॥
 নয়ন উৎপলে কৃষ্ণ (পাদপদ্ম পূজে) ¹ ।
 বচন রচনে কৃষ্ণ ক্রণে ক্রণে ভঞ্জে ॥
 নানা শব্দে করে তারা সুরের মণ্ডল ।
 সরস সুধ্বনি যোগে মগ্ন কলেবর ॥৪৪৬॥
 সিদ্ধাগণ মনরসে প্রকৃতি শরীরে ।
 সভার মানসপূর্ণ রাধিকা বিহরে ॥
 প্রধান সমান বেশ বয়েস সভার ।
 অমুচরী যোগে করে প্রেমের বেহার² ॥৪৪৭॥
 রসিক রসিকা রস দেখিঞা কোতুক ।
 বিনি পরশনে তারা বাসে³ সব সুখ ॥
 কৃষ্ণের সিদ্ধাস্ত এই নিগূঢ় বেহার ।
 হ্রাস বৃদ্ধ নাহি তাতে নিত্য অবতার ॥৪৪৮॥
 যোল্লয় সহস্র আদি যোল্লয় সুল্লরী ।
 অংশে অংশে কৃষ্ণক্লীড়া থাকে⁴ মূর্তি ধরি ॥
 কেলি বিনে নহে কোন রসের সঞ্চার ।
 তবে আর কহিব বিলাস অঙ্গ সার ॥৪৪৯॥
 বাহ্যে চতুষ্কোণ পীঠে কনকে রচিত ।
 চারিদিকে মধ্যে বেদি কনকে খচিত ॥
 পূর্বদ্বারে⁵ রত্নপীঠে ত্রিপুরা⁶ সুল্লরী ।
 কৃষ্ণপ্রেমে ঢুকার আনন্দ অধিকারী ॥৪৫০॥
 সুবেশ বয়েস রসে তার অধিকার ।
 তার আজ্ঞা বিনে নহে কাহার সঞ্চার ॥
 দক্ষিণে⁷ রঞ্জিণীগণ নিত্য⁸ অভিলাষী ।
 পঞ্চাশ সহস্র নারী সমান বয়েসী ॥৪৫১॥
 বামদিকে মণ্ডলী বোধনি দুইজন⁹ ।
 গীতরঙ্গ¹⁰ আনন্দ বাটার অমুক্ষণ ॥

চল্লিশ সহস্র নারী নামে মণ্ডলিনী ।
 অশেষ মধুর¹ গানে আনন্দ² দায়িনী ॥৪৫২॥
 বাঘটি সহস্র নারী বোধনি³ বিহরে ।
 তত্ত্বযোগে যন্ত্রনাদে নানা বাজ করে ॥
 একলক্ষ (বায়াত্র)⁴ সহস্র বরাঙ্গনা ।
 বিবিধ আনন্দরসে পাসরে আপনা ॥৪৫৩॥
 দক্ষিণে ভাবিনী শক্তি ভক্তি প্রেমরঞ্জে ।
 ঐতিকথা চল্লিশ সহস্র তার সঙ্গে ॥
 শ্রবণ নয়নযোগে কৃষ্ণরস ভোগে ।
 নৃত্যগীত বাজকলা করে নানা যোগে ॥৪৫৪॥
 ফুৎকার সুধ্বনি স্তম্ভ যত যন্ত্র দেখি ।
 সেই যন্ত্রে⁵ বিহরে সে সব চন্দ্রমুখী⁶ ॥
 শ্রামা⁷ নামে পশ্চিম দ্বারে অধিকারী ।
 আঠাশি সহস্র সঙ্গী মূনির কুমারী ॥৪৫৫॥
 মধুর আলাপ হাস রসের তরঙ্গে ।
 কৃষ্ণ সেবা করে তারা শুদ্ধসত্ত্ব সঙ্গে⁸ ॥
 ধাতুযোগে মিষ্টধ্বনি যন্ত্র সঙ্গী যত ।
 সে সব বিস্তার (হেতু)⁹ নিত্য তারা রত ॥৪৫৬॥
 উত্তরে ভৈরবী নামা কুসুম আসনে ।
 সকল সাধনে সিদ্ধা কিশোরী¹⁰ সেখানে ॥
 এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বরাঙ্গনা ।
 চন্দ্রক সুধ্বনি করে মধুর রচনা ॥৪৫৭॥
 যন্ত্রজ ফুৎকার আর কাংস্যজ চন্দ্রজে ।
 কণ্ঠ আদি পঞ্চম তরঙ্গে কৃষ্ণ ভঞ্জে ॥

১। পাদপদ্মগ্রজে। ২। প্রেম
 ব্যবহার। ৩। ভোগে। ৪। ভোগে। ৫। দিগে।
 ৬। বসতি। ৭। ভাহিনে। ৮। নৃত্য। ৯। রোখিনি
 দুইজন। ১০। বাজে।

১। সুধ্বনি। ২। আমোদ। ৩। বোধনি।
 ৪। বায়ন। ৫। বাজে। ৬। শশীমুখী
 ৭। শ্রামা। ৮। শুদ্ধ সত্তা সঙ্গে। ৯। ধ্বনি।
 ১০। বসতি।

রূপ গুণ রস বেশে সমান চাতুরী^১ ।
 কৃষ্ণের বিলসে অঙ্গ চারি লক্ষ নারী^২ ॥৪৫৮॥
 জেখর জেখরী দেখে সরস বেহার ।
 পরশ অধিক সুখ বাড়ে তা সভার ॥
 গীত বিনে বচন না কহে কোনো জনে ।
 নৃত্য গীত^৩ বিহনে চলিতে নাহি জানে ॥৪৫৯॥
 হাস্য বিনে বদন নীরস নাহি হয় ।
 ভঙ্গী বিনে শরীর সহজে নাহি বয়^৪ ॥
 ভক্ষ্য বিনে স্বাদ জন্মে দ্রব্য বিনে গন্ধ ।
 পরশ বিহনে^৫ বাড়ে রভস আনন্দ ॥৪৬০॥
 ধ্বনি বিনে শ্রবণের নাহি অধিকার ।
 রূপ বিনে নয়ানের না হয় সঞ্চার ॥
 কুসুম নিস্তেজ নহে অমল বসন ।
 অঙ্গের বৃদ্ধি নহে অখণ্ড যৌবন^৬ ॥৪৬১॥
 ইন্দ্রিয় বিষয় মন বুদ্ধি স্মৃতিতন ।
 কৃষ্ণপ্রিয়া শরীরে সভার সমর্পণ ॥
 অহেতুকী ভক্তি তারা নিরবধি করে ।
 গুণযোগে নিগুণ ভজয়ে নিরন্তরে ॥৪৬২॥
 ফলবাঞ্ছা না করে না ধরে ভিন্ন যোগে ।
 অথচ সকল রস করে উপভোগে ॥
 বাঞ্ছা^৭ কল্পতরুগণ নানাগুণ ধরে ।
 রূপময় পত্র তার চক্ষু পাপ হরে ॥৪৬৩॥
 আঁধু চন্দ্র বিনে তনু নবনী আকার ।
 অবিরত শ্রবে তাতে অমৃতের ধার ॥

গন্ধময় পুষ্প তার না হয় মলিন ।^৮
 স্বাদময় ফল বীজ বাকলবিহীন ॥৪৬৪॥
 নিত্য বৃন্দাবন এহি কহিল কথন ।
 আর যত সকল তাহার আবরণ ॥
 তার বাহ্যে চারি দ্বার চারি সরোবর ।
 অমৃত সমান তার বারি মনোহর ॥৪৬৫॥
 পূর্বদ্বারে সিদ্ধি বসে প্রদায়ক নামে ।
 রত্ন মণি হেমময় তাহার সোপানে ॥
 অশোককাননে লতা কুঞ্জক্ষেমে শোভা ।
 ভ্রমর ঝঙ্কার তাতে মধুপানে লোভা ॥৪৬৬॥
 কৈরব কানন জলে দোলে ইন্দীবর ।
 সুগন্ধি পবনগতি শীতল মন্থর ॥
 যত্ন যোগে সাধিঞা যতেক ভক্ত যায় ।
 সে জল পরশ বিনে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥৪৬৭॥
 দক্ষিণে আনন্দরসপ্রদ সরোবর ।
 রতন সোপান বন নিকুঞ্জ সুন্দর ॥
 নলিনী দোলনী শোভে ললিত লহরী ।
 উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতল ভ্রমরী ॥৪৬৮॥
 মন্দ মন্দ বায়ু বহে শীতল সুগন্ধ ।
 অবিরত কুসুমে ঝরেয়ে মকরন্দ ॥
 কাল পাঞা সে জল পরশে সাধুগণ ।
 তবে তার হয় কৃষ্ণ আনন্দ ভাজন ॥৪৬৯॥
 কাম্যক বিশ্রুত নাম পশ্চিমে পুষ্কর ।
 কঙ্কাল কুমুদ দোলে রত্ন নীলোৎপল ॥
 বিচিত্র সোপান নীর পূর্ণ নানারসে ।
 দিব্য রূপ ধরে সাধু সে জল পরশে ॥৪৭০॥
 উত্তরে শোভন সব মণয় নিব্বার ।
 বসন্ত উৎসব তাতে কুসুম সুন্দর ॥
 মধু সম নীর সব পদ্মগণ দোলে ।
 সে জল পরশে সাধু দিব্য চক্ষু ধরে ॥৪৭১॥

১। এই পংক্তি ২য় পুথিতে নাই ।

২। ইহার পর ২য় পুথিতে নিম্নলিখিত পংক্তি আছে—
 এখো এখো জন সঙ্গে লক্ষ অহুচরী ।

৩। গতি । ৪। ভঙ্গ বিনে শরীর সহজ নাহি হয় ।

৫। রহিত । ৬। জুগুপ । ৭। রাজ্যে (?) । ৮। সম
 পুথি । দ্বিতীয় পুথি—রাঙ্গা (?)

চারিদিকে চারি সর্বোবরের নির্মাণ ।
 মণ্ডল আকারে বেদি বাহিরে সোপান ॥
 ষোল্ল কেশর দলে অষ্টদশ সঙ্গী ।
 কৃষ্ণপ্রেমরসে তারা নিরবধি রঙ্গী ॥৪৭২॥
 প্রিয়সখা শ্রীদাম সেবায় নম্রভাবে । (ক)
 শুদ্ধভাবে বসুদাম নিরবধি সেবে ॥
 মৌনভাবে কিঙ্কর সে সুহৃদে বিশাল^১ ।
 বুযতে মধুরভাবে পরম রসাল ॥৪৭৩॥
 ওজ স্থান কোম(?) অর্জুন সুবিলসে । (খ)
 সুবলে আনন্দ ভাব অখণ্ড প্রকাশে ॥
 দেবগ্রন্থ নিত্যরূপ সজ্জোপন ভাবে ।
 কলাঞ্চত বক্রণ সঘন কৃষ্ণ সেবে ॥৪৭৪॥
 শ্লোককৃষ্ণ গায়ক লবঙ্গ সৈবা(?) দেখি । (গ)
 হাস্যভাবে কুমুদ^২ অন্তরে মহাসুখী ॥
 অন্তর্ধ্যামী জয়ন্ত ললিত সপ্ত^৩ সেবে ।
 এই সে ষোল্লর সখা সর্বদেহ তাবে ॥৪৭৫॥
 একো সখা সংহতি সহস্র যোগ্য সঙ্গী ।
 গোকুল ঈশ্বর সেবে কৃষ্ণপ্রেমে রঙ্গী ॥
 চারিদ্বারে ছই ছই বক্রের বিখ্যাত ।
 পূর্বে হরিশ্চন্দন দক্ষিণে পারিজাত ॥৪৭৬॥
 সন্তান পশ্চিমে শোভে মন্দার উত্তরে ।
 নানাবর্ণে ফলফুল মকরন্দ বরে ॥
 তার বাহ্যে^৪ বৎসক সুরভি যুতে যুতে ।
 আনন্দনয়নী নীর ছঙ্ক পড়ে স্রোতে ॥৪৭৭॥

পুলকে আকুল^১ তহু কৃষ্ণপ্রেমরসে ।
 তার বাহ্যে দক্ষিণে^২ কালিন্দী বিলসে ॥
 আসন কমলে যেন মকরন্দ রহে ।
 তাহা হৈতে শুদ্ধ রসে পূর্ণ নদী বহে ॥৪৭৮॥
 ছই কুলে রত্ন তটী অমৃতবাহিনী ।
 কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণভক্তি^৩ আনন্দদায়িনী ॥
 এই পঞ্চ আবরণে কৃষ্ণের নয়াজ ।
 হেতুকী সম্বন্ধ তার^৪ নামে হয় সাজ ॥৪৭৯॥
 তার বাহ্যে অষ্টদল পদ্মের প্রকাশ ।
 নানারসে করে কৃষ্ণ অশেষ^৫ বিলাস ॥
 পূর্ব পক্ষে মহাপীঠ কাম কোটি নামে ।
 এক গোপী এক কৃষ্ণ বসে^৬ সেই স্থানে ॥৪৮০॥
 শ্রীপুর আনল কোণে কমলের দলে ।
 এক কৃষ্ণ মহারাস গোপিকার মেলে ॥
 দক্ষিণে অনেক কৃষ্ণ গোপী পূর্ণ রাসে ।
 নৈঋতে সন্নদ পীঠে সঙ্কেত বিলসে ॥৪৮১॥
 পূর্ণ পীঠে পশ্চিমে গোবিন্দ অভিষেকি ।
 সুবায়ু বর্ধন পীঠে গিরিধর লেখি ॥
 উত্তরে আনন্দ পৃষ্ঠে রামকৃষ্ণ বসে ।
 (রতি শার পীঠে)^৭ যজ্ঞপত্নীর উল্লাসে ॥৪৮২॥
 এ সব ঘোঁষন লীলা কৃষ্ণরস স্থান ।
 তার বাহ্যে অষ্টদশ দলের নির্মাণ ॥
 পূর্বে মধুবন তবে খদির কানন ।
 অশ্বের মোচন তাতে^৮ কালির দণ্ডন ॥ ৪৮৩ ॥
 তবে বৎস চারণ যঠেত ছয় বন ।
 বহুলা কানন তাল বনের যোজন ॥

১। বিশাল (?)। ২। পুষ্টি। ৩। পুষ্টির পাঠ—
 বস্তাব কিঙ্কিনী শেষ হৃদয়ে বিশাল। (ক) বড় সখা
 শ্রীদাম সঙ্গরসভাবে। ৩। ২। কুমদ। ১ম
 পুষ্টি। ৩। হস্ত। ২। হস্ত। ৩। ৪। “রাজ্যোৎসব”
 পড়া বার। ১ম পুষ্টি। (খ) ভুজবান কমল
 অর্জুনে সুবিলাস। ৩। (গ) কৃষ্ণভক্তি গায় রত্ন
 প্রেমরস দেখি।

১। পুরিত। ২। প্রদক্ষিণে। ৩। ভক্তিভক্তি।
 ৪। বার। ৫। সরস। ৬। রাস। ৭। রতি-
 শের পৃষ্ঠে। ১ম পুষ্টি। ৮। অঘোর নির্মাণ পীঠ।

নবমে কুমুদ কাম কানন দশমে ।
 সেতুবন্ধ পীঠে পুন ভাঙিরক নামে ॥ ৪৮৪ ॥
 তবে ভদ্রবন তবে শ্রীবন বিশেষে ।
 পঞ্চদশে লোহ মহাকানন ষোড়শে ॥
 ভিন্ন ভিন্ন রসে কৃষ্ণ করে নানা কেলি ।
 কৃষ্ণের লীলাঙ্গ এহি গুহ্য রসস্থলী ॥ ৪৮৫ ॥
 তার বাহ্যে চতুষ্কোণ কনকপ্রাচীর ।
 চারি দ্বারে চারি শক্তি ভক্তির শরীর ॥
 (ত্রিপুরারি একাংশী)^১ ভুবন ঈশ্বরী ।
 মহামায়া^২ আদি চারি দ্বারে চারিনারী^৩ ॥ ৪৮৬ ॥
 গণপতি পশু^৪পতি সূর্য্য প্রজাপতি ।
 বায়ব্যাদি চারিকোণে যথাক্রমে স্থিতি^৫ ॥
 দ্বিতীয় প্রাচীরে রত্ন কোটি সূর্য্যসম ।
 সমুখে কনকপীঠে পরিজাত ক্রম ॥ ৪৮৭ ॥
 পুষ্পবন মধ্যে শোভে রত্নসিংহাসনে ।
 বাসুদেব জগদগুরু বসে সেই স্থানে ॥
 ইন্দ্রনীল শ্রামতমু চতুর্ভুজ ধরে ।
 বনমালা^৬ পীতবাস ভূষণে বিহরে ॥ ৪৮৮ ॥
 কুস্মিনী সুলক্ষ্মী আদি অষ্ট বরাজনা ।
 দ্বারকা বৈভব লক্ষা বসে^৭ সব রামা ॥
 দক্ষিণে রেবতী সঙ্গে বসে বলরাম ।
 চন্দনকাননে নিত্য করে মধু পান ॥ ৪৮৯ ॥
 পশ্চিমে সন্তানবনে রতি কামদেবে ।
 উত্তরে শ্রীমতী উষা অনিরুদ্ধ সেবে ॥
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সেবে^৮ চারি কোণে ।
 তার বাহ্যে হেমময় প্রাচীর শোভনে ॥ ৪৯০ ॥

১। ১ম পুখির পাঠ 'বুঝা যায় না। ২য় পুখির
 পাঠ দেখিয়া হইল। ৩য় পুখির পাঠ—

শ্রীপুরবাসিনী আর জগতী সুলক্ষ্মী।

২। মায়ারতি (মাতাবতী?) ২য়। মায়াবতী।
 ৩য়। ৩। দ্বারী। ৪। সুর। ৫। বায়ব্যাদি
 কোণে আবরণরূপে স্থিতি। ৬। বলরাম। ৭। সেবে।
 ৮। বসে।

মহাবিশ্ব মহারত্ন মহাব্রহ্মরূপে ।
 মহাকাল আদি চারি দ্বারের সমীপে ॥
 মহালক্ষ্মী মহারত্নী মহাবেদব্যতী ।
 মহাকাশী আদি চারি দ্বারে^১ বসতি ॥ ৪৯১ ॥
 চতুর্থে বিচিত্র ইন্দ্রনীলের সোপান ।
 অশোক কাননে রমে^২ জানকী শ্রীরাম ॥
 লক্ষ্মী^৩ সঙ্গে নরসিংহ মাধবীকাননে ।
 কল্পবনে বামন রতন সিংহাসনে ॥ ৪৯২ ॥
 সুরকুমার লতাশ্রেণে বরাহ পৃথিবী ।
 পূর্বে আদি চারিদ্বারে যথাক্রমে সেবি ॥
 রাম মীন বুদ্ধ^৪ কছি চারিদ্বারে স্থিতি ।
 নিজ নিজ অবতারে সভার বসতি ॥ ৪৯৩ ॥
 পঞ্চমে বিক্রম দ্বারে চারি চতুর্ভুজে ।
 শুক্ল রক্ত নীল পীত চারি চারি তেজে ॥
 চারিকোণে চারি লক্ষ্মী এই চারি বর্ণে ।
 বর্ষ্টে^৫ শুদ্ধ কটিক প্রাচীর স্মৃশোভনে ॥ ৪৯৪ ॥
 অগ্নিমা মহিমা আর জীবত লক্ষিমা^৬ ।
 চারিদ্বারে করে তার। কৃষ্ণভক্তি সীমা ॥
 রসিক প্রকাশ্য ভক্তি প্রাপ্তি চারি নিধি ।
 চারি দ্বারে যথাক্রমে দেব^৭ সর্বসিদ্ধি ॥ ৪৯৫ ॥
 প্রবাল প্রাচীর শোভা কেবল সপ্তমে ।
 সর্বত্র উজ্জ্বল^৮ করে যাহার কিরণে ॥
 পূর্বেদ্বারে সুরেন্দ্র শঙ্কর সুরগণে ।
 দক্ষিণে মুণীন্দ্রবৃন্দ শুদ্ধ সন্তানমে^৯ ॥ ৪৯৬ ॥
 জনকাদি মোক্ষ^{১০} যোগী পশ্চিম দ্বারে ।
 আত্মারামীগণে সেবে কেবল উত্তরে ॥

১। কোণেত। ২। বসে। ৩। নন্দী।
 ৪। বুদ্ধ। ৫। ১ম পুখি। বুদ্ধ। ২য় পুখি।
 ৬। অষ্টে। ৭। লক্ষিমা। ৮। ১ম ও ২য় পুখি।
 ৯। সেবে। ১০। আলো। ১১। সত্যে মম।
 ১০। মুক্য।

গুহুর্ক অঙ্গর সিদ্ধ যত বিদ্যাদর^১ ।

পত্নী সঙ্গে নৃত্য গীত আমোদে তৎপর ॥ ৪২৭

জনক সনক^২ শুক নারদ প্রহ্লাদ ।

অগ্রে অন্তরীক্ষে ভাবে কৃষ্ণের প্রসাদ ॥

পুলকে (পূরিত)^৩ তনু সজললোচন ।

ভক্তিভাবে করে নাম গুণের কীর্তন ॥ ৪২৮ ॥

উর্দ্ধে অন্তরীক্ষে দৃষ্টি^৪ বিষ্ণু সর্কেশ্বর ।

অনাদি অচ্যুত পূর্ণ ত্রিগুণের পর ॥

অক্ষয় অব্যয় নীতশে (?) ব্রহ্মবরূপ^৫ ।

আশ্রয় আশ্রিতহীন চিদানন্দরূপ ॥ ৪২৯ ॥

মৎস্য আদি অবতার জ্যোতিরূপে বসে ।

কালযোগে ভিন্ন হঞা কখন বিলসে ॥

নিত্য বৃন্দাবন অধে অনন্ত বসতি ।

সহস্র মন্তকোপরে নিত্যস্থান^৬ স্থিতি ॥ ৫০০ ॥

মণির মণ্ডপ মধ্যে রত্নসিংহাসনে ।

অনন্ত বসতি তথা ভক্তির সাধনে ॥

তার তলে কুর্শ বসে অনন্ত আধার ।

তার তলে স্থির বায়ু অচল সঞ্চার ॥ ৫০১ ॥

এই নব আবরণে ভোগাজ বিলাস ।

সভার দুর্লভ এই চরিত্র প্রকাশ ॥

নিত্য স্থল জল তেজ^৭ জ্যোতির উৎপত্তি ।

পঞ্চম সুতান ধ্বনি জন্মে নানা রীতি ॥ ৫০২ ॥

এই ষ্ট্রুই জড়িত হঞা দশ দিগ ফিরে^৮ ।

সেই সে বিরাট দেহ সূক্ষ্মরূপ ধরে ॥

অথচ নিঃশূণ^৯ দেহ সদৃশ^{১০} বাখানি ।

শব্দরূপা প্রকৃতি পুরুষ তেজ জানি ॥ ৫০৩ ॥

সেই ব্রহ্ম হয় পুন জ্যোতির^{১১} উৎপত্তি ।

তাহাতে জানিব মোক্ষরূপা আত্মশক্তি ॥

ভেজযোগে ভিন্ন হঞা শিবের প্রকাশ ।

জিহ্বায়ে রমিয়া করে ত্রিগুণ বিলাস^{১২} ॥ ৫০৪ ॥

সব রজ তম তিন গুণের বিকারে ।

পঞ্চভূতে অণু হঞা সৃষ্টি লীলা করে ॥

কোটি কোটি রূপ^{১৩} হঞা ব্রহ্মাণ্ড বিলসে ।

নৈরাকার^{১৪} অঙ্গে যেন রেণু হঞা বসে ॥ ৫০৫ ॥

নিত্য স্থানে যত আছে সৃষ্টির পত্তন ।

তার অংশে ব্রহ্ম দেহে বিলাস কারণ^{১৫} ॥

ব্রহ্মদেহে যত যত সূক্ষ্ম^{১৬} রূপে বসে ।

অংশে অংশে ভিন্ন হঞা ব্রহ্মাণ্ড বিলসে ॥ ৫০৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারে যে গুণ প্রকাশ ।

তার অংশে প্রতি জীব শরীরে বিলাস ॥

নিত্য স্থানে করে কৃষ্ণ নিগূঢ় বৈহার^{১৭} ।

কোনো যোগে নহে তথা^{১৮} কাহার সঞ্চার ॥ ৫০৭ ॥

প্রকৃতি শরীর বিনে কেহ নাহি দেখে ।

প্রেম ভক্তি বিনে কেহ না জানে তাহাকে ॥

চারি জাতি (সাধক)^{১৯} জগতে উপাদান ।

শাক্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণব প্রধান ॥ ৫০৮ ॥

অন্ত দেব সাধিতে^{২০} বৈষ্ণব ভাবে মতি ।

তবে ইষ্ট সেবিঞা কৃষ্ণে করে মতি^{২১} ॥

তবে তারা বস্তুভেদে^{২২} এই স্থানে লেখে ।

যে দলে বাহার ইষ্ট সেই দলে রাখে ॥ ৫০৯ ॥

সেই স্থানে যজ্ঞ করি ইষ্টপূজা করে ।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষ উপহারে ॥

বস্তুভেদে^{২৩} মন্ত্রবলে ইষ্টদেব আগে ।

প্রণাম করিঞা কৃষ্ণে ভক্তিরূপ মাগে ॥ ৫১০ ॥

১। বিনাশ। ২। অণু। ৩। নিরাকার।

৪। ব্রহ্ম প্রবেশিল বিনাশ (?) কারণ ॥ ৫। ব্রহ্ম।

৬। নিত্য ব্যবহার। ৭। তাতে। ৮। সাধন।

৯। ১। সেবিয়া। ১০। তবে ইষ্ট ভজিয়া কৃষ্ণে

করে গতি। ১১। বস্তুভেদে। ১২। বস্তুমধ্যে।

১। যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাদর। ২। সনক সনন্দ।

৩। পুরল। ৪। পুথি। ৫। দীপ্ত। ৬। অক্ষয়

অব্যয় ব্রহ্ম অক্ষরবরূপ। ৭। রূপে। ৮। ত্রিগুণ

কহে ব্রহ্ম। ৯। পূরে। ১০। সদৃশ। ১১। শব্দে।

এইরূপে করে নিত্য ভক্তির সাধন^১ ।
 অগ্নে অগ্নে দ্বারদল করয়ে লঙ্ঘন ॥
 ভোগাজ লীলাজ তবে নয়াক ছাড়িঞা ।
 কথো কালে সরোবরে মজে ভক্তি পাঞা ॥৫১১
 প্রকৃতি শরীর ধরি বিলাসাদে থাকি ।
 কৃষ্ণের সিদ্ধাজ দেখে হঞা শশীমুখী ॥
 ধর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম রস পঞ্চ অঙ্গ ।
 এই পঞ্চ পথে লভে নিদানপ্রসঙ্গ ॥৫১২ ॥
 বিনে শক্তি বশে নহে কৃষ্ণরস পান ।
 নারদাদি ভক্তগণ তাহাতে প্রমাণ ॥
 কৃষ্ণরসে রসিক বৈষ্ণব তিন জাতি ।
 ভক্ত আর বিরক্ত অবোধি মহামতি^২ ॥৫১৩ ॥
 ভক্তজনে ধরে মালা তিলক সুবাস ।
 সাধুচিহ্ন ধরি করে ভক্তির প্রকাশ ॥
 বিরক্তের চিহ্ন এই বৈরাগ্যলক্ষণ ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসে অমুক্ষণ ॥৫১৪
 ভগবৎ প্রবোধিগণে^৩ হিংসা নাহি ধরে ।
 তাহার চরিত্র কেহ লখিতে না পারে ॥
 সেজন কৃষ্ণের আদরসে অমুরাগী ।
 প্রথমেহি^৪ কৃষ্ণকৌড়া প্রেমে হয় ভাগী ॥৫১৫ ॥
 কঠোর তপস্তা শুনে তথাচ না করে ।
 আপন শরীর (মার্জ্যে)^৫ বাহ্য অভ্যন্তরে ॥
 অমল শরীর করে পত্রে দৌতবাস ।
 পরিৎসেদ দিব কুকর্মে^৬ সঘন প্রকাশ ॥৫১৬ ॥
 অকপট অক্ৰোধ অভয় অমুরাগী ।
 দুঃখ সুখ জান্মলে না হয় উপভোগী ॥

প্রেমভাবে^১ সভাতে সরস কথা কহে ।
 সংসারে আসক্তি করে কাতো^২ লিপ্ত নহে ॥৫১৭ ॥
 ব্যবহার কর্মে মহাজড় হেন দেখি ।
 অথচ সংসার গেলে তাতে^৩ নহে দুঃখী ॥
 গৃহপুর পত্নী-পুত্র ধন সঞ্চ করে ।
 সংসারী সকলে কেহ লখিতে^৪ না পারে ॥৫১৮ ॥
 উত্তম মধ্যম কার্য্য সর্ব্বত্র সম্মান ।
 যখন যে করে তাতে বড় বুদ্ধিমান ॥
 লোভ রাখে কৃষ্ণকথা অমৃত ভোজনেন ।
 মোহ রাখে নির্ম্মল^৫ বৈষ্ণবগণ সনে ॥৫১৯ ॥
 কাম ভোগে নিজ পত্নী কৃষ্ণকর্ম্ম^৬ লাগি ।
 সাধুদেহী দেখি মনে ক্রোধ অমুরাগী ॥
 অহঙ্কার করি^৭ কৃষ্ণ চরিত্র স্থাপনে ।
 অবিস্তার সঙ্গে হিংসা করে রাত্রিদিনে ॥৫২০ ॥
 সত্য অভয় থাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ।
 ভয় করে ভক্ত সহে^৮ বিৎসেদ কারণে ॥
 দুঃখ পায় কেবল অজনে^৯ নিন্দা শুনি ।
 সাধু আগমনে^{১০} আতি সুখ হেন মানি^{১১} ॥৫২১ ॥
 শুনিঞা উত্তম ধ্বনি বাঢ়ায় উল্লাস ।
 স্বাদ যোগে করে কৃষ্ণ স্মরণে^{১২} অভ্যাস ॥৫২২ ॥
 দেখিলে উত্তমরূপ (কৃষ্ণকে নিবোধে)^{১৩} ।
 গন্ধ পত্র উৎপলে^{১৪} মানসে কৃষ্ণ পূজে ॥
 সুবেশ বয়স গীত যন্ত্র স্তম্ভ নাদ ।
 কৃষ্ণ সম্পদ হেন মনে করে সাধ ॥৫২৩ ॥
 দেদেত নিরুদ্ধ^{১৫} নহে যাতে জন্মে সুখ ।
 এসব জানিব মনে কৃষ্ণের কোতুক ॥

১। নিত্যরূপে এহি করে উত্তম সাধন ।
 ২। কামসার বিরক্তি প্রবোধি মহামতি । 'প্রবোধি'
 পাঠই সম্ভব । নিয়ে তাহাই আছে । ৩য় পুঁথিতেও
 'প্রবোধি মহামতি' আছে । ৩। ভক্তত প্রবোধি জন্ম ।
 ৪। মজে । ৫। ৫। পরিচ্ছেদ বলা কর্ম্ম । ৬।

১। রেহবশে । ২। কাধো । ৩। মনে ।
 ৪। লক্ষিতে । ৫। মোহ করে অমল । ৬। প্রেম ।
 ৭। অহঙ্কারে করে । ৮। গণ । ৯। সুকর্ম্ম ।
 ১০। আপমন (অপমান ?) ১১। দুঃখ অমুরাগী ।
 ১২। রসের । ১৩। কৃষ্ণ কেলিযোগে । ১৪। পুঁথি
 ১৫। পুণ নব পল্লবে । ১৬। বিরুদ্ধ ।

শক্তিতে আসক্তি করে সখীভাব করি।
 রতি ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে করে নানা কেলি^১ ॥৫২৪
 অর্থ মন্ত্র স্তুতি বিনে দেখি^২ ভিন্ন ভাব।
 অহেতুকী আচরণে জানি প্রেম লাভ ॥
 এইরূপে কৃষ্ণরসে আনন্দ বাঢ়ায়।
 ভাবিতে ভজিতে কৃষ্ণ অমুরাগ পায় ॥৫২৫॥
 মানসে প্রকৃতি হঞা রমায় আপনা।
 কালযোগে হয় তার দিব্য বরাজনা ॥
 দেবার্দ্ধার কালে আমি সেই স্থল ভাবি।
 প্রিয় প্রিয়া বিহার সখন মনে সেবি ॥৫২৬॥
 নিত্যস্থান প্রমাণ গোকুল বৃন্দাবন।
 সে সব নাগরী এহি ব্রজবধুগণ ॥
 তা সভা সম্ভাষা আমি করি ধানযোগে।
 মন প্রাণ তুষ্ট^৩ করি গোপী প্রেম ভাবে^৪ ॥৫২৭
 মানসে^৫ সে রস ভোগ করি প্রতিদিন।
 তাহা বিনে আমার সকল কৰ্ম্ম হীন ॥
 সে সব চরিত্র প্রিয়া কহিতে না পারি।
 দেখিলে প্রতীত ভঞ্জে শুন হে সুন্দরি ॥৫২৮
 তোমাকে কহিল প্রিয়া প্রেমের কারণ।
 পাষাণের সাক্ষাতে^৬ করিহ সঙ্গোপন ॥
 নিগূঢ় চরিত্র প্রিয়া কহিল তোমারে।
 ইহা ভিন্ন সাধ্য কিছু নহে^৭ কলেবরে ॥৫২৯॥
 শুনিঞা কৃষ্ণের কথা ক্লিষ্টগী সুন্দরী।
 অধিক অধিক স্মৃথ মানিলা মাধুরী ॥
 কৃষ্ণ ক্লিষ্টগীর গোপ্ত রভস ছন্দ^৮।
 সংক্ষেপে রচিল কিছু শ্রীকবিবল্লভ ॥৫৩০॥

দশম অধ্যায়

—:—

একাদশে প্রেমরস

(আশোয়ারী)

জয় জয় প্রেমা^১ মণি ক্লিষ্টগী রমণী ধনী
 শুনিঞা নিগূঢ় রসকথা।
 পুলকে পুরল^২ দেহা দ্বিগুণ বাঢ়িল লেহা
 পুনরপি পুছে স্মৃতিরতা ॥
 শুনহে প্রাণের পতি মোর বোলে কর মতি^৩
 তুমি সে পণ্ডিত প্রেমরসে।
 গোপী সনে^৪ বৃন্দাবনে কেলি কৈলে রাত্রি দিনে
 গোপনারী রমিলে^৫ সন্তোষে ॥৫৩১॥
 সম্প্রতি দ্বারকাপুরী বোলয় সহস্র নারী
 রাজকন্তা পরম পণ্ডিতা।
 কুল শীল রূপ গুণে অমুপামা সর্ব^৬জনে
 সরস রভসে স্মৃতিরতা ॥
 নন্দানকমল পথে রাখিলে^৭ আপন চিত্তে
 মতি গতি সর্ব^৮ কৰ্ম্ম করে।
 তিলেক না দেখে যদি না শুনে বচন নিধি
 অমুরাগে প্রাণদাহে মরে ॥৫৩২॥
 হেন অমুরাগে ছাড়ি কপট দেবার্দ্ধা করি
 ধ্যানযোগে থাক তুমি বনে।
 সহজে সে ভিন্ন নারী সেহো বন অমুচরী
 যতনে ভজহ কি কারণে ॥
 প্রিয় কথা নাহি জানে পতি হেন নাহি মানে
 নিরবধি গ্রাম্য কথা কহে।
 বৃক্ষ মূলে ঘর যার বনপুঙ্গু অলঙ্কার
 সে জন কেমনে তোমা মোহে ॥৫৩৩॥

১। রতি বিনে ভিন্ন দ্বারে করি প্রেম কেলি।
 ২। বলে দেখি। ৩। কৃষ্ণ। ৪। ভোগে।
 ৫। মননে। ৬। অগ্রেত। ৭। নাহি।

১। প্রেম। ২। পুরিত। ৩। গতি। ৪। গোপ
 কুলে। ৫। গোপকন্তা রমণী। ৬। একে।
 ৭। রাখিঞা।

কেলি যার কুঞ্জতল শয্যা যার তরুতল^১
পরিহাস কন্দল সমান ।

রচিতে না জানে রতি গুরুকূলে^২ ঘন মতি
তাতে কেনে এমত সন্ধান ॥

নিত্যস্থান কেলি বাণী শুনিতে অপূর্ব মানি
তার তুল্যা বাসহ গোকূলে ।

(এ মোর বিশ্বয় বড় অনন্তে জানিলে দঢ়
বৃষ্ণিমা কহিবে নিরাকূলে)^৩ ॥৫৩৪॥

কল্লিগীর বচন শুনি হর্ষিত^৪ নাগরমণি
পুন পুন কহে প্রেম-কথা ।

গোপীর নিগূঢ় ভাব কে বুঝে সে হেন লাভ
সাবধানে শুন সূচরিতা ॥

দৃগতে সম্বন্ধ যত বেদে কহে নানা মত
সে সব জানিব মনে দঢ় ।

তাহাতে জানিব লাভ পুরুষ প্রকৃতি ভাব
ইহাধিক নাহি আর বড়^৫ ॥৫৩৫॥

তার মধ্যে গোপ্ত রস কেবল প্রেমের বশ
সর্বলোকে করে সঙ্গোপন ।

ছাড়িঞা মন্দিরপুরী গুরুকূলে করে চুরি
বিরলে বাটার প্রেম-ধন ॥

সহজে সে^৬ গ্রাম্য জাতি সহজ চরিত্র আতি
চাতুরী আহার্য নাহি জানে ।

তাহাতে কুলজা ধর্ম বিরলে বিলসে কর্ম
পতি অহঙ্কার নাহি মানে ॥৫৩৬॥

তাতে রহে অহুয়াগ মনে সহে দুঃখ ভাগ
প্রেমশয্যা তরুতলে সীমা ।

রূপে করে অহঙ্কার^৭ যৌবনে কিরূপ ভার
প্রেম নহে যৌবন গরিমা ॥

১। বনের কুহুমদল। ২। গুণে। ৩। বন্ধনী-
মধ্যস্থিত পংক্তি দুইটা ১ম পুথিতে নাই। ৪। হসিত।
৫। তাহা বিনে অস্ত্র নাহি বড়। ৬। হি।
৭। অলঙ্কার।

গৃহ কর্মে বাছ দেহা মনে ভোগে নব লেহা
কন্দলের ছলে দুঃখ কহে ।

সহজে (প্রকট)^১ রসে রসিকের নহে তোষে
গোপ্ত প্রেমে প্রাণ মন মোহে^২ ॥৫৩৭॥

নিকুঞ্জ মন্দির^৩ পাঞা তাহাতে বিরল ছায়া
কুহুমসৌরভে বায়ু ধোলে ।

কোকিলে পঞ্চম গায় মাতল ভ্রমরে ধার^৪
সচকিতে প্রীত^৫ লাগি বুলে ॥

এ সব সূখের গুর কহিতে শুনিতে মোর
তনুমনপ্রাণে দুঃখ ভাব ।

এ সব অপূর্ব ভাষা শুনিতে পরম আশা
শুনিলে বাঢ়য়ে বহু লাভ^৬ ॥৫৩৮॥

আত্মারামরূপ ধরি নানারূপ কেলি করি
খণ্ডনে স্থাপনে কর্তা আমি^৭ ।

শিবে কি বিধের তেজে আনলে সকল ভুঞ্জে
তেজ বলে(ক) কিছু না বাঞ্ছানি ॥

উত্তম মধ্যম যত^৮ যে জন যে কার্যে রত
তাহা কেহ ছাড়িতে না পারে ।

হেলাতে^৯ আনন্দধাম কেলি বৃন্দাবন নাম
তার ভাবে পুরিল অন্তরে ॥৫৩৯॥

গোপীগণ প্রেমখানি স্মরিতে নরিল মানি
প্রেমপুঞ্জ বাঢ়ে আর্তিযোগে ।

মনে কর অনুমান যে করে অমৃত পান
অস্ত্র মধু তারা নাহি ভোগে ॥

১। প্রাগট। ১ম। ২। দাহে। ৩। কুটীর।
৪। মাতল ভ্রমর সব বন্ধরে মদন রব।
৫। প্রেম। ৬। এই দুই পংক্তি ২য় পুথিতে নাই।
৭। ২য় পুথিতে এই স্থানে পাঠ যথা—
আত্মারামরূপ ধরি সভাতে বিলাস করি
না বুঝিঞা কহ ভিন্ন দার।
মোর কর্ম গুণ সিদ্ধি তাতে কি নিবেধ বিধি
খণ্ডন স্থাপনে কর্তা আমি।
(ক) তৃতীয় পুথির পাঠ। ১ম পুথি—তেজবান।
৮। হেন ত।

পীরিতি আরতি রতি সন্তোষ বিয়োগ গতি
 তোমাকে কহিল আদরসে ।
 কৃষ্ণের প্রবোধ বোলে কুঞ্জীণী পড়িলা ভোলে
 ত্রীকবিবল্লভ কিছু ভাবে ॥৫৪০॥
 একাদশ অধ্যায় ।

দ্বাদশে শান্তিরস

(পাহাড়িয়া রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়! আনন্দভাজনী ।
 প্রভু' বিদ্যমান কিছু' বোলে প্রিয়বানী ॥
 কহ কহ প্রাণনাথ নির্মলস্বভাব ।
 কেমন ভজনে হয় কৃষ্ণপ্রেম লাভ ॥৫৪১॥
 নাগর কিশোরী ভাব' সরস প্রস্তাবে ।
 বিনে কায়ক্লেশে লোক ভজে কোন ভাবে ॥
 কোন কর্ণে কর্ণনাশ সুসাধকে করে ।
 কৃপা করি এ সব নাথ কহিবে আমারে ॥৫৪২॥
 কুঞ্জীণীর বাক্যে কহে দ্বারকার পতি ।
 কহিব সকল শুন পতিব্রতা সতী ॥
 প্রবর্ত্ত নিবর্ত্ত দুই' পথ নিরূপণ ।
 অমুরাগ' বৈরাগ্য তাহাতে নিযোজন ॥৫৪৩॥
 সরস নীরস তাতে আরোপিল বেদ ।
 প্রকৃতি পুরুষ দুই ভজনের ভেদ ॥
 কিঙ্কর কিঙ্করী ভাব ভাবে সাধুগণে ।
 তার অমুরাগী পথ না যায় গণনে ॥৫৪৪॥
 কোটি কোটি পথে ভক্ত সেবে ভক্তিরসে ।
 নানা পথে নদী যেন সমুদ্রে প্রবেশে ॥
 নিবর্ত্ত ভকতে নিত্য বাঢ়াঞ বৈরাগ্য ।
 কোনো যোগে জগতে না সহ' সত্যভাগ ॥৫৪৫॥

জন্মিলেহি' দেখে তারা সমুখে মরণ ।
 স্বপ্নবৎ দেখে পূর্ব দিবা আচরণ ॥
 প্রথমে আপন দেহে যতন না করে ।
 তবে তার আসক্তি না জন্মে গৃহপুরে ॥৫৪৬॥
 শত্রু মিত্র না জানে সমান বুদ্ধি ধরে ।
 পুরীষ চন্দন গন্ধে সমভাব করে ॥
 তিরস্কার পুরস্কারে সুখী দুঃখী নহে ।
 শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি সমভাবে সহে' ॥৫৪৭॥
 তিক্ত মিষ্ট কটু আল্প মনে হো না কহে ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিলে ব্যাকুলচিত্ত নহে ॥
 যোগী অবধূত হয় কেহ বা সন্ন্যাসী ।
 ভগ্নকুণ্ড ধরে কেহো কেহো বনবাসী ॥৫৪৮॥
 আশ্রম না করে কেহো জড়বেশ ভ্রমে ।
 পর্বতপ্রান্তরে ভ্রমে' বিনিপরিশ্রমে ॥
 শুনিলে না শুনে কিছু দেখিলে না দেখে ।
 কোনো দেব না পূজে আচার নাহি রাখে ॥৫৪৯॥
 সংসারচরিত্র দেখি বাসে উপহাস ।
 অনিত্য করিঞা জানে' জগত বিলোম ॥
 সজীব শরীরে করে নিজজীবের ভাব ।
 অস্থিগণ দেখি করে সজীব স্বভাব ॥৫৫০॥
 বালকের অঙ্গে দেখি যৌবনের লীলা ।
 যৌবনশরীরে দেখে বৃদ্ধরস থেলা ॥
 গৃহপুর দেখে যেন শূন্তের আকার ।
 শূন্য স্থানে দেখে গৃহ পুরের সঞ্চার ॥৫৫১॥
 আসক্তি বিরোধ দেখি মনে মনে হাসে ।
 সংসারে আলগ হঞা নির্ভয়ে বিলসে ॥
 নিরবধি মনে করে গোবিন্দভজন ।
 নিমিষের আধ আধ না ছাড়ি চরণ ॥৫৫২॥

১। এই পংক্তি ২য় পৃথিতে গরের পংক্তিরূপে

১। প্রিয়। ২। পুন। ৩। কিশোর বেশ। আছে ও পরপংক্তি প্রথম পংক্তিরূপে আছে।
 ৪। পূর্বনিবর্ত্তনী বৃত্ত। ৫। অমুরাগ। ৬। দেখে। ৭। করে। ৮। মানে।

সে জন কিঙ্কর দেহে মুক্তিপদ পায় ।
 জ্যোতির্শ্বরে চিত্ত দিঞা স্বল্প^১ অহুভায় ॥
 সাক্ষ্য সাযুজ্য আর সালোক্য নির্বাণ ।
 ভাব অহুমান^২ চারি মুক্তির নির্মাণ ॥৫৫৩॥
 সে জন পৃথক নহে ঈশ্বরে বোজন ।
 ঈশ্বর সমান তার কার্য আচরণ ॥
 এ সব নিরুক্ত^৩ ভাব কহিল সংক্ষেপে ।
 প্রবর্তচরিত্র কিছু^৪ শুনহ স্বরূপে ॥৫৫৪॥
 প্রবর্তজনের হয় প্রকৃতিস্বভাব ।
 নিরবধি করে তারা অহুরাগ ভাব ॥
 প্রথমেহি জন্মে^৫ তারা সত্য হেন মানে ।
 কৃষ্ণের চরিত্র^৬ কথা যাহা হৈতে জানে ॥৫৫৫॥
 প্রথমেহি করে^৭ গৃহী গুরু মহাশয় ।
 অকপটে ভাবে গুরু করিবে নির্ণয় ॥
 সর্বজন সম্মত জানিবে ভাল মতে ।
 বিশেষে আপন চিত্ত প্রবেশে যাহাতে ॥৫৫৬॥
 তাহাতে করিবে জীব শিক্ষা^৮ উপদেশ ।
 প্রাণপোণে গুরু আজ্ঞা পালিবে বিশেষ ॥
 পরীক্ষা না করে তাতে না করে প্রলাপ ।
 কায়মনবাক্যে তার না জন্মায় তাপ ॥৫৫৭॥
 গুরুর চরিত্র আজ্ঞা না করে বিচার ।
 কৃষ্ণের সাক্ষাতে^৯ পূজা করিবে তাহার ॥
 নিজ পতি জানিঞা ভজিবে অকপটে ।
 সেবিঞা শিখিবে^{১০} ধর্ম গুরুর নিকটে ॥৫৫৮॥
 ভাল মন্দ নাহি জানে^{১১} আজ্ঞা মাত্র বহে ।
 কৃষ্ণ ভিন্ন গুরু ভিন্ন মনে হো না কহে ॥

ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে বাঢ়ায় সন্তোষ ।
 প্রাণপোণে নিত্য ভোগে গুরুর আদেশ^১ ॥৫৫৯॥
 সেবিঞা খণ্ডায় নিজ শরীরের দোষ ।
 যত্ন করি পলে পলে শিখে উপদেশ ॥
 হীন কর্ম করিতে না বাসে অবসাদ ।
 গুরুর তাড়না মনে জানিবে প্রসাদ ॥৫৬০॥
 তবে মন্ত্র লঞা কৃষ্ণ ভজে অকপটে ।
 জনম অবধি থাকে গুরুর নিকটে^২ ॥
 যত্নপি স্বতন্ত্র রস জনমে তাহার^৩ ।
 তত্বে গুরুস্থানে আজ্ঞা লয় পরিহার^৪ ॥৫৬১॥
 কোনো স্থানে গুরুর আশ্রয় করে স্থখে ।
 দ্বাদশ প্রকারে কৃষ্ণ ভজয়ে কোতুকে ॥
 চারি মত আবাহন^৫ করে বুধগণ ।
 স্বর্ঘ্য অগ্নি জল ভূমি তাহার আসন ॥৫৬২॥
 স্থাপন প্রকার ছয় বুধগণে^৬ লয় ।
 দারু শিলা ধাতু তরু চিত্র মূলময়^৭ ॥
 মনন প্রকার ছই বুধগণে করে ।
 যথাকার তথা আর হৃদয়কমলে ॥৫৬৩॥
 এইরূপে নিত্য করে সেবার আরম্ভ ।
 অল্পে অল্পে ক্ষয় করে সংসারের দম্ভ ॥
 কৃষ্ণের উভয় লিঙ্গ ধীরগণে^৮ ভজে ।
 বৈষ্ণব সেবন কিবা^৯ মূর্ত্তি করি পূজে ॥৫৬৪॥
 মূর্ত্তিকে সজীব জ্ঞান যার চিন্তে ধরে ।
 সেই জন মূর্ত্তি সেবা চিরকাল^{১০} করে ॥

১। এই স্থান হইতে তিন পংক্তি ২য় পৃষ্ঠিতে
 এই প্রকার—

শিখায় খণ্ডায় নিজ শরীরের দোষ ॥
 যত্ন করি প্রাণপণে শিখে উপদেশ ।
 ভক্তিভাবে নিত্য ভোগে গুরু অবশেষ ॥

১। স্বা। ২। অহুভায়। ৩। নিবর্ত্ত।
 ৪। প্রিয়। ৫। জন্ম। ৬। সরস। ৭। যতনে
 করিব। ৮। দীক্ষা। ৯। সমুখে। ১০। সখী।
 ১১। না বিচারে।

২। সেবিঞা খণ্ডায় দোষ গুরুর নিকটে। ৩। রসে
 আশ্রয়ে তাহারে। ৪। পরিহারে। ৫। আবাহন;
 ৬। হৃদয়কে। ৭। মনোময়। ৮। সাধুগণে।
 ৯। আর। ১০। অচিরকালে।

প্রাণপোষণে^১ সেবা করে সজীব স্বভাব ।
 গুণ দোষ জন্মায় প্রসাদ শাস্তি লাভ ॥৪৬৫॥
 প্রসাদের গুণে সুখ জন্মে^২ কলেবরে ।
 দোষযোগে শাস্তি দুঃখ জন্মায় শরীরে ॥
 দণ্ডে দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে করে সেবা কন্ম ।
 তিলেক না ছাড়ে শুদ্ধ সেবকের^৩ ধর্ম ॥৪৬৬॥
 মূর্ত্তিপ্রতি যত্নপি এমত হয় জ্ঞান ।
 তবে সে জানিব মূর্ত্তি^৪ ভজন সন্ধান ॥
 কৃষ্ণ মূর্ত্তি লিঙ্গ এই ভজে সাধুগণ ।
 বৈষ্ণবশরীরে আর করয়ে ভজন ॥৪৬৭॥
 প্রথমেহি গৃহপুর করে (পরিষ্কার)^৫ ।
 তাহাতে প্রকাশ করে কৃষ্ণের বেহার ॥
 ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষ উপহারে ।
 নামগুণকীর্ত্তন আবেশে^৬ সেবা করে ॥৪৬৮॥
 বাগিণ্ডা মনুষ্যসেবা করে কৃষিকর্ম ।
 শীত বাত নানামত করে রীত জন্ম^৭ ॥
 পরম রূপণ হঞা অর্থ সঞ্চ করে ।
 কৃষ্ণের মঙ্গল কর্মে সে ধন আচরে ॥৪৬৯॥
 মূলরক্ষা করে পুন অর্থ জন্মাইতে ।
 জন্মাঞা নিম্নল কর্ম করে সূচরিতে^৮ ॥
 মূলব্যয় করিলে বৈরাগ্য ভাব ধরে ।
 অতএব সুবিন্দু^৯ জন্মাঞা ব্যয় করে ॥৪৭০॥
 নিজ পরিজন হেতু না হৈবে^{১০} অধীন ।
 ঈশ্বরের সকল আপনে উদাসীন ॥
 পত্নী পুত্রে দিবে মাত্র অন্ন আৎসাদন ।
 কৃষ্ণকর্ম না করিলে করিবে ত্রাড়ন^{১১} ॥৪৭১॥

কৃষ্ণসেবা করেন সকল সাধুগণে ।
 আর্ন্তি করি তার ঘরে যায় সর্বজনে ॥
 দিনে দিনে এই কর্ম করি নিরন্তর ।
 তবে সে বৈষ্ণবহেতু জনমে অদ্বির^১ ॥৪৭২॥
 সহজে বৈষ্ণবগণ মন্ত কৃষ্ণরসে ।
 সজললোচন যুগ অলসে বিলসে ॥
 অমুষ্ণ চর চর হর্ষিত^২ বদন ।
 সর্বজন সঙ্গে করে^৩ মিষ্ট সম্ভাষণ ॥৪৭৩॥
 অলৌকিক দেখিঞা সে^৪ চপল সমান ।
 অভব্য চরিত্র হেন (মভার)^৫ সন্ধান ॥
 প্রতি অঙ্গ অধর সুউজ্জ্বলোন্মাবলী ।
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভ্রমে কুতূহলী ॥৪৭৪॥
 কটির আটনি বাস ক্ষণে ক্ষণে থসে ।
 যেবা দেখে শুনে তারা স্বতন্ত্র বিলসে^৬ ॥
 গ্রাম্য কথা কৃষ্ণকথা যত দেখে শুনে ।
 সমান সম্ভাষ তারা বাসে নিজ মনে ॥৪৭৫॥
 কৃষ্ণে মন রাখিঞা বাহিরে ভিন্ন ভাব ।
 অখণ্ড আনন্দ তাবে বৈষ্ণব স্বভাব ॥
 সে সব বৈষ্ণব দেখি গৃহস্থ সাধকে ।
 প্রণাম আসন ভক্তি নিষোজ্যে তাহাকে ॥৪৭৬॥
 কৃষ্ণের অভিন্ন দেহ^৭ বৈষ্ণবে ত মানে ।
 অকপট বৈদিক আচরে প্রাণপোণে ॥
 বৈষ্ণব দেখিলে আগে বাঢ়ায় আনন্দ ।
 অনাহার্য^৮ অঙ্গ করে চর চর বন্ধ ॥৪৭৭॥
 চিত্তের প্রবেশ করে প্রীত ব্যবহার ।
 আলিঙ্গন মিষ্ট কথা প্রেম নমস্কার ॥

১। ভুঞ্জে। ২। সাধকের। ৩। তার।
 ৪। পুরস্কার। ৫। পুণি। ৬। সহজ। ৭।
 তাতে হলে নানা মতে করে বিস্ত জন্ম। ৮। পুণি। তাথে
 হলে নানা মতে করে নিত্য কর্ম। ৯। পুণি। এই
 দুই পাঠই মূলদ্রষ্ট। ১০। অখচিত্তে। ১১। প্রবর্ত্ত।
 ১২। হয়। ১৩। দণ্ডন।

১। ২য় পুণিতে শেষ দুই চরণ প্রথমে ও প্রথম
 দুই চরণ শেষে আছে। ২। হসিত। ৩। সর্ব-
 জনে করে তার। ৪। কথা কহে। (ক) ৩য়
 পুণির পাঠ। ৫। পুণিতে—স্বভাব। ৬। যে দেখে
 যে শুনে তাতে আনন্দে বিলসে। ৭। ভাব।
 ৮। অনাহার্য।

পদ পাখালিঞা পুন বসায় আসনে ।
 ভক্ষ উপহারে তোষে^১ বিনয় বচনে ॥ ৫৭৮ ॥

• কৃষ্ণকথা কহে শুনে বাঢ়ায় আনন্দ ।
 ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধ করে আসক্তি সঞ্চ ॥
 প্রথম দরশ আর গমন পর্য্যন্ত ।
 নিরবধি প্রেমকথা আনন্দ অত্যন্ত^২ ॥ ৫৭৯ ॥

আগমনে মুখ বাঢ়ে^৩ গমনে বিৎসেদ ।
 কৃষ্ণদেহে সাধুদেহে না করয়ে ভেদ ॥
 তবে সে নির্মল হেন জানি তার ভাব ।
 ক্রমে ক্রমে জন্মে তার কৃষ্ণপ্রেম লাভ ॥ ৫৮০ ॥

সংসারযন্ত্রণা কিছু না ঘটে তাহাকে^৪ ।
 সে জন কৃষ্ণের প্রেমপাত্র হঞা থাকে^৫ ॥
 সর্বকাল দুঃখে যত সঞ্চ করে ধন ।
 বৈষ্ণব অতিথি পাঞা করে সমর্পণ ॥ ৫৮১ ॥

এ সব সুসিদ্ধ^৬ শুনি সর্বজনমুখে ।
 নানা বেশে বৈষ্ণব তথাতে যায় সুখে ॥
 অমুরাগী বৈরাগী ভিক্ষুক দুঃখী সুখী ।
 তা সভা সেবিতে হয় অধিক কোতুকা^৭ ॥ ৫৮২ ॥

জীবমাত্রে সভাতে জন্মায় প্রেম লাভ ।
 তবে সে জানিব তার অধীন স্বভাব ॥
 সর্বজন বশ হঞা বাঢ়ে অমুরাগ ।
 প্রকৃতি সমান হঞা করে কার্যভাগ^৮ ॥ ৫৮৩ ॥

তিরঙ্কারে পুরস্কারে দুঃখী সুখী নয়^৯ ।
 ধৈর্য্য শাস্তি অক্লোদ অক্ষোভ চিত্ত হয় ॥
 তবে জীব^{১০} গতি চলে কহে সুমধুর ।
 পলে পলে প্রেমানন্দ বাঢ়ায় প্রচুব ॥ ৫৮৪ ॥

বালকের বাল্য খেলা পৌগণ্ডের গতি ।
 কিশোরের শুদ্ধ বেশ যৌবনের রতি ॥

১। পূজে। ২। প্রেম বিনে কখন না করে
 রসভঙ্গ। ৩। বাসে। ৪। যদি না ঠেকে শরীরে।
 ৫। তবে সে কৃষ্ণের ভক্তি জানিবারে পারে। ৬। হরীত।
 ৭। কার্য্য ভাগ। ৮। বাসে সুখময়। ৯। স্থির।
 ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

বৃদ্ধের প্রাচীন^১ কথা যত দেখে শুনে ।
 সভাতে আনন্দ ভোগে ভজনের গুণে ॥ ৫৮৫ ॥

প্রিয়জনবচনে ঈশ্বর কথা মানে ।
 সভার অধীন হেন আপনাকে জানে ॥
 সদীশ্বর গুরু প্রতি^২ সকল বাখানি ।
 শিষ্যপত্নী ভৃত্য কোটি মধ্যে এক প্রাণী ॥ ৫৮৬ ॥

সকল ঈশ্বর হেন আপনার মনে ।
 সেবক হইতে নারে অন্ন পরিশ্রমে ॥
 যে জন অধীন হঞা স্থির করে চিত ।
 তাহার প্রকৃতি ভাব লাভ সুনিশ্চিত ॥ ৫৮৭ ॥

নিদ্রা জাগরণ কালে যখন যে করে ।
 প্রেমানন্দে থাকে সদা শুদ্ধ কলেবরে ॥
 কালান্তরে প্রকৃতি শরীর ধরে ভাবে ।
 কৃষ্ণের বিলাস^৩ স্থানে কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবে ॥ ৫৮৮ ॥

দুই মত প্রকৃতি জানিব ভাব রসে^৪ ।
 যে রস সাধন যার বিহরে সে রসে^৫ ॥
 আপনে প্রকৃতি কেহো কৃষ্ণ করে পতি ।
 দ্বন্দ্বযোগে উপভোগ করে প্রেম রতি ॥ ৫৮৯ ॥

মননে বিলাস করে^৬ আনন্দ বেহার ।
 স্বয়ং গোপী হঞা করে রসের বিস্তার ॥
 এ সব পরম ভাব পরম ভজন^৭ ।
 রসপুষ্টি হইলো^৮ সে লভে প্রেম^৯ ধন ॥ ৫৯০ ॥

কেহো কেহো ঈশ্বর ঈশ্বরী মনে রাখি ।
 বিলসে দ্বিতীয় ভাব হঞা প্রেমা সখী ॥
 কেবল তৃতীয় ভাব ভগবৎ^{১০} প্রবেশি ।
 বিলাস দেখিতে মাত্র তারা অনুরোধী^{১১} ॥ ৫৯১ ॥

পৃথিবীতে ছল্লভ যতক দেখে শুনে ।
 সকল হরিঞা তারা আনে ভাব^{১২} গুণে ॥

১। প্রাচীন। ২। গুরু। ৩। দ্বিতীয় পুত্রের পাঠ—
 প্রাচীন। ৪। পত্নী। ৫। লীলার। ৬। বলে।
 ৭। যে রসে রসিক সেহি বিহরে। ৮। মনের
 বিলাস এহি। ৯। স্বতন্ত্র ভজন। ১০। রসপুঞ্জ জগিলে।
 ১১। হেন। ১২। শুকত। ১৩। উপন্যাসী। ১৪। প্রেম।

(কর ওষ্ঠ^১) অধর নাসিকা শ্রুতি দন্ত ।
 কপালে কপোল গণ্ড কুন্তল সীমন্ত^২ ॥ ৫২২ ॥
 কণ্ঠ কর বক্ষ কটি নিতম্ব চরণ ।
 হস্ত গতি শব্দলীলা প্রেমনিরীক্ষণ ॥
 সন্তোষ^৩ চাতুরী কেলি আলাপ চরিত্র ।
 রূপ রস পঙ্ক স্বাদ পরম^৪ বিচিত্র ॥ ৫২৩ ॥
 স্নেহ অনুরাগ আদি যতেক শরীর ।
 সকল একত্র করি মূর্ত্তি করি^৫ স্থির ॥
 মনোময় নায়ক নায়িকা করে ভাবে ।
 মানস সন্তোষ যোগে নিত্যরূপে সেবে ॥ ৫২৪ ॥
 পুষ্প নব পল্লব চন্দন দিব্য বাস ।
 শীত তাপ হিম বায়ু যত সুবিলাস ॥
 কানন কুটীর কিবা দিব্য গৃহ পুরী ।
 মোননে যে জন করে আতি প্রেম করি ॥ ৫২৫ ॥
 দুহাকে একত্র করি বসায়^৬ সন্তোষে ।
 দেখে শুনে কর্ম করে নিশ্চল মানসে^৭ ॥
 নায়ক নায়িকা স্থখে সুখী করে অঙ্গ ।
 এই রসে বাড়ে তার আনন্দ ভরঙ্গ ॥ ৫২৬ ॥
 ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণ^৮ আনন্দে বিহরে ।
 অহেতুকী ভাব কিবা শুনিতে^৯ আবরে ॥
 এই সে তৃতীয় ভাব ভাবের প্রধান ।
 অন্ন ভাগ্যে নাহি ঘটে এ ভাব^{১০} সন্ধান ॥ ৫২৭ ॥
 যত্ন করি সাধুগণে করে সুবিলাস^{১১} ।
 ইহাধিক প্রকৃতি লক্ষণ নাহি তার^{১২} ॥
 নায়ক নায়িকা যত শুদ্ধ স্থপ ভূঞ্জে ।
 সে সব নিগূঢ় রস রসিকে সে বুঝে ॥ ৫২৮ ॥

দ্বিতীয় তৃতীয় বিনে নাহি ভক্তি^১ ভাব ।
 যে জন যেমত ভঞ্জে সেই মত লাভ ॥
 এই মত সুসাধকে করে কৃষ্ণকর্ম ।
 আপন স্বভাবে তারা সাথে শুদ্ধধর্ম ॥ ৫২৯ ॥
 কহিল সংক্ষেপে^২ প্রিয়া স্বভাব নিদান ।
 ইহাধিক নাহি আর ভজন সন্ধান^৩ ॥
 কৃষ্ণকথা শুনিঞা রুক্মিণী আনন্দিতা ।
 কহে কবিরাজ হুল্লভ কৃষ্ণকথা^৪ ॥ ৬০০ ॥
 দ্বাদশ অধ্যায় ।

ত্রয়োদশে ভাবরস

(সরঙ্গ রাগ)

জয় জয় ভক্তনাথ রসিকশেখর ।
 রুক্মিণী কহেন পুন প্রভুর গোচর ॥
 শুন শুন প্রাণনাথ^১ মোর নিবেদন ।
 কতেক প্রকারে হয় ভক্তির লক্ষণ ॥ ৬০১ ॥
 কেমতে আসক্তি জন্মে প্রেমের উদয় ।
 সকল কহিঞা নাথ ঘুচাহ^২ সংশয় ॥
 কৃষ্ণ বোলে শুন ধনি কহিব কারণ ।
 নবধা প্রকারে ঘটে^৩ ভক্তির লক্ষণ ॥ ৬০২ ॥
 শ্রবণ কীর্তন আর স্মরণ সেবন ।
 অর্চন বন্দন দাস্ত সখ্য সমর্পণ ॥
 প্রথমেহি^৪ শুনে জীব কৃষ্ণের চরিত্র ।
 তাহাতে শ্রবণ ভক্তি^৫ লভে সুনিশ্চিত ॥ ৬০৩ ॥
 শুনিতে শুনিতে নিত্য কৃষ্ণকথা কহে ।
 কহিতে কীর্তন ভক্তি জন্মে জীবদেহে ॥
 কহিতে^৬ কহিতে নিত্য করয়ে স্মরণ ।
 হৃদয়ে জন্মিলে হয় স্মরণ ভজন ॥ ৬০৪ ॥

১। শক্তি। ২। সকল। ৩। দঢ়ায়ে জানিব এহি
 সাধন প্রমাণ। ৪। মহাপ্রভু। ৫। খণ্ডাহ। ৬। হয়।
 ৭। রস। ৮। কীর্তন।

১। কারো চক্ষু। ২। ১ম। ২। লোচন শ্রীমন্ত।
 ৩। সম্ভাষা। ৪। পরশ। ৫। করে। ৬। রমায়।
 ৭। মনের বিলাসে। ৮। নিত্য। ৯। করি স্থরীতে।
 ১০। ইহাধিকে নাহি আর ভজন। ১১। সুসাধন। ১২। ২য় ও
 ৩য় পুথি। ১২। এহি সে জানিব শুদ্ধ প্রকৃতি লক্ষণ
 ২য় ও ৩য় পুথি।

স্মরিতে স্মরিতে করে চরণ সেবন ।
 তবে সিদ্ধ হয় পদে সেবন ভজন ॥
 তবে সে অর্চনরসে হয় অধিকার ।
 তবে অঙ্গে ধরে কৃষ্ণ বন্দন সঞ্চার^১ ॥৬০৫॥
 তবে দাস্তভাবে করে^২ নানা বিধি কর্ম^৩ ।
 তবে সে জানিতে পারে সথাভাব ধর্ম ॥
 এইরূপে ক্রমে ধরে ভক্তির লক্ষণ ।
 পরিণামে করে তারা আত্মসমর্পণ ॥৬০৬॥
 আত্ম^৪ সমর্পণ যদি করে কৃষ্ণদেহে ।
 তবে আর স্বতন্ত্র চরিত্র কিছু নহে^৫ ॥
 নবধা প্রকারে করে^৬ ভক্তির নিদান ।
 সমর্পণ বিহনে না^৭ জন্মে বাহ্য জ্ঞান ॥৬০৭॥
 ধর্ম কর্ম সঙ্গতি প্রবেশে কৃষ্ণ অঙ্গে ।
 নিরবধি ভ্রমে কৃষ্ণ আনন্দ তরঙ্গে ॥
 ইহাকে कहিয়ে প্রিয়া কর্ত্তাকর্মলাভ ।
 কোনো কোনো জনে করে তদাঙ্গিক ভাব ॥৬০৮॥
 কৃষ্ণের চরিত্র লীলা নিজ দেহে ধরে ।
 মনের আনন্দে কৃষ্ণরস ভোগ করে ॥
 এমত চরিত্র যার হৃদয়ে প্রকাশে ।
 সেই ভাব নিজদেহে সতত বিলসে ॥৬০৯॥
 বাণ্য পৌগণ্ডলীলা কিশোর^৮ যৌবন ।
 শৃঙ্গার করুণ হাস্য যত রসায়ন ॥
 দ্বিতীয় তৃতীয় যত ভাবের বিকাশ ।
 আপনার অঙ্গে করে আপন প্রকাশ^৯ ॥৬১০॥
 সাধ্য দেহে সাধকে করায় নিযোজন ।
 অহনিশি করে কৃষ্ণ চরিত্র মনন ॥

যখন ষেকরূপ ভাবে সেইরূপ হঞা ।
 হাসে নাচে খেলে গায় আনন্দ বাসিঞা ॥৬১১॥
 ক্রমে ক্রমে উঠে তার রসের তরঙ্গ ।
 এইরূপ তদাঙ্গিক^১ ভজন প্রসঙ্গ ॥
 তবেত আসক্তিরস প্রকৃতি বেহার ।
 সে সব চরিত্র হয় নবধা প্রকার ॥৬১২॥
 শ্রুতি স্মৃতি মনন উত্তোগ অমুরাগ ।
 উৎকর্ষা সম্ভোগ পুন^২ চরিত্র বিলাপ ॥
 শাস্ত^৩ আদি নবধা প্রকার প্রীত লেখি ।
 ক্রমে ক্রমে উপভোগ করে শশিমুখী ॥৬১৩॥
 প্রথমে শ্রবণরস তবে জন্মে দৃষ্টি ।
 তাহাতে জনমে পূর্ব আসক্তির সৃষ্টি ॥
 অন্তরে প্রবেশে যদি রূপ গুণ কর্ম ।
 তবে সে বিহরে তারা মননের ধর্ম ॥৬১৪॥
 ভাব কিবা সাক্ষাতে করায় মূর্তি স্থির ।
 নিজ মন বশ করে আসক্তি শরীর ॥
 কহিতে শুনিতে কিবা জাগিতে স্বপনে ।
 নিরবধি^৪ থাকে তারা মূর্তির সন্ধান ॥৬১৫॥
 তবে সঙ্কি^৫ হেতু করে সতত উত্তোগ ।
 কথো দিন^৬ সেই রস করে উপভোগ ॥
 তবে সে নিবিড়^৭ রসে করে অমুরাগ ।
 প্রবেশ কারণে করে নানা রসভাগ ॥৬১৬॥
 রূপ গুণ রসলীলা যত দেখে শুনে ।
 তাহাতে নিযোজে রস আপনার গুণে^৮ ॥
 তার পাছে উৎকর্ষা রসের উপাদান ।
 লভে কি না লভে^৯ হেন না বুঝে সন্ধান ॥৬১৭॥
 তবে সে সাক্ষাৎ রস সঙ্গম বিহার ॥
 ক্ষণে ক্ষণে করে নানা রসের সঞ্চার ॥

১। বিহার। ২। ভাব ধরে। ৩। ধর্ম।
 ৪। আত্ম। ৫। চরিত্র তার নহে। ৬। ষটে।
 ৭। না করিলে। ৮। কৈশোর। ৯। সব করায়
 প্রকাশ।

১। তদাঙ্গিক। ২। তবে। ৩। শাস্তি:
 ৪। ক্ষণে ক্ষণে। ৫। সিজি। ৬। কথো কালে।
 ৭। নিগূঢ়। ৮। সব আসক্তির গুণে। ৯। ষটে
 কি না ষটে।

তাহার পশ্চাৎ হয় বিরহ প্রসঙ্গ ।
 সকল সন্তোষ জন্মে দুঃখের তরঙ্গ ॥৬১৮॥
 তবে শান্ত রসে করে সর্ব সমাধান^১ ।
 লভ্য অপচয় হেতু না করে সন্ধান ॥
 যখন যে ঘটে তারা সুখী সেই রসে ।
 নিরমল চিত্ত^২ হঞা সকল^৩ বিলসে ॥ ৬১৯॥
 সকলে আসক্তি ভোগে নবধা প্রসঙ্গে ।
 অষ্টরস পূর্ণ করে বিরহ তরঙ্গে ॥
 যাবৎ বিৎসেদ নহে ত্যাগ নহে সঙ্গ ।
 তাবৎ না বুঝে কেহ আসক্তি^৪ প্রসঙ্গ ॥৬২০॥
 বিরহে বিলজ্জ হঞা সর্ব ধর্ম ছাড়ে ।
 জীবন মরণ তারা মনে নাহি করে ॥
 সর্ব রস পুষ্টি হঞা^৫ বিরহ উদয় ।
 বিরহে সে জানে লোক আসক্তি নির্ণয় ॥৬২১॥
 নায়ক নায়িকা হুহে বাঢ়ায় আসক্তি ।
 অতি সঙ্গোপনে করে নিবিড় পীরতি ॥
 প্রাণপোণে করে তারা সর্বত্র গোপন ।
 কলঙ্ক মানিঞা করে চিন্তা অশুক্ষণ ॥৬২২॥
 দৈবযোগে ঘটে যদি বিৎসেদ সঞ্চার ।
 আপনে কলঙ্ক তারা করে আপনার ॥
 লাজ ভয় না মানে (উন্মত্ত)^৬ হঞা থাকে ।
 মরণ কলঙ্ক লজ্জা কিছু নাহি দেখে ॥৬২৩॥
 কেবল বিকল হঞা সভাকে গোচরে ।
 আপনার প্রিয় তারা পায় যত দূরে ॥
 এইরূপে কৃষ্ণের সন্ধান নব ভাগ ।
 তাহাতে প্রধান সেবা ভাব অমুরাগ ॥৬২৪॥
 অমুরাগ বিরহ বিহীন নহে খেদ ।
 সে জন না বুঝে কৃষ্ণ আসক্তির ভেদ ॥

১। শান্তি বশে করে রসে সমাধান । ২। নির্ভয়
 চরিত্র । ৩। সর্বত্র । ৪। বিরহ । ৫। পূর্ণহেতু ।
 ৬। উন্মত্ত । ১ম ।

অমুরাগ প্রধান করিঞা সাধুগণ ।
 সর্বরসে প্রবেশিতে পারে ধীরজন ॥৬২৫॥
 অমুরাগযোগে হয় নয়ন চঞ্চল ।
 তবে স্থির দৃষ্টে দেখে কৃষ্ণকলেবর ॥
 কায়মনবাক্যে যদি করে দৃষ্টিরস ।
 তবে সে হৈতে পারে কৃষ্ণরসে বশ^১ ॥৬২৬॥
 সহজে (মানসদেহে স্থির দৃষ্টি ধরি)^২ ।
 অজ্ঞাতে নায়ক চাহে একদৃষ্ট করি^৩ ॥
 সে সব নায়ক যদি ভাবদৃষ্টে দেখে ।
 এক হুই তিনবার চায় কোনো লক্ষে ॥৬২৭॥
 নায়কচরিত্র দেখি নিবিড় সন্ধান ।
 তবে তারা আপনাকে করে ভিন্ন জ্ঞান ॥
 অঙ্গ ভঙ্গী করে কারো সঙ্গে রস কহে ।
 যতদূর আসক্তি জনমে তার সহে ॥৬২৮॥
 লোচন করিলে বশ সর্ব অঙ্গ জিনে ।
 কোনো কর্ম সাধিতে না পারে দৃষ্টি বিনে ॥
 অতএব একান্ত দৃষ্টির মোক্ষভাব ।
 অবশ্য দেখিতে জন্মে কৃষ্ণ-প্রেম লোভ ॥৬২৯॥
 প্রথমে হি কহিল দ্বিতীয় ভাব কথা ।
 তাগা হৈতে হুই মত জানিবে^৪ সর্বথা ॥
 রসিকা কানুকা হুই প্রকৃতি লক্ষণ ।
 কুলটা কুলজাভাব তাহাতে যোজন ॥৬৩০॥
 সহজে কামুকাগণ কুলটা^৫ স্বভাব ।
 নিজ কার্য্যাহে হু তারা করে নানাভাব ॥
 নানাবেশ পছে মাণ্য গন্ধ অলঙ্কার ।
 (সঙ্কেতি)^৬ নায়কস্থানে করয়ে সঞ্চার ॥৬৩১॥

১। করিতে পারে কৃষ্ণপ্রেম বশ । ২। মানসী
 দৃষ্টি স্থির দেহে ধরি । ১ম । ৩। অজ্ঞাতে কাহাকে
 চাহে একচিহ্ন করি । ৪। জনমে । ৫। কুলজা ।
 ৬। সঙ্কেতি । ১ম ।

প্রথমেহি পতি দেখি নানা ভঙ্গী করে ।
 পুছিলে না বোলে কিছু না বসে শোঁসরে ॥
 গুরুভীতে গৃহকর্ণ কহে নানা রীতে ।
 সত্তরে চলিব হেন বুঝায় চরিতে ॥ ৬৩২ ॥
 এই রসে নানা কথা নিজ ভোগে কহে ।
 যাবৎ কামুকা^১গণ রমে তার সহে ॥
 বিপ্রলস্ত রস ছাড়ে কামানলে ভ্রমে ।
 উপরোধ জন্মাঞা কামুকাগণ রমে^২ ॥ ৬৩৩ ॥
 রমিলে সে নারী পুন প্রেমকথা কহে ।
 পুনরপি উপরোধ নানা ছলে রহে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যার প্রকৃতির ভাব^৩ ।
 এমত ঘটিলে তবে কুলটা স্বভাব^৪ ॥ ৬৩৪ ॥
 কৃষ্ণের ভজন করে নিজ কার্য লাগি ।
 অমৃত পাইলে যেন বিষ উপভোগি ॥
 রমণী কুলজাগণ রসিক^৫ লক্ষণে ।
 অমুরাগ ভাব তারা চিন্তে অমুক্ষণে ॥ ৬৩৫ ॥
 ক্ষণে ক্ষণে মনে ধরে প্রেমের^৬ উল্লাস ।
 নায়কের ভাবে করে সরস প্রকাশ ॥
 যখনে রচয়ে বেশ পতিসেবা লাগি ।
 তখনে হি হয় তারা প্রেম উপভোগী ॥ ৬৩৬ ॥
 সিন্দূর কজ্জল পত্রে স্নগদ্বি চন্দনে ।
 প্রতিবিম্ব দেখে তারা সলিল-দর্পণে ॥
 স্বরূপ হইলে মাত্র পতি করে মনে ।
 না দেখিঞা সর্বরস ভোগে পতি সনে ॥ ৬৩৭ ॥
 পতিদেহে আশ্রয়ন রাখে ভাব যোগে ।
 চলিতে কাহিতে^৭ তারা পতি^৮ রস ভোগে ॥
 পতি বিদ্যমানে যায় হঞা প্রেমচিন্ত ।
 প্রথমেহি বুঝে নিজ পতির চরিত্র ॥ ৬৩৮ ॥
 সলজ্জ করণ মন^৯ অন্তরে আনন্দ ।
 এই চারি ভাব দেখি নায়কের অঙ্গ ॥

যে ভাব শরীরে দেখে সেই পথে চলে ।
 প্রাণপোণ করিঞা নায়ক শাস্ত করে ॥ ৬৩৯ ॥
 লজ্জিত দেখিলে করে সেবানুবন্ধ ।
 তাহুল বাতাস দানে বাঢ়ায় আনন্দ ॥
 না হাসে চঞ্চল নহে ধৈর্য্য কৰ্ম্ম করে ।
 যাবত পর্য্যন্ত তার লজ্জারস ছাড়ে ॥ ৬৪০ ॥
 যদি বা বিরহরস দেখে পতির অঙ্গে ।
 তবে সে নাগিকা ধরে সরস প্রসঙ্গে^১ ॥
 না বোলিতে করে তারা নায়কসন্তাষ ।
 চুষ আলিঙ্গনে করে রসের প্রকাশ ॥ ৬৪১ ॥
 যদি^২ মান (রস) দেখে পতির শরীরে ।
 তবে সে বিনয়রস নিজ অঙ্গে ধরে ॥
 স্তবন করিঞা তার দূর করে ক্রোধ ।
 যত্ন করি করে তবে রসের উদ্বোধ ॥ ৬৪২ ॥
 যত্নপি আনন্দ রস দেখে পতির অঙ্গে ।
 তবে অনুরাগরস করে তার সঙ্গে ॥
 চর চর অঙ্গ করে সজললোচন ।
 জড়বৎ হঞা শুনে নায়কবচন ॥ ৬৪৩ ॥
 পরশিতে হয় তার শিথিল শরীর ।
 চাতুরী চরিত্র তার কিছু নহে স্থির ॥
 কায়মনবাক্যে কার্য্য স্বতন্ত্রে^৩ না করে ।
 পতির মানস বুঝি চরিত্র আচরে ॥ ৬৪৪ ॥
 নিজ দেহে হুঃখ সুখ না গুণে তাহার ।
 নায়ক সন্তোষ মাত্র জন্মায় বেহার ॥
 হেতুশূন্য কার্য্য করে রসে নহে ভিন্ন ।
 এসব নিম্নল ভাব কুলজার চিহ্ন ॥ ৬৪৫ ॥
 এইরূপ কৃষ্ণসুখ কারণে বিহরে ।
 আপনার সুখ হুঃখ মনেত না করে ॥
 এসব জানিব শুদ্ধ কুলজার ভাব ।
 জন্মে জন্মে ভোগে তারা কৃষ্ণপ্রেম লাভা ॥ ৬৪৬ ॥

১। কামুক । ২। কামুকগণ মরে । ৩। প্রকৃতি
 স্বভাব । ৪। কুলটার ভাব । ৫। রসিকা ।
 ৬। ঈশ্বর । ৭। রহিতে । ৮। নানা । ৯। মান । ৩। স্বতন্ত্র ।

১। বিলজ্জ প্রসঙ্গ । ২। মন । ৩।

পুরুষের এই মত বুঝিল^১ লক্ষণ ।
 চরিত্র (জানিব তার ভজন কারণ^২ ॥)
 সহজে পুরুষগণ রময়ে রমণী ।
 পঞ্চম প্রকারে রস তাহার বাখানি ॥ ৬৪৭ ॥
 রমণী পাইলে রমে অর্থ মগ্ন বলে ।
 ভূতাবৎ হঞা কৰ্ম্ম করে নানা ছলে ॥
 কামানলে ছন্ন হঞা ভোগ করে সুখ ।
 সে সব নায়ক জানি কেবল^৩ কামুক ॥ ৬৪৮ ॥
 রমণী না রমে যেই কায়মনবাক্যে ।
 নীরস স্ত্রানীর মত জানিব তাহাকে ॥
 রমিঞা না রমে তাতে না জন্মায় প্রীতি ।
 কেবল সাধক মত^৪ জানিব নিশ্চিত ॥ ৬৪৯ ॥
 না রমিঞা^৫ রমণী রময়ে ভাবযোগে ।
 কেবল ভাবক সেই সর্বরস ভোগে ॥
 রমিঞা রময়ে রামা সে হয় আনন্দী ।
 রতিসুখ না মানে রতসে অনুবন্দী ॥ ৬৫০ ॥
 এই পঞ্চ প্রকারে রমণী রমে লোকে ।
 বিপ্রলম্ব রসভোগে আনন্দী ভাবকে ॥
 সংসারে থাকিঞা লোক যত সুখ ভুঞ্জে ।
 তাহাতে ঈশ্বরী লীলা মনেহো না বুঝে^৬ ॥ ৬৫১ ॥
 সংসারচরিত্র মাঝে দেখে^৭ পরমার্থ ।
 তাহাকে সে জানিব কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
 ব্যবহার পরমার্থ এক আচরণ ।
 চিত্তের ভরমে^৮ মাত্র জানিব ভরম ॥ ৬৫২ ॥
 কর্তার অধীন হঞা যদি কৰ্ম্ম করে ।
 তবে অনায়াসে কৃষ্ণ ভজিবারে পারে ॥
 অল্পে অল্পে কৃষ্ণরস ভজে সাধুগণ ।
 পদে পদে করি যেন সংসারভ্রমণ ॥ ৬৫৩ ॥

যোনি লিঙ্গে রক্ত বীৰ্য্যে করে সৃষ্টিভার ।
 আর যত সকল তাহার অলঙ্কার ॥
 কর পদ নাসিকা শ্রবণহীন জন ।
 তার পুত্র হয় যেন অখণ্ড^১ গঠন ॥ ৬৫৪ ॥
 দধিতে অভিন্ন হঞা ঘৃত যেন বসে^২ ।
 এইরূপ সংসারচরিত্র কৃষ্ণরসে ॥
 শিবশক্তি শুদ্ধভাবে এ সব চরিত্র ।
 কহে কবিবল্লভ নিষোজিঞা চিত্ত ॥ ৬৫৫ ॥
 ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

চতুর্দশে ভজনরস

(বিনোয়া)

জয় জয় ধনি ভীষ্মকনন্দিনী
 অদ্ভুত মানিঞা মনে ।
 চিত্তে ভক্তি ধরি করঘোড় করি
 জিজ্ঞাসিল পতিস্থানে ॥
 শুন প্রাণধন মোর নিবেদন
 সংশয় বাঢ়িল চিত্তে ।
 তোমার চরিত্র শুনিতে বিচিত্র
 বুঝিঞা^৩ কহিবে রীতে ॥ ৬৫৬ ॥
 অদ্বৈত অচ্যুত ভেজ ধনিযুত
 ব্রহ্ম হেন তাকে জানি^৪ ।
 রূপ নৈরাকার কৰ্ম্ম নাহি তার
 নিগুণ হেন বাখানি ॥
 সে কেনে আপনে বন্ধ(ক) হঞা শুণে
 থাকে হুঃখ গর্ভবাসে ।
 মাহুষশরীর সমান অস্থির
 অশেষ ভোগ বিলসে ॥ ৬৫৭ ॥

১। জানিব। ২। লখিল তার দেহের কারণ।
 ৩। পুণি। ৪। নিখিল। ৫। সেহি। ৬। কেবল
 সাধকে হেন। ৭। ৮। ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি
 বুঝে। ৯। বুঝে। ১০। মনের বিকার।

১। অক্ষত। ২। এই পংক্তি ২য় পুথিতে নাই।
 ৩। বুঝিঞা। ৪। যাকে মানি। (ক)। বন্ধ—২য়
 পুথি। ১ম পুথির পাঠ—বন্ধ।

কভু হয় মীন	কভু কুর্ষ চিহ্ন	কৃষ্ণ বোলে প্রিয়া	শুন মন দিঞা
বরাহ কেশরী হঞা ।		কহিব বিস্তার করি ॥৬৬১॥	
নানা কৰ্মযোগে	হুঃখ উপভোগে	প্রথমে যখন	ব্রহ্ম ^১ নারায়ণ
অশেষ শরীর পাঞা ॥		সৃষ্টিহেতু ইৎসা কৈল ।	
পত্নী পুত্র ধরি	রাজ্য ভোগ করি	ব্রহ্মা বিনে ভিন্ন	নাহি দেহ চিহ্ন
নানা অবতার ছলে ।		জানিঞা বিশ্বয় হৈল ॥	
শক্রমিত্র ভাব	হুঃখ সুখ লাভ	অস্তরে চিস্তিল	নিশ্চয় জানিল
জন্ম মৃত্যু হয় কালে ॥ ৬৫৮ ॥		শূত্রে নহে সৃষ্টিরস ॥	
এ মোর বিশ্বয়	ঈশ্বর যে হয়	অদ্বৈত নিৰ্গুণ	ইৎসা করি পুন
সে কেনে এমত করে ।		স্থলে করি গুণ রস ॥৬৬২॥	
মানসে সকল	জন্মে কৰ্মফল	সত্ত্ব রজ তম	ত্রিগুণ নিয়ম
কি হেতু জন্মিঞা মরে ॥		পঞ্চভূতে করি ভাণ্ড ।	
ক্রোধ ভয় ভ্রম	তার কেনে শ্রম	ইৎসাময় সুখে	সত্ত্ব গণ কৌতুকে
এ কথা বুঝিতে নারি ।		অনন্ত কৈল ব্রহ্মাণ্ড ॥	
আর এক চিন্তে	সংশয় ভাবিতে ^১	জল তেজ শূত্রে	মুক্তিকা পবনে
সেহে কহ সত্য করি ॥ ৬৫৯ ॥		দেহের নির্মাণ করি ।	
যত সাধুগণ	বুঝিঞা কারণ	নিজ ব্রহ্মধামে	পরমাত্মা নামে (ক)
মুক্তিকা পাষণ কাঠে ।		পৃথক করিল হরি ॥ ৬৬৩ ॥	
করি অস্ত্রঘাত	মূর্তি করি তাত	প্রভু বোলে শুন	তেজ ব্রহ্মগণ
অশেষ সন্ধান গঠে ॥		তোমরা আমার অংশ ।	
মূর্তি প্রকাশিঞা	যতনে পূজিঞা	দেহে প্রবেশিয়া	গুণ বিস্তারিঞা
জলে সমর্পণ করে ।		সংসারে জন্মাহ ^২ বংশ ॥	
তাতে কোন শক্তি	কেনে করে ভক্তি	আমার বচন	বেদ আরোপণ
বুঝিঞা কহিবে মোরে ॥ ৬৬০ ॥		এ পথে করিহ ^৩ কৰ্ম ।	
কোথা থাকে ব্রহ্ম	নাহি জন্ম কৰ্ম	অদৃষ্ট মানিঞা	সুদৃষ্ট জানিঞা
তাতে ^২ মূর্তি করি পূজে ।		করহ সংসার ধৰ্ম ॥৬৬৪॥	
না জানি নিশ্চয়	ঘুচাহ সংশয়	ঈশ্বরবচনে	তেজ ব্রহ্মগণে
মানসে কেনে না ভঞ্জে ॥		দেহেতে প্রবেশ নহে ।	
রুজ্বিলী বচন	তত্ত্ব আলাপন	সঙ্কোচ পড়িঞা	বিসয় করিঞা
শুনিঞা হাসিলা হরি ।		স্তবিকথা পুন কহে ॥	

(ক) পরম আত্মারাম । ৩য় ।

১। বিশ্বয় চিন্তিতে । ২। তাকে ।

১। আদি । ২। বাচাহ । ৩। বরহ ।

তুমি প্রাণনাথ	তোমার সাক্ষাৎ	জন্ম মৃত্যু লাভ	মামুষী স্বভাব
কোন অপরাধ কৈল		করিলে দেহের কন্দ	
নির্ভর আকার ^২	সদগুণ ^৩ সঞ্চার	দেখিঞা শুনিয়া	আনন্দ মানিঞা
এ বড় প্রমাদ হৈল ^১ ৬৬৫।		জানিবে আমার মর্ম	
তুমি স্থখময়	অচ্যুত অব্যয়	যদি অবতার	করিব সংহার ^৬
তোমাকে ছাড়িব কেনে।		জানিবে সকল লোকে	
জ্যোতি না দেখিব	ধনি না শুনিব	তবে মুক্তি করি	প্রতিবিশ্ব ধরি
থাকিব ^৪ কাহার গুণে		পূজিবে অশেষ স্তূথে ৬৬৬।	
শূন্যরূপে তুমি	স্থল হৈব আমি	নাম গুণ বর্ণ	যত যত রস
কেমতে চিহ্নিব তোনা		শুনিঞা পাইবে স্তূথ।	
হেন দুনি মনে	নিজ স্থান হনে	(আত্মা) ^২ ময় কাজে	সেই মূর্তিমাঝে
উপেক্ষা করিলে আমি ৬৬৬।		জানিবে ব্রহ্ম কৌতুক	
(আত্মার) ^২ বচন	শুনি নারায়ণ	ভক্তিপথী যত	তারা প্রেমে রত
পুনরপি কহে স্তূথে		স্থলভাবে মূর্তি যোগে।	
মোর বাক্য ধর	বিলম্ব ^৫ না কর	মুক্তিপথী যেই	শূন্য ভাবে সেই
করহ সৃষ্টি কৌতুকে		নিরাকার ভাব যোগে ৬৬৭।	
যত জন্তুগণ	জন্মিবে ভুবন	ভক্তি মুক্তিপথ	এই ছই মত
তাতে সাক্ষিরূপে থাক।		স্থল শূন্য ^৩ শত্রু মিত্র	
পাপ পুণ্য ধর্ম	যার যত কর্ম	বিবাদ কারণ	আমার ভাবন
আলগ স্বভাবে দেখ ৬৬৭।		জানিবে তত্ত্ব চরিত্র ৥	
জীব আত্মা নাম	গুণে অল্পপাম	যখন প্রলয়	ইহেবে নিশ্চয়
থাকিব দেহের যোগে।		আব্রহ্ম কীট পর্যন্ত	
পাপ পুণ্য বলে	যত ফল ধন্তে	সব নষ্ট হৈবে	পঞ্চভূতে রবে
সেই সে করিবা ভোগে।		সেই কালে ^৬ হৈব অন্ত ৬৭১	
দেব দৈত্যগ ^৬	হৈল ছই জন	প্রবেশিবে জলে	ধরণীমণ্ডলে
বিবাদ নিত্য করিব		জল আনলের মাঝে	
তোমার কারণে	ভার নিবারণে	আনল বাতাসে	বাতাস আকাশে
স্থলরূপ আমি হৈব ^৭ ৬৬৮ ৥		শূন্য থাকয়ে ^৫ বিরাজে ৥	

১। মহা। ২। আধার। ৩। সগুণ।
 ৪। কতিব। ৫। রঞ্জিত। ৬। ও ৩য় পুথি।
 ৬। বিবাদ। ৭। এই স্থান হইতে ৬৭১। স্নেহ

পর্যন্ত ২য় পুথিতে নাই। ১। সংসার। ৩য়। এই
 পাঠই সমস্ত। ২। আত্মা। ৩য়। আত্মা। ৩য়।
 ৩। স্থল স্থান। ৩য়। ৪। সেহ ক্রমে। ৫। শূন্য
 মহাতত্ত্ব।



তব্ধের সঞ্চার প্রকৃতি মাঝার
প্রকৃতি তমের(ক) বসে ।

তম বায় রজে রজ সঙ্ঘ মাঝে
তব্ধ হর লীন পাশে^১ ॥৬৭২॥

হর ব্রহ্মে বায় ব্রহ্মে বিষ্ণু পায়
বিষ্ণু মহাবিষ্ণু মাঝে ।

সেই সদাশিবে প্রবেশিঞা তবে
ধোনি লিঙ্গাধিক^২ রাজে ॥

সেই ক্রমে স্থিতে মহা প্রকৃতিতে
প্রকৃতি ধ্বনিত(খ) নয় ।

ধ্বনি ব্রহ্ম হবে^৩ তেজে প্রবেশিবে
সেই সে আনন্দময় ॥৬৭৩॥

আমা অঙ্গ তেজে স্মারূপে বসে^৪
এ পথে সভার গতি ।

যে পথে নিঃসরে সে পথে সঞ্চারে
আমাতে সভার স্থিতি ॥

আমি সৃষ্টি করি আপনে সংহারি
তেই সে আনন্দ পাই ।

তুমি সভে চল বিলম্ব না কর
আমি আছি সব ঠাই ॥৬৭৪॥

একূপে আদেশ জানিঞা বিশেষ
ব্রহ্মরূপে আত্মাগণ ।

গুণে প্রবেশিঞা ব্রহ্মাণ্ড রচিঞা
করিল সৃষ্টি পত্তন ॥

সেই অংশে অংশে হৈল নানা বংশে
সর্ব দেহে ব্রহ্ম বসে ।

আপনে না ঠেকে সর্ব কর্ম দেখে
বিসেসে আলগ বশে ॥৬৭৫॥

অদৃষ্ট ভাবন না হয় স্থাপন
দৃষ্টের^১ বিলাস দেখি ।

ছই মৃত মন নহে আরোপণ
ভাবিঞা নিশ্চয় লেখি ॥

মূর্ত্তি প্রতি যার দৃঢ় ব্যবহার
সেই অবতার মানে ।

অবতারে মতি তার সেই ভক্তি
সেই তত্ত্ব-পথ জানে^২ ॥৬৭৬॥

শুন সূচরিতা এই তত্ত্ব-কথা
আত্মারূপী ভগবান ।

যে পথে যেমন^৩ তাবে অমুক্ত
তাহার সেই প্রমাণ ॥

যে জন বাহার সে হয় তাহার
চিত্তেত ভাবিয়া দেখ^৪ ।

কায় মন বাক্যে আত্মা করি বাক্যে
অবশ্য পাই তাহাকে^৫ ॥৬৭৭॥

বৈত্ত শাস্ত্র ধরি অর্থ ব্যয় করি
যে ব্যাধি করয়ে দূর ।

(গ্রাম্য)^৬হীন জনে কোন তৃণ হনে^৭
সে ব্যাধি করয়ে চূর ॥

উত্তম মধ্যম কোন তরুগণ
দশজন যাকে মানে ।

চিত্তের ইৎসার্যে^৮ যে বয় যে চাহে
কার্য্য সিদ্ধি তাহা হনে ॥৬৭৮॥

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর সর্ব চরাচর
তৎকালকে(ক) দেখে ব্রহ্ম ।

একান্ত করিঞা মূর্ত্তি নিরোপিঞা^৯
করে অবতার ধর্ম্ম ॥

১। সৃষ্টি। ২। অবতারে নিত্য বাহার নিশ্চিত
সেই ভক্তিপথ জানে। ৩। যে জন। ৪। চাছি।
৫। তাহাকে পাই। ৬। পুথির পাঠ 'তাহাকে' স্থলে
'তাহাক' পাড়িলে মিল হয়। ৭। গ্রাম। ৮। গুণে।
(ক)তৎকাল—৩য় পুথি। ৮। উৎসাহে। ৯। আরোপিঞা

(ক) তমতে।—৩য়। ১। সত্ত্ব লীন হর পাশে।
২য়। সত্য নীল হৈব পাশে। ৩য়। ২। লিঙ্গাধিকে।
৩। ছইব। ৪। ব্রহ্মরূপ ভজে। (খ) ধ্বনিতে।
৩য় পুথি।

ভক্ত জন ভাবে জন্মে জন্মে সেবে
মুক্তি-পথে মুক্ত ধায় ।

বিনি অবশেষে ব্রহ্মাণ্ড বিলসে^১
ব্রহ্মদেহে নাহি যায় ॥৬৭৯॥

এ সব স্তম্ভ স্থলের নিয়ম
না ছাড়ে সাধকগণে ।

শ্রুতি দৃষ্টে যাতে জানিব সাক্ষাতে
শূন্য আরোপিব কেনে ॥

শুনি কৃষ্ণ-বাণী হর্ষিতা কুস্মিনী
আনন্দ তরঙ্গ ভাসে ।

স্বরস পল্লব শ্রীকবিবল্লভ
রচিল সংক্ষেপ রসে ॥ ৬৮০ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পঞ্চদশে বীভৎস রস ।

জয় জয় কুস্মিনী স্তম্ভরী স্মরিতা ।
পুনরপি কৃষ্ণ স্থানে জিজ্ঞাসিল কথা ॥
শুন প্রাণনাথ মোর বাঢ়িল সংশয় ।
চিত্ত প্রবোধিঞা মোকে কহিবে নিশ্চয় ॥৬৮১॥
যে সব চরিত্র ভাব কহিলে আপনে ।
সংসারী সকলে তাহা না আচরে কেনে ॥
পরম স্তম্ভ পথ জানিঞা স্বরূপ ।
তবে কেনে সাধন না করে নিত্যরূপ ॥৬৮২॥
প্রিয়ার বচনে কৃষ্ণ হাসিলা মাধুরী ।
পুনরপি স্তরীতে কহেন প্রেম করি ॥
সংসার বিষয়ে যার নিত্য জ্ঞান থাকে ।
সে জন সংসারে ভোগ করে নানা সুখে^২ ॥৬৮৩॥

১। বিনাশে । ৩য় পুথিতে 'বিলসে' ।

২। দুঃখে । ২য় ও ৩য় ।

জন্মে জন্মে তারা সব সংসারের বশ ।
তে কারণে ছাড়িতে না পারে তার রস ॥
পত্নী পুত্র দাস দাসী আশ্রিতের স্থানে ।
বিধাতা বান্ধিয়া দেয় অশেষ সন্ধানে ॥ ৬৮৪ ॥
প্রাণপোণে একত্র করিয়া নিজগণে ।
এ সব পালিতে চিন্তা করে অহুক্ষেণে ॥
আপন শরীর করে পরের অধীন ।
নানা দুঃখ সুখ^১ ভোগ করে রাত্রি দিন ॥৬৮৫॥
বাণিজ্য মনুষ্য সেবা করে কৃষিকর্ম ।
শীত বাত রোদ্র বৃষ্টি সহে নিজ^২ মর্ম ॥
ধ্যান যোগে অর্থ পাঞা বাঢ়ায় প্রবোধ ।
আহার্য আসক্তি করে সহজ বিরোধ ॥ ৬৮৬ ॥
অন্তায় দহুত্যা(ক) করে নানা মিথ্যা কহে ।
কার স্থানে বদ্ধ হঞা নানা দুঃখ সহে ॥
এইরূপে যত দুঃখ সংসারেতে দেখি।^৩
সকল আচরে তারা ধন ভূমি লাগি ॥ ৬৮৭ ॥
অর্থ সঞ্চা করিঞা আপনে নাহি ভোগে ।
পরিজন-মন শাস্ত করে নানা যোগে ॥
অন্ন বস্ত্র অলঙ্কারে পরিপূর্ণ করে ।
নানা শ্রীত বচনে তোষয়ে তা সভারে^৪ ॥৬৮৮॥
প্রাণপোণে করে মাত্র^৫ সভার তোষন ।
তথাপি করয়ে তারা সতত তাড়ন ॥
ইংসারে না করে কর্ম ছায় মাত্রে করে ।
তথাচ ভক্ষণ হেতু নিত্য তিরস্করে ॥ ৬৮৯ ॥
পত্নীগণ বোলে পতি অতি অভাজন^৬ ।
ইহার অদৃষ্টে কিছু না ঘটিল ধন ॥
মরিব জানিঞা অর্থ না কৈল সঞ্চার ।
এমত নিষ্ঠুর^৭ পতি ঘটিল আমার ॥ ৬৯০ ॥

১। তাপ । ২। দুঃখ । (ক) দত্ততা—১ম ।

দৈরন্ত—৩য় । ৩। সংসারের লেখি । ৪। ধন দিয়া
চিত্তপূর্ণ । ৫। নানা চাটুবাণী বোলে তোষে তা সভারে ।

৬। নিত্য । ৭। জীয়ে অকারণ । ৮। অকৃতী ।

পুত্রগণ বোলে পিতা কেবল নির্দয় ।
 ইহা হৈতে না ঘটিল স্নেহের সঞ্চয় ॥
 ভক্ষণ পরিধান কিছু স্মরিতে না কৈল ।
 ইহার তড়ন হনে হুঃখে কাল গেল ॥ ৬৯১ ॥
 অসাক্ষাতে সাক্ষাতে কিঙ্করে মন্দ বোলে ।
 কলক প্রচারে যত^১ কিঙ্করী সকলে ॥
^২ অত্ৰ না জীয়ে কেহো না জানে উপায় ।
 নিতাক্রমে সেহো জন ছাড়িবারে চায় ॥ ৬৯২ ॥
 জ্ঞাতিগণ বাঞ্ছে নিত্য নানা অমঙ্গল ।
 বচনস্থ^৩ নহে কোন আশ্রিত সকল ॥
 ভৃত্যগণ^৪ অপরাধে হুঃখ উপভোগে ।
 তিরস্কার প্রহারে জর্জর রাজরোগে^৫ ॥ ৬৯৩ ॥
 পলে পলে প্রাণ ছাড়ে গোষ্ঠির তাড়নে ।
 তথাপি ঈশ্বর হেন আপনাকে মানে^৬ ॥
 কিবা ছোট কিবা বড় করিতে বিচার ।
 যতেক ঐশ্বর্য তার তত হুঃখভার ॥ ৬৯৪ ॥
 কুসংসারে করে তার খণ্ড খণ্ড অঙ্গ ।
 তথাপি ছাড়িতে নারে সংসার তরঙ্গ ॥
 সকলের বিকর্ণে সে হুঃখ ভোগ করে ।
 তার অন্ন ছিদ্রে সর্বজন^৭ তিরস্করে ॥ ৬৯৫ ॥
 একেশ্বর হুঃখে করে অর্থ উপার্জন ।
 ব্যয়কালে বটেক না দেয়^৮ নিজগণ ॥
 এইরূপে জীবন পর্য্যন্ত হুঃখ পায় ।
 মৃত্যুকালে ঘটে তারে অশেষ আপায়^৯ ॥ ৬৯৬ ॥
 তীর্থ লক্ষে^{১০} না যায় গোষ্ঠিতে অমুরাগী ।
 ধনে ধর্ম না সাধে স্বজন জীব লাগি ॥

কক্ষ বাত পিত্তযোগে ঈশ্বর না জপে ।
 সংসারে জড়িত চিত্ত নানা হুঃখ ভাবে ॥ ৬৯৭ ॥
 মনে বোলে শিশুগণ জীবে বা কেমনে^১ ।
 প্রাণসম ভাৰ্য্যা মোর থাকিবে কেমনে^২ ॥
 পরিজনগণ মোর কোথাতে (ক) থাকিবে ।
 দাস দাসীগণ মোর কোনরূপে জীবে ॥ ৬৯৮ ॥
 এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে^৩ প্রাণ ছাড়ে ।
 সে মৈলে তাহার গণ আনন্দে বিহরে ॥
 দোষ বিনে গুণ তার কেহো নাহি জপে ।
 অকারণে মরে জীব বন্ধ^৪ মায়াকূপে ॥ ৬৯৯ ॥
 মর্কট সকল যেন জাল করে নিত্য ।
 মধ্যত বসিঞা থাকে হঞা ভক্ষচিত্ত ॥
 অত্ৰ কীট পড়ে যদি জালের উপরে ।
 আনন্দে মর্কট সেই কীট ভোগ করে ॥ ৭০০ ॥
 এইরূপে ভোগে স্নেহে জালমধ্যে বৈসে ।
 ভক্ষণত^৫ চিত্ত হঞা থাকে সেই রসে ॥
 দৈবযোগে অধিক বাতাস যদি হয় ।
 সেই জালে মর্কটকে আংসাদিঞা লয় ॥ ৭০১ ॥
 নড়িতে না পারে কিছু^৬ না ঘটে সন্ধান ।
 আপনার জালে বন্ধ^৭ হঞা ছাড়ে প্রাণ ॥
 সেই জাল করি যদি দূরে যাঞা^৮ থাকে ।
 তবে জালে বন্ধ নহে স্নেহে ভোগ ভোগে^৯ ॥ ৭০২ ॥
 প্রচণ্ড বাতাসে মাত্র জাল নষ্ট হয় ।
 পুনরপি গতিবারে পারে অনুশ্চর^{১০} ॥
 কুসংসারে রত যেই^{১১} যুক্তি নাহি বুঝে ।
 তেজারণে তারা পরিণামে হুঃখ ভুঞ্জে ॥ ৭০৩ ॥

১। নিত্য। ২। এই দুই পংক্তি ২য় পুথিতে
 পরের দুই পংক্তি পরে আছে। ৩। বচনস্থ। ৪।
 ২য় পুথিতে দুপাঠ। বচন না শুনে কেহ। ৫।
 ৬। নিজগণ। ৭। যোগে। ৮। জানে। ৯। লোকে।
 ৮। ছাড়ে। ২য় ও ৩য়। ৯। উপায়। ২য়। অপায়—
 ৩য়। ১০। কর্ণে—৩য়।

১। জীব কোন মতে। ২। প্রাণভূল্য প্রিয়।
 মোর রহিব কোথাতে। (ক) ৩য় পুথির পাঠ।
 কথ্যে—১ম। ৩। জপিতে জপিতে। ৪। অঙ্গ।
 ৫। গতি। ৬। কীট। ৭। বন্দী। ৮। গিঞা।
 ৯। না বাধে স্বচ্ছন্দ ভক্ষ্য ভোগে। ১০। পুন
 করিবারে পারে জালের সঞ্চয়। ১১। ময় হঞা।

জন্মিলে হি মুহূর্তে মুহূর্তে যায় ক্ষণ ।
 ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চ হঞা দণ্ডের গমন ॥
 দণ্ডে দণ্ডে প্রহর প্রহরে দিবা লেখি ।
 দিবসে দিবসে মাস কালক্রমে দেখি ॥ ৭০৪ ॥
 মাসে মাসে বৎসর বৎসরে যায় কাল ।
 সপ্ত^১ কালে পরমায়ু হরে তা সভার ॥
 অজ্ঞানি বালক^২ তবে পোগণ্ড কৈশোর ।
 যৌবন ধৈরজ বৃদ্ধকালে দেহ ভোর ॥ ৭০৫ ॥
 সাতকালে পরমায়ু নিত্য করে ক্ষয় ।
 সংসারী সকলে কিছু না বুঝে নির্ণয় ॥
 প্রাতঃকাল পর্যন্ত রজনী যত জাগে ।
 সংসারী বিকর্ম^৩ ভোগে নান্ন অল্পরাগে ॥ ৭০৬ ॥
 এক কর্ম করিতে অস্ত্রের আগমন ।
 তাহা নেবারিতে নহে স্বকর্ম সাধন ॥
 শ্রান্তবস্ত^৪ জন আগে বাঞ্ছা করে স্নান ।
 স্নান করিলে করে^৫ ভোজন সন্ধান ॥ ৭০৭ ॥
 ভোজন করিলে করে^৬ শয়নের মতি ।
 শয়ন করিলে পুন বাঞ্ছা করে রতি ॥
 এইরূপে করে সদা^৭ কর্মের সঞ্চয় ।
 বাঢ়ে বিনে কোনো অংশে কর্ম নহে ক্ষয় ॥ ৭০৮ ॥
 ইহাতে উত্তম জন কার্য উপরোধে ।
 কর্মমধ্যে থাকিঞা আপন কর্ম সাধে ॥
 সংসারে থাকিঞা (করে) আলগ বেভার^৮ ।
 অথচ না হয় বন্ধ^৯ করয়ে সংসার ॥ ৭০৯ ॥
 সংসারী সকলে^{১০} যদি ভোগ হয় ভঙ্গ ।
 প্রথমে ঘটয়ে তারে উত্তম^{১১} সংসঙ্গ ॥
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ হিংসারস ।
 ছয় মূর্ত্তি জ্ঞাত হৈলে অঙ্গ হয় বশ ॥ ৭১০ ॥

উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতি^১ প্রকার ।
 ত্রিবিধ প্রকারে হয় ইন্দ্রিয় বিকার^২ ॥
 মনে মনে জন্মে নান্ন স্বাদ্ধ উপহার ।
 ভক্ষণ পরিধান আদি অশেষ বিহার ॥ ৭১১ ॥
 মনেত জন্মাঞা ভোগ^৩ আপনে বিলসে ।
 এ সব উত্তম লোভ জীবদেহে বসে ॥
 শ্রবণ নয়ন যোগে ভোগে যেই জন ।
 সে সব মধ্যম লোভ জানিব কারণ ॥ ৭১২ ॥
 আপনেহি সর্বরস ভোগে দ্বিহ্নাবোগে ।
 এসব প্রাকৃত লোভ লোভিগণে ভোগে ॥
 ত্রিবিধ প্রকারে হয় লোভ অধিকার ।
 এইরূপে ক্রমে হয় মোহের বিকার ॥ ৭১৩ ॥
 পত্নীপুত্র ধনভূমি সংহারে অন্তরে ।
 কেবল বিকল হঞা জীবকে আবরে ॥
 না পাইব নিশ্চয় জীবহে ইহা জানে ।
 তথাপি উত্তম মোহ চিন্তে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭১৪ ॥
 ধনজন বিত্তমানে বিকল যে জন ।
 এসব জানিব মধ্য মোহের কারণ^৪ ॥
 দেখিলেহি জন্মে মোহ না দেখিলে নহে ।
 এ সব প্রাকৃত মোহ থাকে^৫ জীবদেহে ॥ ৭১৫ ॥
 মোহের লক্ষণ এহি ত্রিবিধ প্রকার ।
 তবে আর কহিব কামের অধিকার ॥
 শ্রবণ নয়ন বাক্য আদি যত অঙ্গ ।
 কোনো স্থানে নহে^৬ ভয় লজ্জার প্রসঙ্গ ॥ ৭১৬ ॥
 কাল দেশ যোগ ভাব পাত্র না বিচারে ।
 এ সব উত্তম কাম জীবের শরীরে^৭ ॥
 যত্নযোগে রমে রামা অধৈর্য না হয় ।
 মধ্যম কামের শক্তি জানিব নিশ্চয় ॥ ৭১৭ ॥

১। কালে। ২। শৈশব। ৩। সংসার বিষয়।
 ৪। শ্রান্তিবস্ত। ৫। নির্ভা হৈলে। ৬। পাছে।
 ৭। কর্ম পাছে। ৮। ব্যবহার। ৯। বন্ধ।
 ১০। জনের। ১১। প্রথমেহি ঘটে তার হুহুং।

১। প্রাকৃত। ২। বিহার। ৩। মানসে কাহাকে
 না দে। ৪। লক্ষণ। ৫। বসে। ৬। স্থানে
 নাহি। ৭। জীবকে আবরে।

অবশ্যে রমণী রমে চলে রসপথে ।
 প্রাকৃত কামের ভোগ জানিব তাহাতে ॥ ১
 ইন্দ্রিয় প্রধান ক্রোধ সর্বত্র সঞ্চরে ।
 মনকে বাক্তিঞা ক্রোধ থাকে অধিকারে ॥ ১১৮ ॥
 মনে গোপ্ত হঞা থাকে বাক্য নাহি কহে ।
 পরিহাস আসক্তি বাঢ়ায় শত্রুগৃহে ॥
 সময় পাইলে করে অবশ্য বিনাশ ।
 এসব উত্তম ক্রোধ রসের বিলাস ॥ ১১৯ ॥
 চিরংকাল করে অতি বাক্যের প্রহার ।
 এসব জানিব মধ্য ক্রোধের বেহার ॥
 জন্মিলেহি কার যোগে যোগ্য শাস্তি করে ।
 এসকল প্রাকৃত ক্রোধের চিহ্ন ধরে ॥ ১২০ ॥
 শোঁসয়ে না দেখে করে কপট সম্ভাষ ।
 যতেক বিনয় করে সব পরিহাস ॥
 সভাকে জিনিব হেন নিত্য করে মন ।
 এসব উত্তম দম্ভ জানিব কারণ ॥ ১২১ ॥
 সর্বজন কর্ম দোষে কহে ধর্ম্মনীরত ॥
 কথায় প্রকাশে নিজ মহিমা চরিত্র ॥
 মনে মনে আপনাকে কহে বুদ্ধিমান ।
 এসব মধ্যম দম্ভ জানিব সন্ধান ॥ ১২২ ॥
 নিরবধি দর্পকথা কহে আপনার ।
 প্রাকৃত দম্ভের এহি জানিব বেহার ॥
 এইরূপে ত্রিবিধ প্রকারে দম্ভ জানি ।
 এই অহুরূপ করি মাৎসর্য্য বাধানি ॥ ১২৩ ॥
 মনে মনে জীবন্তধ দেখি হুঃখ পায় ।
 উত্তম মাৎসর্য্য এই জীবে অহুভায় ॥
 মত্তোপায় কেহো কোনো যোগে হিংসা করে
 এ সব মধ্যম হিংসা জীবকে আবরে ॥ ১২৪ ॥

সাক্ষাতেহি অস্ত্রের উন্নতি নিত্য হিংসে ।
 এসব প্রাকৃত হিংসা জীবদেহে বসে ॥
 এইরূপে যদি ছয় তরঙ্গকে চিহ্নে ।
 তবে তাহা ছাড়িবারে পারে দিনে দিনে ॥ ১২৫ ॥
 এসব তরঙ্গ যদি ছাড়ে সুসাধনে ।
 তবে অনায়াসে জীব সংসারকে জিনে ॥
 এসকল না বুঝে সংসারী যত জাতি ।
 আলস্তে অনাস্থা করে অহঙ্কারে মতি ॥ ১২৬ ॥
 প্রথমে গুরুতে তার না জন্মে বিশ্বাস ।
 মন্ত্রশিক্ষা দীক্ষা করে না করে অভ্যাস ॥
 দরিদ্র কুপণ গুরু মূর্থ অকুলীন ।
 কোনো যোগে মন্ত্র তাতে শিখে কোনোদিন ॥ ১২৭ ॥
 অধিকারী হৈলে গুরু অন্ন হেন দেখে ।
 নিজ বুদ্ধি প্রকটিঞা হুঃখী করে তাকে ॥
 দরিদ্র কারণে ধন দিতে লাগে ভায় ।
 কনিষ্ঠ কারণে নিত্য নহে নমস্কার ॥ ১২৮ ॥
 কুরূপ কারণে গুরুর নিকটে না বসে ।
 মূর্থ দেখি নানা বিছা সর্বন প্রকাশে ॥
 অভব্য দেখিয়া করে বিচারে প্রবেশ ।
 অন্ন বংশহেতু ভক্তি না করে বিশেষ ॥ ১২৯ ॥
 এইরূপে গুরু প্রতি অন্ন জ্ঞান করে ।
 তার শত্রু হঞা মন্ত্র হিংসে তা সভারে ॥
 তবে সে দেবতা তার হয় বামগতি ।
 তবে দিনে দিনে তার হয় মন্দ মতি ॥ ১৩০ ॥
 লোক বেদ নিষেধ সেই সে তার বিধি ।
 শুদ্ধ কর্ম দেখিলেহি করে মন্দ বুদ্ধি ॥
 মিত্র বন্ধু সাধু গুরু বচন না ধরে ।
 ইন্দ্রিয় অধীন হঞা সর্ব ধর্ম্ম ছাড়ে ॥ ১৩১ ॥

১। বেদ। ২। গুরু। ৩। কাম। ৪। সবে।
 ৫। নিজ রীতি। ৬। জানে। ৭। সেই অহুভায়।
 ৮। মন্ত্রণারে কোনো জন।

১। বটু তরঙ্গকে। ২। জড়। ৩। লোকের প্রকাশ।
 ৪। গুরু। ৫। পুথিতে এই পংক্তির পাঠ -
 দরিদ্র কুরূপ মূর্থ অন্ধ অকুলীন। ৬। অধিকার।
 ৭। মনে। ৮। সন্ধান। ৯। রস। ১০। বুদ্ধি।
 ১১। অন্ন। ১২। হিঃ।

ত্রিহাতে সতত চায় স্বাহ উপহার ।
 প্রণাম প্রণাম চাহে শ্রবণ তাহার ॥
 নাসিকা স্পর্শিত তার^১ চাহে অহুক্ষণ ।
 (স্পর্শ)^২ দেখিতে চাহে চক্ষু লোচন ॥৭৩২॥
 ভক্ষ হেতু নিরবধি উদর বিকলস^৩ ।
 অধৈর্য ইঞ্জিয়গণ^৪ চাহে রতিরস ॥
 সভার অধীন হঞা মজে অন্তকালে ।
 অনেক সতিনী যেন গৃহপতি (মারে)^৫ ॥৭৩৩॥
 ইহ লোকে হুঃখ ভোগে সংসার কারণে ।
 পরলোকে প্রমাদ কৃষ্ণের নাম^৬ বিনে ॥
 কৃষ্ণকথা বিনে যার যায় দিবা রাত্তি ।
 ব্যর্থ জন্ম যায় তার নহে ভাল গতি^৭ ॥৭৩৪॥
 কৃষ্ণ উদাসীন হয় অনাস্তিক জনে ।
 শ্রীকৃষ্ণ যে ভজে তাকে ভজে ত্রিভুবনে ॥
 যাহার শরীরে থাকে এমত^৮ প্রসঙ্গ ।
 কালক্রমে দেখে তার বাহিরে তরঙ্গ ॥ ৭৩৫ ॥
 তৈল^৯ ঘৃত লবণ যে দ্রব্য যাতে রাখি ।
 অবশ্য তাহার চিহ্ন বাহু দেহে দেখি ॥
 নানামত দ্রব্য রাখে কলস ভিতরে ।
 ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্যে ভাণ্ড জীর্ণ করে ॥৭৩৬॥
 যে দেব সন্ধানে থাকে যাহার অন্তরে ।
 আসক্তি জন্মিলে তাহা ঢাকিতে না পারে ॥
 কপূরাদি যে ভুঞ্জে যেমত উপহারে ।
 অবশ্য তাহার জ্ঞান বাহিরে নিঃসরে^{১০} ॥৭৩৭॥
 নানামত ঈশ্বর ভজন অধিকার ।
 অলৌকিক লৌকিক অশেষ ব্যবহার ॥

এক শাস্ত্রে যত ধর্ম করয়ে স্থাপন^১ ।
 সেই ধর্ম অত্র শাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন ॥ ৭৩৮ ॥
 যে মত যে ভেদে স্থাপি খণ্ডাইতে পারি^২ ।
 অতএব সর্ব শাস্ত্র ধর্ম নাহি করি ॥
 ৩যে রূপ ভজনে চিত্ত প্রবেশে প্রথমে ।
 সেই ধর্ম আচরণ করিব যতনে ॥ ৭৩৯ ॥
 লৌকিক বৈদিক মত ভজিতে স্নগম ।
 অথচ বৈষ্ণব মত^৩ না হয় দুর্গম ॥
 যত্ন করি সেই ধর্ম করিব অভ্যাস ।
 স্নজাতি ভজনে মাত্র করিব প্রকাশ ॥ ৭৪০ ॥
 আর যত দেখি শুনি তাহা না আচরি ।
 নিন্দার প্রকাশ^৪ তার কভু নাহি করি^৫ ॥
 অল্পে অল্পে বৈষ্ণবেত কৃষ্ণ কথা জানি ।
 যতদূর মিষ্ট লাগে^৬ সেই মাত্রে শুনি ॥ ৭৪১ ॥
 কষায় জন্মিলে ভিন্ন প্রসঙ্গেহি থাকি ।
 যে প্রেম জন্মিঞা থাকে তাহা যত্নে রাখি ॥
 মিষ্ট ভোগ ভোগিঞা কষায় না দি মন ।
 রসিকে করয়ে যেন মিষ্টান্ন^৭ ভক্ষণ ॥ ৭৪২ ॥
 বৈষ্ণবের উপদ্রব বৈষ্ণবে না দেখে ।
 বৈষ্ণবের উপদ্রবে^৮ বৈষ্ণবে সে ঠেকে ॥
 অসাধু সহিতে সঙ্গ স্নজনে না করে ।
 পূর্ব পরে যত দ্রব্য^৯ সঙ্গ দোষে হরে ॥৭৪৩॥
 অশেষ ব্যঞ্জন কেহো^{১০} করয়ে ভোজন ।
 শেষে কোনো যোগে করে মক্ষিকা ভক্ষণ^{১১} ॥

১। রস। ২। কুরুপ ১ম। ৩। বিরস ২য় ও
 ৩য়। ৪। ঘন। ৫। মরে ১ম মারে ৩য়।
 ৬। শ্রীহরি ভক্তি। ৭। ব্যর্থ আয়ু হয়ে তার
 অহনিশিগতি। ৮। তাহার অন্তরে থাকে যেমত।
 ৯। এই দুই পংক্তি ২য় পুথিতে পরের দুই পংক্তির
 পরে আছে। ১০। নিঃসরে উল্লাসে।

১। করে নিবেজন। ২। মত ভেদে খণ্ডাইতে
 স্থাপিতে পারি। ৩। দ্বিতীয় পুথিতে এই দুই
 পংক্তি নাই। ৪। বিন্দা বা প্রকাশ।
 ৫। ইহার পর ২য় পুথিতে দুই পংক্তি বেশী আছে।

দেখে শুনে বুঝায় আপনে নাহি বুঝে।

যত্ন করি সাধুগণ তার সঙ্গ তেজে ॥

৭। বাসি। ৮। পকাত। ৯। অপরাধে। ১০। সর্ব-
 ধর্ম। ১১। লোক। ১। গ্রহণ।

পূর্বপর যত থাকে উদর^১ ভিতরে ।
মক্ষিকা ভক্ষণ দোষে সকল নিঃসরে ॥ ৭৪৪ ॥
অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব ।
একাস্তিক জনে সত্য জন্মে প্রেম লাভ^২ ॥
কৃষ্ণের বচনে সুখী কৃষ্ণিনী সুন্দরী ।
শ্রীকবিবল্লভে কহে চরিত্রমাধুরী ॥ ৭৪৫ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ষোড়শে আশ্বারস ।

(নটরাগ)

জয় জয় ভীষ্মকহুহিতা সুচরিতা ।
পুনরপি কৃষ্ণ স্থানে জিজ্ঞাসিল কথা ॥
শুন শুন প্রাণনাথ কহিবে আমারে ।
চিত্তের সন্দেহ দূর কর একবারে ॥ ৭৪৬ ॥
বেদ হৈতে সর্ব ধর্ম সভাতে গোচর ।
তবে কেনে কহ কৃষ্ণ বেদে অগোচর ॥
নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে ।
কোন ভাবে ভাব করে প্রকৃতি সকলে ॥ ৭৪৭ ॥
কৃষ্ণিনী-বচন শুনি হাসিলা শ্রীপতি ।
কহিব চরিত্র শুন পতিব্রতা সতী^৩ ॥
সাম যজু ঋক বেদ অথর্ব কনিষ্ঠ ।
আদিনারায়ণ হৈতে তা সভার সৃষ্ট ॥ ৭৪৮ ॥
পুরুষ শরীরে করে^৪ নানাবিধ কর্ম ।
সৃজিল নিষেধ বিধি নানামত^৫ ধর্ম ॥
নিত্য লীলা জানিতে বেদেত কৈল^৬ মতি ।
পুরুষ বেভারে^৭ তথা কারো নাহি গতি ॥ ৭৪৯ ॥

শক্তি হঞা তথা যদি জানিবারে চাহে^১ ।
তবে বেদ বিনে কোনো^২ সৃষ্টি কর্ম নহে ॥
অতএব শ্রুতিগণে জন্মাঞা কুমারী ।
তত্ত্ব জানিবারে কৈল কৃষ্ণ অনুচরী ॥ ৭৫০ ॥
তাহা দেখি শ্রুতিগণে মুনিবেশ ধরি ।
জন্মাইল অনেক^৩ সুন্দরী কুমারী ॥
কিশোরী^৪ বয়েস ধরি গেলা শক্তিস্থানে ।
দেখিল বিলাস তারা অনেক সাধনে^৫ ॥ ৭৫১ ॥
বিলাসাসঙ্গে থাকিয়া সিদ্ধাঙ্গলীলা দেখি ।
মোহিঞা রহিল তথা সকল সুমুখী ॥
কৃষ্ণভাব ভাবিঞা বিহ্বল^৬ বরাজনা ।
সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গে অঙ্গ অচেতনা ॥ ৭৫২ ॥
শৃঙ্গারবিগ্রহ প্রভু রসিকশেখর ।
রসাবেশে অলস সরস^৭ কলেবর ॥
শ্রুতিমুনিকত্তা ধরা ভাব অনুমানে ।
লভিল সকল সুখ বিনে পরশনে ॥ ৭৫৩ ॥
কত কাল রহি তবে শ্রুতি মুনিগণ ।
দূরে রহি কৈল তারা প্রকৃতি সাধন ॥
শক্তিকে সাধিঞা তবে^৮ কত্তাগণ আনি ।
যতনে পুঁছিল তারা কৃষ্ণ রস^৯ বাণী ॥ ৭৫৪ ॥
তবে সেই কত্তাগণ পিতার গোচর ।
লজ্জায় না দিল কিছু রসের^{১০} উত্তর ॥
ভোগাঙ্গ (লৌলাঙ্গ)^{১১} স্থানে যতেক দেখিল ।
সে সব বিস্তার করি পিতাকে কহিল ॥ ৭৫৫ ॥
যোগ তপ জ্ঞান আদি যত যত দেখি^{১২} ।
সেই তত্ত্ব কহিল সকল সুধামুখী ॥

১। খায় শরীর। ২। কেবল একান্ত চিত্তে জন্মে কৃষ্ণলাভ। ৩। কহিল চরিত্র অতি হরষিত মতি। ৪। কৈল ৫। রূপ। ৬। বেদের হৈল। ৭। ৩৩য়। ৮। শরীরে।

১। রহে। ২। কত। ৩। অনেক তবে। ৪। কিশোর। ৫। যতনে। ৬। বিহ্বল (?)। ৭। বিভোল—৩য়। বিভোল ১ম। ৮। রত্নরসে বিলসে সকল। ৯। তারা। ১০। গুণ। ১১। সরস। ১২। লিঙ্গ। ১ম ৩৩য়। ১২। মত লেখি।

রতি রস বিবরণ প্রেমের তরঙ্গ ।
 না কহিলে^১ কেলি কলা আসক্তি প্রসঙ্গ ॥৭৫৬॥
 বেদগণে যে শুনিল তাহা বিস্তারিল ।
 তাহা হনে কত শত মত প্রকাশিল ॥
 দেখিল শুনিল যিনি কে জানে সকল ।
 তে কারণে বোলি কৃষ্ণ বেদে অগোচর ॥৭৫
 তবে নারদাদি ভক্ত শক্তিবেশ ধরি ।
 চিরংকাল দেখিল ভাবিঞা ভক্তি করি ॥
 সে সব বৈষ্ণবংগণ পরম সরল ।
 রস সম্বরিতে নারে পরম নির্মল ॥ ৭৫৮ ॥
 পুরুষ শরীর পুনঃ ধরিল যখনে ।
 সে সব ছাড়িতে^২ তারা নারিল তখনে ॥
 প্রেমযোগে কাকো কাকো কহিল প্রসঙ্গ ।
 তাহাতে জন্মিল কত সংহিতা তরঙ্গ ॥ ৭৫৯
 রাম ব্রহ্ম বরাহ নারদ রাত্রি কথা ।
 তাহা হৈতে ব্যক্ত হৈল অনেক সংহিতা ॥
 তবে আর মুনি শ্রুতি^৩ দেখিঞা বৈষ্ণবে ।
 আবাস্তর বুঝিঞা লেখিল অমুভবে ॥ ৭৬০ ॥
 ভাব বিচারিঞা তারা দঢ়াঞা যতনে ।
 সংগ্রহ প্রমাণ রস যোজন কারণে^৪ ॥
 সংগ্রহ সংহিতা যোগে ভাবকে জানিবে^৫ ।
 খলগণ তাহাতে প্রমাণ না করিব^৬ ॥ ৭৬১
 অবিজ্ঞা প্রবল তারা ভাব না বিচারে ।
 সুরস পীযুষ প্রেম রস নাহি^৭ ছাড়ৈ ॥
 ক্ষণে সত্য ক্ষণে মিথ্যা করিবে প্রমাণ ।
 অল্প ভাগ্যে নাহি ষটে রসের সন্ধান ॥ ৭৬২ ॥
 কহিল সকল প্রি়া বিবরণ বেদ ।
 সম্প্রতি শুনহ নিত্যলীলা বর্ণ ভেদ ॥

নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ গোপীয় সজ্জতি^১ ॥
 প্রকৃতিতে, গোপ^২হঞা ভোগ করে রতি ॥৭৬৩
 গোপকন্যা নহে তারা প্রকৃতি প্রধান ।
 কৃষ্ণকে গোপিঞা ধরে গোপী হেন নাম ॥
 তথাতে কৃষ্ণের রূপ কহন না যায় ।
 ঝলমল অমল শরীর রূপ তায় ॥ ৭৬৪ ॥
 ফটিক অঙ্কুর যেন ধরে নানা ছটা ।
 ময়ুরের কণ্ঠ^৩ যেন ধরে বর্ণ^৪ ঘট ॥
 রত্নমণি^৫ তেজ যেন নানা মত লেখি ।
 হৃদ্যতেজে অত্র যেন কতমত^৬ দেখি ॥
 ইংসাময় তেজ^৭ তথা সর্ব বর্ণ^৮ পতি ।
 নিজ নিজ ভাব যোগে দেখি নানা গতি ॥
 ক্রীড়িতা মানিনী আর বিরহিণী যত ।
 প্রেম অমুরাগিণী রমণী রস মত^৯ ॥ ৭৬৬ ॥
 এই চারি জাতি রামা সাথে প্রেমলাভ ।
 তার অমুখ্য কত অগণিত(ক) ভাব ॥
 চারি জাতি প্রকৃতি বিহরে রসধর্ম^{১০} ।
 শ্বেত রক্ত নীল পীত দেখি চারিবর্ণ ॥ ৭৬৭ ॥
 সহজে ক্রীড়াগণ অখণ্ড সুরতি ।
 আনন্দ বিংসেদ^{১১} নহে ভঙ্গ নহে রতি ॥
 আর্তিরস না বাড়ে বিংসেদ নাহি জানে ।
 সুরের সঞ্চার^{১২} নাহি ছুঃখ নাহি মানে ॥৭৬৮॥
 নির্মল শরীরে তারা নিত্যভাব করে ।
 অহনিশি রাখে গুরু হৃদয়কমলে ॥
 কায়মনবাক্যে তারা ক্রীড়ারস ভোগে ।
 তে কারণে কৃষ্ণ তারা গুরুবর্ণ দেখে ॥ ৭৬৯ ॥
 (হৃদ্যযোগে)^{১৩} ভোগ করে নির্মল সন্ধান ।
 ক্রীড়িতা ভজন ভাব যোগের^{১৪} প্রধান ॥

১। কহিল। ২। সাধক। ৩। তার। ৪। সরস
 চাকিতে। ৫। শ্রুতিমুখি। ৬। হৈব ভজন কারণে।
 ৭। জানিব। ৮। করিব। ৯। পান।

১। সংহতি। ২। বশ। ৩। বর্ণ। ৪। রূপ।
 ৫। গণ। ৬। নানা বর্ণ। ৭। রূপ। ৮। গতি।
 ৯। কত কত। (ক) ৬৭ পৃথির পাঠ। ১০ পৃথি—
 (আগলিত) আগণিত। ১০। মর্ম্ম। ১১। প্রবেশ
 নির্গম। ১২। সঞ্চর। ১৩। মুচ্ছ উপ। ১৪। ভোগের।

তবে আর মানিনী রমণী যত হয় ।
 অভিমানে করে তারা মানের সঞ্চয় ॥ ৭৭০ ॥
 না কহিলে না বোলে সে উপরোধী নহে ।
 আপন মানস মুক্তকণ্ঠে নাহি কহে ॥
 ভাবসেবা না টুটে^১ বাঢ়ায় ক্ষণে ক্ষণে ।
 অখণ্ড না ছাড়ে মান^২ চিত্ত অভিমানে ॥ ৭৭১ ॥
 রক্তবর্ণ অন্তরে না ছাড়ে ক্রোধ আর্তি ।
 তে কারণে কৃষ্ণ তারা দেখে রক্তমূর্তি ॥
 হৃদয় কমল তার রাতুল সমান ।
 তে কারণে রক্তবর্ণ তাহাতে প্রমাণ ॥ ৭৭২ ॥
 তবে বিরহিণীগণ বিরহ প্রসঙ্গে ।
 কৃষ্ণের বিৎসেদ রস ধরে নিজ অঙ্গে ॥
 রভস অন্তরে যেন হইল বিৎসেদ ।
 এইরূপে কৃষ্ণের সহিতে তার ভেদ ॥ ৭৭৩ ॥
 পূর্ব প্রেম আর্তি তারা ভাবিঞা ব্যাকুলি ।
 অন্তরে কালিমা রসে ভোগে হুঃখ কেলি ॥
 হৃদয় কমলে তার^৩ কৃষ্ণবর্ণ ধরে ।
 ভাব যোগে রাখে কৃষ্ণ আপন অন্তরে ॥ ৭৭৪ ॥
 তে কারণে কৃষ্ণ তারা কৃষ্ণবর্ণ দেখে ।
 বিরহিণী ভাব এই কহিল ভোমাকে ॥
 প্রেম অনুরাগিণী সঘন অনুরাগ^৪ ।
 কৃষ্ণরস ভাব ধরে অন্তরে সোরাগ^৫ ॥ ৭৭৫ ॥
 রসিক নায়ক যেন সম্ভাষা কারণে ।
 অহনিশি আর্তি করে সুনাগরীগণে ॥
 পতিরূপ গুণ বেশ রাখে চিত্ত মাঝে ।
 আনন্দলহরী তার অন্তরে বিরাজে ॥ ৭৭৬ ॥
 হৃদয় কমলে তার কনকের জ্যোতি ।
 তে কারণে দেখে তারা পীতবর্ণ পতি ॥

এই চারি বর্ণ^১ ভাব রসের মহিমা ।
 দঢ়াঞা কে বোলে তাঁর রূপ গুণ সীমা ॥ ৭৭৭ ॥
 ঈশ্বরের বর্ণ ভেদ করে কার প্রাণে ।
 বর্ণ ভেদ জানি যত^২ ভজন সন্ধানে ॥
 সেখানে জানিব এই বর্ণের নির্ণয় ।
 স্থানান্তরে কহি নানা রূপের উদয় ॥ ৭৭৮ ॥
 ভাবকের ভাব আর কার্য উপরোধে ।
 অংশে অংশে প্রভু বিলসেন^৩ বর্ণ ভেদে ॥
 এক বিষ্ণু হৈতে হয় নানা অবতার ।
 কার্য ভেদে ধরে^৪ নানা রূপের সঞ্চার ॥ ৭৭৯ ॥
 গুরু বেদোদ্ধারে মৎস্ত গুরু অবতায় ।
 শ্রাম পৃথ্বী ধরি শ্রাম কৃষ্ণের বেহার^৫ ॥
 পৃথিবী (তুলিতে বর্ণ)^৬ বরাহ ধবল ।
 খেত নরসিংহ তোষে নির্মল কিঙ্কর ॥ ৭৮০ ॥
 বলি হেতু আনন্দে বামন পীত গতি ।
 আনন্দে ক্ষেত্রিয় জিনি পীত^৭ ভৃগুপতি ॥
 বিরহ বিস্তার রাম হর্ষাদল শ্রাম ।
 ভূভার হরণ যশে খেত বলরাম ॥ ৭৮১ ॥
 বেদনিন্দা হেতু বুদ্ধ^৮ কপিল আকার ।
 ব্যভিচার কণ্ঠে কাকিরূপ কৃষ্ণাকার ॥
 এইরূপে বিষ্ণুলীলা সর্ব শাস্ত্রে কহে ।
 চারি যুগপতি পুন চারিবর্ণে রহে ॥ ৭৮২ ॥
 সত্যযুগে সত্য ভাবে খেত বিষ্ণু নাম ।
 বীররসে ত্রেতাযুগে রক্ত ভগবান^৯ ॥
 দ্বাপরে বিরহ রসে^{১০} নীল চতুর্ভুজে ।
 কলিকালে আনন্দে স্বরূপ পাত রাজে ॥ ৭৮৩ ॥
 নানারূপ ভাব যোগে ঈশ্বর প্রকাশ ।
 সেবকবৎসল হঞা শাস্ত করে দাস ॥

১। ইটায়। ২। ক্রোধ। ৩। তারা। ৪। অহ-
 রাগী। ৫। সোভাগী।

১। জাতি। ২। নিজ। ৩। সেহি সে বিলসে।
 ৪। করে। ৫। অবতার। ৬। ধরিতে রস।
 ৭। ১। হস্ত। ৮। বোদ্ধ। ২য়। বোদ্ধ—
 ১ম ও ৩য়। ৯। বর্ণভাব। ১০। ভাবে।

যে জন যেমত তারা করে সেই ভাব ।
 ভাব অকুরূপ ঘটে ভজন প্রস্তাব ॥৭৮৪॥
 ভজন সুসিদ্ধ হৈলে রূপে হয় বশ ।
 তবে বর্ণভেদে ভোগ করে নানা রস ॥
 নাম রূপ গুণ ভাব যদি দঢ় করে ।
 তবে তার শুদ্ধ কর্ম বাঢ়ে প্রেমভরে ॥৭৮৫॥
 সুসাধকে প্রথমে সঞ্চয় করে ধন ।
 ধন হৈতে ধর্ম সাধে এই প্রয়োজন ॥
 ধর্ম হৈতে জ্ঞান জন্মে জ্ঞানে জন্মে ভক্তি ।
 ভক্তি হৈতে প্রেম জন্মে প্রেমেত আসক্তি ॥৭৮৬॥
 কৃষ্ণের আসক্তি রস পরম বিরল^১ ।
 লইতে না পারে (মন)^২ পরম^৩ চঞ্চল ॥
 শুনিতে না শুনে খলে বুঝিতে না বুঝে ।
 দেখিতে না দেখে কেহো ভজিতে না ভজে ॥৭৮৭॥
 রতি নাম শুনি তারা উপহাসে দহে ।
 পুরুষে প্রকৃতি ভাব ইহ সত্য নহে ॥
 বৈকুণ্ঠ অধিক পুরী মনেহো না জানে ।
 এইরূপে পূর্বপক্ষ করিঞা না মানে ॥ ৭৮৮ ॥
 কিবা সত্য কিবা মিথ্যা দঢ়াইতে নারে^৪ ।
 এক স্থানে মগ্ন নহে আলগ বেভারে^৫ ॥
 কেহো কেহো বৈষ্ণবের চিহ্ন অঙ্গে ধরে ।
 বৈষ্ণবে প্রবিষ্ট হঞা সেই কর্ম করে ॥ ৭৮৯ ॥
 ভূতাবৎ কার্য্য করে অতি প্রিয় বোলে ।
 দাঁড়াইতে নাহি জানে না বসে শোঁসরে ॥
 না বোলিতে কার্য্য করে লয় পদধূলি ।
 নাম গ্রাম^৬ জিজ্ঞাসিতে করে পুটাজলি ॥৭৯০॥
 অতিশয় সুধীর^৭ মধুর কথা কহে ।
 উদাসীন মত হঞা গিঞা পাছে রহে ॥

অনিমিষে চাহে করে শিথিল শরীর ।
 মগ্ন হঞা থাকে^৮ কহে চরিত্র সুহির ॥ ৭৯১ ॥
 বিচারে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসার ছলে ।
 বৈষ্ণবের অন্তর পরীক্ষে (হিংসা)^৯ বলে ॥
 ঈশ্বরের দাস হেন বাঢ়ার সম্বন্ধ ।
 ক্রমে ক্রমে পূর্বপক্ষ করে অকুরূপ^{১০} ॥৭৯২॥
 সিদ্ধান্ত না মানে দ্বন্দ্ব বাঢ়ায় নিজ চিত্তে^{১১} ।
 যত ভক্তি করে তার সহস্র আঘাতে ॥
 কোনো স্থানে যাঞা^{১২} তবে কহে নিন্দা কথা ।
 শুদ্ধকর্ম দেখি বোলে সকল অত্যাধা ॥ ৭৯৩ ॥
 ছিদ্রহেতু যতনে প্রচারে নানা^{১৩} স্থানে ।
 দিব্য করি বোলে যদি কেহো নাহি মানে ॥
 কৃষ্ণকথা শুনিতে আলস্ত (তজ্ঞা)^{১৪} বাঢ়ে ।
 সাধুনিন্দা শুনি সিংহ সম দর্প ছাড়ে ॥ ৭৯৪ ॥
 সে সব লোকের সুখ^{১৫} নহে কোনো যোগে ।
 জন্ম কোটি পর্য্যন্ত^{১৬} সঙ্কট উপভোগে ॥
 এ সকল লোক হৈতে (অসুর)^{১৭} উত্তম ।
 অকপটে হিংসা নিন্দা^{১৮} না শুনে নিয়ম ॥৭৯৫॥
 দিনে দিনে কৃষ্ণভক্তি বাঢ়ে তা সভার ।
 অসুরতে (ক) অধিক পাণ্ডু হুবাচার ॥
 শত্রুমিত্র দুই ভাব ঈশ্বর ভজন ।
 আশুরী আমরী^{১৯} ভক্তি মুক্তির লক্ষণ ॥ ৭৯৬ ॥

১। কথা। ২। সিংহ ১ম। ৩। ইহার পর
 ২য় পৃথিতে বেশী এক রোক আছে—

সিদ্ধান্ত না মানে পূর্বপক্ষের তরঙ্গে ।

মৈলেহো বিষ ঘেন না ছাড়ে ভুজঙ্গে ॥

জিজ্ঞাসিতে হাসিঞা বাঢ়ায় উপহাস ।

দর্প করি করে নিত্য মহিমা প্রকাশ ॥

৪। পরিণামে কন্দল বাঢ়ায় জোড় চিত্তে ।

৫। স্থানে স্থানে গিঞা। ৬। সর্বস্থানে। ৭।

তত্ত্ব। ১ম। ৮। শুভ। ৯। গেলেহো। ১০। শূকর

১ম। অসুর—৩য়। ১১। জানে। (ক) অসুরের—৩য়।

১২। আশুরী আমরী। ১৩। ৩য়।

১। নির্মল। ২। জল। ১ম। ৩য়—৩য়
 পৃথি। ৩। কেবল। ৪। নারে দঢ়াইতে ।
 ৫। সভাতে। ৬। গাম। ৭। সুরীত।

কপট পরীক্ষা নিন্দা পাণ্ডুর^১ চিত্র ।
 নপুংসকে রতি যেন কারণ বিহীন ॥
 মহিমা পরীক্ষা নিন্দা ছাড়ে সাধুগণ ।
 নিকপটে^২ শাস্তভাবে ভজে ক্ষণে ক্ষণ ॥৭১৭ ॥
 কুলমদে ধনমদে^৩ কৃষ্ণ নাহি পাই ।
 বিজ্ঞার বিকারে কৃষ্ণ দেখিতে হারাই ॥
 কায়মনবাক্যে সব প্রলাপ নিবারি ।
 আস্থারূপ কৃষ্ণপ্রেম জানিহ স্তম্ভরি ॥ ৭১৮ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনে যত দেখি শুনি ।
 সকল অনিত্য হেন বুদ্ধি অনুমানি^৪ ॥
 সংসারজনিত যত মনে দুঃখ ঘটে ।
 তাহা সম দুঃখ নহে প্রহার সঙ্কটে ॥ ৭১৯ ॥
 সমালাপ প্রেম যত রসের^৫ উৎপত্তি ।
 তাহা সম নহে ভক্তদ্রব্যে স্থখ মতি ॥
 সর্প ব্যাঘ্র আদি ভীত^৬ না মানে স্তম্ভনে ।
 সংসার বিষম^৭ ভয় মানে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮০০ ॥
 রাজদস্য অভয়ে অভয় নাহি মানি । (ক)
 বিকর্ষে আলগ হৈলে অভয় বাখানি ॥
 ধনজন সম্পদে সম্পদ নাহি মানি ।
 সাধুগণ সঙ্গতি সম্পদ মাত্র গণি ॥ ৮০১ ॥
 অর্থ ভূমি সঞ্চে কভু না কহি সঞ্চয় ।
 ধর্ম^৮ কর্মে জানি মাত্র সঞ্চয়^৯ উদয় ॥
 জীবনবিহীন জন মৃত অঙ্গ নহে ।
 কৃষ্ণেত বিমুখ জন থাকে মৃত দেহে ॥ ৮০২ ॥
 এইরূপে সংসারের যত দেখি শুনি ।
 সকল অনিত্য করি চিন্তেত বাখানি ॥

কৃষ্ণমুখবচনে কল্পিণী হরষিতা ।
 কহিল মধুর বাণী হঞা পুলকিতা ॥ ৮০৩ ॥
 অকপট হঞা নাথ কৃপা কৈলে মোরে ।
 খঙিল সকল দুঃখ যে ছিল অন্তরে ॥
 কহে কবিরসেতে শ্রীকৃষ্ণ গুণরীত্য ।
 জন্মে জন্মে এই রসে রচে যেন চিত্ত ॥ ৮০৪ ॥
 ষোড়শ অধ্যায় ।

সপ্তদশে ভক্তিরস ।

— ০ —

দীর্ঘছন্দ ।

(গাফার রস)

জয় জয় কৃপাময় অমল কমলাশয়
 কল্পিণী বুঝাঞা আতি সুখে ।
 চুখ আলিঙ্গন দানে অধর পীষ্ম পানে
 বাঢ়াইলা প্রিয়ার কোতুকে ॥
 দারুক স্তমতি তবে চলি গেলা আতি বেগে
 উত্তরিলা রসবত গিরি ।
 কৃষ্ণ আগমন শুনি পুরের যতেক^১ ধনি
 চলিলা সথিকে সঙ্গে করি ॥ ৮০৫ ॥
 সগণে আসিঞা তবে ভূমিতে পড়িলা ভাবে
 পুন পুন প্রণাম করিল ।
 কর যুগ শিরে ধরি স্তবিল মানস পুরি^২
 রত্ন সিংহাসনে বসাইল ॥
 স্নগন্ধি কারণ^৩ জলে ঢালিঞা চরণ তলে
 পদ পাখালিল মহা^৪ সুখে ।

সে জল পরণ করি নিজ নিজ শিরে ধরি
 চিত্ত পূর্ণ করিল কোতুকে ॥ ৮০৬ ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচরিত । ২। সকল । ৩। করি
 ৪। কারণ । ১ম। ৫। মন ।

১। পাণ্ডুর । ২। নিকপটে । ৩ম ও ৪য় ।
 ৫। কুলবলধনরূপে । ৬। বুদ্ধিবোধে জানি ।
 ৭। স্থখ । ৮। সর্প ব্যাঘ্র ভীতে ভয় । ৯। বিষয় ।
 (ক) রাজভয় দস্যভয় কিছো নাহি মানে । ৩য় ।
 ৮। পুণ্য । ৯। সঙ্কিত ।

মিষ্টার গীর্ষ্য মধু আনি দিল কুল্যবধু অন্তরে অন্তরগদ পেলিতে পুলক মদ(ক)
 সন্তে মেলি যত্নে তুঞ্জাইল। গগন ধরণী পুনঃ চাহে।
 রমণী চকোর প্রেমঃ ককচন্দ্র-মুখ হেমঃ ক্ষণে জড় ক্ষণে মৌনী চপল অধিক ধ্বনি
 ককচন্দ্র-মুখ হেমঃ ক্ষণে নত্যা করে উত্ত বাহে ॥ ৮১০ ॥

কাষ্ঠের পোতলী যেন কুহকে নাচায় হেন
মুহূ জন' কি করিতে পারে।

এ সব জানিব সাক্ষী যত যত যত্ন দেখি
যজ্ঞী বিনে কিছু নাহি বোলে ॥

তোমার কিস্করগণ তুমি তার জীবন^১
তোমা বিনে অস্ত্র নাহি ভাব।

যে জান সে কর তুমি তাতে কি বোলিব আমি
নিদানে ষোজিহ প্রেমলাভ ॥ ৮১৪ ॥

হাসিঞা নারদ বোলে আনন্দ কদম্ব দোলে
উর্দ্ধ লোম হইল শরীর।

অস্তরেত অমুভব কঠেত বিহরে^২ সব
রসাবেশে না হয় বাহির ॥

শুনিঞা নারদ-বাণী হর্ষিত^৩ পুরুষ-মণি
সিংহাসনে বসিলা^৪ কোতুকে।

নারদ মন্তকে হাত ধরিঞা অখিলনাথ
কুপা করি কহে নিজ স্মৃথে ॥ ৮১৫ ॥

শুন শুন সাধুগতি তুমি ধন্য ধীরমতি
ভক্তিরসে জিনিলে আমারে।

প্রেমের অধীন আমি হেন প্রেমে পূর্ণ তুমি
আর কিবা কহিব তোমায়ে ॥

লক্ষ্মী বলভদ্র আদি গরুড় কৌন্তভ নিধি
সাধুসম কেহো প্রিয় নহে।

বৈষ্ণব আলাপ মতি^৫ দরশ পরশ আতি^৬
অমুক্ষণ চাহে মোর দেহে ॥ ৮১৬ ॥

ভীর্থ মূর্ত্তি আদি যত ব্রত হোম নানা মত
তাড়া জাগ করে চিরংকালে।

তুমি সব সাধু যথা অমঙ্গল নহে তথা
দেখিলে পবিত্র কর ভালে ॥

জগতের যত লোক সংসার কারণে শোক
অমুক্ষণ থাকে মায়াকূপে।

বৈষ্ণব দরশ বিনে তা সভার নহে জ্ঞানে
তেকারণে ভ্রময়ে^১ স্বল্পপে ॥ ৮১৭ ॥

শত্রু মিত্র নাহি ষার সর্ব দেহে উপকার
অঙ্গে ধরে ঈশ্বর উল্লাস।

চিন্তেত ভাবিহ আর যত যত অবতার
সাধু বিনে কে করে প্রকাশ ॥

ঈশ্বর-কিস্কর চিহ্ন সেহ^২ রসে নহে ভিন্ন
ভাবে মাত্র^৩ ভিন্ন ভিন্ন দেখি।

যে করে যাহার ভাব সে চিন্তে তাহার লাভ
অতএব পৃথক না লেখি ॥ ৮১৮ ॥

বৈষ্ণবে সে কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ সে বৈষ্ণব জানে
আর যত কুহক সমান।

দেখিঞা না দেখে কর্ম বুঝিঞা না বুঝে মর্ম
তে কারণে না ঘটে সন্ধান ॥

শুনিঞা কৃষ্ণের বাণী বাহু পাসরিলা মূনি
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে কহে হাসে।

ত্রীকবিবল্লভ কয় অথগু আনন্দচর
স্মৃথে হুহে প্রেমরসে ভাসে ॥ ৮১৯ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশে ভীতরস।

— ৭ —

(ভাটিয়াল রাগ)

জয় জয় ভক্তনাথ ভক্তিরসদাতা।

নারদের কর ধরি কহে প্রেমকথা ॥

১। যত জীব। ২। প্রাণধন। ২য় ও ৩য়। ৩। বিরাজে।

৪। হাসিত। ৫। বৈসায়। ৬। রতি। ৭। মতি।

১। ভ্রমহ। ২। ২য় পুথিতে এই পংক্তি ও পরের

পংক্তি নাই। ৩। স্নেহ। ৪। দেহ যোগ।

কি কারণে মুনরাঙ্গ এথা আগমনে ।
 আজ্ঞা কর সেই কার্য্য করিব এখনে ॥৮২০॥
 মুনি বোলে শুন প্রভু কি কহ আমারে ।
 অধিক কি কাজ যাতে দেখিল তোমারে ॥
 সহজে সংসারিগণ করে নানা কর্ম্ম ।
 পলে পলে করে কেহো নানাবিধ^১ কর্ম্ম ॥ ৮২১॥
 পাপ হেতু লোকের সতত যায় মন ।
 কুপথে রোগীর যেন আশ্তি অমুক্ষণ ॥
 মক্ষিকা মূষক^২ মংস্ত কৃমি বধ করে ।
 পরিহাসে মিথ্যা ভাষে প্রলাপ বিস্তরে ॥৮২২॥
 দিবারাত্রি নিশা ভক্ষ অশুচি পরশে ।
 অজ্ঞানে অবিধি করি কার্য্যেতে প্রবেশে ॥
 ইত্যাদি অনেক উপপাতক লক্ষণ ।
 অল্প পরিশ্রমে হয় এ পাপ মোচন ॥ ৮২৩ ॥
 সূর্য্য প্রতি নমস্কারে তুলসী পরশে ।
 নির্ম্মাণ্য মন্তকে ধরে ব্রাহ্মণ সন্তোষে ॥
 গোসেবা অতিথ সেবা মার্জ্জন ভজন^৩ ।
 এই অল্প শ্রমে উপপাতক মোচন ॥ ৮২৪ ॥
 অস্ত্রায় বিক্রিয়া চৌর্য্য অশিষ্ঠতা কর্ম্ম ।
 মিত্র বন্ধু জাতি হিংসে না করে স্বধর্ম্ম ॥
 পরবিস্ত দার ভূমি উপায় হরণ ।
 মিথ্যা সাক্ষী পরনিন্দা মর্যাদা লঙ্ঘন ॥৮২৫॥
 আশ্রয় আশ্রিত লজ্জ্য বেদ নাহি মানে ।
 ব্রাহ্মণ না সেবে নিজ গুরুকে না জানে ॥
 অতিথ না সেবে প্রিয়বাক্য নাহি কহে ।
 হোমব্রত তপ নিন্দে শাস্তি চিত্ত^৪ নহে ॥৮২৬॥
 গোবধ জীবধ তীর্থ মূর্ত্তি নিন্দা করে ।
 এ সকল কেবল পাতক নাম ধরে ॥

তীর্থ যোগে ধন যোগে দেহের সাধনে ।
 অনেক প্রকারে হয় এ পাপ মোচনে ॥ ৮২৭॥
 ব্রহ্মহত্যা সুরাপান স্বর্ণ চুরি করে ।
 কামানলে^৫ ছন্ন হঞা গুরুপত্নী^৬ হরে ॥
 এ চারি সংহতি যেবা থাকে অমুক্ষণ ।
 তাহা দিয়া পঞ্চ মহাপাতক^৭ গণন ॥ ৮২৮ ॥
 ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস কিবা প্রাণ হয়ে (ক) ।
 ব্রাহ্মণের বধ এই দ্বিতীয় প্রকারে ॥
 সুরাপান স্বর্ণ চৌর্য্য স্বতন্ত্র পাতক ।
 দশমেত গুরুজন^৮ হরণ নরক ॥ ৮২৯ ॥
 গুরুপত্নী অবধি^৯ জননী পিতৃবানী ।
 মাতৃঘনা পিতৃঘনা (অগ্রজ) ঘরনী ॥
 শাশুড়ী ব্রাহ্মণী জ্যেষ্ঠ ভগিনী মাতুলী ।
 এই দশজনকে গুরুজন খেলি^{১০} ॥ ৮৩০ ॥
 বিশেষত^{১১} গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী^{১২} হরণে ।
 ব্রহ্মার বয়েসে থাকে নরক সদনে ॥
 তীর্থযোগে ধনযোগে^{১৩} নহে প্রতীকার ।
 প্রাণান্তরে প্রায়শ্চিত্ত^{১৪} জানিব তাহার ॥৮৩১॥
 ব্রাহ্মণে করিলে পূর্ণ পাপ ভোগ করে ।
 ত্রিপাদ নরক ভোগে ক্ষত্রিয় সকলে ॥
 বৈশ্যগণ অর্দ্ধ পাপ ভোগে নিরবধি ।
 চতুর্থক পাপ ভোগ করে শূদ্রজাতি ॥৮৩২ ॥
 পুরুষের অর্দ্ধ পাপ ভোগে নারী লোকে ।
 জানে পূর্ণ অজ্ঞানে চতুর্থ অংশ ভোগে ॥
 ইহা বহি যত^{১৫} পাপ তাহা কত লেখি ।
 অবশ্য পাতক ভোগে যে হয় পাতকী ॥ ৮৩৩ ॥

- ১। কোন যোগে। ২। গুরুজন।
 ৩। পাতকী। ৪। সগরী। ৫। অমুক্ষণ। ৬।
 (ক) ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস আর হৃদ্য হয়ে। ৭।
 ৮। গুরুজন। ৯। জননী। ১০। তীর্থ ধন ক্রেশ যোগে।
 ১১। প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। ১২। কত।

- ১। সঞ্চয় করয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম। ২। মশক। ৩য় ও
 ৪য়। ৩। মজ্জন মার্জ্জন। ৪। শাস্ত চিত্ত।

প্রথমে করিঞা পাপ পরে^১ জন্মে জ্ঞান ।
 তবে নিত্য নিত্য^২ করে ধর্মের সন্ধান ॥
 পুণ্য করিঞা পরে^৩ পাপের করে ক্ষয় ।
 অবশেষ পাপ ভোগ করে সুনিশ্চয় ॥ ৮৩৪ ॥
 যত্নপি করিঞা পুণ্য পাছে করে^৪ পাপ ।
 তবে মৃত্যুকালে তার বাঢ়য়ে সজাপ^৫ ॥
 যত দুঃখ আসিঞা সঞ্চারে তার অঙ্গে ।
 নানা মতে জীব আত্মা বান্ধে বুদ্ধি সঙ্গে ॥ ৮৩৫ ॥
 উঠিতে বসিতে কিবা গমনের কালে ।
 কণ্টক গরল হিম তুল্য (চেষ্টা)^৬ করে ॥
 অজুষ্ঠ প্রমাণ দেহ আছয়ে সভার ।
 তাহাতে করয়ে জীব আত্মার সঞ্চার ॥ ৮৩৬ ॥
 আর্জুনাদ করে প্রাণী চলিতে না পারে ।
 তথাপি দুর্গম পথে লয়^৭ তা সভারে ॥
 কণ্টক কর্দম বোর পথে লঞা যায় ।
 বৈতরণী নামে নদী তাতে সাস্তরায়^৮ ॥ ৮৩৭ ॥
 রক্ত পুঁজে জল তথা তপ্ত বালি লেখি ।
 নদীর তরঙ্গ যেন অগ্নিশিখা দেখি ॥
 নরমুণ্ডে কুর্ম্ব যাতে অস্থিগণ শিলা ।
 লোম কেশ ভাসে যেন নদীর সিয়লা^৯ ॥ ৮৩৮ ॥
 কজ্জল তরঙ্গে দহে শ্রবণ নয়ান ।
 অশেষ দুর্গন্ধে করে নাসিকা দলন ॥
 জেঁক পোক ভাসে যেন কুস্তীর আকুতে ।
 জলেত পড়িলে মাত্র ধরে শতে শতে ॥ ৮৩৯ ॥
 কর পদ শরীর মস্তক ধরি টানে ।
 কখন ডুবায় ক্ষণে ভাসায় যতনে ॥

উপরে গৃধক^১ কাক উড়ে নানা পক্ষী ।
 অগ্নিসম নথ মুখ বজ্র সম দেখি ॥ ৮৪০ ॥
 বিপরীত শব্দ করি শূন্য পথে ধায় ।
 ভাষিলেহি^২ মস্তকে পড়িঞা মাংস খায় ॥
 পাষণ ভেদিতে পারে ইঞ্জিত আঘাতে ।
 মণ প্রাণ শরীর ইঞ্জিয় পোড়ে তাতে ॥ ৮৪১ ॥
 দুই কুলে শৃগাল কুকুর কোড়ে ধায় ।
 উপরে^৩ উঠিতে তারা দশে বিশে খায় ॥
 বিকট দশন যেন ত্রিশূল আকার ।
 কর পদ নথ যেন চক্র সম ধার ॥ ৮৪২ ॥
 সর্প ছেন লোমাবলী তাম্রবর্ণ আধি ।
 মাংস খণ্ড খণ্ড করে হাড় মাত্র^৪ রাখি ॥
 পরাণে না মরে লোক^৫ দুঃখ ভোগ করে ।
 বিপরীত শব্দ করি পলে পলে মরে ॥ ৮৪৩ ॥
 নদী সাস্তরাঞা^৬ যদি চলে পুরমাঝে ।
 দেখিলেহি মহা ক্রোধ করে ধর্মরাজে ॥
 পুণ্যবান্ জন দেখি বড় শান্ত হয় ।
 পাপীকে দেখিলে মাত্র জন্মে ক্রোধচর^৭ ॥ ৮৪৪ ॥
 চিত্রগোপ্ত করে পাপ পুণ্যের^৮ বিচার ।
 বামগতি হইঞা ধরয়ে ক্রোধভার ॥
 দিবস রজনৌ সূর্য চক্স রীত^৯ কালে ।
 সন্তে মেলি সাক্ষী দিঞা নরকেতে পেলেন ॥ ৮৪৫ ॥
 পশ্চিম উত্তর পূর্ব এ তিন ছয়ায়ে ।
 পুণ্যবান্ জন যত স্নেহ ভোগ করে ॥
 কেবল দক্ষিণ দ্বারে পাপীর বসতি ।
 পাপ ভোগ করে তারা বায় অধোগতি^{১০} ॥ ৮৪৬ ॥

১। পাছে। ২। ভয়ে। ৩। পুণ্যকর্ম করিঞা।
 ৪। জন্মে। ৫। বাড়ে দুঃখ তাপ। ৬। ২য় পুথির
 পাঠ। ১ম পুথিতে জোঠা। ৭। লেয়। ১ম।
 নেয়। ২য়। ৮। সস্তরায়। ৯। সিঞা।

১। গৃধী ২য়। গৃধক। ১ম। ২। জীরত।
 ৩। অস্থিগণ। ৪। জীবনে না মরে জীব।
 ৫। সস্তরায়। ৬। হয় ক্রোধময়। ৭। সব
 পাপীর। ৮। বিভূ ২য়। রিতু। ৩য়। ৯। নানা
 পাপ ভোগ করে যে হয় পাতকী।

যে পাপী যেমত তাহা জানিঞা নিদান^১ ।

তার অরূপ করে ভোগের সন্ধান^২ ॥

তান্নবর্ণে তৈলদ্রোণি অঙ্গারক ছত্র ।

ধূমকুণ্ড কুমিকুণ্ড বীচি^৩ অসিপত্র ॥৮৪৭॥

রেত রক্ত কণ্টক অমেধ্য কুণ্ড (ক) আদি ।

চৌরাশি (সহস্র) ^৪ কুণ্ড ভোগে^৫ নিরবধি ॥

তার মধ্যে চৌরাশি নরক মুখ্য^৬ লেখি ।

চিরংকাল দুঃখ ভোগে যে হয়^৭ পাতকী ॥৮৪৮॥

অদানে শরীর পোড়ে অন্ন নাহি পায় । (খ)

তাহার সাক্ষাতে লোক নানা ভোগ^৮ খায় ॥

যত^৯ জল কুন্তু থাকে পাপীর নিকটে ।

জল দান না দিলে বিন্দেক^{১০} নাহি ঘটে ॥৮৪৯॥

ছত্র দান না করিলে রৌদ্র উপভোগে ।

বসন না দিলে নিত্য থাকে শীত যোগে ॥

ভূমি দান না দিলে থাকে শূত্রের উপরে ।

আসন বিহনে জন বসিতে না পারে ॥৮৫০॥

(শক্তিমানে)^{১১} না দিলে এমত ভোগ করে ।

ইহাতে অধিক যদি পরদ্রব্য হরে ॥

মিথ্যা সাঙ্কী দিলে মরে অশেষ প্রবন্ধে ।

নাকে মুখে ভস্ম দিঞা চর্ম্মপাশে বান্ধে ॥৮৫১॥

পরনিন্দা করে যেই পরমার্থ ঠেলে^{১২} ।

জিহ্বাতে বড়শী দিয়া টাঙ্গে বৃক্ষডালে ॥

পরবিস্ত দার ভূমি হিংসিতে কৌতুক ।

তাহার চরণ বৃক্ষে ধূমকুণ্ডে মুখ ॥৮৫২॥

১। মরম। ২। নিরম। ৩। বিচি। ৪।

৫। ২৪। ৬। নরক ১৪। ৭। মহা। ৮।

পরম। ৯। ভক্ষ্য। ১০। কত। ১১। বিশ্ব।

১২। শক্তি-দান। ১৩। শক্তিবানে। ১৪। ৩৪ পুথির

পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ১৫। কালে। (ক) রেতকুণ্ড

রক্তকুণ্ড মত্তকুণ্ড আদি। ১৬। (খ) অন্নদান না করিলে

খাইতে না পায়। ১৭।

কামিনী রমণ করে শ্রাদ্ধব্রত দিনে ।

বীৰ্য্যকুণ্ডে বীৰ্য্য ভোগ করে অরূপণে ॥

গুরু বিপ্র ব্রজনকে দংশে অস্ত্র বাক্যে ।

শরীর জঙ্ঘর তার কণ্টক দরকে ॥৮৫৩॥

তাহার রমণী গঠে^১ যেন হত্যাশন ।

পরদারীগণ তাকে^২ দেয় আলিঙ্গন ॥

গোবধ স্ত্রীবধ কিবা পতিবধ করে ।

কুমিকুণ্ডে শেলাইঞা দংশায় কলেবরে ॥৮৫৪॥

অসিপত্র (কুন্তীপাক)^৩ হুর্গন্ধ হস্তর ।

মহাধোর মহাবীচি হিমতাপ^৪ ধর ॥

যে সকল দুঃখ তাপ লেখিতে না পারি^৫ ।

পঞ্চ মহাপাতকীর ভোগ অধিকারী^৬ ॥৮৫৫॥

এ সব ভোগের পাপ^৭ ভোগে পাপিগণে ।

সেই পাপ ক্ষয় হয় তোমাকে স্মরণে ॥

তোমাকে স্মরণে মাত্র যত পাপ হরে ।

তত পাপ পাপিগণে করিতে না পারে ॥৮৫৬॥

করিঞা অশেষ পাপ মনে ভয় করি ।

তোমার চরণ সেবি সব পাপ তরি^৮ ॥

সেবন বন্দন আর অর্চন শ্রবণ^৯ ।

কোন কণ্ঠে করে নিজ পাপ বিমোচন ॥৮৫৭॥

প্রায়শ্চিত্ত বলে পাপ করে যত জনে ।

তার প্রতিকার মাত্র না কর আপনে ॥

হেন মহা প্রভু আজি দেখিলু সাক্ষাতে ।

ইহাধিক কার্য্য কিবা আছে ত্রিজগতে ॥৮৫৮॥

তোমার চরণ পদ্ম দেখিলু^{১০} নয়নে ।

জন্ম কোটি সফল হৈল তে কারণে ॥

১। তাম্রপুতলীগণ। ২। তাথে। ৩। কুন্ত-

পাক। ৪। মহী। ৫। এ সকল দুঃখ ভোগ লেখিতে

আপার। ৬। অধিকার। ৭। পাপের ভোগ।

৮। ভজে সব পরিহারি। ৯। শ্রবণ কীর্তন (আর)

অর্চন বন্দন। ১০। দেখিল।

সমাক্ প্রকারে অজ তোমা সমর্পণ ১ ।
কোন বীণা নাহি যে করিমু^২ নিবেদন ॥ ৮৫৯ ॥
সংসার ছাড়িলে যদি জন্মে শাস্তি জ্ঞান ।
তবে সে জানিব তাকে ত্যাগী হেন নাম ॥
নিজ ভৃত্য করি তুমি থাকে কর দয়া ।
সে কেনে বাঞ্ছিব ফল শুদ্ধ প্রেম পাঞা ॥ ৮৬০ ॥
অতঃ নহিয়ে^৩ কেহো সকলি তোমার ।
অবিচারে করি^৪ মাঝ ভিন্ন ব্যবহার ॥
সংপ্রতি অমরাবতী গিঞাছিল^৫ আমি ।
পুরন্দর তুমিল আমার হেন জানি ॥ ৮৬১ ॥
পারিজাত নামে পুষ্প স্বর্গের ভূষণ ।
রূপ তেজ গন্ধ মধু সুন্দর^৬ গঠন ॥
তার সম পুষ্প নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
সেই পুষ্প দিঞা ইন্দ্র তুমিল আমারে ॥ ৮৬২ ॥
এমত আশ্চর্য্য পুষ্প অস্ত্রে^৭ না দিহু^৮ ।
তোমার চরণ-পদ্ম পুজিতে আনিহু ॥
ইহা বলি পুষ্প দিলা গোবিন্দের হাতে ।
সে পুষ্প দিলেন কৃষ্ণ কল্লিণীর মাথে ॥ ৮৬৩ ॥
সাক্ষাতে^৯ কল্লিণী প্রেমা কৃষ্ণের রমণী ।
রূপে গুণে অমুপামা অতি সৌভাগিনী ॥
নারদ কল্লিণী কৃষ্ণ পুরিল আনন্দে ।
ঈকবিবরভে কহে সরস প্রবন্ধে ॥ ৮৬৪ ॥
অষ্টাদশ অধ্যায় ।

— ০ —

উনবিংশে বিস্ময়রস ।

কুদ্রছন্দ । (তুড়ি রাগ)

জয় জয় জয় ব্রহ্মার তনয়
কৃষ্ণ অমুমতি লঞা ।

১। চিত্ত তোমারে অর্পণ। ২। করিব। ৩।
না হয়। ৪। কহি। ৫। গিরাছিল। ৬। অনন্ত।
৭। আমার ভূষণ যোগ্য তাথে না দেখিল। ৮। সহজে।
৯। অলঙ্কারে।

নিজ প্রাণনাথ দেখিঞা সাক্ষাৎ
চলে আনন্দিত হঞা ॥
না কৈল প্রগতি নাহি কৈল^১ স্তুতি
না করিলে আলিঙ্গন ।
সন্তোষ তরঙ্গ পূরে নিজ অঙ্গ
কৌতুকে কৈল গমন ॥ ৮৬৫ ॥
হাসিতে নাচিতে কহিতে রহিতে
চর চর করে দেহা ।
গোবিন্দ কীর্্তন^২ গায় অমুকণ^৩
বাড়িল নবীন লেহা ॥
পুলকে বৈবর্ণ গদ গদ স্তমঃ^৪
শ্বেত শ্রু^৫ শোভা করে ।
কৃষ্ণ-প্রেমলাভে পূরে নানা ভাবে
বাহ্যে মতি নহে তার ॥ ৮৬৬ ॥
কর্ণে কর্ণে ধায় কর্ণে মোহ পায়
কর্ণে শীঘ্র ধৈর্য্য^৬ চলে ।
কর্ণে কথা কহে কর্ণে কর্ণে রহে
কর্ণে বসে কুতূহলে ॥
কোনো দিগে যায় কিছুই না ভায়
না বুঝে কার্য্যের ধোগ ।
যখন যে হয় সেই সুনিশ্চয়
সর্ব্বরস করে ভোগ ॥ ৮৬৭ ॥
দৈব নিবন্ধনে চলিলা দক্ষিণে
গতিপথ নাহি মানে ।
কণ্ঠ বীণারবে শিলা তরু দ্রবে
সঞ্চরে আকাশ পানে^৭ ॥
অকস্মাৎ পথে দেখিল সাক্ষাতে
দ্বারাবতী নামে পুরী ।

১। আনন্দ তরঙ্গ। ২। পূরি নিজ অঙ্গ। ৩।
গদগদ উক্ত। ৪। শ্রুত। ৫। অঙ্গ। ৬।
গতি। ৭। যানে।

বিশি অগোচর নির্মাণ স্নানর
বৈকুণ্ঠ ভূলা নগরী ॥ ৮৬৮ ॥
কাঞ্চনে নির্মিত পুরী সূচরিত
শোভে নানা ধাতু মণি ।
সমুখে দেখিঞা চিত্ত নিয়োজিঞা
মনে মনে চিন্তে মূনি ॥
ঘোলয় হাজার পুরীর নাকার
ঘোলয় সহস্র রামা ।
সমান সোয়াগ সম অমুরাগ
সম ভাবে সম প্রেমা ১ ॥ ৮৬৯ ॥
কায় মন বাক্যে সেবা করে সূখে
বিৎসেদ ২ ছাড়িতে নারে ।
তিলেক না দেখি সব শিশুমুখী
বিরহে (জীবন) ৩ ছাড়ে ॥
হেন কৃষ্ণ বিনে আছেয়ে কেমনে
এ বড় বিষয় দেখি ।
জল বিনে যেন জীয়ে মীনগণ
পাখী বিনে যেন পাখী ॥ ৮৭০ ॥
স্তম্ভ বিনে যেন ঘর ৪ আরোপণ
মধু বিনে মধুহারী ।
কাষ্ঠ বিনে যেন জলে হতানন
এ রীত বুঝিতে নারি ॥
এ সব সুন্দরী রাজার কুমারী
রূপে গুণে পূর্ণদেহা ।
পাঞা কৃষ্ণ পতি বাঢ়াঞা আরতি
নিত্য ভোগে নব ৫ লেহা ॥ ৮৭১ ॥
সে সব আনন্দ সঙ্গে স্থানন্দ
রয়বতে গেলা স্বামী ।

এখন ৬ কি রসে পুর মধ্যে বসে
অবশ্য দেখিব আমি ॥
এই করি মনে ব্রজার নন্দনে
উঠিলা দ্বারকা পুরে ।
কৃষ্ণের প্রসাদে গায় উচ্চনাদে
রসাবেশে তনু সুরে ৭ ॥ ৮৭২ ॥
দ্বারে উত্তরিল পুরে প্রবেশিল
রাজপথে পথেচলে ।
চৌদিগে মঙ্গল গীত কোলাহল
পুরিল আনন্দ রোলে ॥
নৃত্যগীত সুখ অধিক ৮ কৌতুক
সভার পীরিতি অঙ্গ ।
রোগ শোক ভয় কারে নাহি হয়
সভাতে প্রেম তরঙ্গ ৯ ॥ ৮৭৩ ॥
পীরিতি আরতি সভাতে উৎপতি
অঙ্গ নহে ১০ অংসাদ ।
গোবিন্দ কীর্তন গায় অমুকুণ
মানিঞা কৃষ্ণ প্রসাদ ॥
দেখি মহাশয় মানিল বিষয়
না বুঝে রসের ভেদ ।
শ্রীকবিরাজত রচিল ছন্দ ১১
কে জানে কৃষ্ণ বিৎসেদ ১২ ॥ ৮৭৪ ॥
উনবিংশ অধ্যায় ।

বিংশতিতে করুণরস ।
(কানোড়া রাগ)

জয় জয় ব্রজার তনয় মহামতি ।
বুঝিতে চলিলা প্রেম আসক্তির গতি ॥

১। ভাবে সঙ্গে হও প্রেমা। ২। নিমেষ। ৩।
যৌবন। ৪। গৃহ। ৫। নিত্য জন্মাইল।

৬। এখন। ৭। সুরে। ৮। অশেষ।
অঙ্গে নাহি। ৯। গল্পব।

কৃষ্ণ গুণ বর্ণিতে বর্ণিতে উচ্চস্বরে ।
 আনন্দে চলিলা^১ মুনি সত্যভামার পুরে ॥ ৮৭৫ ॥
 মুনি আগমন শুনি সত্যভামা সতী ।
 অমৃতজি মুনিকে আনিল শীঘ্রগতি ॥
 প্রণাম করিঞা সিংহাসনে বসাইলা ।
 পদ পাখালিঞা নানা স্তুতি ভক্তি কৈলা ॥ ৮৭৬ ॥
 মিষ্টান্ন ভূষাঞা তবে আসিঞা সমুখে ।
 করঘোড়ে দাড়াইল পরম কোতুকে ॥
 আজি মোর ভাগ্যে মুনি^২ এথা আগমন ।
 আজি সে সফল মোর হৈল জীবন ॥ ৮৭৭ ॥
 সংপ্রতি নিশ্চয়রূপে বাস কর কোথা^৩ ।
 কোথা হৈতে কোথা যাবে কি কারণে হেথা^৪ ॥
 কৃপাপূর্বে^৫ কোন্ আজ্ঞা কর তপোধন ।
 সে কার্য করিঞা^৬ করি সফল^৭ জীবন ॥ ৮৭৮ ॥
 এইরূপে সুন্দরীর শুনিঞা বিনয় ।
 মনে মনে চিন্তিল নারদ মহাশয় ॥
 মুনি বোলে^৮ কিছু আমি বোলিতে^৯ না পারি ।
 সত্যভামা^{১০} কুজ্জিণী প্রধান ছই নারী ॥ ৮৭৯ ॥
 দুহাতে সমান প্রেম সম অমুরাগ ।
 সমান দুহার ভক্তি সমান সোয়াগ^{১১} ॥
 কৃষ্ণ গেলা রয়বতে^{১২} সত্যভামা এথা ।
 অন্তরে না দেখি কিছু বিরহেব ব্যথা ॥ ৮৮০ ॥
 অথও আনন্দরসে^{১৩} সুখী অমুরাগ ।
 অবশ্য জানিব আজি ইহার কারণ ॥
 সহজে কন্দলপ্রিয় নারদ স্মৃতি ।
 কন্দলের ছলে বুঝে আসক্তির^{১৪} গতি ॥ ৮৮১ ॥

^১ এইরূপে চিন্তিঞা কহিলা তপোধন ।
 শুন সুচরিতা কিছু কহিব কারণ ॥
 গৃহ পুর নাই মোর ধন পুত্র দার ।
 অথচ সংসার ভরি মোর পরিবার ॥ ৮৮২ ॥
 আমার বেভার^২ সুখ দুঃখ নাহি মানি ।
 কিবা করি না করি কিছুই নাই জানি ॥
 পথক্রমে যথা উঠি তথা গৃহ ধন ।
 সমুখে যাহাকে দেখি সেই পরিজন ॥ ৮৮৩ ॥
 ভক্ষদ্রব্য যেই দেয় সেই পিতামাতা ।
 যে মোর পোরষ^৩ করে সেই মোর ভ্রাতা ॥
 অদৃষ্টে যেমত ঘটে সেই উপার্জন ।
 যখন যে ঘটে কার্য সেই সে কারণ ॥ ৮৮৪ ॥
 যে যত বচন বোলে সেই মোর হিত ।
 যে মোকে যেমত করে সেই মোর প্রীত ॥
 সংপ্রতি^৪ আছিল আমি পুরন্দরপুরে ।
 অনেক সম্ভোষ ইচ্ছ করিলা আমারে ॥ ৮৮৫ ॥
 পারিজাত নামে এক পুষ্পের প্রধান ।
 ব্রহ্মার^৫ সৃষ্টেত নাহি তাহার সমান ॥
 রূপ গন্ধ মকরন্দ কি বর্ণিতে পারি ।
 সে পুষ্প আমাকে দিলা সুর^৬ অধিকারী ॥ ৮৮৬ ॥
 গুরু কলেবর ধরি জটাভার শিরে ।
 সে পুষ্প পহিলে লোকে হাসিবে আমারে ॥
 পুষ্প লঞা গেল আমি গিরি রয়বতে ।
 আনন্দে দিলাও পুষ্প গোবিন্দের হাতে ॥ ৮৮৭ ॥
 যোগী ভোগী ত্রিজগতে আছে যতজন^৭ ।
 তার লোভ ছাড়ে হেন নাহি কোনো জন ॥
 হেন পুষ্প লঞা কৃষ্ণ কুজ্জিণীকে দিলা ।
 আপনে যতনে তার কবরী বাকিলা ॥ ৮৮৮ ॥

১। উঠিলা। ২। সতী বোলে মোর ভাগ্যে। ৩।
 কথা। ৪। ও ২য়। ৫। কতি হনে কতি যাহ কি
 কারণে এথা। ৬। করি। ৭। সাধিঞা। ৮।
 সাকল। ৯। চিন্তে। ১০। বুঝিতে। ১১। সোহাগ।
 ১২। রইবতে। ১৩। অথও অঙ্গের বেশ। ১৪। প্রেমরস।

১। ২য় পুঁথিতে এই শ্লোক নাই। ২। আচার
 ব্যবহার। ৩। গৌরব। ৪। অনেক। ৫। স্বর্ণ।
 ৬। গণ।

জগতে প্রাধান একে রঘুবত গিরি ।
 ক্রীকৃষ্ণ নাগর তথি কুঞ্জিনী নাগরী^১ ॥
 হুহে হুহার নয়ন নয়নে ঘন চাহে ।
 স্ফাণ্ডে কহে কারো বিৎসেদ না সহে ॥৮৮৯॥
 রাজি দিবা না জানে আনন্দরসে ভাসে ।
 সে সব কোতুক আজি দেখিলু সন্তোষে ॥
 ধন্ত ধন্ত ধরণী বিদর্ভ রাজ্য যাতে ।
 ধন্ত ধন্ত বিদর্ভ ভীষ্মক রাজা তাতে^২ ॥৮৯০॥
 ধন্ত ভীষ্মক যাতে কুঞ্জিনী উৎপতি ।
 ধন্ত^৩ সে কুঞ্জিনী যার কৃষ্ণ-হেন পতি ॥
 ধন্ত সেই পতি যার নিত্য নব^৪ ভাব ।
 ধন্ত সেই ভাব যাতে জন্মে প্রেমলাভ ॥৮৯১॥
 ধন্ত সেই কৃষ্ণ যার কুঞ্জিনী সুন্দরী ।
 ধন্ত ধন্ত প্রেম যার বচনমাধুরী ॥
 ধন্ত সেই প্রেম যাতে না হয় বিৎসেদ ।
 ধন্ত বিৎসেদ^৫ রস যাতে নহে ভেদ ॥৮৯২॥
 নাহদে কহিলা যদি প্রেমরসকথা ।
 গুনিতে গুনিতে দেবীর জনমিল ব্যথা ॥
 সতিনীতে পতিপ্রেম গুনিঞা বিশেষে ।
 অন্তরে জন্মিল কম্প ক্রোধ ভীতরসে ॥৮৯৩॥
 হাসিতে হাসিতে গণ্ডে কাঁপিল প্রথমে ।
 অধরে শুষ্ক নীর সঞ্চারে লোচনে ॥
 নয়নযুথী হঞা ভুজ তাহার শিখিল^৬ ।
 প্রত্যঙ্গে^৭ বসন বন্ধ ঢরকি পড়িল ॥৮৯৪॥
 পদনখে ক্ষিতি লেখে ছাড়ে দীর্ঘ^৮ শ্বাস ।
 পাগরিল সর্ব কর্ম হ্রেনের বিলাস ॥
 সর্কাজে অবশ হৈল^৯ পরোধর দোলে ।
 কণি কটি ভাগে ঘেন শরীরের ভরে ॥৮৯৫॥

অলসে^১ পুরিল তনু রহিতে না পারে ।
 রহিতে রহিতে পুন ক্ষিতিকুলে পড়ে ॥
 ভূমিতে পড়িঞা দেবী হরিল চৈতন ।
 শুবিল অধর দন্ত না চলে লোচন ॥৮৯৬॥
 কর পদ আছাড়িঞা নিশবদে রহে ।
 কি হৈল কি হৈল দেবী^২ দাসীগণে কহে ॥
 বিরহে মংশিল তনু জানি অশুচরী ।
 চৌদিগে চঞ্চলরূপে কাদিঞা ব্যাকুলি ॥৮৯৭॥
 কেহো কর পদ কেহো জলে^৩ পাখালিল ।
 শীতল চন্দন কেহো শরীরে ঢালিল ॥
 জলযুত বসনে সঘনে অঙ্গ ঢাকে ।
 চামরে বাজন^৪ কেহো করে অমুরাগে ॥৮৯৮॥
 কোমল কুসুম কেহো করে বরিষণ ।
 পদাপত্তে শয্যা করি করায় শয়ন ॥
 অঞ্চলে বাতাস করে সঘনে ছতাস^৫ ।
 সুগন্ধি পরাগ করে শরীরে^৬ প্রকাশ ॥৮৯৯॥
 এই মত করে তারা নানা পরকার^৭ ।
 কোনো মতে নহে স্থির শরীর তাহার^৮ ॥
 দ্বিগুণ দ্বিগুণ অগ্নি উঠে অতিশয় ।
 তা দেখি সভার চিত্তে জন্মে বড় ভয় ॥৯০০॥
 হেনকালে স্মৃতেচননী নামে এক সখী ।
 কহেন সকল হিত বিপরীত দেখি ॥
 না কর না কর সখি হেন বিপরীত ।
 এ সব শীতল নহে পরম কুৎসিৎ ॥৯০১॥
 বত ছঃখ অগ্নি এবে^৯ সৃজিল বিধাতা ।
 জিজগতে বিরহ অধিক নাহি ব্যথা ॥

১। সুন্দরী। ২। যাতে। ৩। ধন্ত। ৪। জন্মে।
 ৫। এই দুই পঙ্ক্তি ২য় পুথিতে নাই। ৬। অবিতৎসেদ।
 ৭। শিখিল করিল। ৮। প্রত্যঙ্গ। ৯। ঘন।
 ১০। উর্দ্ধ অঙ্গ অধঃ হৈল।

১। অলসে। ২। করি। ৩। কেহ জল আনি করপদ।
 ৪। বাতাস। ৫। চঞ্চলে বাজন করে সঘন বাতাস।
 ৬। অঙ্গের। ৭। এইরূপে করে ভাব অশেষ প্রকার।
 ৮। কোন যোগে নহে তার অঙ্গ প্রতীকার। ৯। বত
 বত ছঃখ অগ্নি।

পতির বিৎসেদ দুঃখ মহা অগ্নি মানি ।
 ততোধিক আনল সতিনী সৌভাগিনী ॥২২॥
 ততোধিক অগ্নি স্বামী ভিন্ন ঘরে বসে ।
 ততোধিক অগ্নি^২ লোকে কহে নানা রসে ॥
 জগতের আনল বিরহ সম নহে ।
 আনলে পুড়িতে পারে দারুণ বিরহে ॥ ২০৩ ॥
 বিরহে বাতাস যেন বিষময় বাণ ।
 চন্দন গরল পুষ্প কটক সমান ॥
 শীতল সলিল যেন জলন্ত হুতাশ ।
 পদ্মপত্র-শব্দা যেন রবির প্রকাশ ॥ ২০৪ ॥
 বিষময় হার ফণি তুল্য অলঙ্কার ।
 অশেষ শীতল দ্রব্য হয়^৩ অগ্নিভার ॥
 যতেক শীতল জ্ঞানে কর স্নিগ্ধ কর্ম ॥
 এ সব জানিহ অগ্নি গরলের (কর্ম)^৪ ॥ ২০৫ ॥
 এমত না কর সভে^৫ বৈস চারি পাশে ।
 সভে মেলি কৃষ্ণ-নিন্দা করহ বিশেষে ॥
 ক্রোধ হিংসা দম্বকথা শুনিঞা^৬ বৈরাগ ।
 ছাড়িঞা বিরহ ব্যথা হৈবে^৭ অনুরাগ ॥ ২০৬ ॥
 সাহা প্রতি ক্রোধ হিংসা জনমে অন্তরে ।
 তার নিন্দা শুনিলেহি আনন্দ আবরে ॥
 এ সব চরিত্র আমি জানি ভালে ভালে ।
 কৃষ্ণ-দোষ বর্ণনা করহ সখি মেলে ॥ ২০৭ ॥
 স্মৃতেতনীর বাক্যে সভে চারিদিগে বসি ।
 কৃষ্ণের বিরূপ বোলে সকল রূপসী ॥
 কেহো বোলে বনে কৃষ্ণ ছিল সর্বকাল ।
 কেহো বলে গোপশিশু তাহাতে রাখাল ॥ ২০৮ ॥
 কেহো বোলে প্রাণিবধ করে^৮ অমুকণ ।
 কেহো বোলে অঙ্গে নাহি^৯ উত্তম লক্ষণ ॥

সর্বকাল সন্তাষিলে বন অমুকণী ।
 তার ভাগ্যে ঘটে হেন^{১০} রাজার কুমারী ॥ ২০৯ ॥
 সাধারণ জন যদি মহানিধি পার ।
 তবে তার মনে আর কিছুই না ভার ॥
 কৃষ্ণবর্ণ অন্নমতি সহজে চঞ্চল ।
 তাহাতে আসক্তিরস কি হৈবে গোচর ॥ ২১০ ॥
 এইরূপ কৃষ্ণ-নিন্দা শুনিঞা স্মৃখী ।
 প্রসারিঞা নয়ন চাহিল সব সখী^{১১} ॥
 নিরখিঞা নয়ান ঢাকিল পুনর্বার ।
 সঙ্কোচে সকলে করে কৃষ্ণ-নিন্দাতার ॥ ২১১ ॥
 শুনিতে শুনিতে পুনঃ করিল^{১২} চেতন ।
 সম্মুখিতে নারে কিছু কহেন বচন ॥
 কেনে হে প্রাণের সখি মনে দুঃখ লাগে ।
 কি কারণে তার কথা কহ মোর আগে ॥ ২১২ ॥
 যাহার কারণে হৈল এতেক সঙ্কট ।
 তাহার প্রসঙ্গ কেনে আমার নিকট ॥
 কহিতে না পারি কিছু বাক্য নহে স্থির ।
 বন্ধে বন্ধে খসে মোর^{১৩} সকল শরীর^{১৪} ॥ ২১৩ ॥
 উন্মত্ত হইঞা কথা ক্ষণে ক্ষণে কহে ।
 মৃতবৎ হঞা ক্ষণে নিশব্দে রহে ॥
 কখন চঞ্চল হঞা চারিদিগে চাহে ।
 ক্ষণে ক্ষণে চমকিঞা রহে উর্দ্ধ বাহে^{১৫} ॥ ২১৪ ॥
 পুন উঠে পুন পড়ে থাকে শোক মনে ।
 বদনে নীরস হাস সলিল লোচনে ॥
 স্মৃতেতনৌ আদি যত সখিগণ সঙ্গ ।
 কৃষ্ণ-নিন্দা প্রসঙ্গে^{১৬} রাখিল তার অঙ্গ ॥ ২১৫ ॥
 ১। সম্প্রতি তাহার ঘরে । ২। কাপিল শিশুমুখী ।
 ৩। হইল । ৪। যেন । ৫। ২য় পুথিতে এই স্থানে চার পঙক্তি
 আছে,—শ্রবণ নয়ন সখী হৈল শুভগতি ।
 না বৃদ্ধি কেমন করে শরীরের রীতি ।
 মন মোর স্থির নহে না কহিবে আর ।
 এ বলিঞা নয়ান কাপিল আরবার ॥
 ৬। চাহে অনুরাগে । ৭। কৃষ্ণ দোষ বর্ণনে ।

১। পুরে । ২। দুঃখ । ৩। বজ্র । ৪। স্নিগ্ধ বুদ্ধি
 করিঞা ঢালিল । ৫। ধর্ম । ৬। সখি । ৭। ছাড়িঞা ।
 ৮। অংশ ছাড়ি । ৯। নারী পোক বধে । ১০। ও সকল ।

সত্যভামার হেন^১ দেখি নারদ স্মৃতি ।
 প্রবাস মানিলা মনে দেখিঞা সে গতি ॥
 মনে চিন্তে মুনিবর এ বড় প্রমাদ ।
 কেন হেন জন্মাইল আসক্তির বাদ ॥ ১১৬ ॥
 যেমত বিরহ দেখি কৃষ্ণপ্রিয়া-দেহে ।
 ইহাধিক মরণ অধিক^২ কিছু নহে ॥
 প্রাকৃত চরিত্র ভাবে না বুঝিল মৰ্ম্ম ।
 তেভারণে অবিচারে করিল কুকৰ্ম্ম ॥ ১১৭ ॥
 কৃষ্ণ স্থানে আমি যদি গোচর না করি ।
 তবে শীঘ্রগতি এখা না আসিবে হরি ॥
 কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি^৩ ছাড়িবে জীবন ।
 বিরহে দহিবে কৃষ্ণ দেবীর কারণ ॥ ১১৮ ॥
 কৃষ্ণের বিরহে হৈবে সংসারে^৪ সংশয় ।
 আমা হৈতে হৈবে তবে সৃষ্টির প্রলয় ॥
 অপরাধ মানিঞা নারদ মুনিবর ।
 অন্তরীকপথে গেলা কৃষ্ণের গোচর ॥ ১১৯ ॥
 সত্যভামার চরিত্র আপন অপরাধ ।
 কহিল সকল মুনি^৫ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥
 নারদের স্থানে কৃষ্ণ চরিত্র শুনিঞা ।
 সঙ্করে চলিলা আতি প্রমাদ মানিঞা ॥ ১২০ ॥
 রথত চটিঞা কৈলা অন্তরীক্ষে গতি ।
 নারদ কুঞ্জিণী সঙ্গে গেলা দ্বারাবতী ॥
 নিজপুরে কুঞ্জিণী রাখিঞা নামোদর ।
 সত্যভামা-গৃহে গেলা মনে পাঞা ডর ॥ ১২১ ॥
 সখীবেশে চামর ধরিঞা নিজ করে ।
 প্রাণপ্রিয়া সেবা করে অশেষ প্রকারে ॥
 কৃষ্ণজঙ্ঘাণ পাঞা দেবী সূচরিতা ।
 চঞ্চল হইল চিত্ত নেবারিল বেধা ॥ ১২২ ॥

চমকি চমকি দেবী চায় চারিদিকে ।
 নয়ান^৬ মেলিতে নায়ে কৃষ্ণ অনুরাগে ॥
 সত্যভামা বোলে গথি কহ সত্যকথা ।
 কুঞ্জিণীর পতি কিবা প্রবেশিল এখা ॥ ১২৩ ॥
 এইরূপ কহে দেবী চৌদিকে নেহালে ।
 শয্যা ছাড়ি ক্ষণে ক্ষণে পড়ে ভূমিতলে ॥
 সে সব ভাবের সীমা^৭ লেখিতে অপার ।
 অধিক জানিব তাতে বিরহ বিস্তার ॥ ১২৪ ॥
 প্রিয়ার নিদান ভাব জানিঞা শ্রীহরি ।
 কোলে করি নিল প্রিয়া লজ্জা পরিহারি^৮ ॥
 সত্যবৎ হঞা তবে আতি ভক্তি কৈল^৯ ।
 যেমত অঙ্গের ভাব তেমতি শাস্তিল^{১০} ॥ ১২৫ ॥
 আলিঙ্গন^{১১} চুষনে রচিল কামকেলি ।
 অঙ্গতাপ নেবারিল আতি মিষ্ট বোলি ॥
 অপরাধ ক্ষেমািল অনেক যতনে ।
 প্রেম জন্মাইল আতি^{১২} ভাব আচরণে ॥ ১২৬ ॥
 কৃষ্ণ বোলে শুন প্রিয়া এ বড় প্রমাদ ।
 অকারণে জন্মাইলা এতেক বিবাদ ॥
 সর্বলোকে জানে^{১৩} আমি অধীন তোমার ।
 তবে কেনে করিলে এমত ব্যবহার ॥ ১২৭ ॥
 এক পুষ্প দিল আমি কুঞ্জিণীর তরে ।
 শত পুষ্প দিব আমি তোমার গোচরে ॥
 কৃষ্ণমুখ^{১৪} বচনে সুস্থির হৈল রামা ।
 সর্বদুঃখ নেবারিল^{১৫} দেবী সত্যভামা ॥
 আনন্দিত হই জন জনমিল প্রীত ।
 কহে কবিবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গুণ রীত ॥ ১২৮ ॥
 বিংশতি অধ্যায় ।

১. ভাব । ২. বিষম । ৩. বিলম্বে দেবী । ৪. ।
 ৫. গুণ । ৬. তব ।

১. কথা । ২. দেবী মনে ভয় করি । ৩. ভূতাবৎ
 হঞা অতি স্তুতি ভক্তি কৈল । ৪. তাপ তেমতি
 রল । ৫. পরিহৃত । ৬. নান । ৭. বোলে ।
 ৮. প্রিয় । ৯. পাশরিল ।

একবিংশে বীররস ।

(গৌরী রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দারকার পতি ।
 সত্যভামা শাস্ত করি গেলা শীজগতি ॥
 সত্যভামা সঙ্গে করি গরুড় চড়িলা ।
 নারদ সজ্জতি করি গগনে উঠিলা ॥ ২২৯ ॥
 অমর নগরে গিঞা রহিলা বাহিরে ।
 নারদ পাঠাঞা দিল ইন্দের গোচরে ॥
 কৃষ্ণ আজ্ঞা লঞা তবে নারদ স্মৃতি ।
 পুরন্দরস্থানে মুনি গেলা শীজগতি ॥ ২৩০ ॥
 নারদ দেখিঞা ইন্দ্র সংগ্রমে উঠিলা ।
 স্ততি ভক্তি (করি)¹ সিংহাসনে বসাইলা ॥
 পদ পাখালিঞা মিষ্ট ভুজাইলা স্নেহে ।
 গণ সহে চারি পাশে বসিলা² কোতুকে ॥ ২৩১ ॥
 শিরে কর ধরিঞা পুছিলা পুরন্দর ।
 আগমন কারণ कहিবে মুনিবর ॥
 মনে ভাবে মুনিবর, ইন্দ্র সুরপতি ।
 কৃষ্ণ প্রীতি ইহার কেমন আছে মতি ॥ ২৩২ ॥
 বিষয়ে জড়িত চিত্ত কেমন ইহার ।
 অবশ্য জানিব বীর³ রসের বিচার ॥
 মুনি বোলে তোমাকে कहিব সুররাজ ।
 কোন কর্ম নাহি আমার জগতের মাঝ ॥ ২৩৩ ॥
 তুমি নিত্য কর সর্ব দেবের⁴ পালন ।
 তোমা হৈতে হয় সর্ব ধর্মের স্থাপন ॥
 সেই ধর্মে ত্রিভুবন-থাকে মহাস্থে ।
 আমি⁵ সব দেখি শুনি পরম কোতুকে ॥ ২৩৪ ॥
 সতত তোমার আমি চিন্তি উপকার⁶ ।
 তেঁকারণে আইলাও তোমা দেখিবার ॥

সংপ্রতি আইল আমি বাহার কারণ ।
 মন দিঞা শুনু তুমি তার বিবরণ ॥ ২৩৫ ॥
 দ্বারকাতে বসে বহুদেবের কুমার ।
 তোমাতে গোচর তার জন্ম কর্মভার ॥
 সত্রাজিৎকন্যা হয় তাহার বনিতা ।
 তার পুরে আছে নানা তরুপুষ্পলতা ॥ ২৩৬ ॥
 পারিজাত পুষ্প কথা শুনি অকস্মাৎ ।
 ইৎসা হৈল পুরীতে রূপিতে পারিজাত ॥
 পত্নীবশ হঞা⁷ কৃষ্ণ আমা পাঠাইল ।
 পারিজাত পুষ্পতরু তোমাতে চাহিল ॥ ২৩৭ ॥
 তুমি যে না দিবে তরু ইহা সতে জানে⁸ ।
 তথাপি আইল উপরোধের কারণে ॥
 বাহিরে উত্তানে আছে সেই যজ্ঞবর⁹ ।
 কি कहিব কৃষ্ণকে¹⁰ বোলহ পুরন্দর ॥ ২৩৮ ॥
 শুনিঞা ইন্দের বীররস উপজিল ।
 একবারে সহস্র লোচন রাঙ্গা হইল¹¹ ॥
 ইন্দ্র বোলে দেখ দেখ মহুঘোর রীত ।
 কভু কি এমনত হয় বোলিতে উচিত ॥ ২৩৯ ॥
 স্বর্গের ভূষণ পুষ্প নিতে সাধ করে ।
 হেন অহঙ্কার করে মহুঘা শরীরে ॥
 নিজবল তুল্য সব মহুঘা জানিঞা ।
 এথাতে আইলা সেই চরিত্র মানিঞা ॥ ২৪০ ॥
 আজি সেই যজ্ঞগণ করিব সংহার ।
 আর কারো নহে যেন হেন অহঙ্কার ॥
 এত বলি শচী সঙ্গে চড়ি ঐরাবতে ।
 সর্বদেব সঙ্গে চলে অস্ত্র¹² লঞা হাতে ॥ ২৪১ ॥
 যুদ্ধের প্রসঙ্গ মুনি দেখিঞা সাক্ষাতে ।
 সত্বরে চলিঞা গেলা যথা জগন্নাথে ॥

১। ২য় পুঁথি। ২। রহিল। ৩। আজি। ৪।
 প্রকার। ৫। আজি। ৬। উপকার। ১ম ও ২য়।

১। পত্নীর সহিতে। ২। জানি মনে। ৩। তরুবর।
 ৪ম। ৫। তাকে। ৬। রক্তকি হৈল। ৬। বজ্র।

মনে চিন্তে মুনবর বিষয়ের রস' ।
 ইন্দ্র যেন জন হৈলা বিষয়ের বশ ॥ ৯৪২ ॥
 বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ সব গুণ ধরে ।
 জানিব কেমন রস ইহার অশ্বরে^১ ॥
 এইরূপ চিন্তিঞা নারদ মুনবর ।
 কারণ কহিল কিছু কৃষ্ণের গোচর ॥ ৯৪৩ ॥
 ইন্দ্রেক কহিল গিঞা^২ তোমার আদেশ ।
 নানা রসে বুঝাইল চরিত্র বিশেষ ॥
 শুনিঞা কোপিল ইন্দ্র অরুণ লোচনে ।
 অনেক বোলিল মন্দ^৩ যত ছিল মনে ॥ ৯৪৪ ॥
 করিঞা মহুশ্যজান বাক্য না রাখিল^৪ ।
 পুষ্প নাতি দিব হেন মনে দঢ়াইল^৫ ॥
 স্বর্গের ভূষণ পুষ্প সেই পারিজাত ।
 পুষ্প কাজ আছুক না দিব শুক পাত ॥ ৯৪৫ ॥
 যদি ভঙ্গ দিঞা তুমি না যাবে সত্তর ।
 তবে মহাযুদ্ধ সে করিবে পুরন্দর ॥
 আজি^৬ যত রীত আমি^৭ দেখিল তাহার ।
 সে সব বোলিতে নহে উচিত আমার ॥ ৯৪৬ ॥
 নারদের কথা শুনি গোবিন্দ কোপিল ।
 লোচন অধর গুণ সকল কাঁপিল ॥
 কৃষ্ণ বোলে দেখ দেখ ইন্দ্রের চরিত্র ।
 অল্প অধিকারে হয়^৮ হেন বিপরীত ॥ ৯৪৭ ॥
 জিনিঞা অমরাবতী তোমার^৯ সাক্ষাৎ ।
 পুষ্প সহে তুলিঞা আনিব^{১০} পারিজাত ॥
 এত বলি গরুড়েক প্রভু হাঁকারিলা^{১১} ।
 পুরী প্রবেশিতে তবে গরুড় চলিলা ॥ ৯৪৮ ॥

১। সব ইন্দ্রের বিরস। ২। শরীরে। ৩। আমি।
 ৪। কহিল কই। ৫। মনে দঢ়াইল। ৬। দিল
 মোর বাক্য না রাখিল। ৭। আর। ৮। আজি।
 ৯। করে। ১০। জগৎ। ১১। আজি নিব। ১২।
 আদেশিল।

বার্তা পাঞা পুরন্দর চটি^১ ঐরাবতে ।
 শচী সঙ্গে রণস্থল^২ে চলিলা তুরিতে ॥
 অঙ্গর চারণ যক্ষ গুহক খেচর ।
 গন্ধর্ব কিম্বর দেব সিদ্ধ বিজ্ঞাধর ॥ ৯৪৯ ॥
 গো মহিষ খর পক্ষিপৃষ্ঠে কেহো চড়ে ।
 হয় গজ হংসরথ লক্ষে লক্ষে উড়ে ॥
 পদব্রজে ধায় কেহো আপন বিক্রমে ।
 সিংহনাদ করিঞা চলিলা জনে জনে ॥ ৯৫০ ॥
 নিজ অস্ত্রে সাজিঞা সত্যার আগমন ।
 হনুতি যুদ্ধ আদি বাজয় বাজন ॥
 সংগ্রাম^৩ আরম্ভ দেখি নারদ স্মৃতি ।
 অন্তর্দান করিঞা চলিলা শীঘ্রগতি ॥ ৯৫১ ॥
 মনে চিন্তে নারদ দেহের ভাবরস ।
 ঈশ্বরের^৪ দেহ যোগে হয় কণ্ঠবশ ॥
 সাক্ষাতে হি ভগবান্ পূর্ণ অবতার ।
 তথাপি হেঁ দেহ যোগে ক্রোধের^৫ সঞ্চার ॥ ৯৫২ ॥
 অতএব এ সকল ঈশ্বর বিলাস ।
 গুণে বদ্ধ হঞা করে গুণের প্রকাশ ॥
 এইরূপ ভাবিঞা নারদ চলি গেল ।
 এখাতে অমরাপতি যুদ্ধে প্রবেশিল ॥ ৯৫৩ ॥
 কৃষ্ণের সমুখে আসি সর্ব দেবগণ ।
 একবারে কৈল তারা বাণ বরিষণ ॥
 মুদগর মুশল খড়গ ত্রিশূলাদি করি^৬ ।
 জাঠি শেল চক্র গদা লেখিতে না পারি ॥ ৯৫৪ ॥
 বৃষ্টি সম অস্ত্র করে^৭ সর্ব দেবগণ ।
 গরুড়ে সকল অস্ত্র করিল ভক্ষণ ॥
 পাখশাট বাতাস করিল মহাবীর ।
 অস্ত্রের কি কাজ কোনো দেব নহে স্থির ॥ ৯৫৫ ॥

১। ঈশ্বরেহা। ২। কণ্ঠের। ৩। ত্রিশূল কুটারী।
 ৪। অতিশয় অস্ত্র ছাড়ে।

তুণ্ডবাতে^১ নথবাতে নাসিকা নিশ্বাসে ।
 অম্ব গজ রথগণ করিল^২ বিনাশে ॥
 গরুড় গর্জন শুনি বত দেবগণ ।
 ভঙ্গ দিঞা চতুর্দিকে করিলা গমন^৩ ॥ ৯৫৬ ॥
 শূরভঙ্গ দেখিঞা কোপিল^৪ পুরন্দর ।
 কুঞ্জর চালাঞা দিল গরুড় উপর ॥
 গরুড় মারিতে^৫ গজ ধায় শীঘ্রগতি ।
 পাথশাটে ঐরাবত পেলে খগপতি ॥ ৯৫৭ ॥
 শতেক বোজন দূর ঐরাবত গেল ।
 পুনরপি শীঘ্রগতি উঠিঞা ধাইল ॥
 তবে ইন্দ্র ক্রোধ করি বজ্র নিল হাতে ।
 গরুড়ের মুণ্ডে বজ্র মারিল^৬ তুরিতে ॥ ৯৫৮ ॥
 বজ্র ব্যর্থ নহে হেন দৈববাণী আছে ।
 ক্ষুদ্র এক পাথা উপড়িল^৭ বজ্রতেজে ॥
 তবে খগপতি নথ মুখ প্রসারিল ।
 তাহা হৈতে তেজোময় আনল উঠিল ॥ ৯৫৯ ॥
 কৃষ্ণহস্তে চক্র যেন কোটি দিবা কর ।
 সহিতে না পারে তেজ পলায় কুঞ্জর ॥
 সহস্র লোচন ঢাকি ইন্দ্র পড়ে^৮ গজে ।
 প্রমাদ^৯ মানিলা শচী ঈশ্বরের তেজে ॥ ৯৬০ ॥
 পলাইল পুরন্দর অমরমণ্ডলে ।
 মুক্তকেশে মুক্তবেশে গেলা নিজ স্থলে ॥
 শচী সঙ্গে পলাইলা দেব শচীপতি ।
 দেখিঞা কোতুকে হাসে সত্যভামা সতী ॥ ৯৬১ ॥
 তবে কৃষ্ণ অমরনগরে প্রবেশিলা ।
 পারিজাত পুষ্পতরু সমূলে তুলিলা ॥
 গরুড় উপরে তরু করিঞা স্থাপন ।
 হরিষে ষারকাপুয়ে করিল গমন ॥ ৯৬২ ॥

১। চণ্ডবাতে । ২। সকল । ৩। চতুর্দিকে ভঙ্গ
 দিল ধরিঞা অবণ । ৪। কাপিল । ৫। বিকিতে ।
 ৬। এড়িল । ৭। উপাড়িল । ৮। পৈল । ৯।
 শব্দট ।

স্বর্গের সম্পত্তি আনি ষারকা নগরে ।
 আনন্দে রুপিলা সত্যভামার হুয়ারে ॥
 রতসে করিলা কৃষ্ণ নিজ পত্নী প্রেমা ।
 কহে কবিবল্লভ হরিষ^১ সত্যভামা ॥ ৯৬৩ ॥
 একবিংশতি অধ্যায় ।

দ্বাবিংশে দীক্ষারস ।

(কেদার রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণপ্রেমা সত্যবতী^২ সতী ।
 বুঝিঞা কৃষ্ণের প্রেম^৩ স্থির কৈল মতি ॥
 কৃষ্ণ মেহ লাজ রুপা বিৎসেদের ভয় ।
 জানিল মানিল সতী সৌভাগ্য নিশ্চয় ॥ ৯৬৪ ॥
 সত্যভামা বোলে প্রভু কহিবে স্বরূপে ।
 রুক্মিণীর সঙ্গে ছিল কেমন আলাপে ॥
 তাহাকে বিরলে বত কহিলা প্রসঙ্গ ।
 সে সব কহিঞা স্থির কর মোর অঙ্গ ॥ ৯৬৫ ॥
 তবে কৃষ্ণ সতী প্রতি সদয় হইলা ।
 আদি হইতে বিবরণ সকল কহিলা ॥
 সত্যভামা রুক্মিণীর বুঝি সমচিত্ত ।
 হুহাকে একত্র করি করিলা পীরিত^৪ ॥ ৯৬৬ ॥
 বাম উরে রুক্মিণী দক্ষিণে সত্যভামা ।
 বৃন্দাবন কথায়ে ভুঘিল হুই রামা ॥
 নিত্যস্থল কথা সত্যভামাকে কহিলা ।
 হুহাকে কিশোর রসে^৫ মত্ত শিখাইলা ॥ ৯৬৭ ॥
 আপনে হইলা গুরু শিষ্য হুই নারী ।
 দীক্ষা করাইলা মহা^৬মত্ত অধিকারী ॥
 নমো নমো ঔষধি^৭ পালক জগৎপতি ।
 নমো নমো ক্রীড়^৮(?) নাথ মহা রুপামতি ॥ ৯৬৮ ॥

১। হর্ষিত । ২। সত্যভামা । ৩। রুপা ।
 ৪। করাইলা প্রীত । ৫। হুহাকে একত্র করি । ৬।
 হুই । ৭। ঔষধি । ৮। ক্রীড় ।

নমো নমো হৃষীকেশ অখিল ঈশ্বর ।
 নমো নমো ঐনিবাস চরিত্র নির্মল ॥
 নমো নমো গোপীনাথ রমণী'জীবন ।
 নমো নমো পীতাশ্বর ভুবনমোহন ॥১৬৯॥
 নমো নমো জনার্দন হৃদয় বেহারী ।
 নমো নমো নন্দপ্রিয় শুদ্ধ সুখকারী' ২ ॥
 নমো নমো বনমালী রসিকশেখর ।
 নমো হে বল্লভপতি দয়ার' সাগর ॥১৭০॥
 নমো নমো ভকতবৎসল মহাশয় ।
 নমো নারায়ণ প্রভু সর্ব দয়াময় ॥
 নমো নমো স্বাধীন রমণী প্রীতচারী ।
 নমো হে মহাস্তপ্রিয় প্রেম অধিকারী ॥১৭১॥
 এই চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রচূড়ামণি ।
 পঞ্চমেত চারি বীজে কলা বিন্দু জানি ॥
 কৃষ্ণস্থানে জানিলা কুঞ্জগী সত্যভামা ।
 কিশোরের ভাবে তারা হৈলা কৃষ্ণ' প্রেমা ॥১৭২॥
 কৃষ্ণ অঙ্গে করে' তারা কিশোরের ভাব ।
 প্রতিদিন নবীন বাড়িল প্রেম লাভ ॥
 হেন সুখে করে কৃষ্ণ হারকা বসতি ।
 বৈকুণ্ঠ-সম্পদ রস বিলসে ঐপতি ॥ ১৭৩ ॥
 ভাবক সাধক সব প্রেম অমুরোধে' ।
 মন্ত্র উদ্ধারিবে এই চতুর্দশ পদে ॥
 নমো আদি প্রতিপদে এক জীব' বসে ।
 বৈষ্ণবে করিবে ব্যক্ত কৃষ্ণপ্রেমরসে ॥ ১৭৪ ॥
 ভ্রপ তপ দান ধর্ম ব্রত উপবাস ।
 তীর্থ মূর্তি সেবা কিবা ভ্রমণ বিলাস ॥
 জীবে দয়া কৃষ্ণে ভাব বৈষ্ণবে সেবন ।
 ইহাধিক নাহি আর নিদান ভজন ॥ ১৭৫ ॥

পত্নী প্রতি যত প্রেম করে কামিগণ ।
 সেই প্রেম করিলে সে লাভে প্রেম' ধন ॥
 পুত্র প্রতি যত স্নেহ করয়ে জননী ।
 সেই স্নেহ কৃষ্ণে হৈলে ভজন বাধানি ॥১৭৬॥
 পিতৃতুল্য জানিঞা সন্তত আঞ্জা বহে ।
 মাতৃজ্ঞান করিঞা সে ভক্তিরসে বহে ॥
 রাজতুল্য করিঞা' সতত বাসে ভীত ।
 কৃপণের ধন তুল্য যত্ন করে নিত্য ॥ ১৭৭ ॥
 চোর তুল্য হঞা করে প্রবেশ সন্ধান ।
 ধনী তুল্য হঞা করে প্রেম উপাদান ॥
 এই মত নানা যত্ন ভাব দঢ় করে ।
 যা'টি দণ্ড নিষ্ঠাভাবে তবে সে আ'বরে ॥১৭৮॥
 এসব প্রসঙ্গ পূর্ব দাককে শুনিল ।
 পরিণাম কালে গর্গ মুনিকে কহিল ॥
 গর্গ স্থানে শুনি স্মৃত আদি মুনিগণে ।
 লেখিল প্রবন্ধ করি ভজন কারণে ॥ ১৭৯ ॥
 ক্রমে ক্রমে প্রচারিল বিদর্ভ নগরে ।
 ঐকৃষ্ণসংহিতা হেন জানিল সকলে ॥
 অচিহ্ন ভাবকগণ ধরি নানা বেশ ।
 অগ্নিকিতে কৃষ্ণপ্রেমে করিলা প্রবেশ ॥১৮০॥
 মাতৃভ্রাতৃ তুল্য তারা করিল গোপন ।
 ভাবযোগে কৈল তারা স্বভাব লংঘন ॥
 কলিযুগে' চৈতন্য' রস অবতার ।
 নিজগুণ' সঙ্গে কৈল প্রেমের বিস্তার ॥১৮১॥
 আনন্দে পুরিয়া প্রেম বিচার না কৈল' ।
 গোপ্ত রস চরিত্র সত্যকে জানাইল ॥
 তবে সে মহাস্তগণ প্রেমে চিত্ত দিঞা ।
 ঘরে ঘরে বিভজিল যতন করিঞা ॥১৮২॥

১। জগৎ। ২। শুদ্ধ অধিকারী। ৩। বল্লভ
 প্রীত মেহের। ৪। অতি। ৫। পুরে। ৬। কার্য
 উপরোধে। ৭। বীজ।

১। কৃষ্ণ। ২। বাসিঞা। ৩। কলিকালে।
 ৪। নিজগুণ। ৫। কাখো বিচার না কৈল।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয় ।
 বনমালিন্দাস স্থানে কহিল নিশ্চয়^১ ॥
 তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ ।
 পয়ায়ে লিখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব ॥ ৯৮৩ ॥
 জয় জয় ধ্বনি আছে হৃদয়ের সন্ধান^২ ।
 দ্বারকা বর্ণন যার গৈভব নিদান^৩ ॥
 হান্ত রস মোক্ষ জানি রুক্মিণী রতনে ।
 রয়বত চরিত্র জানিব প্রেম^৪ রসে ॥ ৯৮৪ ॥
 বুঝিব অদ্ভুত রস ব্রজাণ্ড চরিত্রে ।
 শিক্ষা রস জানি তিন গুণ বিস্তারিতে ॥
 স্ততিরস জানিব^৫ রুক্মিণী নিষ্টবাণী ।
 জীবজন্ম বিচারে^৬ ইন্দ্রিয় ভেদ জানি ॥ ৯৮৫ ॥
 বুঝিব শৃঙ্গার^৭ রস নিত্যলীলা হনে ।
 প্রেমরস জানি পুন গোপ্ত প্রেমগুণে ॥
 শান্তিরস অমুরাগ বৈরাগ্য লক্ষণ ।
 দ্বিতীয় তৃতীয় ভাবে জানিব ভজন ॥ ৯৮৬ ॥
 সংসারী বন্ধতাভাবে^৮ বীভৎস নিদান ।
 বর্ণভেদে জানি আস্থা রসের সন্ধান ॥
 ভক্তিরস জানিব নারদ দরশনে ।
 ভীতরস জানিব সে নারদ কথনে ॥ ৯৮৭ ॥
 মুনি মন কথায় বিশ্বয় রস জানি ।
 সত্যভামা বিরহে করুণ রস মানি ॥
 বীররসে জানিব ইন্দ্রের অহঙ্কারে ।
 ক্রোধ রস জানি পুন ঈশ্বর শরীরে ॥ ৯৮৮ ॥
 শৃঙ্গারবিগ্রহ^৯ সর্ব রস বিস্তারিল ।
 তে কারণে নাম রসকদম্ব রাখিল^{১০} ॥
 ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তিরসসধাম ।
 ভব হুংখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম ॥ ৯৮৯ ॥

অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয় ।
 জগতে ভাষাঞা দিল প্রেমের নির্ণয় ॥
 নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম ।
 তাহার প্রসাদে হৈল সংসার স্মৃদান^১ ॥ ৯৯০ ॥
 শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রদান ।
 পুরাণ সংগ্রহ^২ আর করিঞা প্রমাণ ॥
 সঙ্গোপন^৩ রস কেহো কেহো উপভোগী ।
 প্রাকৃতে লেখিল রস^৪ সর্ব জীব^৫ লাগি ॥ ৯৯১ ॥
 *রুক্মিণীতে কৃষ্ণে কথা বহুত বিস্তার ।
 সমুদ্রপ্রমাণ তাহা জানি রস তার ॥
 মুই মুখ^৬ হীন তাতে বুদ্ধি নাহি ঘটে ।
 দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সঙ্কটে ॥ ৯৯২ ॥
 শুনিলেহি সাধুগণ প্রবেশিবে ভাগ্যে ।
 পাষণ্ড প্রবেশ হইবে পরিহাস যোগে ॥
 প্রাকৃত কারণে লোক অসুভব কহে ।
 বিচারিলে মহাতত্ত্ব গ্রাম্য কথা নহে ॥ ৯৯৩ ॥
 শাক্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণব জানিবে ।
 যার যেই মত সেই বিচারে পাইবে ॥
 কবিরস ছাড়িঞা তত্ত্বত দেহ মতি ।
 ভজিঞা সংসারবন্ধ ছিড় শীঘ্রগতি ॥ ৯৯৪ ॥
 রূপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে ।
 সে পদ^৭ মকুট রায় ভজিল যতনে^৮ ॥
 দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয় ।
 অমুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয়^৯ ॥ ৯৯৫ ॥
 তাহার উত্তোগে কিছু লেখিল কারণ ।
 যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রি^{১০} গণ ॥
 পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মৌর^{১১} মাতা ।
 জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যাধা^{১২} ॥ ৯৯৬ ॥

১। স্বভাব। ২। প্রধান সংহিতা। ৩। সঙ্গোপনে।

৪। তত্ত্ব। ৫। জন। ৬। এই লোক ২য় পুথিতে
 নাই। ৭। তাহাতে। ৮। সন্ধান। ৯। করাইল
 প্রবন্ধ নির্ণয়। ১০। যন্ত্র। ১১। হেন। ১২। ১ম
 পুথি অস্পষ্ট।

১। করিল নির্ণয়। ২। ধ্বনি পাছে হৃদয়ের সন্ধান ।
 ৩। জানি বিস্তব নিদান। ৪। প্রীত। ৫। জানি।
 ৬। প্রসঙ্গে। ৭। অদ্ভুত। ৮। রসে। ৯। বিরহে।
 ১০। লেখিল।

(আর যত বজ্রগণে দিল) উপদেশ ।

তা সভাকে কৃষ্ণাশ্রম লভুক বিশেষ ॥

করতোয়াতীর^২ মহাহানের সমীপে ।

আরোড়া (গ্রামেতে জন্ম বসতিরূপে) ৩ ॥২১৭॥

কান্তনী কান্তন কাণ্ড পৌর্ণমাসী দিনে ।

বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে ॥

বিংশতি অধিক (পঞ্চ দশশত শক ।

তখনে রচিল)^৪ রসকদম্ব পুস্তক ॥ ২২৮ ॥

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর ।

দুই শতাধিক ছয় অব্যত অক্ষর ॥

(কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হঞা একমতি)^৫ ।

শ্রীকবিবল্লভে পুন বোলে এই স্তুতি^৬ ॥২২৯॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায় ।

১। ১ম পুথি অল্পষ্ট । ২। করোতজাতির । ১ম

পুথি । ৩। ১ম পুথি অল্পষ্ট । ৪। ১ম পুথি অল্পষ্ট ।

৫। ১ম পুথিতে অল্পষ্ট । ৬। বোলে এই করিস্তুতি ।

প্রথম পুথি :—

ইতি শ্রীকবিবল্লভবিরচিত রস * * সম্পূর্ণ ।

যথা—দৃষ্টেত্যাদি ।

শশী রস বাণ শূত্র যুক্ত শাকে তদাঙ্কে প্রতি-
পদ সিত্তি পক্ষে * * আত্মারাম দেবশর্মাণ্ড
লিখিত । পার্শ্বে লিখিত—শকাব্দা ১৬৫০ ।

দ্বিতীয় পুথি :—

শ্রীহরয়ে নমঃ । শ্রীগুরুবে নমঃ । ইতি
রসকদম্ব পুস্তক সমাপ্ত । সাধিন ব্রাহ্মণগ্রাম-
নিবাসী—শ্রীপালাহুদাস মালাকার তত্ত্ব পুত্র
শ্রীঅর্জুনদাস মালাকার লিখিতং । সন ১১৬৪
চৌষটি সাল । তারিখ । ২ ফাল্গুন । ওহি রোজ ।
শনিবার । গ্রন্থ সমাপ্তঃ ।

রসকদম্বের ভাষার টীকা

দ্রষ্টব্য—অঙ্কগুলি শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছে। পাঠভেদ ১ম পুথি হইতে গৃহীত।

সাক্ষেতিক চিহ্ন।

জা—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকৃত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

কো—শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায়কৃত বাঙ্গালা ভাষার শব্দকোষ।

চৈ ভা—চৈতন্যভাগবত।

ভা—শ্রীমদ্ভাগবত।

বি—বিষ্ণুপুরাণ।

কু কী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সা প প—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

হি—হিন্দী।

সং—সংস্কৃত।

১। মহাশয়—মহাশয়। মহান্ আশয় অভিপ্রায় যাহার। জা।

দিঞা—এই গ্রন্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান সর্বত্র আধুনিক “রা” স্থানে “ঞা”। অনবধানতাবশতঃ কয়েক স্থানে “রা” ছাপা হইয়া গিয়াছে। যথা—২৭ ও ২৮ শ্লোকে।

২। পোতলি—এই গ্রন্থে অনেক স্থানে আধুনিক ‘উ’কার স্থানে ‘ও’কার ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষায় উ এবং ওকারের বিপর্যয় তুলনীয়। গোপ্ত দেখ ৪২। প্রাকৃতোৎ এই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। হ্রস্ব যথা—উত ওৎতুওরূপে। শুতলি—পুথির বানান=হুতলি, সং হুতালি,

হি হুৎলি। শণের সন্ম দড়ি। জা। সেই—২য় পুথিতে সর্বত্র সেই।

৪। নিয়োজিব—পুথিতে সর্বত্র বানান নিয়োজিব। পুথিতে য বা র অক্ষরের ব্যবহার বিরল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয়ে করোত্তজা তির=করতোয়া তীর। প্রাকৃতোৎ য=জ, যথা হ্রস্ব, আদেৰ্যো জঃ।

৫। তার লোক—ভক্তগণকে। এই গ্রন্থে কর্তৃ ও কর্মকারকে ‘এ’কার বিভক্তি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। মৌননে=মননে। প্রায় সর্বত্র এই বানান। বোলিতে—প্রাচীন বাঙ্গালার এই বানানই প্রচলিত। ২য় পুথিতে সর্বত্র বুলিতে। হি বোল্না।

৭। করিব=করিবে। অসমীয়াতেও এই প্রয়োগ আছে। যথা, তেঁও করিব=তিনি করিবেন। যেন—পুথিতে ‘জেন’। উপরে টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। সজতি=সহিত। তুলনা কর—রজকী সজতি, চণ্ডীদাস গতি, রচিল আনন্দবাট। চণ্ডীদাস। জা। ‘সংহতি’ শব্দও এই অর্থে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। আনল=অনল। সর্বত্র এই রূপ। শব্দের প্রথমে অ থাকিলে তাহা দীর্ঘ হয়; যথা, অতি=আতি। পালিতে ও প্রাকৃতোৎ এই ধারা দেখা যায়। প্রাকৃতোৎ “আসহুজাদিষু বা” এই হ্রস্বস্বারে অভি-জাতিঃ=আহিজাদি, অখ=আসো। পালিতে, অলকা=আলকা, অলিন্দ=আলিন্দ। এই

গ্রন্থে এইরূপ দীর্ঘীকরণের বহু উদাহরণ আছে। কৃষ্ণকীর্তনে মাত্র একবার অনল আছে ও ১৪ বার ‘আনল’ আছে। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদ—সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিছ অনলে পুড়িয়া গেল। কর্শেত=কর্শে। ত সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। আধুনিক অসমীয়া ভাষায় ও প্রাদেশিক বাঙ্গালায় এই প্রাচীন বিভক্তি রক্ষিত হইয়াছে। অসমীয়ার উদাহরণ যথা, ঘরত যাম=ঘরে যাইব। বানরে—‘এ’কার কর্তৃকারকের চিহ্ন।

৯। অসাহসে=সাহসে। গ্রন্থে এইরূপ আরও প্রয়োগ আছে। যথা, অকুমারী=কুমারী ১৫২। প্রাদেশিক কথ্য ভাষায়, শব্দের আদিতে অর্থহীন ‘অ’কারের প্রয়োগ এখনও দৃষ্ট হয়। টীকাকারের পিতামহী ‘অলক্ষ্মীচাঁড়া’ বলিয়া গালি দিতেন। ১৫২ অকুমারী, ৭৩৫ অনাস্তিক।

১০। ভরোসা—পুথির অমূল্যলিপি। হি ভরোসা।

১১। আসক্তি—১ম পুথিতে এই শব্দ সর্বত্র ‘আসক্তি’। ২য় পুথিতে ‘আসক্তি’। অর্থ উভয় ক্ষেত্রে সমান। প্রাকৃতি=প্রাকৃত। ৭১১ দেখ। ৯১৮ শ্লোকে ‘প্রাকৃত’ শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। হরে—হরণ করে।

১৩। বিলসে=বিলাস করে, পছন্দ করে। এই ধাতুটি কবির অতিশয় প্রিয়, বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সং লঘ কান্তো। কাস্তি=ইচ্ছা। জানিব, সাধিব=জানিবে, সাধিবে।

১৪। অগ্ৰস্ত—এই অ-সংস্কৃত প্রয়োগ পুথির অমূল্যলিপি।

১৫। পসার=দোকান। সং পণ্যশালা, হি পনসারী। কো। লেয়=লয়। নী ধাতুর এই প্রাদেশিক রূপ আরও কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থাপিব—প্রমাণ করিব। যতনে—পুথিতে জতনে। সর্বত্র।

১৬। ছরী=দোষী।

১৭। ছয়ারে—পুথিতে ‘ছআরে’। আর্তি—ব্যাकुलতা, কাতরতা, ক্লেশ। যথা, দেখিয়া বিগ্নের আর্তি শ্রীগৌরসুন্দর। হাসিয়া বিগ্নেরে কিছু করিল উত্তর। জ্ঞা। নান করে পান করে আর্তি নাহি যায়। চৈ ভা। কবি বহুবার এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র এই শব্দের রূপ ‘আর্তি’। যথা, আর্তি না কর ছাথে বেধিল অন্তর। ৮৭১ আর্তি আছে।

বিনি=বিনা। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র ‘বিনি’।

পণে=বিনিময়ে। সং পণ্ ধাতু ব্যবহারে স্তম্ভো চ।

১৮। অন্ন=অন্ন। উপরের টীকা দেখ ৮।

জন্মে—পুথিতে জন্মে। অগ্ৰস্তও তাই। রাজায়ে—কর্তৃকারকের ‘এ’কার। নিবারে=নিবারিতে।

বিহ্লাইতে=বিলাইতে। ২য় পুথিতে বিলাইতে আছে।

ভোগিতে—ভোগ করিতে। সং ভুজ ধাতু, হইতে ভোগ। ভোগ হইতে বাঙ্গালা ধাতু উৎপন্ন।

অনুপাম=অনুপম, যাতার উপমা নাই। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে সর্বত্র এইরূপ।

এই ১৮ সংখ্যক শ্লোকে ৬ পংক্তি আছে।

১৯। পাঞা=পাইয়া।

অট্টেতত্ত্ব—ক্রিয়াবিশেষণ। ২য় পুথিতে
ক্রিয়াবিশেষণ বিভক্তিস্বুক্ত রূপই আছে—
অট্টেতত্ত্ব। আলিঙ্গ—পুথির অনুলিপি।

২০। সভাতে = সবাতে। প্রাচীন বাঙ্গা-
লায় সর্ব শব্দের আকৃতি প্রায়শঃ ভ-কারান্ত।
চৈ চ ও চৈ ভা যথা তথা দেখ। কিন্তু কু কী
'সব' রূপই পাওয়া যায়—ভকারান্ত নাই। যথা,
তবে সি' কহিহ সব কথা আদিমূল।

২১। যাহা হৈতে—২য় পুথিতে 'হৈতে'
স্থানে সর্বত্র 'হনে' আছে। মালদহ ও
মৈমনসিংহ প্রদেশে কথাভাষায় 'হনে' ব্যবহৃত
হয়। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে 'হনে' সর্বত্র।
বংশীদাস মৈমনসিংহের অধিবাসী ছিলেন।
কৃষ্ণকীর্তনে হৈতে সর্বত্র। এক স্থানে মাত্র
হর্তে।

২২। ক্ষুদ্রছন্দ—কবিবল্লভ ত্রিপিদীছন্দকে
ক্ষুদ্রছন্দ বলিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে পয়ারের
কথা বলিতেছেন। দীর্ঘত্রিপিদী ২৬ অঙ্করে
ও লঘুত্রিপিদী ২০ অঙ্করে লিখিত।

২৩। গাহক = গায়ক। সং গৈ ধাতু
হইতে বাঙ্গালা গাওয়া। তাহা হইতে প্রাদে-
শিক ধাতু গাণ।

হয়ে = হয়। অত্র প্রাচীন বাঙ্গালায়
'হয়'। যথা কৃষ্ণকীর্তনে।

পূর্বগক্ষ ইত্যাদি—পূর্বগক্ষ বিচার না
করিলে সমাধান হইবে না।

দঢ়াঞ = দঢ় করিয়া। সং নামধাতু
দঢ়।

গ্রাম্য কথা ইত্যাদি—আমি যাহা বলিব,
তাহা গ্রাম্য কথা ভাবিও না। গ্রন্থশেষে
পুনরায় কবি বলিতেছেন—

বিচারিলে মহাত্ম্য গ্রাম্য কথা নহে। ৯৯৪।
ভোজনে—কর্ণকারকে 'এ'কার।

২৬। বাঢ়াইলা - প্রাচীন বাঙ্গালায় সর্বত্র
ঢ়। আধুনিক বাঙ্গালায় 'বাড়াইলা'। সং বৃধ
ধাতু + গিচ। হি বঢ়ানা।

২৭। পূতনা—ভা ১০।৭।৭—১৮, বি ৫।৫।
শকটভঞ্জন—ভা ১০।৭।৭, বি ৫।৬।

তৃণাবর্ত—ঘূর্ণিত বায়ুরূপে বালশ্রীকৃষ্ণকে
হরণ করিয়াছিল। ভা ১০।৭।১৯—২৪।

যমল অর্জুন—অভিশপ্ত নলকুবের উদ্ধার—
ভা ১০।১০, বি ৫।৬।১১—২১।

জননী বিস্মিত কৈল—মুক্তিকা ভক্ষণাস্থর
স্বীয় মুখাভ্যন্তরে যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন।
ভা ১০।৮।২৩-৩০।

ধেনুবৎসা—আধুনিক 'বাছা', 'বাচ্চা'
শব্দদ্বয় 'বৎসা' হইতে উদ্ভূত।

২৮। বক—বকাসুর বধ। ভা ১০।১১।২৬-২৮।

অঘ- -সর্পাকৃতি অঘাসুর বধ। ভা ১০।১২
সর্প ১২—৩০।

ব্রহ্মার মোহন—ব্রহ্মা কর্তৃক রাখাল বালক
ও গোবৎস হরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক
বৎস ও গোপালকগণের রূপ ধারণ ইত্যাদি।
ভা ১০।১৩ ও ১০।১৪।

বৎস -অসুরের নাম, বৎসরূপধারী। ভা
১০।১১।২২-২৪।

ধেনুক—গর্দভাকৃতি দৈত্য, বলরাম
কর্তৃক নিহত। বি ৫।৮, ভা ১০।১৫

প্রলম্ব—বলরাম কর্তৃক নিহত। ভা ১০।
১৮, বি ৫।৯।

কালিনাগ—কালিয় দমন। ভা ১০।১৬,
বি ৫।৭।

বরুণ আলয়ে ইত্যাদি—উপবাসের পর যমুনাতে স্নানকালীন নন্দকে বরুণের অমুচর কর্তৃক হরণ। ভা ১০।২৮।১—৭।

২৯। বসন হরণ—ভা ১০।২২

যজ্ঞপত্নীগণ তোষি—কৃষ্ণবাক্যে যজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণগণ অন্নদানে পরাভুত হইলে তাঁহাদের পত্নীগণ কৃষ্ণদর্শনে লালায়িত হইয়া অন্নদান করেন। ভা ১০।২৩।১—২৭।

গোবর্দ্ধন ধারণ—ভা ১০।২৫ বি ৫।১১

৩০। নিগূঢ় পরম প্রেম ইত্যাদি—রাস-বিহার। ভা ১০।২৯—৩৩।

সুদর্শন—নন্দ সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পকে পাদস্পর্শ করিলে সর্পের পাপমুক্তি ও সুদর্শন নামে বিভাধররূপে পরিচয় প্রদান। ভা ১০।৩৪।৯—১২।

শঙ্খচূড়—কুবেরভৃত্য। বিহারাসক্তা প্রমদাগণকে হরণ করে। ভা ১০।৩৪।১৮—২১।

বৃষাসুর—অপর নাম অরিষ্ট। ভা ১০।৩৬, বি ৫।১৪।

কেশি—অশ্বরূপধারী দৈত্য। ভা ১০।৩৭, বি ৫।১৬।

ব্যোম—ময়পুত্র। মহামায়াবী অসুর। গোবালকরূপে কৃষ্ণের অমুচরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ভা ১০।৩৭

৩১। মথুরা প্রবেশ—ভা ১০।৪১।

কুবজী—অষ্টবক্রনামে কুজীর খজুরণ। ভা ১০।৪২, বি ৫।২০।

রজক—চপেটাধাতে বসন দানে অসম্মত রজকবিনাশ। ভা ১০।৪১, বি ৫।১৯।

যজ্ঞনাশ ও ধনুক ভঙ্গ—ভা ১০।৪২।১২—১৪, বি ৫।২০। কুবলয়—হস্তিবধ। ভা ১০।৪৩, বি ৫।২০।

৩২। চাগুর ও মৃষ্টিক—পৃথিতে মুহূর্তিক। কংসের মল্লযয়। যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলভজ কর্তৃক নিহত। ভা ১০।৪৪, বি ৫।২০।

মঞ্চত—‘ত’ সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চের উপর লক্ষ দিয়া উঠিয়া কংসকে অক্রমণ করেন, পরে ভূমিতে ফেলিয়া নিধন করেন। ভা ১০।৪৪।২৫, বি ৫।২০।

বন্ধ বিমোচন—পিতামাতার বন্ধন মোচন। ভা ১০।৪৪।৩৪। কিন্তু বি ৫।২১ মাত্র উগ্রসেনের বন্ধন বিমোচনের কথা আছে, বন্ধ-দেব দেবকীর স্বাধীন অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে।

উগ্রসেন রাজা করি—ভা ১০।৪৫।১০, বি ৫।২১।৩৩। নন্দ পাঠাইলা ঘরে—ভা ১০।৪৫।১৮।

যজ্ঞযজ্ঞ ইত্যাদি—অবস্তীপুরনিবাসী সান্দী-পণি যুনির নিকট শাস্ত্রশিক্ষা। ভা ১০।৪৫।২৬ বি ৫।২১।

গুরুপুত্র—যমালয় হইতে গুরুপুত্রকে আনিয়া দক্ষিণাশ্বরূপ গুরুকে দান করেন। ভা ৪৫।৩৪। এই সূত্রেই বরুণালয়ে শঙ্খরূপী পঞ্চজন দৈত্যকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্ম শঙ্খ লাভ করেন। হনে=হৈতে=হইতে। পুষ্ঠের টীকা দেখ ২১। প্রাকৃত বিভক্তি হিন্তো বা হিংতো (সং ভূধাতুজ ভবতঃ শব্দের উচ্চারণ-বিকার=হিন্তো), অসমীয়া হস্তে, ক্রমশঃ হনে ও ‘হইতে’। জা। প্রাচীন অসমীয়া প্রয়োগ যথা শব্দর—ভীষ্মকত হস্তে পাঞ্চ পুত্র ভৈল জাত। বর্তমান অসমীয়াতে হস্তের স্থানে ‘পরা’ ব্যবহৃত হয়। যথা, সরুরে পরা ধর্ম্মত প্রগাঢ় মতি আছিল।=ছোটবেলা হইতে।

৩৪। অস্তি প্রাপ্তি—জরাসন্ধ-তনয়াঘয়। ভা ১০।৫০।১।

৩৫। জরাসন্ধ—মহাভারতে ও ভাগবতে জরাসন্ধ। তৎসহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ। ভা ১০।৫০, বি ৫।২২। বিষ্ণুপুরাণে ১৩ অক্ষৌহিণী সেনার কথা আছে, ভাগবতে ২৩ অক্ষৌহিণী।

৩৬। কালযবন—কালযবন নিদ্রোথিত মুচুকুন্দের দৃষ্টিতে ভস্মীভূত। ভা ১০।৫১, বি ৫।২৩।১৩—২০। পশ্চিমে—পুথিতে পশ্চিমে। উত্তরবঙ্গে এই উচ্চারণ প্রচলিত।

৩৭। দ্বারাবতী—দ্বারকায় দুর্গ নির্মাণ ও যাদবগণকে তথায় প্রেৰণ। ভা ১০।৫০, বি ৫।২৩।

৩৮। অষ্ট বরাদ্ধনা—(১) ভীষ্মককন্যা কল্লিণী, ভা ১০।৫২-৫৪, বি ৫।২৬। (২) সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামা, ভা ১০।৫৬।৩২। (৩) ঋক্ষ জাম্ববানকন্যা জাম্ববতী (জাম্ববতী নহে) ভা ১০।৫৬।৩২। (৪) দিবাকরচহিতা কালিন্দী ভা ১০।৫৮।১৩—২০।

(৫) অবন্তীরাজনন্দিনী মিত্রবন্দা (মিত্রবন্দা) —কৃষ্ণের পিতৃষসা রাজাধিদেবীর কন্যা ভা ১০।৫৮।২১

(৬) নগ্নজিতী (নগ্নজিতি নহে) অপর নাম সত্য। কোশলাধিপতি নগ্নজিৎকন্যা। ভা ১০।৫৮।২২।

(৭) ভদ্রা—পিতৃষসা ঋতকীর্তির কন্যা। অপর নাম কেকয়ী। ভা ১০।৫৮।৩৫।

(৮) লক্ষণা—মদ্রাধিপতি বৃহৎসেনের কন্যা। ভা ১০।৫৮।৩৬।

ভাগবতের লিখিত ক্রম উপরে দেওয়া হইল। আমাদের কবি এই ক্রম রক্ষা করেন নাই, পাঠক লক্ষ্য করিবেন।

আতি=অতি। পূর্বটীকা দেখ ৮। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র ‘আতি’ ও ‘আতিশয়’।

একবার মাত্র ‘অতি’। প্রাচীন অসমীয়াতেও ‘আতি’। যথা শঙ্কর - কুণ্ডিনত তৈল আতি আনন্দ উৎসব।

৩৯। ষোলয়—সং ষোড়শ, হি ষোলহ। এই গ্রন্থে সর্বত্র ‘ষোলয়’—‘ষোল’ নাই। কৃষ্ণকীর্তনে ‘ষোল’ ও ‘ষোলহ’ দুইই আছে। ষোলয় সহস্র কন্যা—বি ৫।২৯।

গদ—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাতেয় ভ্রাতা, বলরামের সহোদর। ভা ৯।২৪।

শাশু—ভা ১০।৬১।৬—১৩ শ্রীকৃষ্ণের ঔরস-জাত অষ্ট বরাদ্ধনার পুত্রদিগের নাম আছে। শাশু (বা সাশু—শাশু নহে) জাম্ববতীর গর্ভজাত। ইহারই দ্বার্যা দুর্ঘোষনপুত্রী লক্ষণা। ভা ১০।৬৮।

পাট—সিংহাসন। সং পট্ট।

সরণ—পুথির অমূল্যপি। = শরণ ?

৪১। কৃতবর্ষা—পুথিতে কৃতব্রক্ষা।

৪২। গোপ্ত—২য় পুথিতে গুপ্ত। প্রাচীন বাঙ্গালায় উকার স্থানে ওকারের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, বেদগোপ্য ভক্তিয়োগ তোরে আমি দিল। চৈ ভা। গোপত কাজত কাহাঞি ছয় আথি বারি। কু কী। কিন্তু শৃঙ্গ-পুরাণে আছে,—গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার। জা। ৮৪৫ চিত্রগুপ্ত, পুথিতে চিত্রগোপ্ত।

আমাতা=অমাত্য। আনল টীকা দেখ ৮।

৪৩। অহনিশিপতি—মৃত্যু।

বসতি—বাস করেন। সংস্কৃত রূপ।

আরও কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বয়ম্বতী—পুথিতে স্বরেশ্বতী।

৪৫। বেহার=বিহার। পুথিতে প্রায় সর্বত্রই এই রূপ।

৪৬। বিচারণা—গমনাগমন। অথবা
পাঠ কি এইরূপ—বিচার না করে?

৪৮। অপনাহীন=আপনাহীন। হি
অপনা।

৫০। কেহ—পুথিতে কোথায়ও ‘কেহ’,
কোথায়ও ‘কেহো’ আছে। তাহা অবিকল
রাখা হইয়াছে। ‘কোন’, ‘কোনো’ সম্বন্ধেও
ইহাই করা হইয়াছে।

৫১। কন্দল—সং কন্দল। আধুনিক
বাঙ্গালায় প্রচলিত রূপ কোন্দল, কৌদল।

লথিতে—লক্ষিতে, দেখিতে।

৫৩। রীত—সং রীতি, হি রীত,—স্বভাব,
আচরণ, লক্ষণ। জ্ঞা।

হি—আধুনিক বাঙ্গালায় ই।

৫৫। শুনিলাঙ্—প্রাচীন বাঙ্গালায় উক্তম
পুরুষে আঙ্ প্রত্যয় বহু প্রচলিত। আধুনিক
আম্ প্রত্যয় ইহা হইতেই উৎপন্ন। রঙ্গপুর
অঞ্চলে খাইলাঙ্ ইত্যাদি প্রয়োগ কথ্যভাষায়
এখনও প্রচলিত।

করিল=করলাম। অনেক স্থলে এই
প্রকার।

ভাবক—ভূ গিচ্+কর্তরি অক্। আধুনিক
বাঙ্গালায় ভাবুক (ভূ+কর্তরি উক) শব্দের
এই অর্থে অধিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৫৬। দ্বারাবতী—দ্বারবতী, দ্বারকা, দ্বারিকা
ইতি নামভেদ। ত্রীকৃষ্ণকর্তৃক সমুদ্র মধ্যে
নির্মিত দুর্গ।

কুশস্থলী—দ্বারকার প্রাচীন নাম।

তহি—তহিঁ—তঁহি=তথায়। ব্রজবুলি।

চরিত্র—কার্য।

৫৭। বরশিরে—(পুরীর) স্তম্ভের চূড়ান্তে। অথবা দীপ্ত?

২—১ম পুথি, আগর ২য় পুথি=
অগুরু।

৫৮। ফটিক—ফটিক শব্দের অপভ্রংশ।
২য় পুথিতে ফটিক আছে।

প্রতিবিষু=প্রতিবিষ। ষ বৃক্তবর্ণে
অথবা উকার প্রয়োগ। জাম্বুবতী দেখ ৩৮।
বিষু=বিষ ৮৪।

৫৯। ছাওনি—ছাউনী—সং ছাদনী।
হিন্দীতে শিবির বা সেনানিবাস অর্থে প্রযুক্ত।

৬১। সুরীত—পুথিতে সুরিত।=সুন্দর।
নেহালে—নেহারে=দেখে। হের্ ধাতু
হিন্দী হইতে আগত। ৯২৫ দেখ।

পেলিতে=ফেলিতে। সং পেল ধাতুর
অর্থ গতি, চালন। বর্তমান অসমীয়াতে এই
পুরাতন ধাতুর প্রয়োগ আছে। যথা, মই
কিতাপখন পেলাই দিলো—আমি পুস্তকখানি
ফেলিয়া দিলাম। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র এই রূপ।

অঙ্কুশের—পুথিতে আছে অঙ্কুরের।

৬১। সুরঙ্গ=সুন্দর রংযুক্ত।

ধব—স্বামী, প্রভু।

ছুই—চন্দ্রবিন্দু নাই। কৃষ্ণকীর্তনেও
চন্দ্রবিন্দু নাই, যথা, রাধার ছুইল জবনে। সং
ছুপ্ ধাতু।

আখি—চন্দ্রবিন্দু নাই। সং অক্ষি।

মনোরথ পুন্নি=মনোরথ পুরিমা।

উন্নত—পুথিতে অন্তত।

৬২। চারি দিগে—পুথিতে সর্বত্র ‘দিগ’,
—‘দিক’ নাই।

ধনি—?

পতাকা—পুথিতে পতকা।

৬৩। দিপ্ত—পুথির অল্পলিপি।=দৃপ্ত

বীরভাগ—বীরসকল। বহুবচনার্থে 'ভাগ'
প্রয়োগ। যথা কালীদাস—শুনহ পাঞ্চাল আর
যত বীরভাগ। জ্ঞা।

সাজনি—সজ্জা, সাজা।

কাচনি—বন্ধন।

অস্ত্রসার—পুথিতে অস্ত্রসার।

ডম্ফ—খঞ্জনবিশেষ। জ্ঞা।

রবাব—মুসলমানী নাম। ইংরাজী rebeck।
সেতারাদি বাত্বযন্ত্রবিশেষ। পূর্বের নাম ছিল
কুজবীণা। মাইকেল যথা,—নীরব রবাব বীণা
মুরজ মন্দিরা। জ্ঞা। ভ্রমক্রমে রবাব মুদ্রিত
হইয়াছে—পুথিতে ঠিক আছে।

উপাঙ্গ—?

মুহরি—মুহরী—বাত্ববিশেষ। যথা ১৫
ভা,—

মৃদঙ্গ মুহরী শব্দ হ্রস্বভি কাহাল। জ্ঞা।

৬৪। মণ্ডল = গোলাকার।

কবলাস—কবলাসিকা—বীণাযন্ত্রবিশেষ।

কিন্নর—পুথিতে কিন্নার।

ঠান—ঠাম = ভঙ্গী। ১২০ দেখ।

৬৫। পসারিঞা—সং প্রসার ধাতুর
অপভ্রংশ।

মেলি = মিলন।

পল্লীঅঙ্গে ইত্যাদি—যথা কালিদাস—

দদৌ রসাং পঙ্কজরেণুগন্ধি

গজায় গজুযজলং করেণুঃ।

অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং

সম্ভাবয়ামাস রথাজনামা।

কুমার ২।১৭

কবিবল্লভ সুপণ্ডিত ছিলেন—কাব্যাদি
শাস্ত্রেও অধিকার ছিল। তাঁহার দ্বারকাবর্ণনার
ভট্টিকাব্যে প্রথম সর্গে অযোধ্যাবর্ণনের ছাপ
লক্ষিত হয়।

৬৬। সন্তান—স্বর্গবৃক্ষ।

তিত = ভিত। মূত্রাকর-প্রমাদ। সংভিত্তি
হইতে = দিক্।

যুতি—পুথির অমূল্যপি। আধুনিক বানান
—যুঁথি, যুঁথী। কৃষ্ণকীর্তনে পরিষ্কার সং
যুথিকা আছে।

মাতল—বিশেষণ। মত্ত। মাতল ও
মাতাল—দুই শব্দই সং মত্ত হইতে।

ঝঙ্কারে—ঝঙ্কার করে।

৬৭। নিশিদিশি—সং নিশি হইতে নিশি।
দিবস হইতে দিসি—দিশি। দিবারাত্র।
প্রয়োগ যথা জ্ঞানদাস—নিশিদিশি অবিরত
জাগিতে। জ্ঞা।

বেশী—বেশধারী (ধারিণী)।

৬৮। জাবক—আলতা।

নটনক্ষীণ—নৃত্য হেতু ক্ষীণ।

ত্রিবলীবলিত—ত্রিবলীদ্বারা বলিযুক্ত।

কটোর—হি কটোরা, খুর-দেওয়া কাঁসার
বাটিবিশেষ। কুচবর্ণনার কটোর শব্দের
বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—বিজ্ঞাপতি,
কুচজোরা পালাটি বৈঠায়ল কনক কটোরা।
চণ্ডীদাস—সোণার কটোরি কুচযুগগিরি কনক
মন্দির লাগে। কৃষ্ণকীর্তন—বাহুযুগ তোর
কনক মৃণাল কুচ উলট কটোর।

মানযোগে—১ম পুথিতে মনযোগে। যখন
মান হইলে মুখ নীচু করে।

৬৯। অঙ্গুলি দাম—দাম = শুদ্ধ।

বর্ণধাম—ধাম = রশ্মি।

চিহ্নে = চিনে। আধুনিক 'চিনা', 'চেনা'
ধাতু সং চিহ্ন শব্দের অপভ্রংশ।

৭০। সদন—গৃহ।

চান্দ ইত্যাদি—চাঁদ, কি পদ্ম, তাহা বলা যায় না।

কঞ্জ—পদ্ম।

শোঁসরে—এই বানান সর্বত্র = সোসর সংসদৃশ। তুল্য, সমান। যথা চৈ ভা—‘সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর।’ এই শব্দ কবির প্রিয়—বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে ইহার অর্থ ‘নিকটে’। পুনরায় তথা ৬৩২। অত্র সদৃশার্থে যথা শোঁসর গঠন ২০০। কোন কোন স্থানে পুথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই, সে সকল স্থল অব্যবল রাখা হইয়াছে।

৭১। পুতলি—অত্র পোতলি।

৭২। বুধু কী—গুটবস্ত্রের ‘বুট’।

৭৩। শোঁহে = শোঁতে। ব্রজবুলি।

৭৭। অষ্ট—পুথিতে অষ্ট।

৮১। জংসাদিত = আচ্ছাদিত। সং ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই সন্ধি বিচ্ছেদ ভুল। বস্তুতঃ আ + ছাদিত = আচ্ছাদিত। তথা ইংসা = ইচ্ছা ১৩৫। বিংসেদ = বিচ্ছেদ ১০৪। কিন্তু পালি ও প্রাকৃতে ংস = চ্ছ। প্রাকৃত-প্রকাশের সূত্র যথা—শচ-ংস-প্সাং ছঃ। উদাহরণ—বংসঃ = বচ্ছো। মংসঃ = মচ্ছো। বংসরঃ = বচ্ছরো। কুংসা = কুচ্ছা। চিকিংসা = চিকিচ্ছা।

৮৩। স্তদীর্ঘ—পুথিতে স্ত নাই।

৮৫। পাতি—চন্দ্রবিন্দু নাই। ২৭৩ চন্দ্রবিন্দু আছে। সং গুপ্তি, আধুনিক পাতি। ৯৩ দেখ।

৮৬। ঝারা—সং ধারা।

৮৭। সিন্দুর—পুথিতে সেন্দুর। কথা

ভাষায় মিঠাই = মেঠাই। কৃষ্ণ = কিশ = কেটে। তিপান্ন = তেপান্ন ইত্যাদি।

বাকুলি—“হৃপহরিয়া চণ্ডী,” ফুলবিশেষ, লাল রং। ক্রীতধরের তুলনা, যথা ভারতচন্দ্র—পরিধান পীতাম্বর, অধর বাকুলীবর, মুখ-সুধাকরে সুধাহাস। জা।

৮৯। ঝুরি—বিশেষ্য। যাহা ঝুরে বা ঝুলে। যথা. বটবৃক্ষের ঝুরি। অলঙ্কারার্থে পুনশ্চ ১৮৮। ঝুর, ঝুল ক্রিয়ার আদিতে একই অর্থ। ব্রজবুলিতে ঝুর্ ধাতু ক্রন্দন অর্থে, যথা, ঝুরত তুয়া বিহু রাই। গোবিন্দদাস। জা।

শিজিত—পুথিতে সিজিত। ধ্বনিঃ।

৯১। লিল—সম্ভবতঃ এখানকার পাঠ হইবে—নীলগন্ধ মুখ।

৯৪। নপুর—পুথির বানান।

হৃদয় = হৃদয়ে।

৯৬। মকুট—পুথির পাঠ।

১০। বাঞ্জিলে = বাঞ্জিল। কথাভাষায় প্রথম পুরুষে ‘এ’কার।

১০৪। নহিয়ে = নহি। বুঝিয়ে ১১৭।

ধনীকে—সং ধনিক শব্দ = ধনী। তাহার প্রথমার একবচনে—ধনিকে।

১০৫। চরিত—আচরণ।

১০৬। পরিচর্য্য—পুথিতে পরিচর্য্য।

১০৮। রভস—রহস্ত, রসিকতা। রভসে। বেগহর্ষয়োঃ।

১০৯। দে = দেয়।

১১০। ধৈর্য্য—বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

তথা অত্র ১২৭।

১১১। সেহো = সেও।

১১৪। ধনী নে—পুথিতে ধনিনে। নে—

হিন্দী কর্তৃকারকের চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়াছে ?
১০৪ শ্লোকে মুদ্রিত ধনীকে পাঠের পরিবর্তে
১ম পুথিতে ধনিনে আছে।

১১৫। তাজে—পুথিতে তেজে।

১২০। হাসিলা মাধুরী—মধুর ভাবে
হাসিলেন। মাধুরী ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

১২৪। সঞ্চয়—অন্তত্ৰ পুথিতে সঞ্চ।

১২৬। বাহা—পুথিতে বাধা। তথা ১৩১।

১২৮। তভু—পুথির অনুলিপি, চন্দ্র-
বিন্দুহীন। ৩৪৬ দেখ। হি তবহ, আধুনিক
তবু।

ব্যাজ—ছল।

১২৯। ভোগে=ভোগ করে, খায়।

হস্তেহৌ—চন্দ্র-বিন্দু পুথির অনুলিপি। চন্দ্র-
বিন্দু সম্বন্ধে এই প্রকার সর্বস্থানে পুথির
অনুসরণ করা হইয়াছে।

১৩৪। পত্রে=পরে অন্তত্ৰও এই
বানান। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র তাই। সং পরিধান
—পরিধান—পহিরান—পহিরণ—পরণ। হি
পহিরনা। জ্ঞা।

১৩৫। অঞ্জল জল্লায়—জল্লু ধাতু
কথনে। বাহা তাহা বলে।

১৩৯। রসে—পুথিতে বসে।

১৪০। আগুগণ—আগু=আপ্ত। প্রাক-
তের স্ত্র—আনোহপ্পাণো বা। স্বজনগণ।

১৪১। নিরসে—নিরু+অস্ ধাতু ক্ষেপণে।

১৪৪। না মরে কারণ—না মরিবার
কারণ।

সুরীতে=সুন্দররূপে।

দুঃখ—পুথিতে দুঃখ। অন্তত্ৰ দুঃখও
আছে।

১৫২। অকুমারী=কুমারী। ৯ দেখ।

১৫৫। ইংসায়ে=ইচ্ছায়ে। পুথিতে
সর্বত্র এই রূপ। অনেকবার ব্যবহৃত।

১৫৬। নিরীক্ষণ—পুথিতে নিরক্ষণ।
পুনশ্চ তথা ১৮৩। আধুনিক পক্ষে নিরখি,
নিরখিয়া প্রয়োগ তুলনা কর।

১৫৮। নাগরেক=নাগরকে। ক দ্বিতীয়া
বিভক্তির চিহ্ন। এই প্রাচীন বিভক্তি বর্তমান
অসমীয়াতে আছে, যথা, মাধবক কর্তৃ—মাধবকে
কহি।

১৬৪। যুক্তিকালে ইত্যাদি—যথা কালি-
দাসে,—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা
ললিতে কলাবিদৌ। রঘু ৮। ৬৭।

১৬৫। ব্যক্ত—পুথিতে ব্যক্ত।

১৬৯। শিথিল—পুথির অনুলিপি=
শিথিল—শিথিল হইল।

১৭৩। ই=ইহা, হি ইহু।

১৭৪। আসক্তি বিৎসেদ জন—পাঠ কি
'জ্ঞ' হইবে ?

১৭৭। রয়বত=রৈবত, রৈবতক। সর্বত্র
এই বানান।

১৮২। গরুড়াক্ষন—গরুড়াক্ষন হইবে ?

১৮৩। চট্টা—চ দ্রষ্টব্য। হি চট্টনা।
সঘন—কবির প্রিয় ক্রিয়াবিশেষণ। ১৮৬,
১৯৩ দেখ। ঘন ঘন! অন্তত্ৰ উচ্চ রবে।

১৮৭। অপ্সর—পুথিতে অপছর। গুহুক
—কুবেরের অনুচর। রমণগতি—রমণীগতি
হইবে ? অথবা রমণ=কন্দর্প।

১৮৮। বিভজে—ভাগ করিয়া দেয়।
বি+ভজ্ ভাগে।

১৮৯। বলয়া=বলয়। সর্বত্র আকারান্ত।
মুখর—পুথিতে মকুর। শুবক্ষণি—বোধ হয়
সুবক্ষনী হইবে। ৩য় পুথিতে সুবক্ষন আছে।

১২০। বিশ্ব=বিশ্ব, সং বিশ্ব। তেলাকুচা ফল। বিশ্বা, বিশ্বী, বিশ্বিকা ইতি নাম।

১২১। সচকিঞা—সং চক্ ধাতু, ভীত হওয়া, অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপ। আধুনিক বাল্যায় চকিত ও সচকিত প্রয়োগ আছে, কিন্তু চকিয়া দ্রষ্টব্য। কটোর—পুথিতে কঠোর।

১২২। গেড়ুয়া—গেড়ুরা—গোড়ে=স্তবক, গুচ্ছ। যথা চণ্ডীদাসে, “ফুলের গেড়ুরা, লুকিয়া ধরয়ে, সন্মানে দেখায়ে পাশ।” জ্ঞা।

১২৩। লতায়ে=লতাতে।

১২৪। জব্য=যোগ্য। ওয় পুথিতে ও জব্য। “জব্য ভব্যে গুণাশ্রয়ে” ইত্যমরঃ। “ভব্যে শুভে চ সত্যে চ যোগ্যে ভাবিনি চ ত্রিষু” ইতি মেদিনী। দারুকে—কর্তৃকারকে এ।

১২৯। গুনিল=গুনিলাম। তাতে=তাহা হইতে। তে—পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। ৭২৬ দেখ।

২০১। কঠা=কটাহ ?

মুকুতি—পুথির অমূল্যলিপি।

২০৩। বসতি—সং=বাঁস করে। আরও কয়েকবার এই প্রয়োগ আছে।

২০৫। প্রহর—এই অধ্যায়ে প্রহর শব্দ ভূমির দৈর্ঘ্য পরিমাণ বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। স্তরায় প্রহর=যোজন। প্রহর শব্দের এইরূপ ব্যবহার অল্পত্র পাই নাই। একখানা প্রাচীন অসমীয়া ভাষা পাটীগণিতের পুথিতে দণ্ড শব্দও এইরূপ ভূমির দৈর্ঘ্য পরিমাণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সা প ২৮১০ পৃঃ এই পাটীগণিতের বিবরণ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, “এক দণ্ডকালে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে সাধারণতঃ লোকে যে পরিমাণ পথ

চলিতে পারে, সেই পরিমাণ পথের দৈর্ঘ্য বুঝাইতে কি এই ‘দণ্ড’ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে?” প্রহর শব্দও এইরূপ দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক সংজ্ঞা হইতে পারে।

২০৬। বত্রিশ—পুথিতে বত্টিস। প্রাকৃতিক বত্টিস।

২০৭। কুমুদ—পুথিতে কুমদ। পশ্চিমে—পুথিতে পশ্চিমে।

২০৮। কাঁকালি—কাঁকাল—সং কঙ্কাল। কোমর, মধ্যদেশ।

ঠেকনা হইয়া—ঠেস্ দিয়া, স্পর্শ করিয়া সং টিক্ ধাতু গতি অর্থে। জ্ঞা। অথবা সং স্থগ ধাতু সংবরণ অর্থে। কো।

২১৩। নিসদসংখ্যগিরি—পাঠ কি—নিসদসংজ্ঞা গিরি ? বা নিসদ সংখ্যাগিরি ?

২১৯। প্রকৃতি—স্ত্রী। সহে=সঙ্গে।

২২৩। কেনে—লক্ষিত হইবে যে, পুথিতে প্রায়শঃ ‘কেন’ ব্যবহৃত হইতেছে না। কৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র কেছে। যথা, একলৌ বুলসি কেছে। কথাভাষায় শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে বহুল প্রয়োগ।

২২৪। তে কারণে—সেই কারণে। তে=সং তদ্।

২২৬। বিতীয়—পুথিতে ছিত্তয়।

২৩০। সৃষ্ট=সৃষ্টি। সৃষ্ট জীব বা বস্তু।

২৩৩। স্তবিঞা—স্তব করিয়া। নাম-ধাতু প্রয়োগ। ১৬৯ দেখ।

২৩৪। আশ্র—চদেখ।

খন্দক—খানা, গর্ত।

২৩৬। নেবারিঞা—নিবারিয়া। তথা বেহার=বিহার ১৫৯। উপসর্গের ই=এ ব্যাকরণ-সম্মত নহে।

২৪৬। তেহো—তেও=সে। আধুনিক
অসমীয়াতে এই প্রাচীন রূপ চলিতেছে।
তেও=তিনি। যথা, তেওঁর গৈছে—তিনি
যে গিয়াছেন।

২৪৭। চিরংকাল—আধুনিক ব্যবহার
চিরকাল। সং চিরম্ ও চির ছুইই আছে।
পুনশ্চ ৫৬৫ ও অন্তঃ।

বিবর্তিঞা—ভাগ করিয়া। মায়ে বলে বিব-
র্তিয়া খাও পঞ্চ জনে—সঞ্জয় মহা। জ্ঞা।

২৫৮। পরীক্ষা—পুথির বানান=পরিখা।

২৫৯। বাটি দিল—চন্দ্রবিন্দু নাই।
সং বণ্ট ধাতু।

২৭৩। সুভাঁতি—দেখিতে সুন্দর।
সং ভাতি=দীপ্তি। চন্দ্রবিন্দু হিন্দীর অমু-
করণে। ভলি ভাঁতি=ভাল রকম। জ্ঞা।

২৭৫। দীর্ঘগ্রীবে—সং গ্রীবা শব্দ ভাষায়
গ্রীবরূপে ব্যবহৃত। ৪২২ দেখ।

২৭৬। অজ্ঞানুলম্বিত—পুথির পাঠ।
সংস্কৃত প্রয়োগ অজ্ঞানুলম্বিত। পুনশ্চ ভুল
ব্যবহার ৪২৪। ৮০৮।

২৮১। আরামনে—‘এ’ দ্বিতীয়া বিভক্তি।

২৮৪। ঐশাশ্রু—ঐশানী শব্দের কথ্য-
ভাষায় বিপর্যয়। ৩২০ দেখ।

২৮৫। বুলে—গমন বা ভ্রমণ করে।
প্রাদেশিক বাংলায় ব্যবহৃত। কৃষ্ণকীর্তনে
এই ধাতুর বহুল প্রয়োগ। অসমীয়াতে এই
ধাতুর প্রয়োগ আছে। সংস্কৃতে বल् ধাতু=
প্রাণনে।

২৮৬। স্নেহকর শৃঙ্গ মাঝে—পুথিতে
পাঠ—স্নেহকর ত্রিশূল মাঝে।

২৮৯। প্রথম ঘোবনী—বিচিত্র ভূষণী—

এই দুই সমাসান্ত পদ ব্যাকরণ হিসাবে আকা-
রান্ত হওয়া উচিত।

২৯১। পক্ষ=পক্ষী ইতি শব্দরত্নাবলী।
সং এই প্রয়োগ বিরল। ভাষায় প্রয়োগ আছে,
যথা ছড়া—‘রাজার বেটা পক্ষ মায়ে।’ পুনশ্চ
‘নানাজাতি পক্ষ গাছে করে কোলাহল।’ জ্ঞা।

২৯৩। অচিহ্ন=অভেদ।

২৯৪। গায়ন=গান। পরন্তু গায়ন
সাধারণতঃ গায়ক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা
শিবায়নে—‘গায়নে বায়নে মা মাগি এই বর।
অগ্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর।’ জ্ঞা।

ভাল সঞ্চরিত্তি—পুথির অমূল্যপি। সঞ্চরিত্তি
বা সঞ্চারিত ? পড়ে—হি পড়না।

২৯৬। প্রতীত=প্রতিতি।

২৯৯। কিরীট—পুথিতে কিরীট। একো
হি না জানে—কিছুই জানে না। এই
প্রয়োগ বর্তমান অসমীয়াতে আছে, যথা মই
একো নে জানোঁ—আমি কিছুই জানি না।

৩০৬। কাহাক=কাহাকে। ১৫৮ দেখ।

৩১৯। আনন্দ প্যাঞা মতি—মতি=
মনেতে।

৩২০। নৈরাংকার=নিরাংকার শব্দের
কথ্যভাষায় বিপর্যয়। ২৮৪ দেখ। ৬৭০
নিরাংকার আছে।

৩২৬। বসে—বসাতে, চর্কিতে। ২৭৫
দেখ।

৩৩১। জন্মমাত্রে—কর্মকারকে ‘এ’কার।

৩৩৪। সিদ্ধা—‘যোগী’ অর্থে ‘সিদ্ধ’।
আকারান্ত প্রয়োগ লৌকিক। যথা ময়নামতীর
গানে—হাড়িপা সিদ্ধা।

৩৪১। নয়—পুথিতে আছে ‘লয়’—প্রাদে-

শিক উচ্চারণ বিপর্যয়ে ন=ল বহুল প্রয়োগ
দৃষ্ট হয়।

৩৪৪। বাতে=যাচা হইতে। ১৯৯ ও
৭৯৬ দেখ।

৩৪৬। ভরম—ভ্রম। তথা ৬৫২।

৩৫১। ইহ=ইহা। হি ইহ।

৩৫২। নিরস—পুথির বানান=নীরস।

৩৫৬। প্রাণপোণে—পুথির বানান।

অন্তত্ৰও তাই।

৩৫৭। আহার্য—কৃত্রিম। ৫৭৭ অনাহার্য।

৩৫৮। অথেষাতি—পুথিতে অক্ষে-
আতি।

৩৬১। কহিল=কহিলাম।

৩৬৫। অতোত্তে—৩৮৫ দেখ। অন্তত্ৰ
অন্তত্ৰও আছে।

৩৬৯। বহি=বহিরা। পঞ্চরাত্রি পরে।
বুদ্ধ—বুদ্ধি।

উর্ধ্বের—পুথির অমূল্যলিপি। শব্দটি বোধ
হয়—উর্ধ্ব=গর্ভবেষ্টন-চন্দ্র।

৩৭৭। বিবর্জিয়া—ভাগ করিয়া।

৩৮০। পাশে—জালে।

৩৮১। বসতি—সং বাস করে।

তরঙ্গে—‘এ’কার দ্বিতীয়া বিভক্তি।

৩৮৫। কাকো=কাহাকেও। কৃষ্ণ কীৰ্ত্তনে
কাথো। গণে—অমুচরিত্য।

৩৮৯। আপ্ত=আত্ম। অতিরেক—
আধিক্য। যথা কালীদাস—আজিকার ভিক্ষা
মাতা অতিরেক নহে। জা।

৩৯৪। সঞ্চ—পুথির পাঠ। তথা ৩৯৭
ইত্যাদি।

৩৯৬। অজল্প—অবক্তব্য যথা বাক্য।
নির্বন্ধের কাম—নির্বন্ধির কাজ।

৩৯৮। ইছায়ে—কু কী ইছাএ আছে।
পৌরষ—পৌরুষ। কথ্যভাষার উচ্চারণ।

৪০৪। আলগ—হি অলগ্, সং অলগ্।
পৃথক্। লীলায়ে=লীলায়, সহজে।

৪০৮। নিঃসার—নির্গমন।

৪০৯। বুদ্ধিমন্ত=বুদ্ধিমান্। পালিতে,
প্রাকৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় এই প্রকার মতুপ
প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রচলিত। অসমীয়াতেও
যথা, কথাভাগবতে—দোভাগ রাতি অন্ধকার
সময়ত ভগবন্ত আবির্ভাব হৈলা। ভাগ্যমন্ত
২৮৬। মূর্ত্তিমন্ত ৮০৯ দেখ।

৪১৪। চাহো=চাহি। উক্তমপুৰুষে
‘ও’ বিভক্তি কু কীৰ্ত্তনে বহুল ব্যবহার।
অসমীয়াতে এই বিভক্তি বিকরে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত
হইয়া প্রচলিত, যথা শঙ্কর—নিশ্চয় কহিলো
অন্ধকার করি আমি। আধুনিক অসমীয়া
যথা—ছোটক ধরাশায়ী করিণো। ছিড়—চন্দ্র-
বিন্দুহীন। অবশ—পুথিতে অবেশ।

৪১৫। সৌরণ=স্বরণ। স্বরণ ৬০৪ ও
৬০৫।

৪১৭। আগমা=অগমা। ৮ দেখ।

৪১৯। ফেণার্দ্ধি=ফণার্দ্ধি। পুথির পাঠ।
৭৮০ ক্ষেত্রিয়, ৯২৭ ক্ষেমাইল। বাঙ্গালায় ক্ষ
উচ্চারণে=খ্য (থিয়)। যক্ষাস্ত বর্ণের এ-
কারত্ব প্রাপ্তির উদাহরণ যথেষ্ট আছে, যথা—
বাখা=বেখা ৯২৩।

৪২২। মালে—মালা=মাল ৪৩০।
প্রথমা বিভক্তি ‘এ’। ২৭৫ দেখ। থোপা—
গুচ্ছের অমুকরণে হুত্ৰগুচ্ছ। সং স্তূপ
বা স্তবক। কো।

৪২৪। রশনা—চন্দ্রহার। ধটি—সং ধটা।
ধড়া, কটিবসন, কোপীন।

৪২৫। রাতুল—সং রক্তালু, তাহা হইতে
রাতালু—রাতুল। লাল। জা।

৪২৮। টালনি—হেলিয়া পড়া। “চুড়ার
টালনি বামে”। জ্ঞানদাস। শিখণ্ডসাজনি—
ময়ূরপুচ্ছের সাজনি। গুলাল—হিন্দী শব্দ।
১। বাবুই তুলসী। ২। আবীর বা ফাগ।
লালতী—মুদ্রাকরপ্রমাদ = মালতী।

৪২৯। বলিত—বলিযুক্ত।

৪৩০। লবাকুর—লব = ১। কণা, ২।
পুষ্পরেণু। জা। অথবা লিপিকার-উচ্চারণ-
বিপর্যয়ে ন = ল। ৩৪১ দেখ।

৪৩১। জাদ—ফিতা। সুরঙ্গ পাটের
জাদে বিচিত্র কবরী বাক্কে। কবিকঙ্কণ। কো।
মুখর—পুথিতে মকুর।

৪৩৩। বুয়ে—অশ্রুবর্ষণ করে। এই
বাক্সালা ধাতু কি সং ক্র ধাতু হইতে নিষ্পন্ন?

৪৩৪। কিঙ্কর—পুষ্পরেণু।

৪৩৯। আর্পিতা = অর্পিতা। ৯ দেখ।

৪৪০। নোতুন = নূতন। পুথির অতুলিপি

৪৪৫। বয়েসী—পুথির অতুলিপি।

৪৫১। সঞ্চার—সঞ্চরণ, প্রবেশ।

৪৫৭। চন্দ্রজ—চন্দ্রনির্মিত বাস্তব।

৪৫৮। কৃষ্ণের বিলসে অঙ্গ = কৃষ্ণের অঙ্গ
বিলসে। বিলসে = বিলাস করে। ১৩ দেখ।

৪৬১। বৃদ্ধ = বার্দ্ধক্য।

৪৬৬। সোপানে—প্রথমা বিভক্তির ‘এ’।

৪৬৭। কৈরব—কুমুদ। ইন্দীবর—
ইন্দীবর—নীলপদ্ম।

৪৭২। অষ্টদশ—পুথিতে আ নাই।
তথা ৪৮৩।

৪৭৩। সেবায় = সেবয়ে। মুদ্রাকর-
প্রমাদ।

৪৭৭। বৎসক সুরতি—বাহুর ও সুরতি
ধেহু। যুতে যুতে—জোড়ায় জোড়ায়।

৪৮৫। তবে = তারপর।

৪৮৭। পরিজাত—পারিজাত। মুদ্রাকর-
প্রমাদ। পণপতি—গণপতি। মুদ্রাকরপ্রমাদ।

৪৯৫। দৈবত = দৈশিত্ব? অষ্টসিদ্ধির নাম
যথা, অগিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকামাং মহিমা
তথা। দৈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসান্ধিতা ॥

লঘিমা—পুথিতে লংঘিমা।

৪৯৯। নীত শে—বোধ হর পাঠ এইরূপ
—নিত্য সে।

৫০৩। সদ্গুণ = সগুণ। লৌকিক
প্রয়োগ। পুন ৬৬৫। ব্যাকরণ হিসাবে
সদ্গুণ ও সগুণ একার্থবাক্য।

৫১১। কথো = কত। পুনশ্চ ৬১৬। ক
কী সর্বত্র। প্রাচীন বাক্সালায় সর্বত্র।

৫১৭। কাতো—কাহাতেও।

৫২৮। প্রতীত—প্রতীতি।

৫২৯। পায়ণ্ড—অবৈষ্ণব। এই অর্থে
বৈষ্ণব সাহিত্যে বহুল প্রয়োগ আছে।

৫৩১। প্রেমা—সং প্রেমন্ শব্দের
প্রথমা। ৫৯১ প্রেমাসখী। পুরল = পুরিল।
ব্রজবুলি। লেহা—প্রেম। সং মেহ—সিনেহ
—নেহ—লেহ—লেহা।

৫৩৬। সহজে = সহজে। মুদ্রাকর-
প্রমাদ।

৫৩৮। প্রীত—বিশেষ্য। পুনঃ ৬১২।
বুলে—ভ্রমণ করে। সং বুল ধাতু সঞ্চরণে।
জা।

৫৪০। নরিল—পুথির পাঠ = নারিল।

‘না পারা’—সংক্ষেপে ‘নারা’ ধাতুতে পরিণত ।
 অসমীয়াতে ‘নোরারা’ ধাতু । কথ্য অসমীয়াতে
 ‘নরিল’ প্রয়োগ হয় । ভোলে—ভুলে, মোহে ।

৫৫০ । অস্থি—পুথিতে অস্তি ।

৫৫৩ । অমুভায়—অমুভব করে ।

৫৫৪ । নিবৃত্ত—৫৪৩ নিবর্ত্ত ।

৫৫৬ । সম্মত—পুথিতে সম্মত ।

৫৭২ । বৃদ্ধ করে = বৃদ্ধি করে ।

৫৯০ । হইলে—অন্তত্র ‘হৈলে’ ।

৫৯১ । প্রেমাসখী—বাকরণ হিসাবে
 প্রেমাসখী হওয়া উচিত ।

৫৯৩ । নিরীক্ষণ—পুথিতে নিরক্ষণ ।

৫৯৫ । সুবিলাস = সুখদায়ক বস্তু ।

৬১০ । রসায়ন = রস সকল ।

৬১৪ । দৃষ্টি—পুথিতে দৃষ্টি ।

৬৪৮ । ছন্ন = আচ্ছন্ন ।

৬৫৬ । নন্দিনী—পুথিতে নন্দনি ।

করজোড়—পুথিতে ষোড় ।

৬৬০ । তাত—২য় পুথি তাতে = তাহাতে,
 ৮ দেখ ।

৬৬৮ । করিব = করিবে ।

৬৭৪ । তেই—পুথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই ।

চৈ চ, বিভাপতি প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালায়
 সর্বদা চন্দ্রবিন্দুযুক্ত । আধুনিক বাঙ্গালায় =
 তাই ।

৬৭৫ । হৈল নানা বংশে—কর্তৃকারকে
 ‘এ’কার ।

৬৮৬ । দস্তাতা—পুথিতে দস্তত । বদ্ধ
 = বদ্ধ ।

৬৯৩ । বচনস্থ—পুথিতে বচনস্ত
 মুখস্থ, কণ্ঠস্থ তুলনায় ।

৬৯৫ । তিরস্বরে = তিরস্কার করে ।

তিরস্ক ধাতু সমাপিকা ক্রিয়াক্রমে দ্বন্দ্ব ।

৬৯৬ । একেশ্বর—একাকী । কথ্য

ভাষায় এই প্রয়োগ আছে । আপায় = অপায়
 —অনিষ্ট । ৮ দেখ । বটেক = এক বট, এক
 কড়ি, অন্নমাত্র ।

৬৯৮ । কোথাতে—পুথিতে কথাত্তে ।

৭০০ । ভক্ষচিহ্ন—ভক্ষ্যের প্রতি চিত্ত
 দিয়া ।

৭০৩ । গঢ়িবারে—সং গঠন, হি গঢ়না ।

৭০৭ । নেবারিতে = নিবারিতে । ২৩৬

দেখ । শ্রান্তবস্ত্র—শুদ্ধ রূপ = শ্রমবস্ত্র । ৪০২

দেখ । বাঞ্ছা—পুথিতে বাঞ্চা ।

৭০৯ । বেভার—ব্যবহার শব্দের অপ-
 ভ্রংশ ।

৭১২ । বিলসে—ভোগ করে । জানিব =
 জানিবে । তথা অন্তত্র কয়েকবার ।

৭২১ । শৌসরে—নিকটে ।

৭২২ । কথায় = কথাত্তে ।

৭২৩ । মাৎসর্য্য = পুথিতে মাৎসর্য্য ।

৭২৪ । অমুভায়—অমুভব করে ।

৭২৬ । অনাস্থা—পুথিতে অনাস্তা ।

৭২৮ । কনিষ্ঠ—পুথিতে কনেষ্ট । তথা
 ৭৪৮ ।

৭২৯ । অভবা—অভদ্র ।

৭৩৩ । বিকলস—বিকল । অন্তত্র এই
 রূপ দেখি নাই ।

৭৩৫ । অনাস্তিক = নাস্তিক । ৯ দেখ ।
 পুনশ্চ ৭৪৫ ।

৭৪৪ । নিঃসরে—পুথিতে নিস্বরে ।

৭৪৫ । একান্তিক = ঐকান্তিক । একান্ত
 + ইক ।

৭৪৮। স্ফট = স্ফটি।

৭৪৯। বেদেত কৈল মতি—বেদে ত =
কর্তৃকারক।

৭৫০। স্ফট—পুথিতে স্ফতি। তথা
অন্ত্র ষ্ট = স্ত।

৭৫১। দেখিল গুনিল বিনে কে জানে
সকল—এই পদ-রচনা-পদ্ধতি প্রণিধানযোগ্য।

৭৬০। সংহিতা—পুথিতে সঙ্গিতা।
তথা অন্যত্র। আবাস্তর = অবাস্তর।

৭৭১। টুটে—সংক্রট্‌ ধাতু। হি তোড়না।

৭৭৫। সোয়াগ—পুথিতে শোআগ।
সং সোভাগ্য—সোহাগ—থ ব থ ধ ভাং হঃ।
প্রাকৃতপ্রকাশ। গ্রাম্য উচ্চারণে হকারের
মুহুৎ সোয়াগ। অসমীয়াতে সোয়াগই
ব্যবহৃত।

৭৭৬। পতিরূপ গুণবেশ রাখে চিত্ত-
মাঝে। পুথির পাঠ যথা—পতিরূপ গুণ রাখে
বেস চিত্তমাঝে।

৭৭৯। বিলসেন—সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়ার
এই রূপ এই গ্রন্থে দুর্লভ। ৯১২ কহেন।

৭৮০। ক্ষত্রিয়—পুথিতে ক্ষেত্রিয়। তথা
৮৩২।

৭৮২। বোদ্ধ = বুদ্ধ।

৭৮৮। ইহ = ইহা।

৭৮৯। শোঁসরে—নিকটে।

৭৯১। অতিশয়—আতি নহে। ইহা
দ্রষ্টব্য।

৭৯৬। অসুরতে অধিক পাষণ্ড—
অসুরতে = অসুর হইতে। স্তুরাং পাঠ কি
হইবে?—অসুরেত বা অসুরত। এই ত

পঞ্চমী বিভক্তি = হইতে। অসমীয়াতে ত সপ্তমী
ছাড়া অস্ত্র বিভক্তিরূপেও প্রযুক্ত হয়—এমী
যথা (১) মাধবত পরে রাজা নিচিস্তয় আন।
শঙ্কর (২) পিতৃত মাতৃত করি তোমাতে সে
লুলি। ঐ। ২য় যথা—লাজে পিতৃ মাতৃত নো
বোলে মুখ ফুরি। শঙ্কর। কিন্তু এই গ্রন্থেই
আছে—পারিজাত পুষ্পতরু তোমাতে চাহিল
৯৩৮। এখানে ‘তে’ পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন।
কথ্য ভাষায় পূর্ববঙ্গে এখনও তে বা থে
পঞ্চম্যর্থ ব্যবহৃত হয়—যথা, ঘরতে (বা ঘরখে)
চাউল দে। পশ্চিমবঙ্গের থেকে = থে = তে
এইরূপ কি? আসুরী আমরী—২য় পুথিতে
অসুরী অমরী।

৭৯৭। নিকপটে—পুথিতে নিকপটে।

৮০০। ভীত = ভীতি।

৮০১। দম্য—পুথিতে দস্ত। বিকর্ণে—
অসং কর্ণে।

৮০৬। স্তবিল—স্তব করিল। স্তবিঞা
২৩৩ দেখ। কারণ্য জল—কারণবারি, স্ফটিক
হেতুভূত বারি। পাথালিল—সং প্রকাল ধাতু।
মেলি—সং মিলি ধাতু।

৮০৯। কচ্ছপী—পুথিতে কচ্ছবি।

ভালসঞ্চ রাগ যত—সঞ্চ?

৮১১। মিষ্টান্ন—পুথিতে এই বানানটা
ঠিক আছে। অন্ত্র প্রায়ই পুথিতে ষ্ট স্থানে
স্ত আছে। ঘোড়—পুথির বানান।

৮১৩। আন—সং অন্ত্র।

৮১৪। নিদানে—শেষে। যোজিহ—
পুথিতে যোজিহ।

৮১৮। উপকার—পুথিতে উপগার।

৮২২। বিস্তরে—বিস্তার করে।

বিস্তৃ খাতু। বাজালায় সমাপিকা ক্রিয়ারূপে
ব্যবহার চল্লিত্ত।

৮২৩। নিশাভক্ষ—বাদক দ্রবা ভক্ষণ।

আরবী—নশা। পূর্ববঙ্গে—নিশা। সাধারণতঃ
—নেশা।

৮২৫। উপায়—রোজগার।

৮২৬। শাস্তি চিত্ত—শান্তচিত্ত।

৮২৮। ছন্ন—আচ্ছন্ন, অভিভূত।

৮২৯। গুরুজননা—পুথিতে আছে
গুরুজননা।

৮৩০। বহি=বই। ভিন্ন। ভিণ কি
দিবোর এ বাট বহী। কু কী।

৮৩৬। চেটা করে—পুথিতে জেটা।
'চেটা' অর্থ ছট্‌ফট্‌ করা, যথা রামায়ণে—
"সর্পবৎ চেটেতে বীরো মম শোকমুদীররন"।
লঙ্কা। ১০২।৩।

৮৩৭। সান্তরায়—সাঁতার দেওয়ার।

৮৩৯। পোক—পোকা। সং পুত্রিকা—
পুত্রিকা—পুইকা—পোকা। কো। পোক
প্রাদেশিক উচ্চারণ, যথা পূর্ববঙ্গে। আকৃতে
= আকৃতিতে।

৮৪০। গুত্রক—পুথিতে গুথক।

৮৪৩। আখি—চন্দ্রবিন্দু নাই। সং—
অক্ষি। কু কীর্তনও তাই। হি আঁখ।

৮৪৪। ক্রোধচয়—ক্রোধসমূহ।

৮৪৫। হইঞা—অন্ত্র হঞা।

৮৪৭। দ্রোণি—কলস। ডোলা। ধুমকুণ্ড
—পুথিতে ধুমকুণ্ড। তথা ৮৫২।

৮৪৭। নিদান—ক্রিয়া বিং। সমুলে।
অমেধ্য—পুথিতে অমেধ।

৮৪৯। বিন্দক—বিন্দ (=বিন্দু)+এক।

৮৫২। টাজে—সং তুঙ্গ হইতে টাজ খাতু।
কো।

৮৫৩। অত্রবাক্যে—পুথিতে অত্রবাক্যে।

৮৫৪। তামার—পুথিতে তাষার।

৮৫৬। স্মরণে—পুথিতে স্মরণে।

৮৬১। গিঞাছিল = গিরাছিলাম।

৮৬৪। কল্পিণী প্রেমা—প্রেমা এখানে
বিশেষণ = প্রেমিকা, প্রেমময়ী। তথা ৯৬৫।
সোভাগিনী—ব্যাকরণ হিসাবে সূভাগিনী ও
সোভাগিনী দুই পদই শুদ্ধ। পুনশ্চ ৯০২।

২৯৯ সূভাগিনী প্রয়োগ আছে।

৮৬৬। বৈবর্ণ = বিবর্ণ। নৈরাকার
তুলনীয়।

৮৬৯। বোলয়—পুথিতে এই স্থলে বানান
—শোলয়। অন্ত্র প্রারই য।

৮৭১। মধুহারী—মোমাছি। রীত—
আচরণ। আরতি—আসক্তি। অত্র রূপ—আর্তি।
কপট পীরিতি আরতি বাচায়া—চণ্ডীদাস।

৮৭২। ঝুরে—কাঁদে। ৮৯ দেখ।

৮৮০। ব্যাণা—পুথিতে ব্যোণা। অন্ত্র
বেথা।

৮০৪। পোরষ—পুথির বানান। গোর-
বার্থে। আপনা নিন্দিয়া তার বাড়াল
পোর্কষ...ঘনরাম। জা।

৮৮৩। সৃষ্টেত = সৃষ্টিতে।

৮৮৭। পছিলে—সর্বত্র এই বানান।
১৩৪ দেখ।

৮৮৭। দিলাঙ—এই গ্রন্থে আধুনিক
আম্ ব্যবহার নাই। উত্তমপুর্বে দিলাঙ
অথবা দিল—এই দুই রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮৯৪। প্রত্যাজে = প্রত্যজে। ঢরকি ॥

ঢলকি—ঢল বা ঢল্ ধাতু—হি ঢল্‌না। শিখিল হওয়া।

৮৯৫। পাসরিল—ভুলিল। সং অপম্ব ধাতুর অপভ্রংশ। অবশ—পুথিতে অবেস।

৮৯৯। হতাশ—সং হতাশ বা হতোহস্মি হইতে।

৯০০। পরকার = প্রকার। অতিশয়—পুথিতে তাই। আতি নহে।

৯০১। কুৎসিং—পুথিতে কুশ্চিত।

৯০৪। হতাশ = হতাশন।

৯০৫। ব্রিদ্ধ—পুথিতে বৃদ্ধ।

৯০৭। সখিমেল—সখীগণমধ্যে। মেল

বা মেলা সং মিল্ ধাতু, হি মিলনা, একত্র হওয়া, যুক্ত হওয়া।

৯১০। কিছুই না ভায়—কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। সং ভাধাতু দীপ্তার্থে।

৯১১। সব সখী—কর্মকারক।

৯১৪। হইঞা—অন্তত্র হঞা।

৯১৮। প্রাকৃত চরিত্র—সামান্য লোকের চরিত্র।

৯২১। চরিত্র—বৃত্তান্ত।

৯২৩। নেবারিল—নি + বারি ধাতু।

সুতরাং নে ভুল। পুনশ্চ ৯২৯। কিন্তু লেখিল ৯৮০ শুদ্ধ। সং লিখ্ ধাতুর রূপ লিখতি ও লেখতি উভয়ই হয়। তথা মেলিতে ৯২৪ সং মিল্ ধাতু। বেখা = বাখা। পুথির অমূল্যপি। য-ফলা = এ। ৪১৯ দেখ। উদাহরণ যথা—ত্যাগ = তেয়াগ। ত্যজিল = তোজল। ব্যাপারী = বেপারী। হি খ্যাল = খেয়াল। হি প্যার = পেয়ার।

৯২৫। নেহালে—নেহারে—সং নিভল্

ধাতু। সং নিভালন (দর্শন)—নিহালন—নিহালা—নেহালা—নেহার। হি নেহারনা, নেহালনা, তথা হের্ ধাতুনিম্পন্ন। কিন্তু হেল্ ধাতুর প্রয়োগ নাই। জা। গুজরাতিতে নেহাল ব্যবহৃত হয়।

৯২৬। নিদান ভাব—আসন্ন মৃত্যু। যথা চণ্ডীদাসে—বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই পরাণে বাঁচে না বাঁচে। নিদান দেখিয়া আসিহু হেথায় কহিহু তোহারি কাছে। জা। শাস্ত্রিল—শাস্ত করিল। নামধাতু প্রয়োগ।

৯২৭। ক্ষেমাইল—পুথিব পাঠ। ক্ষমা করাইল।

৯২৯। এই শ্লোক ৬ পঙ্ক্তিতে।

৯৩২। গণনহে—অমুচর সঙ্গে।

৯৩৭। রূপিতে—পুথির বানান। সং রূহ ধাতু লিজন্ত করিলে যোপি ধাতু নিম্পন্ন হয়। সুতরাং রোপিতে শুদ্ধ রূপ।

৯৪৩। প্রসঙ্গ—প্র + সন্জ + ভাবে অল। আরম্ভ। জন—সাধারণ ব্যক্তি।

৯৪৬। আছুক—সং অন্ত্ প্রা আছুৎ। জা। দঢ়াইল—দঢ় করিল। সং দঢ় হইতে বাঙ্গালায় দঢ়।

৯৪৭। কোপিল—সং কুপ্ ধাতু। সুতরাং শুদ্ধ রূপ—কুপিল। কুপ্ + যঞ = কোপ। ১৮ ভোগিতে দেখ।

৯৪৯। হাকারিলা—সং হকার হইতে হাঁকার ধাতু। যথা কবিকঙ্কণে—“দান হাঁকারিয়া যত আনিল ছাগল”। জা।

৯৫০। তুরিতে—সং তুরিতের উচ্চারণ-ভেদ।

৯৫৯। হাতে—অন্তত্র পুথিতে হাথে। সং হস্ত—প্রাকৃতে হথ, সুতরাং ‘হাথে’ সমীচীন

৯৬৯। ক্রীড়—পুথিতে ক্রীতঃ পড়া যায়
পাঠ কি, ক্রীড়নাথ হইবে? সং ক্রীড়=ক্রীড়া
৯৭২। মহাস্ত—মহস্ত—মোহস্ত=কৃষ্ণভক্ত।
৯৮০। পরিণাম কালে—মৃত্যুকালে।
৯৮১। অচিহ্ন—বাহাকে চেনা যায় না।

৯৮২। মাতৃজ্ঞার—মাতার উপপত্তি।
৯৮৩। বিচারণা=বিচার। বিভজিল—
ভাগ করিয়া দিল।
৯৮৮। বদ্ধতা=বদ্ধতা।
৯৯১। সুভান—সু উত্তম ভান ভাতি
যার অর্থাৎ সুন্দর। ভান=সং ভাধাতু দীপ্যার্থ।

রসকদম্বের শব্দসূচী

দ্রঃ—অঙ্কগুলি শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছে

অকুমারী	১৫২
অথৈয়াতি	৩৫৮
অগোর	৫৭
অচিহ্ন	২৯২, ২৮১
অচৈতন্ত	১৯
অজ্ঞভব	৪১৫
অজল্ল	১৩৫, ৩৯৬
অতিরেক	৩৯৩
অধৈর্য=অধীর	১৬৫, ১৬৮, ৩৫৮, ৭১৭
অনাস্তিক=নাস্তিক	৭৩৫, ৭৪৫
অনাহার্য	৫৭৭
অনুপাম	১৮
অনুবন্দী	৬৫০
অনুভায়	৫৫৩, ৭২৪
অন্তব্য	৭২৯

অষ্টদশ	৪৭২, ৪৮৩
অস্তি প্রাপ্তি	৩৪
অসাহসে	৯
আকুতে	৮৩৯
আগম্য	৪১৭
আগণিত	৭৬৭
আছুক	২৪৬
আংসাদন	৫৭১
আংসাদিঞা	১২১, ৭০১
আংসাদিত	৮১
আতি—সর্বত্র।	
আনল	৮
আপ্ত	১৪০
আপার	৬৬৬
আবাস্তর	৭৬০

আমাতা	৪২	কাভো	৫১৭
অগ্নি	২৩৪, ৩৭৭	কারণ্য	৮০৬
আরতি	৮৭১	কিঙ্কর	৪৩৪
আর্তি	১৬৯, ৫৭১	কুশস্থলী	৫৬
আর্পিতা	৪৩৯	কেনে—১১৩ ও সর্বত্র ।	
আলগ	৫৫২, ৬৭৫, ৭০৮	কৈরব	৪৬৭
আলিঙ্গ	১৯	কৈলু	৩৫৬
আহার্য	৩৫৭, ৫৩৬, ৬৮৬, ৮০১	কোপিল	৯৪৭, ৯৫৮
ই	১৭৩, ৩১৬	খন্দক	২৩৪
ইংসা	৩২৩, ৩২৬, ৩৫৭, ৪০৮, ৭৬৬, ৯৬৮	গণ	৩৮৫
ইন্দীবর	৪৬৭	গদ	৩৯
ইহ	৭৮৮	গায়ন	২৯৪
উপাঙ্গ	৬৩	গুলাল	৪২৮
একান্তিক	৭৪৫	গৃহক	১৮৭, ৯৫০
একেশ্বর	৬৯৬	গৃহক	৮৪০
একো	৪৭৬	গেগুয়া	১৯২
এখা	৮২০, ৮৭০, ৮৮০, ৯১৯, ৯৪১, ৯৫৪	গোপ্ত	৪১, ১৪০, ৩৪৪, ৭১৯
এহি	৫২৭ ও অন্তর্ভুক্ত ।	চতুর্থক	৮৫২
ঐশাণ্ড	৪৩৬	চর্মজ	৪৫৭
কচ্ছপী	৮০৯	চাহে।	৪১৪
কঞ্জ	৭০, ৪২৯	চিরংকাল	২৪৯, ৫৬৫, ৭২০, ৭৫৮, ৮১৭, ৮৪৮
কটোর	৬৮	চিহ্নে	৬৯
কঠা	২০১	ছন্ন	৬৪৮, ৮২৮
কথায়	৭২২	ছাগুনি	৫৯
কথো	৫১১, ৬১৬	জন	৯৪৩
কন্দল	৫১, ১২৫, ৮৮১	জরাসিদ্ধ	৩৫
কবিলাস	৬৪	জাদ থোপা	৪৬১
কাঁকালি	২০৮	জাবক	৬৮
কাচনি	৬৩	জীয়ে	১৪৩
		ঝারা	৮৬

ঝুরি	৮২, ৪২১
টাজে	৮৫২
টালনি	৪২৮
ঠান	৬৪, ১২০
ডম্ফ	৬৩
ঢর ঢর	১৮৩
ঢরকি	৮২৪
তদাধিক	৬০৮
তিরস্বরে	৬২৫
তুরিতে	২৫০, ২৫২
তেহো	২৪৬, ৩২৪
ত্রিবলী	৬৮
থোপা	৪২৩
দঢ়	৭৮৫
দঢ়াইল	২৪৬
দঢ়াঞা	৭৬১, ৭৭৭
দাম	৬২
দিপ্ত = দৃপ্ত (?)	৬৩
দিলাঙ্	৮৮৭
দে	১০২
দ্রব্য	১২৪
দ্রোণি	৮৪৭
ধটি	৪২৪
ধব	৬১
ধিয়ায়	৩৫৫
ধৈর্য = ধীর	১১০, ১২৭, ৪৩২, ৬৪০, ৭১৭, ৭৩২
নপুর	২৪
নয়াজ	৪৭২
নরিল	৫৪০
নিদান	৮১২, ৮৪৭, ৯২৬, ৯৭৬

নিরস	৩৫২
নিরাকার	৬৭০
নির্বুদ্ধ	৩২৬
নিশাভক্ষ	৮২৩
নিশিদিশি	৬৭
নিসোর	৪০৮
নেবারিল	৯২৩, ৯২৭, ৯২৯
নেহালে	৬০, ৯২৫
নৈরাকার	৩২০, ৩৫১, ৬৫৭
নৌতুন	৪৪০
পক্ষ	২২১, ৪০৯
পণ	১৭
পরকার	৮৯২
পসার	১৫
পসারিঞা	৬৫
পত্রে	১৩৪, ৫১৬, ৬৩১, ৬৩৭
পাখালিল	৮০৬
পাতি	৮৫, ৯৩, ১৮৮, ২৭৩
পাষণ্ড	৫২৯, ৭৯৬, ৯২৩
পাসরিল	৩৫২, ৮৯৫
পুতলি	৭১, ৮০
পেলিতে	৬০ ও অন্তর্ভুক্ত।
পেলে	৮৪৫, ৯৫৮
পোক	৮৩২
পোতলি	৩, ৮১৪
পোরষ	৩৯৯, ৮৪৪
প্রতিবিম্ব	৫৮, ৬৩৭
প্রত্যাদে	৮৯৪
প্রবোধি	৫৯১
প্রহর	২০৫
প্রাকৃত	৯১৮, ৯২২, ৯২৪

প্রাকৃতি	৭১১
প্রাণপোণে	৫৫৭, ৫৫৯, ৫৬৫, ৫৭৭
প্রীত	৫৩৮, ৬১২
প্রোমা	৫৩১, ৫৯১, ৮৬৪, ৯৬৪, ৯৬৫
ফটিক	৫৮
বচনস্থ	৬৯৩
বটেক	৬৯৬
বৎস	২৮
বৎসক	৪৭৭
বন্ধ	৬৮৬, ৬৯৯, ৭০২
বন্ধতা	৯৮৮
বর	৫৭
বরাঙ্গনা	৩৮
বর্ণধাম	৬৯
বলয়া	১৮৯, ২৩৯
বসতি	৪৩, ২০৩
বহি = বই	৮৩২
বয়েসী	৪৪৫
বাটি	২৫৯
বান্ধুলি	৮৭, ৯২
বাসি	৩৫৯, ৩৬০
বাহে = বাহুতে	৮১০, ৯১৫
বাহে	৪৪১ ও অগ্রজ ।
বিকন্দ	৪০৩, ৮০১
বিকলস	৭৩২
বিক্রিয়া	৮২৫
বিচারণা	৪৬, ৯৮৩
বিৎসেদ	১৭৪, ৫২১, ৭৩৩, ৭৬৮, ৮০৯, ৮৭০, ৮৭৪, ৮৮৯, ৮৯২, ৯০২, ৯৬৫
বিনি	১৭
বিন্দেক	৮৪৯
বিবর্তিঞা	২৪৯
বিভজে	১৮৮, ২৯৯
বিষু	৮৪, ১৯০
বিগসে	১৩ ও অগ্রজ ।

বিলিসিঞা	৯০
বিস্তরে	৮২২
বিহার	২৮৭, ৭১১
বীরভাগ	৬৩
বুঘুকী	৭২
বুলে	২৮৫
বুদ্ধ = বুদ্ধি	৩৬৯, ৪৪৮
বুদ্ধত্ব	৪৬১
বেভার	৭০৮, ৮৩৩
বেশী	৬৭
বেহার	১৫৯, ৩৫৩, ৪৪৮, ৫০৭, ৫৬৮, ৭২০, ৭৮০, ৯৭১
বৈবর্ণ	৮৬৬
বোধনি	৪৫২
বোলে	১৪১
বোজ = বুদ্ধ	৭৮২
ব্যাজ	১২৮
ভরম	৩৪৬, ৬৫২
ভক্ষ	৭০০, ৭১১, ৭৩৩, ৮০০
ভাবক	৫৫, ৬৫১
ভাবন	২৮৭
ভায়	৯১০
ভিত	৬৬
ভোগিতে	১৮
ভোল	৫৪০
মকুট	৯৬
মণ্ডল	৬৪
মণ্ডলী	৪৫২
মনেহ	১৬২
মনেহো	৫৪৮, ৬৫১
মহাস্ত	৯৭২
মহাশয়	১
মাতল	৬৬, ৪৬৮
মাতুলার	৯৮২
মাধুরী	১২০
মুহরি	৬৩
মেল	৯০৭

মেলি	৬৫
মোননে	৬
যুতি	৬৬
যুতে যুতে	৪৭৭
রবাব	৬৩
রভস	১০৮, ১২১
রয়বত	১৭৬
রসায়ন	৬১০
রাতুল	৪২৫
রীত	৫৩, ৬০, ৮৭১, ৯৪৪, ৯৪৭
রুপিলা	৯৬৪
রুপিতে	৯৩৭
লখিঞা	৯৮
লখিতে	৫১
লবাকুর	৪৩০
লয় = নয়	২৪৫
লীলায়ে	৪০৪
লেয়	১৫, ৮৩৭
লেখা	৫৩১, ৮৬৬, ৮৭১
শান্তিচিহ্ন	৮২৬
শামু	৩৯
শিখণ্ডসাজনি	৪২৮
স্ততলি	৩
শৌসর	৭০, ৭৮, ২০০, ২৪৪, ২৫৫, ৪৩৩, ৬৩২, ৭২১
শোহে	৭৩
শ্রান্তবস্ত	৭০৭
বোলয়	৩৯ ও অন্ত্র।
সঘন	১৮৩, ১৮৬, ১৯৩, ৩৫৫, ৩৬৩, ৩৮৬, ৪৭৪, ৫২৬, ৭২৯, ৭৭৫
সঙ্কেতি	৬৩১
সঙ্গতি	৮০১
সঙ্গে	৮০৫, ৮১১
সচকিঞা	১৯১
সঞ্চ	৩৯৪, ৩৯৭, ৫১৮, ৫৬৯, ৭০৪, ৮০২
সঞ্চয়	১২৪, ৭০৮, ৮০২

সঞ্চায়	৪৫১
সদৃশ	৫০৩
সন্তান	৬৬
সন্তাতে	২০
সমুখে	৯৭, ১৫৪ ও অন্ত্র।
সরণ	৪০
সহে = সঙ্গে	২১৯, ৩৫৮, ৫২১, ৬২৮, ৯৩২, ৯৪৮
স্তবিঞা	২৩৩
স্তবিল	৮০৬
সংহতি	১৮৭, ৮২৮
সাজনি	৬৩
সান্তরায়	৮৩৭
সিদ্ধা	৩৩৪
সুগতি	১১৯
সুবিলাস	৫৯৫
সুভাগিনী	২৯৯
সুভান	৯৯১
সুয়ঙ্গ	৬১
সুরীত	৬০
সৃষ্ট = সৃষ্টি	২৩০, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৫০, ৭৪৮, ৮৮৬
সৌরণ	৪১৫
সোয়াগ	৭৭৫, ৮৬৯, ৮৮০
সোভাগিনী	৮৬৪, ৯০২
হইঞা	৮৪৫, ৯১৪
হইলে	৫৯০। অন্ত্র হইলে।
হঞা—সর্বত্র।	
হনে	৩৩, ১৯৯, ৩৫৬, ৬৬৬, ৬৯১
হয়ে = হয়	২৩
হাঁকারিলা	৯৪৯,
হাত	৮৬৩, ৯৫৯
হুতাল	৮৯৯, ৯০৪
হৌ = ও	১২৯, ১৩৩, ১৬৮, ৩৪৮, ৩৬৪, ৪০২ ও পরে।
ফেণার্ক	৪১৯
ফেত্রিয়	৭৮১
ফেমাইল	৯২৭

